XvKv wekwe‘¨vj‡q Gg. wdj wWwMi Rb¨ iwPZ Awfm›‘f

শেখ সাদির কাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ

(The praising of Prophet (s.w.) in the poetry of Sheikh Saadi : Analysis of essence and Nature)

ZËveavqK

W. †gvnv¤§‘ evnvDwÏb

Aa¨vcK

dviwm fvlv I mwnZ¨ wefvM

XvKv wekwe‘¨vjq

iPbv I Dc¯vcbvq

†gnRwweb Bmjvg

Gg. wdj M‡elK

†iwRt b¤i : 159, wk¶vel : 2015-2016

dviwm fvlv I mwnZ¨ wefvM

XvKv wekwe‘¨vjq|

Dhaka University Institutional Repository

†kLmvw‘ iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í
¯i/c I cKwZwe‡kølY

(***The praising of Prophet (s.w.) in the poetry of Sheikh Saadi : Analysis of essence and Nature***)

XvKvwekwe‘¨vj‡q Gg. wdj wWwM AR‡bi Rb¨
Dc¯wcZAwfm›‘f

†gnRwebBmjvg

dviwmfvlv I mwnZ¨ wefvM

ZwiL :XvKwekwe‘¨vjq

XvKv-1000|

XvKwekwe‘¨vj‡qGg. wdj wWwM AR‡bi Rb¨

Dc¯wcZAwfm›‘f

†kLmvw‘ iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í ¯i|c I cKwZwe‡køl Y

mwPcÎ

wk‡ivbvg	côvb¤i
cZ¨qb cÎ	VI
†NvlYv cÎ	VII
KZÁZv I FY ¯xKvi	VIII
c_gAa¨vq	০১
fwgKv	০২
wØZxq Aa¨vq	০৮
ivm‡ji (mv.) cwiwPwZ	০৯
১ মুহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবকালীনবিশ্ব পরিস্থিতি ও তাঁরআবির্ভাব	০৯
২ রাসুলের(সা.) আগমনেরভবিষ্যদ্বাণী	১৪
৩ রাসুলের(সা.) জন্ম, নাম ও বংশপরিচয়	২০
৪ নবিজির(সা.) জন্মভূমি, শৈশব ও কর্মজীবন	২৪
৫ রাসুলের(সা.) দৈহিকঅবয়বেরবিবরণ	২৫
৬ রাসুলের(সা.) বিবাহ	২৫

৭	নবুওয়াত	২৭
৮	মেরাজগমন ও রাসুলের(সা.) মর্যাদা	২৯
৯	হিজরত ও দেশপ্রেম	৩৩
১০	রাসুলের (সা.)চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব	৩৪
১১	মক্কাবিজয় ও ক্ষমা	৪২
১২	বিদায়হজ ও রাসুলের (সা.)ইন্তেকাল	৪৩
১৩	গ্রন্থপঞ্জি ও টীকা	৪৭
ZZxq Aa¨vq		54
we‡kiL¨wZgvbgbxlx‡'i 'wó‡Zivmj (mv.)		৫৫
১	পবিত্রকুরআনেরাসুল (সা.) প্রসঙ্গ	৫৫
২	রাসুলের (সা.) আত্ম-মূল্যায়ন	৬৪
৩	রাসুল (সা.) সম্বন্ধেমুসলিমমনীষীদেরদৃষ্টিভঙ্গি	৭২
৪	রাসুল (সা.) সম্বন্ধেঅমুসলিমমনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি	৭৬
৫	বিশ্বকবিদের দৃষ্টিতেমহানবিহজরতমুহাম্মদ (সা.)	৯২
৬	গ্রন্থপঞ্জি ও টীকা	১০৯
PZ_ Aa¨vq		১২০
dvivmmvwn‡Z¨ ivmj (mv.) ckw¯Í		১২১
১	আবুলকাসেম ফেরদৌসিররচনায়রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১২১
২	জালালুদ্দিনরুমিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১২৭
৩	ওমর খৈয়ামেরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৪৪
৪	ফরিদউদ্দিনআত্তারেরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৪৮
৫	হাফিজশিরাজিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৫৩
৬	আব্দুররহমানজামিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৬৩
৭	আল্লামাইকবালেরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৮	আব্দুলকাদেরজিলানির (রহ.) রচনায়রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭২
৯	নেজামিগানজুভিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭৩
১০	সানায়িগাজনাভিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭৪
১১	মালেকুশ শোয়ারাবাহারেরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭৫
১২	খাকানিশিরওয়ানিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭৬
১৩	রোকনুদ্দিনআওহেদিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	১৭৭
১৪	উল্লেখপঞ্জি ও টীকা	১৭৭
cÂg Aa¨vq		১৮৮
mvw‘ wkiwR :Rxeb, mvwnZ¨Kg I Ava¨wZ‡KZv		১৮৯
১	ইরানপরিচিতি	১৮৯
২	সাদিরসামসময়িকশিরাজনগরী	১৯১
৩	সাদির জন্ম ও বংশপরিচয়	১৯৪
৪	শিক্ষাজীবন	১৯৬
৫	পিতারপ্রয়াণ	১৯৭
৬	সাদিরভ্রমণ	১৯৮
৭	সাদির দাম্পত্যজীবন	১৯৯
৮	সাদিরকর্মজীবন	২০০
৯	সাদিরসাহিত্যকর্ম	২০০
১০	গোলেস্তান ও বুস্তান	২০০
১১	সাদিরকাব্যেরবিষয়বস্তু ওবৈশিষ্ট্য	২০৫
১২	অধ্যাত্মবাদে পদার্পণ	২০৬
১৩	সাদিরওফাত	২১২
১৪	সাদিররচনাবলি:মনীষীদেরমূল্যায়ন	২১২
১৫	উল্লেখপঞ্জি ও টীকা	২১৪

Dhaka University Institutional Repository

lô Aa¨vq	২২৩
mw‘ iiPbvqivmj (mv.) cm½	২২৪
১ শেখসাদিরকাব্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি	২২৪
২ রাসুল (সা.) প্রভাবিতসাদিরকবিতা	২৪৬
৩ গ্রন্থপঞ্জি	২৬৩
mßg Aa¨vq	২৬৯
Dcmsnvi	২৭০
MšcwÄ	২৭৩
বাংলাগ্রন্থাবলি	২৭৩
ইংরেজিগ্রন্থাবলি	২৭৬
ফারসিগ্রন্থাবলি	২৭৭
ধর্মীয়গ্রন্থাবলি	২৭৯
সাময়িকী	২৮০
Web References	২৮১

cZ¨qbcÎ

আমিপ্রত্যয়নকরছি যে, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েরফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম. ফিলগবেষক মেহজাবিনইসলাম কর্তৃক †kLmww‘iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í : ¯i¡c I cKwZwe‡kølY(*The praising of Prophet (s.w.) in the poetry of Sheikh Saadi : Analysis of essence and Nature*)শীর্ষক এম. ফিলঅভিসন্দর্ভটিআমারপ্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানেরচিতহয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি মেহজাবিনইসলাম-এর নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম হিসেবেরচিত ও উপস্থাপিতহয়েছে। আমারজানামতেইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিলডিগ্রিলাভেরউদ্দেশ্যে কোনোগবেষণাকর্ম রচিতহয়নি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটিপুরোপুরিপাঠকরেছিএবং এম. ফিলডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপনকরারঅনুমতিপ্রদানকরছি।

(অধ্যাপকড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন)
গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক
ফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

†NvlYvcÎ

আমি এই মর্মে ঘোষণাকরছি যে, †kLmww‘iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í : ¯i¦c I cKwZwe‡kølY(*The praising of prophet (s.w.) in the poetry of Sheikh Saadi : Analysis of essence and Nature*) শীর্ষকএম. ফিলঅভিসন্দর্ভটিআমার একক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মেরবিষয়বস্তু পূর্ণ অথবাঅংশ-বিশেষ কোথাওডিগ্রিলাভের জন্য প্রকাশকরিনি।

(†gnRwebBmjvg)
এম. ফিলগবেষক
ফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৫৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার

সমস্তপ্রশংসামহানআল্লাহর- যিনি এই বিশালআকাশেরমালিক, বিস্তীর্ণ জমিনেরপ্রভু, দুনিয়া ও পরকালীনসার্বভৌমক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি, ইহকালীন ও পারলৌকিকসামগ্রিককল্যাণেরএকমাত্রবন্টনকারী, রাজাধিরাজ ও সম্রাটেরসম্রাট। তিনিআমাদেরসৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীবেরমর্যাদায়অসংখ্য নেয়ামতসহ এ পৃথিবীতে প্রেরণকরেছেনএবংসকলপ্রয়োজনেরসুষ্ঠুআয়োজনকরেছেন। সেইমহানপ্রভুরপ্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকরছি। আরো কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকরছিমহানআল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠসৃষ্টি, পৃথিবীরসর্বকালের, সর্বযুগের, সকল দেশেরইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠমহামানবআখেরিনবিহজরতমুহাম্মদ
মোস্তফাসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরঅতলান্তমহাসমুদ্রেরমতোসীমাহীন, বিস্ময়কর, বর্ণাঢ্য জীবন ও অবদান থেকে সামান্য কিছু লেখারতাওফিক দানের জন্য।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছিবিশ্বমানবতার মুক্তি ও সফলতারমহান দূত, শোষিত-নির্যাতিত, বঞ্চিত-নিগৃহিত, নিপীড়িত-উপেক্ষিত ও মজলুমমানবতারসর্বোত্তমসুহৃদ, The greatest man of the mankindহিসেবেজাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষেসকলমানুষেরকাছে স্বীকৃত, নন্দিত, সমাদৃত ও প্রশংসিতমহামানব, সাইয়্যেদুলমুরসালিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, রাহমাতুল্লিলআলামিন, বিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রতি। যাঁর উম্মত হতে পেরেআমরা ধন্য, সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত।

মহানস্রষ্টা ও প্রিয়রাসুলের (সা.) পর কৃতজ্ঞতাজানাই পরম শ্রদ্ধাভাজনমাতা-পিতারপ্রতি, যাঁদেরমাধ্যমে দুনিয়াতেএসেছি, যাঁদেরসতর্কদৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণেরমাধ্যমে সযত্নেলালিত-পালিতহয়েছি, যাঁদেরসীমাহীনত্যাগ ও সার্বিকতদারকিতেউচ্চশিক্ষালাভেসক্ষমহয়েছি।

আমিহৃদয়েরগভীরতলদেশ থেকেশ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে গভীরশুকরিয়া ও অজস্র কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকরছিআমার পথ প্রদর্শক, পরম পূজনীয় দীক্ষাগুরু, এম. ফিলগবেষণাকর্মেরসুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক,ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েরফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যানঅধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনস্যারেরপ্রতি, যাঁরসদয়দিক-নির্দেশনা, আন্তরিকসহযোগিতা ও প্রত্যক্ষতত্ত্বাবধানব্যতিত এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনআমারপক্ষেসত্যিই দুঃসাধ্য ও সুকঠিনহতো।

আমিগভীর কৃতজ্ঞতাজানাচ্ছিআমারশ্রদ্ধেয় শিক্ষকঅধ্যাপকড. কে এম সাইফুলইসলামখানেরপ্রতি,যিনি এম. ফিল কোর্স চলাকালীনসময়েআমাকেগবেষণার মৌলিকবিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সহজভাবেশিখিয়েছেন।

আমিআরো কৃতজ্ঞতাজানাচ্ছিআমারপ্রিয়শিক্ষক ড. শামীমবানুরপ্রতি, যাঁরকাছেআমারফারসিরহাতেখড়ি। দীর্ঘ চারবছরআধুনিকভাষাইনস্টিটিউটেজুনিয়র, সিনিয়র, ডিপ্লোমা ও হায়ারডিপ্লোমা কোর্সে ফারসিভাষারব্যাকরণ ও সাতিহ্য বিষয়কশিক্ষাদানেরমাধ্যমে ফারসিভাষাকেতিনিআমার জন্য করেতুলেছেনসহজ ও সাবলীল। প্রিয়শিক্ষক, আপনাকেঅসংখ্য ধন্যবাদ।

আমার সম্মানিতসকলশিক্ষকমণ্ডলীযথাক্রমেঅধ্যাপক ড. কুলসুমআবুলবাশারমজুমদার, অধ্যাপকড. মুহসীনউদ্দীনমিয়া, অধ্যাপকড. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, অধ্যাপকড. আব্দুসসবুরখান, ড. আবুমূসা মোঃআরিফবিল্লাহ, অধ্যাপকড. মো. আবুলকালামসরকার, জনাব মোহাম্মদ আহসানুলহাদী, ড. মো. মুমিতআলরশিদ ও জনাবমেহেদি হাসানসহসকলেরঅবদান কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণকরছি। আমাকেতাঁরা এ থিসিসরচনায় যে মূল্যবানমতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন সেজন্য আমিতাঁদেরকেআন্তরিকধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাজানাচ্ছি।

আমারপরিবারেরসদস্যদেরপ্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকরে শেষ করাযাবেনা। আমারস্বামীডাঃ মোঃএকরামুলহক জোয়ার্দ্দারঅত্যন্ত ব্যস্ত হওয়াসত্ত্বেওআমাকেগবেষণারকাজেতাঁরসাধ্যাতীতসহযোগিতাঅব্যাহত রেখেছেন। গবেষণাকর্ম সম্পাদনের তাগিদে কত সময় যে আমারএকমাত্রপ্রিয়সন্তানআয়ানআহমাদ-কে বঞ্চিতকরেছিতারইয়ত্তা নেই। এছাড়াআমারমাসুফিয়াখাতুন সুদূর চুয়াডাঙ্গায় বাবাকেএকা ফেলেঢাকায়এসে দীর্ঘদিনআমারসংসার ও সন্তানের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার স্নেহেরভাতিজিশামীমা জেরিনসামিহা, যারকথাউল্লেখনাকরলেইনয়; তারনিয়মিতপড়াশোনারমাঝেওআমাকেঅভিসন্দর্ভেরকাজেসাধ্যাতীতসহযোগিতাকরেছে।
আমিতাঁদেরসকলেরপ্রতিঅন্তরেরঅন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকরছি। এছাড়াপরিবারেরঅন্যান্য সদস্যকেও সবসময়ইসহযোগীরভূমিকায় পেয়েছিআর সে কারণেইবাসায়নিরবিচ্ছিন্নকাজেরপরিবেশ বিদ্যমানছিল–যাআমাকেকার্য সম্পাদনে এগিয়ে দিয়েছে। সর্বোপরিপারিবারিকসহযোগিতাআমারগবেষণায়সবসময়ইসহায়কভূমিকাপালনকরেছে।

আমারগবেষণাকর্ম সম্পাদন ও অভিসন্দর্ভ রচনায়সংশ্লিষ্টগ্রন্থাবলি ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্তসংগ্রহের জন্য ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয়গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইরানিকালচারাল সেন্টারেরলাইব্রেরি, ইসলামিকফাউন্ডেশনলাইব্রেরি ও ফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনারলাইব্রেরিব্যবহারকরেছি। এসবগ্রন্থাগারেরকর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদেরআন্তরিকসহযোগিতার জন্য তাদেরপ্রতিআমি কৃতজ্ঞ।

২০১৬ সালেইরানসরকারেরবৃত্তিনিয়ে তেহরানেঅনুষ্ঠিতফারসিভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়কআন্তর্জাতিকরিফ্রেশার কোর্সে অধ্যয়নকালীনসময়েজ্ঞান, গবেষণা ও জীবনবোধসম্পর্কে যেসবখ্যাতিমানশিক্ষকেরদিক-নির্দেশনা পেয়েছি, আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনায়তাঁদের সেইঅমূল্য অবদানবিশেষভূমিকাপালনকরেছে। উচ্চতরডিগ্রি অর্জনের প্রেরণাতখন থেকেই আমারমধ্যে কাজকরতে থাকে। কোর্সেরশিক্ষকমণ্ডলীরপরামর্শক্রমে গবেষণাসহায়ক বেশকিছুবইসংগ্রহকরেছিলাম,যাআমারগবেষণাকর্মকে তথ্যনির্ভরকরে তোলার ক্ষেত্রেভূমিকা রেখেছে। এছাড়াওইরানেরআল্লামাতাবাতাবায়িবিশ্ববিদ্যালয়েরলাইব্রেরিয়ানমাজিদ ইয়াসিনিরপ্রতিগভীরভাবে কৃতজ্ঞ,যিনিআমাকেথিসিসসম্পর্কিতবিভিন্নবই, আর্টিকেল ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনলাইনেসরবরাহকরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমঅধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

সাহিত্য হলোজাতিসমূহেরসংস্কৃতি ও সভ্যতার দর্পণ। কেননাপ্রত্যেকজাতিরনাগরিকসভ্যতা ও সংস্কৃতিরনানাবিধদিকতাদেরলিখিতকীর্তিসমূহে বিশেষকরেসাহিত্যকীর্তিরমাধ্যমে প্রতিফলিতহয়ে থাকে। ভাষা ও সাহিত্য জগৎকাব্য ও ছন্দ নিয়েইযাত্রাশুরুকরে। কবিতাইছিলমানবজাতিরসাহিত্য সৃষ্টিরপ্রাথমিকমাধ্যম। ইরানেরফারসিসাহিত্যেও এর ব্যতিক্রমঘটেনি। আনুষ্ঠানিকসাহিত্যচর্চাশুরুর পূর্বেইইরানিজনমানুষেরমুখেউচ্চারিতহয়েছেছন্দবদ্ধ বাক্য। আর এ কারণেইখ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ বছর পূর্বেরফারসিভাষাকেজীবন্ত, সাবলীল ও কবিতারভাষাবলেআখ্যায়িতকরা হয়। পদ্য বাকবিতাইহলোপ্রাচীনফারসিসাহিত্যেরসর্বাপেক্ষাউৎকৃষ্ট অংশ।

ফারসিভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীরপ্রাচীনতমভাষা ও সাহিত্যগুলোরমধ্যে অন্যতম। আর এর লালনক্ষেত্রহলোপারস্য বাইরান–যাপ্রাচীনকালহতেএকটি গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতারলীলাভূমিহিসাবেবিশ্ব মানচিত্রে স্থানলাভকরেছে। ইরানেরকয়েকহাজারবছরেরপুরনোসভ্যতায়শিকড় গেড়ে থাকাপ্রাচীন, সমৃদ্ধ ও মূল্যবান এ সাহিত্য ও সংস্কৃতিফারসিকাব্য ও গদ্য সাহিত্যকর্মেরমধ্যে প্রতিভাত হয়।মানবিকতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা, চিন্তা-দর্শন, সংস্কৃতি-সভ্যতা, শৈল্পিক চেতনা ও আধুনিকমানস ও মননশীলতায় সমৃদ্ধ পারস্য জাতিরপ্রাচীনসাহিত্য ছিলকাব্যনির্ভর। কবিগণতাঁদেরছন্দবদ্ধ ভাষায়ফুটিয়েতুলেছিলেনসম্প্রদায়, সমাজ, দেশ ও জাতির গৌরবগাঁথা। প্রকৃতপক্ষেফারসিকবিতাহচ্ছেসমকালীন ও অনাগতকালেরমানুষেরআত্মিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনারআশ্রয়স্থল।

আধুনিকইরানেরফারসিসাহিত্যে গদ্যেরপ্রতিনির্ভরতাবৃদ্ধি পেলেওমধ্যযুগপর্যন্তফারসিসাহিত্যেরপ্রধানমাধ্যমছিলকবিতা। এসময়েরকবিতারবিষয়বস্তু প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মাঝেসীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ খোদারমহিমাবর্ণনা, হজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রশংসা, আশ্রয়দাতার (Patron) গুণকীর্তন, স্বদেশেরমাহাত্ম্য বর্ণনা, আত্মপ্রশংসাপ্রভৃতি। কবিগণতাঁদেরছন্দবদ্ধ ভাষায়একদিকে যেমনসম্প্রদায়, সমাজ, দেশ ও জাতিরগৌরবগাঁথাফুটিয়েতুলেছেনঅন্যদিকে রচনাকরেছেনরাসুলে খোদারশান, জীবনচরিত, মর্যাদা ও প্রশংসায় সিক্ত সিরাতগাঁথা। সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মানবিকতা, লৌকিকতা, প্রেম-প্রীতি ও ধর্মীয় অঙ্গনে এবংমানবজ্ঞানবৃদ্ধিতে এ ভাষার যে সমৃদ্ধ সাহিত্য বিশেষকরেকাব্যসাহিত্য রয়েছেতাসত্যিইঅতুলনীয়।

বিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীরসর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠমহামানব। পৃথিবীরসকলমহাপুরুষেরসকলমহৎ গুণ তাঁরমাঝেএককভাবেপ্রস্ফুটিতহয়েছিল। এ পর্যন্তপৃথিবীর কোনোমহাত্মামনীষীর গুণাবলি ও আদর্শ চরিত্রতাঁকেঅতিক্রমকরতেপারেনি। মহানবিরচরিত্রমানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। তাঁরচরিত্রতথাজীবনাদর্শ গ্রহণেরমধ্য দিয়েমানবজাতির মুক্তি সম্ভব। সে জন্যইমহাগ্রন্থ আল-কুরআনেরাসুলের(সা.) অনুসরণকরারকথাবলাহয়েছেএবংতাঁরচরিত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠচরিত্রবলেআখ্যায়িতকরাহয়েছে। পৃথিবীরপ্রায়সকলভাষাতেইমুহাম্মদের (সা.) চরিত্র-প্রশস্তি ব্যক্ত হয়েছে। রাসুলের (সা.) মহব্বতেযুগেযুগে দেশে দেশে বিভিন্নভাষারকবিগণরচনাকরেছেনতাঁদেরহৃদয়উৎসারিতআবেগঝরা পঙ্‌ক্তিমালা।

রাসুল(সা.) বন্দনায়বিশ্বসাহিত্যে ফারসিভাষীমুসলমানকবিদেরভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলামেরসুশীতলছায়াতলেআসার পূর্বে ফারসিকবিদের কণ্ঠ ও কলমছিলঅগ্নিপূজক, খোদাদ্রোহী ও রাজা-বাদশাহদেরপ্রশংসায়পঞ্চমুখ। কিন্তু ইসলামেএসেতাঁদেরকাব্যসাহিত্য রূপান্তরিতহলোউন্নত, রুচিশীল ও প্রাণজুড়ানো সঙ্গীতে। রচিতহলো অজস্র কবিতা, গজল, হামদ, নাত ও মানবতারজয়গান।এপর্যন্তফারসিকাব্যসাহিত্য জগতে যতজনকবিসাহিত্যিক উজ্জ্বল নক্ষত্রহিসেবে উদ্ভাসিতহয়েছেনতাঁদের বেশিরভাগইছিলেনরাসুলের(সা.) প্রেমেমুগ্ধ, রাসুলের(সা.) একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী। আল্লাহররাসুলের(সা.) জীবনচরিত, শান, মর্যাদা, মুখনিসৃতবাণীসমূহএককথায়তাঁরসামগ্রিককাজকর্ম তাঁদেরকাব্যে ও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। রাসুল বন্দনা যে সমস্তফারসিকবিরকাব্যসাহিত্যে অধিকমাত্রায় স্থান পেয়েছেতাঁরাহলেনআবুলকাসেম ফেরদৌসি (৯৪১-১০২৫ খ্রি.), জালালুদ্দিনরুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), শেখসাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), ফরিদুদ্দিনআত্তার (১১৪৫-১২২০ খ্রি.), হাফিজশিরাজি (১৩১৫-১৩৮৯ খ্রি.), আব্দুলকাদেরজিলানি (১০৭৮-১১৬৬ খ্রি.), আব্দুররহমানজামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩২ খ্রি.), নেজামিগানজুভি (১১৪১-১২০৯ খ্রি.), সানায়িগাজনাভি (১০৮০-১১৩১ খ্রি.), আল্লামাইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.), খাকানিশিরওয়ানি (১১২১/১১২২-১১৯০ খ্রি.), মালেকুশ শোয়ারাবাহার (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রি.), রোকনুদ্দিনআওহেদি (১২৭১-১৩৩৪ খ্রি.)প্রমুখ। এক্ষেত্রেবিশ্ববরেণ্য কবি ও পরিব্রাজক শেখসাদিরনামসবচেয়ে উজ্জ্বলতর।

শেখসাদি ফারসিভাষারঅন্যতম শ্রেষ্ঠকবি। ইরানেরকাব্যকুঞ্জেরবুলবুলহিসেবে দেশে বিদেশে সর্বত্রতিনিনন্দিত। বিশ্বসাহিত্যে অমূল্য সৃষ্টিতাঁর ২টি কাব্যগ্রন্থ †Mv‡j¯Ívb ও e¯Ívb । এছাড়াওতাঁরআরও ২২টি গ্রন্থ রয়েছে–যাতাঁকেজন্মের ৮০০ বছরপরেওঅমরত্ব দানকরেছে।শুধুপারস্য প্রতিভারূপেনয়; বরংবিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারেতিনি যে অমূল্য সম্পদ দানকরে গেছেনবিশ্ব মানবেরহৃদয়াকাশেতিনি এক অত্যুজ্জ্বল

জ্যোতিষ্করূপেচিরভাস্বরহয়েবিরাজকরবেন।সাদিকে ৭ম হিজরিরবিখ্যাতফারসিকবি, সাধক, দার্শনিক, পর্যটক ও মানবতাবাদীজনসেবকবলেআখ্যায়িতকরা হয়।তিনিতাঁরসমগ্রজীবনঅধ্যয়ন, ভ্রমণ ও আধ্যাত্মিকসাধনায়অতিবাহিতকরেছেন। শৈশবেইধর্মীয়, আধ্যাত্মিকএবং নৈতিকশিক্ষারপ্রতিআকৃষ্ট থাকায়উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তিনিবাগদাদেরনিজামিয়ামাদরাসা থেকে বিজ্ঞান, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জনকরেন। আরএখানেইমাত্র ২১ বছরবয়সেমহাকবিসাদিরকাব্য-প্রতিভারউন্মেষ ঘটে। খোরাসানিরচনাশৈলীরআদলেরচিততাঁরকবিতায়মনস্তাত্ত্বিকপ্রভাবঅতুলনীয়। তাঁরকবিতার শৈল্পিকসত্তাঅমলিন, ভাষা ও ভঙ্গি গতিশীল, সহজ ও সাবলীলএবংতাফাসাহাত ও বালাগাতের (ভাষারবিশুদ্ধতা ও অলঙ্করণ) পূর্ণ মানদণ্ডে রচিত। তাঁরঅধিকাংশনীতিধর্মীয়গ্রন্থেইরয়েছেমানবিকঅনুভূতি ও দর্শনের তত্ত্বকথা। তিনিকখনোকাসিদায়প্রশংসা ও স্তুতির স্থলে উপদেশবানসিহতপ্রদানকরেছেনআবারকখনো ছোট ছোটগল্পবাকাহিনীবর্ণনারমাধ্যমে মানবজাতিকেজ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদানকরেছেন।

সাদি শিরাজিবাল্যকালহতেইঅত্যন্তধর্মপরায়ণছিলেন। আজীবন লোক-শিক্ষা ও বিপন্নমানবতারউপকারসাধনইতাঁরজীবনেরপ্রধানব্রতছিল। জনসাধারণেরকল্যাণসাধনকল্পেতিনি দেশে-বিদেশে মৌলিকউপদেশবিতরণ, গ্রন্থ প্রচার ও মানবিক দৃষ্টান্তপ্রদর্শনকরে গেছেন। সেবাধর্ম সম্বন্ধে সাদির এই অমরবাণীমুসলিম জগতে আজোসুপরিচিত:

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده ودلق نیست

তরিকতকিছুনয়বিশ্ব সেবাবিনা

আলখেল্লা, তসবিহ ও জায়নামাজনহেকসাধনা।

শেখসাদি তাঁরজীবদ্দশায়পৃথিবীরসর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠমহামানবআখেরিনবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রশংসায় অজস্র কবিতারচনাকরেছেনযা গুণ ও মানেরদিকদিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠএবংতাঁররাসুল বন্দনামূলককবিতাসমূহপাঠেসহজেইতাঅনুমেয়। যেমন–পৃথিবীতেরাসুলের (সা.) মহত্তম অবস্থান ব্যক্ত করতেগিয়েসাদি বলেছেন :

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهک المنير لقد نور القمر

لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تويی، قصه مختصر

হে সৌন্দর্যেরঅধিকারী, হে মানবসর্দার!

তোমার চেহারা থেকে পূর্ণিমারচাঁদেরন্যায়আলোবিচ্ছুরিত হয়।

তোমারপ্রাপ্য গুণকীর্তনকরা সম্ভব হয় না

খোদার পর তুমিইমহান, এটাইহলোসারকথা।

আরএভাবেইসাদি খুব সহজেইআমাদেরকেবুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যুগেযুগেযতইরাসুলের(সা.) গুণকীর্তনকরা হোকনা কেনতাঁরপ্রাপ্য গুণকীর্তনকরারসাধ্য আমাদেরকারও নেই।

বর্তমানঅভিসন্দর্ভটিভূমিকাঅংশসহ মোটসাতটিঅধ্যায়ে বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলোহলো-

১. ভূমিকা

২. রাসুলের (সা.) পরিচিতি

৩. বিশ্বেরখ্যাতিমানমনীষীদের দৃষ্টিতেরাসুল (সা.)

৪. ফারসিসাহিত্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি

৫. সাদি শিরাজি :জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

৬. সাদিররচনায়রাসুল (সা.) প্রসঙ্গ

৭. উপসংহার

অভিসন্দর্ভেরশুরুতেগবেষণাকর্মেরতত্ত্বাবধায়কেরপ্রত্যয়নপত্র, গবেষকেরএকটি ঘোষণাপত্রএবং কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকারসংযোজিতহয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষেরয়েছেগ্রন্থপঞ্জি। fwgK/শিরোনামেপ্রথমঅধ্যায়েফারসিসাহিত্য ও ফারসিকবিতাসম্পর্কে সংক্ষিপ্তআলোচনার পর বিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) সংক্ষিপ্তপরিচয়তুলেধরাহয়েছে। এরপরবিশ্বসাহিত্যে রাসুল বন্দনায়ফারসিকাব্যের অবস্থান খুব সংক্ষেপেআলোচনারমাধ্যমে রাসুল বন্দনাকারীফারসিভাষীমুসলমানকবিদেরনামউল্লেখপূর্বক শেখসাদি প্রসঙ্গ আনয়নকরাহয়েছে। অতঃপরসাদিরসংক্ষিপ্তজীবন-বৃন্তান্তআলোচনার এক পর্যায়েসাদিরকাব্যে রাসুলের (সা.) প্রশস্তিমূলককবিতাসম্পর্কে সংক্ষিপ্তআলোকপাতকরেপ্রথমঅধ্যায় শেষ হয়েছে।

অভিসন্দর্ভেরদ্বিতীয়অধ্যায়টিরশিরোনামহলো- ivm‡ji (mv.) cwiPwZ। এ অধ্যায়েরাসুলের (সা.) বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুলজীবনকেপর্যায়ক্রমে মুহাম্মদের (সা.)আবির্ভাবকালীনবিশ্ব পরিস্থিতি ও তাঁরআবির্ভাব, রাসুলের (সা.)আগমনেরভবিষ্যদ্বাণী, রাসুলের(সা.) জন্ম, নাম ও বংশপরিচয়, নবিজির(সা.) জন্মভূমি, শৈশব ও কর্মজীবন, রাসুলের(সা.) দৈহিকঅবয়বেরবিবরণ, রাসুলের(সা.) বিবাহ, নবুওয়াত, মেরাজগমন ও রাসুলের (সা.)মর্যাদা, হিজরত ও দেশপ্রেম, রাসুলের (সা.) চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, মক্কাবিজয় ও ক্ষমা, বিদায়হজ ও

রাসুলের(সা.) ইন্তেকালইত্যাদি পয়েন্টের আলোকেসংক্ষিপ্তপরিসরেতুলেধরাহয়েছে। এ অধ্যায়েকুরআন ও হাদিস থেকে যথোপযুক্ত বহুআয়াত ও ফারসিকবিতাউল্লেখকরাহয়েছে।

we‡kiL¨wZgvbgbxlx‡'i 'wó‡Zivmj (mv.)শিরোনামেরচিত হয় অভিসন্দর্ভেরতৃতীয়অধ্যায়টি। এ অধ্যায়েরশুরুতেইপবিত্রকুরআন থেকে রাসুল (সা.) সম্পর্কিতমহানআল্লাহতাআলারকিছুবাণীবাংলা অর্থসহকারেউল্লেখকরাহয়েছে। এরপররাসুলের(সা.) আত্ম-মূল্যায়ননামকএকটি অনুচ্ছেদেরউল্লেখরয়েছে। রাসুল সম্বন্ধেবিশ্বেরপ্রখ্যাতমুসলিম ও অমুসলিমমনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলেধরাহয়েছে। পরিশেষেরাসুল সম্বন্ধেফরসিকবিব্যতীতবিশ্বেরঅন্যান্য প্রখ্যাতকবিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাতকরাহয়েছে। উল্লেখ্য এখানেআরবি, বাংলা ও তূর্কিসহবিশ্বেরঅন্যান্য সাহিত্যেরপ্রখ্যাতকবিদেররাসুল বন্দনামূলককবিতাগুলোতুলেধরাহয়েছে।

অভিসন্দর্ভেরচতুর্থ অধ্যায়টিসর্ববৃহৎ। এটিরশিরোনামহলোdviwmmvwn‡Z¨ ivmj (mv.) ckw¯Í। সাতষট্টিপৃষ্ঠা সম্বলিত এ অধ্যায়েরশুরুতেরাসুল বন্দনাকারী যেসমস্তফারসিকবিবিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে বিশেষ স্থান দখলকরেআছেতাদেরমধ্যে আবুলকাসেম ফেরদৌসি, জালালুদ্দিনরুমি,ওমর খৈয়াম, ফরিদুদ্দিনআত্তার, হাফিজশিরাজি,আব্দুররহমানজামি,আল্লামাইকবাল, আব্দুলকাদেরজিলানি (রহ.), নেজামিগানজুভি, সানায়িগাজনাভি,মালেকুশ শোয়ারাবাহার,খাকানিশিরওয়ানি, রোকনুদ্দিনআওহেদিপ্রমুখকবিদেরসংক্ষিপ্তপরিচিতি ও তাঁদেরউল্লেখযোগ্য রাসুলপ্রশস্তিমূলকবারাসুলসম্পর্কিতকবিতাগুলোতুলেধরাহয়েছে। এক্ষেত্রেফারসিকবিতাসমূহেরউচ্চারণ ও বাংলা অর্থ দেয়া হয়েছে। ফারসিকবিতারমাত্ন (Text) ও তথ্যসূত্রউল্লেখের ক্ষেত্রেসংশ্লিষ্টকবিরমূলফারসিকাব্যগ্রন্থকে অগ্রাধিকারপ্রদানকরাহয়েছে।

অভিসন্দর্ভেরপঞ্চমঅধ্যায়টিmvw‘ wkiwR : Rxeb, mvwnZ¨Kg I Ava¨wZ‡KZvশিরোনামেরচিত। এ অধ্যায়টিইরানপরিচিতি, সাদিরসামসময়িকশিরাজনগরী, সাদির জন্ম ও বংশপরিচয়, শিক্ষাজীবন, পিতারপ্রয়াণ, সাদিরভ্রমণ, সাদিরদাম্পত্যজীবন,সাদিরকর্মজীবন, সাদিরসাহিত্যকর্ম, গোলেস্তান ও বুস্তান,সাদিরকাব্যেরবিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য, অধ্যাত্মবাদে পদার্পণ,সাদিরওফাত,সাদিররচনাবলি :মনীষীদেরমূল্যায়নইত্যাদি শিরোনামেরআলোকেসন্নিবেশিতহয়েছে।

mvw‘iiPbvqivmj (mv.) cm½শিরোনামেরচিত হয় অভিসন্দর্ভেরঅন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠঅধ্যায়টি। এ অধ্যায়েরাসুলপ্রশস্তিমূলকসাদিরউল্লেখযোগ্য ফারসিকবিতার পঙ্‌ক্তিসমূহ বাংলাউচ্চারণ ও

অর্থসহউল্লেখকরাহয়েছেএবংপ্রয়োজনবোধেমর্মার্থ ও ব্যাখ্যাপ্রদানকরাহয়েছে। এছাড়াসাদি রাসুলের (সা.) প্রভাবেপ্রভাবিতহয়ে যেসমস্তকবিতারঅবতারণাকরেছেন সেগুলোও এ অধ্যায়েবিধৃতহয়েছে।

অভিসন্দর্ভেরসপ্তমঅধ্যায়টিDcmsnviশিরোনামেরয়েছে। †kLmw‘iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í : ¯i/c I cKwZwe‡kølYশীর্ষকবিষয়েরউপররচিত এ অভিসন্দর্ভেরপরিসমাপ্তিঘটানো হয় Dcmsnviঅধ্যায়দিয়ে। এঅধ্যায়েপ্রথমেইইসলামধর্মেরআবির্ভাব ও এর পূর্ণতাপ্রদানএবং গোটাবিশ্বেরউপর এই ধর্মেরপ্রভাবসম্পর্কে আলোকপাতকরাহয়েছে। এরপরপৃথিবীতেআগতমানবসমাজের মুক্তির কাণ্ডারিহজরতমুহাম্মদকে (সা.) নিয়েবিশ্বসাহিত্যেওবিশেষকরেফারসিসাহিত্যেও যেসমস্তকবিসাহিত্যিকগণপ্রশংসাগীতিরচনাকরেচিরস্মরণীয়হয়েআছেনতাদেরনামউল্লেখপূর্বকরাসুলপ্রেমিককবি শেখসাদি শিরাজিরধর্মপরায়ণতা, রাসুলের(সা.) প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, অনুসরণ ও তাঁরকাব্যসাহিত্যে রাসুলের(সা.) প্রশস্তি, কাব্যে রাসুলের(সা.) হাদিসের প্রভাবএবং এই হাদিস সম্বলিততাৎপর্যপূর্ণ রচনারঅনুসরণেরমাধ্যমে সমাজেশান্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রভৃতিবিষয়অনুসিদ্ধান্তআকারেআলোচিতহয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনায়আধুনিকগবেষণাপদ্ধতিব্যবহারকরাহয়েছে। বিভিন্নঅধ্যায়েসন্নিবেশিত তথ্যসূত্রব্যবহারের ক্ষেত্রেতুলনামূলকঅধিকগ্রহণীয়পদ্ধতিখুঁজতেXvKwekwe‘¨vjqcwÎKv, mwnZ¨ cwÎKv, evsjvGKv‡WgxcwÎKv, GwkqwUK †mvmvBwUcwÎKv, BmjwgKdvD‡ÛkbcwÎKv ও ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েরবিভিন্নবিভাগ ও ইনস্টিটিউটেরগবেষণাপত্রিকাগুলোঅধ্যয়নকরাহয়েছে। একই সাথে স্বীকৃত গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিতগ্রন্থাবলিওযাচাইকরে দেখাহয়েছে। পরিশেষেশ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়কেরনির্দেশনা ও পরামর্শেরআলোকেসহজতর, সাবলীল ও আধুনিকএকটিগবেষণাপদ্ধতিকে বেছে নেওয়াহয়েছে। যে পদ্ধতিঅনুসরণকরতেগিয়েবর্তমানঅভিসন্দর্ভে তথ্যসূত্রব্যবহারের ক্ষেত্রেসংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির পর সূচকনাম্বার ব্যবহৃতহয়েছেএবং সেইসূচকনাম্বার অনুযায়ীঅভিসন্দর্ভেরপ্রতিটিঅধ্যায়েরপরেউল্লেখপঞ্জিতেসন্নিবেশিতসংশ্লিষ্ট গ্রন্থের লেখক, গ্রন্থেরনাম, প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান, প্রকাশের সন ও পৃষ্ঠা নম্বরসহবিস্তারিতবিবরণসম্পর্কে অবহিতহওয়াযাবে। অভিসন্দর্ভের শেষেগ্রন্থপঞ্জিপ্রণয়নের ক্ষেত্রেপ্রথমে লেখকের পূর্ণাঙ্গ নাম, গ্রন্থ প্রকাশের সন, গ্রন্থেরনাম, এবংসবশেষেপ্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানেরনামউল্লেখকরাহয়েছে।

বর্তমানঅভিসন্দর্ভ প্রণয়নেবানানরীতিব্যবহারের ক্ষেত্রেবাংলাএকাডেমীপ্রবর্তিতবাংলাবানানরীতিকেঅনুসরণকরাহয়েছে। ফারসি, ইংরেজি ও আরবি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেসংশ্লিষ্টবিষয়েরমূলগ্রন্থকে বেছে নেওয়াহয়েছেএবংপ্রথমিকউৎস যেসব ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য শুধু সেখানেই

দ্বৈতীয়িকউৎসব্যবহারকরাহয়েছে। এছাড়াপ্রয়োজনবোধেপুরোঅভিসন্দর্ভ জুড়েইফারসিকবিতারবাংলাউচ্চারণ,উদ্ধৃতি ও কুরআনেরআয়াত ও হাদিসের বাংলা অর্থ সংযোজনকরাহয়েছে।

দ্বিতীয়অধ্যায়

রাসুলের (সা.) পরিচিতি

ivm‡ji (mv.) cwiwPwZ

gnv¤§‡`i (mv.) AwefveKvjxbwek cwiw¯wZ I ZvіAwefve

ای ز شرم روی ماهت غرق آفتاب

وز فروغ ماہرخسارتومہ اندر نقاب

آفتاب از خاکراهت یافت حشمت لاجرم

درفضایآسمان زد خیمۂ زرّین طناب

گر ز انوار رخت یکشعلہتابدبرفلک

از حیا مستور گرددآفتابآندر نقاب

نورحقستآن مجسّم گشتہ در ذات نبي

همچو نور ماہکز خورشید کردستاکتساب

বাংলাউচ্চারণ :এই যে শারমেরূয়েমহাতগারক্বে গারক্বে অফতব

ভায ফোরূগে মহে রোখসরে তো মাহ আনদার নেক্বব

অফতবআয খকে রহাতইঅফত হেশমাতলজারাম

দার ফাযয়েঅসেমনযাদ খীমেয়েযাররীনতানব

গার যে আনভরে রোখাতইয়েক শো-লে তবাদ বারফালাক

আযহাইঅমাসতূরগারদাদ অফতবআনদার নেক্বব

নূরেহাক্কক্বাসত অন মোজাস্‌সামগাশতে দার যতেনাবি

হামচু নূরেমহকায খোরশীদ কারদাসতএকতেসব

অর্থ :ওহে, তোমার চন্দ্রমুখের লজ্জায় সূর্য ডুবুডুবু

তোমার চেহারারআলোকচ্ছটায়চাঁদ অবগুণ্ঠিত।

তোমার পথেরমাটি থেকে নিশ্চিতভাবে, সূর্য পেয়েছে ঔজ্জ্বল্য

আকাশেরপরিবেশেতাঁবুখাঁটিয়েছে সোনালিরশির।

তোমার চেহারার নূরের একটাকণাযদি আকাশেঝলকিত হয়

লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলেসূর্য নেকাবের ভেতর।

হকতাআলার নূরের প্রতিকৃতিরূপান্তরিতহয়েছেনবি-সত্তায়

এটাএমন চন্দ্রেরনূরযা থেকে সূর্য আহরণকরেছেআলো।[১]

হজরতমুহাম্মদেরআবির্ভাবেরযুগকেপৃথিবীরইতিহাসে'আইয়ামেজাহেলিয়া' অর্থাৎঅজ্ঞতা ও বর্বরতারযুগহিসেবেআখ্যায়িতকরাহয়েছে।কেননা সেসময়তাওহিদের পথ থেকে মানুষেরবিচ্যুতিঘটেছিল। মানুষএক ইলাহ'রপরিবর্তেনানারঙের, নানা পদেরইলাহতৈরিকরেনিয়েছিল। তারাপ্রকৃতিরঅথাৎচাঁদ, সূর্য,আগুন ও গাছপালারআরাধনাকরছিল।তারামাথানতকরেছিলমাটিরপুতুলেরকাছে। তাদেরভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুরভারতারা ন্যস্ত করেছিললাত-উযযারকাঁধে। মানুষভুলেগিয়েছিলতাদেরপ্রকৃত প্রভুকে। জগতে এভাবে নেমেএসেছিল ঘোরঅমানিশা।

প্রস্ফুটিতফুলেরমতোনিষ্পাপকন্যা-শিশুদেরচিৎকারে কেঁপেওঠেছিলমরুভূমিরপ্রান্তর। কেননাতাদেরধারণা, কন্যাশিশুর জন্ম অভিশাপস্বরূপ। তারাবিশ্বাসকরেতাদেরআরাধনারভুলেরকারণেপ্রভুঅসন্তুষ্টহয়েকন্যাসন্তান দানকরেছেন। এই কন্যাশিশুদেরকে দাফনকরে দিলেইঘটবেতাদের পাপমুক্তি।

এছারাযখনপিতাইবরাহিমআলাইহিসসালাম কর্তৃক স্থাপিতবায়তুল্লাহচলেযায়মুশরিকদের দখলেতখন একে একেসেখানেজায়গাকরে নেয় পৌত্তলিকদেরপূজিতমূর্তিগুলো। মানুষযখন এক আল্লাহরইবাদত থেকেমুখফিরিয়েবহুইলাহকেগ্রহণকরে নেয়, তখনতাদেরমধ্য থেকে বিলুপ্তহয়েযায়সভ্যতা। মক্কারপ্রান্তরেনারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে সম্মিলিত হয়। সম্মানও সম্ভ্রমের মাথা খেয়েতারাএটাকেগ্রহণকরেপ্রভু-সন্তুষ্টিরউপায়হিসেবে। শুধুমক্কায়নয়বরংপুরোবিশ্বে তখনঅরাজকতা বিদ্যমান ছিল।[২] পারস্য দেশে নিজমাতা, ভগ্নি ও কন্যার সঙ্গে বিবাহে কোনোবাধাছিলনা। চীন দেশে কবর ও ভূতপিশাসেরপূজাকরাহতো। ভারতেঅশ্লীল লিঙ্গ পূজা লজ্জাহীনভাবে প্রচলিতছিল।কন্যাকেবিবাহের পূর্বে পরিশুদ্ধ করার জন্য মন্দিরেপুরোহিতের সাথে রাত্রিযাপনকরতেহতো। পূজামণ্ডবগুলোতে মদ্যপান ও ব্যভিচারপুরোদমে চলত। সামাজিকমর্যাদা ও সম্মাণরক্ষার্থে গোত্রে গোত্রেলড়াইবাযুদ্ধ ছিলতখনকারদিনেরনিত্যনৈমত্তিকব্যাপার। তাদেরধারণাছিল শৌর্য-বীর্যে কোনো গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেরএকমাত্রনির্ণায়কহলোযুদ্ধ।আরবদেরসামাজিকবর্বরতা ও নিষ্ঠুরতাসবকিছুরসীমাঅতিক্রমকরেছিলএবংসভ্যতাবলতেবর্বরতা ও নিষ্ঠুরতাকেইবুঝাতো। সামান্য তুচ্ছকারণে রক্তপাত সংঘটিতহতোএবংপ্রতিশোধস্পৃহাবংশপরম্পরায়চলতে থাকত। স্বামীগণতাদেরবিবাহিতা

স্ত্রীদেরঅপরপুরুষের সঙ্গে সহবাসেঅনুমতিদিত। সন্তানধারণের জন্য আরবে এ প্রথারপ্রচলনছিলযার সঙ্গে ভারতেরহিন্দুদেরনিয়োগপ্রথারসাদৃশ্য ছিল।[৩]

এমতাবস্থায়সুবহেসাদিকের এক পরম মুহূর্তে মানবজাতির জন্য রহমতহয়েধরায়আগমনঘটলো সেইমহামানবের। সেইমহান ব্যক্তির, যিনিএকাধারে স্বামী, পিতা, রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা, বন্ধু, ভাই ও রাসুল। যিনিওহিপ্রাপ্ত হবার আগেইসবারকাছেপ্রিয়হয়েওঠেন। সবাইতাকেপূত-পবিত্রবলেজানত। তাঁরচরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা ও আমানতেররক্ষণাবেক্ষণআরসবার সাথে সমানভাবেসু-সম্পর্ক রক্ষাকরেচলার জন্য তিনি'আল-আমিন'তথা'বিশ্বাসী'উপাধিতেভূষিতহন। সেইমহান ব্যক্তির আগমনসম্পর্কিতনজরুলেরবিখ্যাতগানটিনিম্নরূপ–

ত্রিভুবনেরপ্রিয়মুহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়

আয়রেসাগরআকাশবাতাস

দেখবিযদি আয়॥

ধূলিরধরা বেহেশতেআজ

জয়করিলদিলরেলাজ

আজকেখুশিরঢল নেমেছেধূসরসাহারায়

আয়রেসাগরআকাশবাতাস দেখবিযদি আয়॥

দেখ আমিনামায়ের কোলে

দোলেশিশুইসলাম দোলে

কচিমুখেশাহাদাতেরবাণী সে শোনায়

আয়রেসাগরআকাশবাতাস দেখবিযদি আয়॥

আজকেযতোপাপী ও তাপী

সব গুনাহের পেলমাফী

দুনিয়াহতে বে-ইনসাফীজুলুমনিলবিদায়

আয়রেসাগরআকাশবাতাস দেখবিযদি আয়॥

নিখিল দরুদ পড়েলয়েনাম

সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম

জ্বীন পরী ফেরেশতাসালাম

জানায়নবিরপায়

আয়রেসাগরআকাশবাতাস দেখবিযদি আয়॥[৪]

এভাবেইআল্লাহকেভুলেযাওয়াজনপদেরমানুষগুলোরহিদায়াতের জন্য আল্লাহ-ই তাকে নিযুক্ত করলেনরাসুলহিসেবে, দানকরলেনঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন। একজনরাসুলকেহতেহবেনির্ভীক, সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীল, যুদ্ধেরময়দানেঅকুতোভয় সৈনিক; রাষ্ট্র পরিচালনায়অগ্রগামী নেতা। দুঃখীমানুষেরকাছেতাকেহতেহবেঅত্যন্ত দয়ালু, পথহারারকাছে পরম বন্ধু, স্ত্রীর কাছেসর্বোৎকৃষ্ট স্বামী ও জনপদেরঅধিবাসীদেরকাছেন্যায়ের এক বিমূর্তপ্রতীকএবংস্রষ্টারআনুগত্যে তিনিহয়েউঠবেনসবার জন্য অনুসরণীয়।

ইতিহাসসাক্ষী, এই সকল গুণাবলীর সবগুলোইনবিজিসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে বিদ্যমানছিল। তাঁর পরম শত্রু, চরম বিরোধীরাওসাক্ষী দেয়, তিনিকখনোইমিথ্যা কথাবলেননি, কখনো লোকঠকাননি, কখনোকারওহকনষ্টকরেননি,কখনোযুদ্ধেরময়দান থেকে পলায়নকরেননি। তিনিতাঁরবন্ধুদেরকাছেছিলেনসর্বোত্তমবন্ধু ওশত্রুদেরকাছেছিলেনবিশ্বস্ত প্রতিপক্ষ। স্ত্রীদেরকাছেসর্বোৎকৃষ্ট মানুষএবংজনগণেরকাছেছিলেনএকজনন্যায়বিচারক।

তিনিই সেই ব্যক্তিত্ব, যিনিপাল্টে দিয়েছেনপুরোবিশ্বকে। পৃথিবীর যে ভূ-খণ্ডে নেমেএসেছিলজাহিলিয়াত, সেই ভূ-খণ্ড তিনিপরিণতকরেছেন ভূ-স্বর্গে। যে অঞ্চলের লোকেরানিজেরানিজেদেরমধ্যে মারামারিকরেদিনাতিপাতকরত, একজনমানুষের ছোঁয়ায়তারাহয়েউঠলমানুষেরজান-মালরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। নিজেদের স্বার্থউদ্ধারের জন্য যারা কোথাও বিন্দুমাত্রছাড়দিতনা, পরেএকজনমানুষের

ছোঁয়ায়তারাইতাদেরসাথিদেরদিয়েদিচ্ছিলনিজের ঘর-বাড়ি, গৃহপালিতপশু, আবাদি জমিইত্যাদি।এব্যাপারেটমাসকার্লাইলবলেন–

'আরবজাতিরকাছেতাছিলঅন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা। দরিদ্র মেষপালকজাতি, পৃথিবীসৃষ্টি হবার পর থেকে মরুভূমিতেউদ্দেশ্যহীনভাবেঘুরে বেড়াত। অজ্ঞাত, অখ্যাত, অশিক্ষিত এই জাতিরমধ্য থেকে এক বীরনবিকেতাদেরকাছেপাঠানোহলোএমনকথাদিয়েযাতারাবিশ্বাসকরতেপারে। দেখো-দেখো এই অখ্যাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত লোকেরাইবিশ্বের সেরা জাতিতেপরিণতহলো। একশতাব্দীরমধ্যেইবিশ্বের শ্রেষ্ঠজাতিতেপরিণতহয়েমুসলিম সাম্রাজ্যকে পশ্চিমে স্পেনেরগ্রানাডা থেকে পূর্ব দিকেদিল্লীপর্যন্তবিস্তৃত করে। শৌর্য, বীর্য, ঐশ্বর্য, সাহসিকতা, গৌরব ও প্রতিভার গুনে আরবজাতিবহুশতাব্দীধরেবিশ্বের এক বিরাটঅংশেরউপরমহাসমারোহে ও মহাবিক্রমে আলোবিকিরনকরে আসছে।'[৫]

একজনমানুষেরহাতধরেপাল্টে গেলপৃথিবীরইতিহাস। মোড়নিলবিশ্ব-রাজনীতি। সভ্যতা পেলনতুন এক মাত্রা। সেইমানুষেরহাতধরেপৃথিবীতেআবার নেমেএলোহিদায়াতেরফল্গুধারা। সেইমানুষটারনামমুহাম্মদ ইবনুআব্দিল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম। একজনমানুষএসেপৃথিবীকেএমনভাবেনাড়িয়ে দিয়েছেন–এমনঘটনাপৃথিবীতেআর দুটো নেই।তাইতোনজরুলবলেছেন–

তোরা দেখে যাআমিনামায়ের কোলে,

মধু পূর্ণিমারই সেথাচাঁদও দোলে

যেনঊষার কোলেরাঙারবি দোলে॥

কুলমাখলুকেআজিধ্বনি ওঠে কেএল ঐ,

কলেমাশাহাদাতেরবাণী ঠোঁটে কে এল ঐ,

খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে কে এল ঐ,

আকাশগ্রহতারাপড়েলুটে কে এল ঐ

পড়ে দরুদ ফেরেশতা, বেহেশতে সব দুয়ার খোলে॥

মানুষেমানুষেঅধিকার দিলো যে জন

এক আল্লাহছাড়াপ্রভুনাইকহিল যে জন

মানুষেরলাগিচিরদিন বেশপরিল যেজন

বাদশাহফকিরে এক শামিলকরিল যে জন,

এলধরায়ধরাদিতে সেই সে নবি,

ব্যথিতমানবেরধ্যানেরছবি

(আজি) মাতিলবিশ্বনিখিল মুক্তি কলরোলে॥[৬]

রাসুল(সা.) সম্পর্কেগিবনবলেন, ইসলামেরসাহায্যে মুহাম্মদ (সা.) আরবজাহান থেকে বংশপরম্পরায়চালিতযুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, অরাজকতা, নারীনির্যাতন, মেয়েশিশুরজীবন্ত কবর দেয়া, খুনাখুনি, নরবলি, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের মূলোৎপাটনকরেন। কুরআন ও ইসলামেরসাহায্যে তিনি এই মর জগতে স্বর্গীয়রাজত্ব কায়েমকরেনযা স্বর্গেররাজপুত্রযিশুখ্রিষ্টকামনাকরেছিলেনকিন্তু বাস্তবায়নকরতে পারেননি।[৭]

ivm‡ji(mv.) AvMg‡bifwel¨ØvYx

মহানআল্লাহরাব্বুলআলামিন স্বীয়বান্দাদেরহিদায়েতের জন্য পৃথিবীতেযুগেযুগে দেশে দেশে যে একলক্ষচব্বিশহাজারনবিরাসুল প্রেরণকরেছেনতাঁদেরমুখনিসৃতবাণী, তাদেরপ্রচারিতসহিফা ও ধর্মগ্রন্থে বিধৃতরয়েছে সর্বশেষ নবিরপবিত্রনামেরউচ্চারণ। যেমন- দাউদের (আ.) উপরঅবতীর্ণ যাবুর, মুসার (আ.) উপরঅবতীর্ণ তওরাত, ইসার (আ.) উপরঅবতীর্ণ ইঞ্জিলএমনকিহিন্দুদেরধর্মগ্রন্থ বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, পারসিকদের জেন্দাবেস্তা ও দসাতি, মহামতিবুদ্ধেরউপরঅবতীর্ণ ত্রিপিটক ও দিঘানিকায়ায়গ্রন্থে মহানবিরআবির্ভাবেরভবিষ্যদ্বাণীরউল্লেখরয়েছেএবং সেইমহানআলোচনায়তাঁরনাম ও কার্যাবলীরমাধ্যমে উচ্চারিতহয়েছে মানবমুক্তির কথা।[৮]রাসুলের(সা.) আবির্ভাবের এই ভবিষ্যৎবাণীসম্পর্কিতহাফিজেরগজলটিনিম্নরূপ:

چندان بودکِرشمهو نازسهی قدان

کاید به جلوه سرو صنوبر خرامِ ما.

চান্দানবুদ কেরেশমাহেওনাজছহিকদান

কে আয়েদ বেজালভেছরু ও ছনুবরখরামেমা।

অর্থ : সুন্দরীদের এত ভালোবাসারঅভিমান ও প্রণয়পূর্ণ চোখেরঠাঁরেরঅবতারণাকরাহলো এই জন্য যে, সিডার ও পাইন বৃক্ষেরন্যায়ললিতগতিসম্পন্নআমাদেরপরিমার্জিতনাগরেরজাঁকজমকপূর্ণ আগমন ঘটবে।[৯]

গজলটিপড়লেপ্রথমে মনে হয় গজলটি যেননর্তকীদেরনাচেরআসরেরবর্ণনাদিচ্ছেকিন্তু আসলেএটারভাবার্থ হলোহজরতমুহাম্মদের (সা.) আগমনের পূর্বে এক লক্ষচল্লিশহাজারপয়গম্বরতাঁরআগমনীবার্তাবয়েএনেছেনএবংতাঁরাতাঁর পথ পরিস্কার করতে চেষ্টাকরেছেন।

নিম্নে বিভিন্নধর্মগ্রন্থেরআলোকেপ্রিয়নবি (সা.)-এর আগমনবার্তাতুলেধরাহলো :

†e‘ ci¨‡Y¨cqbwe (mv.)

বেদে 'নরাশংস'শব্দেরউল্লেখআছে। 'নরাশংস'শব্দ'নর'এবং'আশংস' এ দুইশব্দেরসমন্বয়ে গঠিত। বেদের'নরাশংস'বিষয়কঅধ্যায়েযে ব্যক্তির প্রশংসাকরাহয়েছে'নরাশংস'শব্দেরদ্বারাসে ব্যক্তিকেই বুঝানোহয়েছে। অতএব'নরাশংস'শব্দকর্মকারকসমাস। 'নরশ্চাসৌআশংসঃ'সন্ধিবিচ্ছেদ গঠিত, যাঁর অর্থ হচ্ছেপ্রশংসিতমানুষ (অর্থাৎমুহাম্মাদ)।[১০]

'ইদংজনাউপশ্রুতনরাশংস স্তবিষ্যতে'

অর্থ : নরাশংস বেদ অবতরণেরপরবর্তীযুগেরমানুষ হবেন।[১১]

'নরাশংসমিহপ্রিয়মস্মিন্যজ্ঞউপহ্বয়ে। মধু জিহবৎহবিষ্কৃতম্'

নরাশংসেরমধুরভাষণেরপ্রতি ইঙ্গিত করে ঋগ্বেদে তাঁকেসাক্ষাৎ'মধুজিহ্বা'বিশেষণেভূষিতকরা হয়েছে।[১২]

উষ্ট্রাযস্য প্রবাহনোবধুমন্তোদ্বির্দশ

অর্থ : নরাশংসের (প্রসংসিতমানুষের) বাহনহবেউষ্ট্র এবংতাঁরদ্বাদশপত্নী থাকবেন।[১৩]

অনস্বন্তাসৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠোঅসুরামঘোন :ত্রৈবৃষ্ণোঅগ্নে দশর্ভি ঃ সহ স্রৈবৈশ্বানরত্রয়ংরূপশ্চিকেত।

অর্থাৎ, তিনিচক্রবিশিষ্টযানেরঅধিকারীহবেন (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন), সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয়চরমজ্ঞানী; শক্তিশালী ও মুক্তহস্ত 'মামহ'আমাকেতাঁরবাণীদ্বারাঅনুগ্রহকরেছেন, সর্বশক্তিমানের প্রিয়, সকলসৎগুণের অধিকারী,

নিখিলবিশ্বের জন্য করুণা (রাহমাতুল্লিলআলামিন) এবং দশ সহস্রঅনুচরেবিখ্যাতহবেন(প্রিয়নবি (সা.) দশ হাজারসাহাবিনিয়েমক্কাবিজয়করেছিলেন।

'মামহ' অর্থাৎমুহাম্মদ।

হিন্দুদের কোনোঋষিবাঅবতারেরনামকখনো'মামহ'ছিলনা। 'মামহ' সংস্কৃত শব্দওনয়, অপরিচিতশব্দ। বেদের কোনো কোনোস্থানে'মহামদ'শব্দটিউল্লিখিতআছে। এই মহাপুরুষটিকেমরুস্থলবাসীউষ্ট্রারোহীবলাহয়েছে। অথচ হিন্দুশাস্ত্র মতে, ভারতীয়ঋষিগণের জন্য উটেরমাংস, দুধখাওয়াএবং উটে চড়াওনিষিদ্ধ।[১৪]ব্রাহ্মণদের উটে চড়ানিষিদ্ধ। মনুস্মৃতিতেউল্লেখআছে, যদি কোনোব্রাহ্মণগাধাবা উটে আরোহণকরেতাহলে সে কলুষিত হবে।[১৫]

সুতরাংমরুদেশবাসীআরববাসীউষ্ট্রারোহী দশ সহস্র অনুচরের নেতাএবংদ্বাদশপত্নীরঅধিকারীহজরতমুহাম্মদ (সা.)-ই সেইঋষি, তাতেআর কোনোসন্দেহ নেই।

পুরাণেঅন্তিমঅবতারকল্কিসম্পর্কে বলাহয়েছে:

কল্কিরবাবারনামহবেবিষ্ণুযশঃ অর্থাৎঈশ্বরের উপাসক। (প্রিয়নবির (সা.) পিতারনামছিলআবদুল্লাহ, অর্থাৎআল্লাহরগোলাম)কল্কিরমাতারনামহবেসুমতি (সৌম্যমতী), অর্থ- শান্ত, মননশীল, স্বভাবযুক্তা (প্রিয়নবির (সা.) মাতারনামছিলআমেনা অর্থাৎশান্ত স্বভাবযুক্তা।[১৬]

বিচরন্নাশুনা ক্ষৌন্যাংহষেনাপ্রতিম দ্যুতি :নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যুন্, কোটিনোনিহনিষ্যতি–

অর্থ: বেগমান অশ্ব দ্বারাবিচরণকারীঅপ্রতিমকান্তিময়,লিঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজার বেশে গুপ্ত অগণিত দস্যুগণকেসংহারকরবেন।

gnvfvi‡Zifwel¨ØvYx

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ মহাভারতেরবনপর্বে কল্কিঅবতারতথাবিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবেরভবিষ্যদ্বাণীরউল্লেখরয়েছে। 'কালক্রমে বিষ্ণুযশানামতেব্রাহ্মণ সম্ভল গ্রামেতে জন্ম লইবেতখন। মহাবীর্য মহাবুদ্ধি কল্কিতাহারঘরে। জন্মিবেনযথাকালে দেব কার্য তরে।'[১৭]মননমাত্রেতেতাঁহারযুদ্ধ প্রয়োজন (তিনিযুদ্ধ করবেন), ধর্মেরবিজয়ীআরহইয়া সম্রাট (তিনি ধর্ম বিজয়ী সম্রাট), কল্কিঅবতারে এই রূপেনারায়ণ চৌরক্ষয়করি শেষেআশ্বমেধযান (তিনিবিধর্মীদের বিনাশ শেষেআশ্বমেধযাগকরবেন), মোদিনীমণ্ডলকরিব্রাহ্মণেঅপনবিধাতবিহিতকরিমর্যাদা স্থাপন (তিনিঐশীবিধানলাভকরবেন), পরেরমণীয় এক কাননভিতরেকরিবেনপ্রবেশ যে হরিষঅন্তরে(তিনি স্বদেশ ত্যাগকরেরমণীয় কাননযুক্ত

স্থানেঅবস্থানকরবেন),[১৮]পুনঃ যে আসিয়াসত্য যুগ দেখাদিবেঅধর্ম ঘুচিবেইসত্য বাড়িয়াউঠিবে (সেইযুগেসত্যযুগআসবেএবংঅধর্ম দূরীভূতহবে), মন্দ সংস্কারযতচিরবদ্ধমূলপ্রজাগণমনহইতেহইবেনির্মূল (তিনিবদ্ধমূলকুসংস্কার সমূহনির্মূল করবেন), ধর্ম সহকারেযতনরপতিগণ (তখনসকলমানুষধর্মকর্মে রত থাকবেন)।[১৯]

Z I ivZwKZv‡ewcqbwe (mv.)

And enoch also, the seventh from Adam. Prophesied of those, saying Behold the lord cometh with ten thousands of his saints, to execute judgement upon all and convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. Which they have ungodly committed, and all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against him.[২০]

ভাবার্থ : আদি পুরুষহজরতআদম (আ.) থেকে সপ্তমপুরুষইনোচভবিষ্যদ্বাণীকরেন যে, প্রভুতাঁর দশ হাজারসাধুসহআগমনকরবেন, সকলেরউপরন্যায়প্রতিষ্ঠাকরতেএবংসকলপাপকর্ম ও সকলঅন্যায়কার্য মোচনকরতে।

My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousands.[২১]

অর্থ:হজরত সোলায়মান (আ.) বলেন, আমারপ্রিয় ব্যক্তিটি শুভ্রএবং গোলাপী, তিনি দশ সহস্রের নেতা।

BwÄ j wKZv‡ewcqbwe (mv.)

And he confessed, and denied not; but confessed, I am no art thou that Prophet? And he answered 'No' .... And they asked him and said unto him. Why baptizest thou then, if thou be not that Christ nor Elias, neither that Prophet? John answered. Them saying I baptize with water, but there standeth one among you whom ye know not, he it is, who coming after me is prefersed before me, whose shoes fatchet, I am not worthy to unloose.[২২]

অর্থ: জন (হজরতইয়াহিয়া আ.) স্বীকারকরলেন যে, তিনিChrist নন, তখনতাঁকেজিজ্ঞেসকরাহলো, 'তাহলেআপনিকিElias? তিনিবললেন'না'। তারপরতাঁকেজিজ্ঞেসকরাহলো, আপনিকি সেইপ্রতিশ্রুতনবি? তিনিবললেন'না'। তারাতাঁকেজিজ্ঞেসকরলেনআপনিযদি ChristবাEliasবা সেইপ্রতিশ্রুতনবিনাহন, তাহলেআপনিঅভিষেককরছেন কেন? তিনিবললেনআমিজলাভিষেককরছি। কিন্তু এমনএকজনআছেনযাঁকে তোমরাজাননা, তিনিআমারপরেআসবেন, তাঁরজুতারফিতেখুলে দেবারও যোগ্য আমিনই।'

Dhaka University Institutional Repository

whïwL‡ói fwel¨ØvYx

Here after I will not take much with you; for the prince of this world cometh and hath nothing in me.[২৩]

অর্থ:আরআমি তোমাদের সাথে বেশিকথাবলবনা, কারণ এই বিশ্বেরসম্রাটআসছেনএবংআমারমধ্যে কিছু নেই।

cvimKagMš †R›‘v‡e¯ÍvI ‘mwZi fwel¨ØvYx

জিন্দাবেস্তায়হজরতমুহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবেরসুস্পষ্টভবিষ্যৎবাণীরয়েছে। এমনকি‘আহমদ’নামটিওউল্লিখিতহয়েছে। পারসি ধর্ম নেতাবলেছেন–

Noidte Ahmad dragoyeitimfram-roamispetamaZarathusira yam dahmanvangnimafvitimYunad haka hahihumanang had havakanghadHushyanthnad hudaenad.[২৪]

অর্থ:আমি ঘোষণাকরছি, হে স্পিতামজরথুষ্ট্র, পবিত্র‘আহমদ’নিশ্চয়আসবেন, যাঁর থেকে তোমরাসৎচিন্তা, সৎবাক্য এবংবিশুদ্ধ ধর্ম লাভকরবে।

দসাতিরগ্রন্থেওঅনুরূপভবিষ্যৎবাণীরয়েছে। ‘যখনপারসিরানিজেদের ধর্ম ভুলেগিয়ে নৈতিকঅধঃপতনেরচরমসীমায়উপনীতহবে, তখনআরব দেশে এক মহাপুরুষজন্মগ্রহণকরবেন- যাঁরশিষ্যরাপারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারসিকজাতিকেপরাজিতকরবে। নিজেদেরমন্দিরেঅগ্নিপূজানাকরেতারাইবরাহিমেরকাবাঘরেরদিকেমুখকরেপ্রার্থনাকরবে। সেইকাবাপ্রতিমা মুক্ত হবে।’

‘তারাপারস্য, মাদায়েন, তুস, বালখপ্রভৃতিপারস্যবাসীদেরযাবতীয়পবিত্র স্থানঅধিকারকরবে। তাদেরপয়গম্বরএকজনবাগ্মীপুরুষহবেনএবংতিনিঅনেকআশ্চর্য ও অদ্ভুতকথা বলবেন।[২৫]

†eŠ×‡‘iagMš w‘NwbKvqvq fwel¨ØvYx

মানুষযখন গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ভুলেযাবে, তখনআরএকজন বৌদ্ধ আসবেন, তাঁরনামমৈত্রেয় (শান্তি ও করুণারবুদ্ধ)।

fwel¨ civ‡Yejvn‡q‡QÑ

এত স্নিন্নন্তরে স্লেছআর্চায়েনসমন্বিত'মহম্মদ' ইতিখ্যাতঃশিষশখাসমন্বিতঃনৃপশ্বৈবমহাদেবং মরুস্থল নিবাশিনমগংগাজলৈশ্চসৎস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমনি তৈঃ চন্দনাদি-ভিরর্ভ্যচ তুষ্টাবমনসাহরণনমস্তে গিরিজানার্থে মরুস্থল নির্বাসনেত্রিপুরাশুরনাশয়বহুমায়ায়প্রবর্তিনে ভোজরাজউথাচ স্লেচ্ছে গুপ্তায়শুদ্বায় সদিচ্ছানন্দরূপিনে ত্বং মাংহিকিংকরংবিদ্ধি শরনার্থ সুপাগতম।

অর্থ:ঠিক সেইসময়'মুহাম্মদ' নামক এক ব্যক্তি, যাঁরনিবাসমরুঅঞ্চলে, আপন সঙ্গীসহ আবির্ভূত হবেন। হে আরবেরপ্রভু! হে জগৎশুরু! তোমারপ্রতি স্তুতিবাদ। তুমিজগতেরসমুদয়কলুষনাশকরারসমুদয়উপায়জ্ঞান। তোমাকেনমস্কার। হে পবিত্রপুরুষ'আমি তোমার দাস, আমাকে তোমারচরণতলে স্থান দাও।'

A‡jøvcwbl‡' ejvn‡q‡QÑ

"হোতারমিন্দ্রো, হোতারমিন্দ্রো, মহাসুরিন্দ্রা:আল্লা জেষ্ঠংআল্লা শ্রেষ্ঠং, পরমং পূর্ণ ব্রহ্মআল্লামআল্লারসুলমুহাম্মদ রবংবরেণ্যঅল্লোআল্লামআদাল্লাবুকমেককমঅল্লাবুকনিখাতকম।"

অর্থাৎ, আল্লাহসকলগুণের অধিকারী। তিনিপূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী, মুহাম্মদ আল্লাহররসুল। আল্লাহআলোকময়, অক্ষয়, এক চিরপরিপূর্ণএবংস্বয়ম্ভু।[২৬]

wkLagM‡š wekbweiAvMgbevZv

শিখধর্মেরপ্রবর্তকহলেন গুরুনানক। তাঁর উপদেশবাণী, ÔRbgmvw_ fvBevjvÕনামকগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গুরুনানকবলেন, 'বর্তমানে বেদ-পুরাণেরযুগ শেষ হয়েছে। এখনপবিত্রকুরআনইবিশ্ববাসীরএকমাত্র পথ প্রদর্শকঐশীগ্রন্থ। মানুষ কেনবর্তমানে অস্থির ও অশান্তিময়এবংনরকের পথে ধাবমান। এর একমাত্রকারণ এই যে বিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদেরউপরতাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নেই।'

শিখদেরধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' এর ১৭৪ পৃষ্ঠায়উল্লেখকরাহয়েছে–

'কলমাইকপুকারোয়া দোজাহানেকোয়ী যোকহেমনাপাকহ্যায়, দোজখওন সোয়ী।'

অর্থ :একমাত্রইসলামেরকলেমা তৈয়বাসর্বদাপড়বে। এটাভিন্ন সঙ্গের সাথি আরকিছু নেই। যে তাপড়বেনা সে দোজখেযাবে।'

গুরুনানকআরওবলেন :

'তৌরিতজবুরইঞ্জিলহড়কশূন দেখে বেদ। রহিকুরআনকিতাবকলিযুগ যে পরওয়ার।'

অর্থ :তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও বেদ পড়ে দেখেছি, কিন্তু এই কুরআনইএকমাত্রগ্রন্থ যাকলিযুগেমানুষের মুক্তি দিতেএকমাত্র সমর্থ।

গ্রন্থ সাহেবের ১নং মহল্লায় ৭৪ পৃষ্ঠায়বর্ণিতআছে–

'হজ্জুত রাহেশয়দান দি কিতাজিনহাকবুল। সো ওরগে ডোহিনা লে করেনাসাফায়াৎরসুল।'

অর্থ : যে সব লোকসৎ পথ ছেড়েশয়তানী পথে চলেরাসুল(সা.) করবেননা, করবেননাতাদেরসাফায়াত।'

গ্রন্থ সাহেবের ২১১ পৃষ্ঠায়উল্লেখকরাহয়েছে–

ফরিদা বে নামাজাকুতেরা এ ভিন্নরিৎকভি, চর নাআয়াপঞ্চে ভক্ত মজিদ।

অর্থ : হে, ফরিদ, বেনামাজির স্বভাবঠিককুকুরেরন্যায় যে রত থাকেসমুদয়পার্থিব অপবিত্রতায়এবংপাঞ্জেগানানামাজআদায়করার জন্য যে একবারওযায়নামসজিদে।'[২৭]

ivm‡ji(mv.) Rb¨, bvg I eskcwiPq

মহানবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন, রবিউলআওয়ালমাসের ১২ তারিখ সোমবার[২৮]মক্কানগরীর এক অতীব সম্ভ্রান্তমুসলিমপরিবারেজন্মগ্রহণকরেন। তাঁরপিতাছিলেনতৎকালীনকুরাইশদেরমাথারমণিআবদুল মোত্তালিবের ছোট ছেলে আব্দুল্লাহ[২৯]এবংমাতাছিলেনমদিনাবাসীকুরাইশবংশীয় আব্‌দে মানাফেরপুত্রওহাবের পরম রূপবতীকন্যাআমেনা খাতুন।[৩০]

মুহাম্মদ সম্ভল নগর অর্থাৎমক্কায়প্রধানপুরোহিতেরঘরেঅর্থাৎআবদুল মোত্তালিবেরঘরেবিষ্ণুযশা অর্থাৎআব্দুল্লাহরঔরসেজন্মগ্রহণকরেন বৈশাখমাসেরশুক্লপক্ষেরদ্বাদশতারিখ অর্থাৎ ১২ই রবিউলআউয়াল।রাসুলের(সা.) জন্মতারিখসম্পর্কে জগতেরসমস্তধর্মগ্রন্থইএকমত পোষণ করে।[৩১]

ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষীখ্রিষ্টানঐতিহাসিক প্রফেসরহিট্টিপর্যন্ত স্বীকারকরেবলতেবাধ্য হয়েছেন যে, "জগতেরসমস্তমহাপুরুষগণেরমধ্যে একমাত্রহজরতমুহাম্মদেরজীবনইহলোইতিহাসেরআলোক সমুজ্জল।"[৩২]

রাসুল (সা.)নিজেইতাঁরনামবর্ণনাকরতেগিয়েবলতেন, আমিমুহাম্মদ[৩৩] (চিরপ্রশংসিত), আমি আহমাদ[৩৪](অত্যধিকপ্রশংসিত)। আমিমাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আমারমাধ্যমেইআল্লাহতাআলাকুফরকে মিটাবেন।[৩৫]আমিহাশির (কোনো সম্মিলনবাঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি), আমাকেপ্রধানবানিয়েইআল্লাহতাআলাকিয়ামতদিবসেসমস্তমাখলুককেএকত্রিত করবেন।[৩৬]আমিআকিব (বংশীয়বা অন্য কোনোধারার সর্বশেষ ব্যক্তি), আমার পর আর কোনোনবিরআগমনঘটবে না।[৩৭]আমিখলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু ও একান্তপ্রিয়ভাজন), আমি সেইবন্ধুযাঁকেহৃদয়েরসবটুকুদিয়েভালোবাসলেওআশা মেটে না।[৩৮]হজরতনবিকরিমের (দ.) অন্যতমএকটি গুণবাচকনামহলোহাদী। অর্থাৎ নূরেমুহাম্মদি সত্তাহাদীবামুর্শিদ নামেজগৎসংসারে হেদায়েতেরকার্য করে আসছেন।[৩৯]

নবিজি (সা.) হতেহজরতইবরাহিম (আ.) পর্যন্তপূর্বপুরুষদের যে ফিরিস্তিmxivZBebwnkvgগ্রন্থে দেওয়াহয়েছেতানিম্নে উল্লেখকরাহলো :

হজরতমুহাম্মদ (সা.) ইবন'আব্দিল্লাহইবন-আব্দিলমুত্তালিব (শায়বাহ)[৪০] ইবনহাশিম ('আমর) ইবন'আব্দমনাফ (আল-মুগ্বীরা) ইবনকুছাই (যায়দ) ইবনকিলাবইবনমুররাইবনকা'আবইবনলুওয়াইইবনগ্বালিবইবনফিহর(কুরাইশ) ইবনমালিকইবনআন-নদ্বর (ক্বায়স)[৪১]ইবনকিনানাহইবনখুযায়মাহইবনমুদরাকা ('আমির)[৪২]ইবনইলয়াসইবনমুদ্বারইবননিযারইবনমা'আদ্দইবন 'আদনান[৪৩]ইবন উদ্দ (বা উদদ্) ইবন-মুক্বাওয়িসইবন-নাহুরইবন- তাইরাহ ও ইবনএয়ারুবইবনএয়াশাজুবইবননাবিত (বানাবাত) ইবনইসমা'ঈলইবনইবরাহিমখালীলুল্লাহ।

মায়েরদিকদিয়েমহানবির (সা.) বংশপরিচয়হলো :

হজরতমুহাম্মদ (সা.) ইবনআমিনাবিনতওহাবইবন'আবদ মনাফইবন যোহরাইবনকিলাবইবন মুররা।[৪৪]

নবিজির (সা.) বংশ-লতিকাপর্যালোচনাকরলে দেখাযাবে যে, তৎকালীনআরবেআদম (আ.)-এর যে-বংশধারাটিসবচেয়েসুরক্ষিতও সম্ভ্রান্ত ছিল সেইধারায়ইতাঁরআগমন। জাহেলিয়াতেরঅন্ধকারযুগেযখনব্যভিচার ও লাম্পট্য আরবের লোকদেরআভিজাত্যেরপ্রতীকেপরিণতহয়েছিলতখনো এই ধারারবাহকগণতাদেরচরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাবজায় রেখেছেন। জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। হজরতআনাস (রা.) থেকে বর্ণিতআছে যে,

قرأ رسول الله "لقدجايكم رسول من أنفسكم" (بفتح الفاء)وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس فى آبايى من لدن آدم سفاح كلنا نكاح (رواه ابن مردويه)

অর্থাৎ'মহানবি (সা.) পবিত্রকুরআনের উক্ত আয়াতটিএভাবেপাঠ করেন।[৪৫]অতঃপরতিনিবলেন, 'আমি তোমাদেরমধ্যে উৎকৃষ্টতমবংশেরঅধিকারী। আদম থেকে নিয়েআমারবংশে কোনোইব্যভিচারী নেই। সব সন্তানইনিকাহেরমাধ্যমে জন্মপ্রাপ্ত'।[৪৬]

নবিজি (সা.) থেকে শুরুকরেতাঁরঊর্ধ্বতনপ্রত্যেকপুরুষেরমধ্যেইআমরা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ, আব্দুলমুত্তালিব, হাশিম, আবদুমানাফএবংকুসাইসহআদম (আ.) পর্যন্তযারাই এই বংশেআগমনকরেছেন, তাঁরাসবাই সম্ভ্রান্তও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। হাফেজইবনহাজর'আসক্বালীনdZûjevi)গ্রন্থে বয্যারের সূত্রে বর্ণনাকরেন যে, আবুসুফিয়ান রোমান সম্রাটহিরাক্লিয়াসের (Caesar)রাসুলমুহাম্মদের (সা.) বংশসম্পর্কিতপ্রশ্নেরজবাবেনিম্নরূপবলেছিলেন–

هوفى حسب مالا يفضل عليه أحد

অর্থাৎ,বংশমর্যাদারদিকদিয়েতিনিএমনযাঁরচাইতে কেউ অধিকতর সম্মানেরঅধিকারী নন। তখনহিরাক্লিয়াসবলেছিলেন, 'এটাতাঁরসত্য নবিহওয়ারএকটিনিদর্শন। কেননাপয়গম্বরগণএরূপউৎকৃষ্টতমবংশেরসন্তানদেরমধ্য থেকে প্রেরিতহয়ে থাকেন।[৪৭]

জাতি ও সমাজেরঅনুপমআদর্শ এবংসমকালের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।অতএব এ আলোচনা থেকে বোঝাযায়নবিজি (সা.) সম্ভ্রান্ত ও কুলীনবংশীয়ছিলেনএবংবংশপরম্পরায়আভিজাত্য ও নেতৃত্বগুণ লাভ করেছিলেন।[৪৮] এ প্রসঙ্গে খাজামুইনুদ্দিনচিশতীরকবিতাটিনিম্নরূপ :

ای باج نبی بر سر تاج نبی

ای داد شهنشاه ز تیغ تو باج نبی

ای تو کہ معراج تو بالا تر شد

یک قامت احمدی زمعراج نبی

বাংলাউচ্চারণ : এই বজেনাবিবারসারে তজেনাবি

এই দদ শাহানশহ যে তীগ্বে তোবজেনাবি

এই তো কে মে-রজে তোবলতার শোদ

ইয়েককৃমাতআহমদি যে মে-রজেনাবি

অর্থ : হে নবি-দুলাল, তোমারমস্তকেইনবিরমুকুট শোভাপায়

হে সম্রাট, তোমারতরবারিনবিরন্যায়-বিচারেরপ্রতীক

হে (হোসাইন), তোমার মেরাজহয়েছেঅনেকঊর্ধ্বস্তরে

আহমদ নবির মেরাজ থেকে এক স্তর ওপরে।[৪৯]

এ ব্যাপারেতিনিঅন্যত্রবলেছেন–

کاری کہ حسین اختیاری کردی

در گلشن مصطفی بهاری کردی

از هیچ پیمبران نیاید این کار

والله ای حسین کاری کردی

বাংলাউচ্চারণ : করি কে হোসেইনএখতিইঅরিকারদি

দার গুলশানে মোসতাফাবাহরিকারদি

আযহীচপাইয়ামবারননাইঅবাদ ইন কর

ভাল্লাহ এই হোসেইনকরিকারদি।

অর্থ : হে হোসাইন, যে কাজতুমিআঞ্জাম দিয়েছো

তাদিয়ে মোস্তফারফুলবাগিচায়বসন্তএনে দিয়েছো

কোনোপয়গম্বর যে কাজকরারসুযোগপায়নি

খোদারকসম, হে হোসাইন, তুমি সে কাজসম্পন্ন করেছ।[৫০]

বংশীয়দিকদিয়েরাসুল (সা.) ছিলেনসর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।[৫১]রাসুল (সা.) ছিলেনহজরতইবরাহিম(আ.)এবংহজরতইসা(আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীরপ্রত্যায়িত ব্যক্তি।[৫২]

মহানবিরপরিবারসম্পর্কে বলতেগিয়েকার্লাইলবলেনতাঁরপরিবারছিল চরম মিতব্যয়ী, তাঁরনিয়মিতখাদ্য ছিল যব, রুটিআরপানি। কখনোএকাধারেতিন/চারমাসধরেতাঁরচুল্লিতেআগুনজ্বলতনা। তিনিনিজেইনিজেরজুতা

মেরামতকরতেন, ছিন্ন বস্ত্রে তালিলাগাতেন, বকরির দুধ দোহনকরতেন, তরকারীকুটতেন, রান্নারকাজেসাহায্য করতেন। মহানবিরচরিত্রসম্পর্কে বলতেগিয়েতিনিবলেন, মুহাম্মদ (সা.) অল্পবয়সেছাগল ও মেষচরাতেন, চাচার সঙ্গে ব্যবসাকরতেন। কোনো স্কুলেরশিক্ষাতাঁরছিলনা। তিনিকখনোলিখতেপড়তেজানতেননা। সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁরসমাজতাঁরনাম দিয়েছিন"আলআমিন" (বিশ্বাসী)।কথায় মৌনতা, কিছুবলারনা থাকলেনীরবতা, কিন্তু কথাযখনবলতেনতখন প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞ ও অকপট, তুবওঅমায়িক, সহৃদয় ও সামাজিক।[৫৩]

bweRi(mv.) Rb¨fwg, ˆkke I KgRxeb

মহামহিমআল্লাহতাঁরসবচেয়েপ্রিয়রাসুলের(সা.) জন্মভূমিহিসেবেপবিত্রমক্কানগরীকেনির্বাচনকরেন। কারণ, এই নগরীটিতাঁরকাছেঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিটিধূলিকণাতাঁরকাছেঅতিপ্রিয়। এর প্রতিটিঅনুপরমাণুতাঁরকরুণারচাদরেআচ্ছাদিত।

মক্কানগরীর অবস্থানহলোবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এবংপবিত্রমক্কাঘরের অবস্থানএখানেই। এখানেপূর্ববর্তীনবি-রাসুলগণইবাদাতেরত থাকতেন। এখানেইওহিরশুভসূচনাহয়েছে। এখানথেকেই পৃথিবীময়সত্যেরআহ্বানছড়িয়েপড়েছে। এখানেইআমাদেরপ্রিয়নবিমুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণকরেছেন।

এছাড়াআবহমানকাল থেকে মক্কাছিলব্যবসাবানিজ্যেরনগরীএবংসবকয়টি গুরুত্বপূর্ন বানিজ্য পথ এখানেএসেইমিলিতহয়েছে। আরবের এই বেদুইনজাতিমরুভূমিতেঘুরে বেড়াত। অতি শৈশবেমরুভূমিররুক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুপরিবেশে বেড়েউঠেনএবং বেদুইন দাত্রীমায়েরবুকের দুধপানকরেতিনিপুষ্ঠিলাভকরেন। বাল্যকালেতিনি মেষ ও ছাগলচরাতেন। মুহাম্মদের(সা.) সততা, সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতায়মুগ্ধ হয়েতৎকালীনমক্কারঅভিজাতপরিবারেরধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও বিধবাখাদিজাতুল কোবরাতাঁকেতারবানিজ্য কাফেলার নেতৃত্বে নিয়োগ দানকরেন। এই সুযোগেতিনিবিশ্বেরপূর্বাঞ্চলেরঅনেকনগরীভ্রমণকরেনএবংবিভিন্নজাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে ভাববিনিময়করেন।

তাঁর শৈশব, কৈশর ও যৌবনের সোনালিদিনগুলোএখানেই কেটেছে। এখানকার ইট-পাথর ও বালুকণাতাঁরহৃদয়েরআবেগের সঙ্গে মিশে গেছে। অধিকন্তু মক্কানগরীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রাথমিকজীবনেরঅনেক স্মৃতিজড়িয়েআছে। এই নগরীতেইতাঁরউপরপ্রথমপ্রত্যাদেশ হয়। এখান থেকেই তিনিদ্বীনেরপ্রচারকার্য শুরুকরেন। এখানেইপ্রথমজামাআতের সঙ্গে সালাতআদায়করেন। কাজেইমক্কা ছেড়ে

যেতেতাঁরভীষণকষ্ট হয়। প্রিয়জনকে ছেড়ে দূরদেশে যেতেপ্রবাসীর যেমনকষ্ট হয়, তার চেয়েও বেশিকষ্ট হয়। সারাজীবনতিনি এই কষ্টের বোঝাবয়ে বেড়ান।

মক্কানগরীর সঙ্গে নবিজির (সা.) এই হৃদ্যতারবিষয়টিমহানআল্লাহওঅত্যন্তহৃদয়গ্রাহীভাষায়বর্ণনাকরেছেন। কুরআনেকারিমের ঘোষণা–

وَأَنْتَحِلٌّبِهَذَاالبَلَدلاأُقْسِمُبِهَذَاالبَلَدِ

'আমি শপথ করছি এই নগরীর; আরআপনি এই নগরীর স্বাধীন নাগরিক।'[৫৪]

ivm‡ji(mv.) ^'wnKAeq‡eiweeiY

রাসুলের (সা.) চেহারামুবারকশুভ্রময় ও অতি উজ্জ্বল ছিল[৫৫]যাপূর্ণিমারচাঁদেরন্যায় চমকাত।[৫৬] চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল চেহারামুবারককিছুটা গোলাকার ছিল।[৫৭]তাঁর দেহে এক প্রকার নূরের আভাবিকশিতহতো।[৫৮]তিনিছিলেন স্বাভাবিকগড়নের। খাটোওছিলেননা, আবারঅত্যধিক লম্বাওছিলেননা। তাঁরমাথামুবারকমানানসইবড়ছিল। তাঁরগায়ের রং ছিলপৃথিবীরমধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।তাঁরভ্রুযুগল স্বাভাবিকপ্রশস্তছিল। তাঁর দাড়িমুবারকছিল স্বাভাবিক ঘন এবং লম্বা। তাঁরমুখছিল স্বাভাবিকপ্রশস্ত। তিনিছিলেনঅতিসুমিষ্টভাষারঅধিকারী। তাঁরগণ্ডদেশ দুটিছিল স্বাভাবিকগড়নেরএবং অনন্য সৌন্দর্যেরআধার। তাঁর কাঁধ মুবারকছিলঅনেক সুন্দর।তাঁরবক্ষএবং পেটমুবারকছিলসমান। তাঁরবক্ষমুবারকছিলআকর্ষণীয়এবংপ্রশস্ত। তাঁরবাহু, কনুইএবংবক্ষেরউপরিভাগে ঘন কালোকিছুপশম ছিল।[৫৯]তাঁর গণ্ডদেশেরখালি অংশ ছিলঅতি উজ্জ্বল এবংচমকদার। সাদাচুল ও সাদা দাড়িউপড়িয়ে ফেলাতিনিঅপছন্দ করতেন।[৬০] শেষ বয়সেতাঁরমাথারপ্রায়বিশটিচুলশুভ্রবর্ণ ধারণ করেছিল।[৬১]তাঁর চোখেরপাতাকিছুটা লম্বা ছিল।[৬২]তাঁরহাতেরতালুপ্রশস্ত ছিল।[৬৩]রাসুলের(সা.) ত্বক ছিলপ্রভাত-সমীরেরমতো কোমল। নিঃশ্বাসছিল মেশকেরমতোসুগন্ধ। তাঁরগায়েরসুঘ্রাণছিলমৃগনাভীর চেয়েওতীব্র। এমনকিতাঁরশরীরেরঘামওছিল উজ্জ্বল মুক্তোর মতোজ্বলজ্বলে ও ফুলের রেণুরমতোসুরভিত। আনাস (রা.) নবিজির (সা.)সুরভিত অঙ্গশৌষ্ঠবের বর্ণনাদিতেগিয়েবলেন–

مَا شَمَمتُ عَنبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسكًا، وَلَا شَيئًا أَطيَبَ مِن رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَسِستُ شَيئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

"আমি কোনোদিননবিজির (সা.) হাতেরমতো নরম ও কোমল রেশম স্পর্শ করিনিএবংতাঁর দেহেরবায়বীয়সুঘ্রাণসর্বোৎকৃষ্ট কস্তুরিবা আম্বরেও পাইনি।"[৬৪]

ivm‡ji (mv.) weevn

মহানবিবহুপত্নীকছিলেন। হজরতখাদিজাবিনতে খোয়ায়লেদ (রা.)-এরব্যবসা দেখাশুনারসময়পঁচিশবছরবয়সেতাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায়তিনি অন্য কোনোরমনীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। তাঁর ১১ জন সহধর্মীনীছিলযথাক্রমে খোয়ায়লেদেরকন্যাখাদিজা, জময়ারকন্যাসওদা, হজরতআবুবকরের দুহিতাআয়েশা, হজরতওমরেরকন্যাহাফছা, খাদিমারকন্যাজয়নব, জ্যাহাসেরকন্যাজয়নব, আবুসুফিয়ানেরকন্যা উম্মে হাবিবা, আবুউম্মিয়ারকন্যা উম্মে সালমা, হারিসেরকন্যামায়মুনা, হাইইবনেআখতারেরকন্যাসুফিয়া, হারিসেরকন্যা জোয়েরিয়া। তন্মেধ্যে রাসুলের(সা.) একমাত্রকুমারী স্ত্রী ছিলেনআয়েশা (রা.)।[৬৫]রাসুলের (সা.) কুমারী স্ত্রী আয়েশাসিদ্দিকারপ্রতিভালোবাসা প্রসঙ্গে রুমিবলেছেন–

زين للناس حق آراستست

زانچ حق آراستچوندانند جست

آنک عالم مست گفتشآمدی

کلمینییاحمیرامیزدی

آب غالب شد بر آتش از لهیب

زآتش او جوشدچو باشد در حجیب

چونکدیگیحایلآمد هر دو را

نیستکرد آن آب را کردش هوا[৬৬]

বাংলাউচ্চারণ : যুইয়েনালিন্নাস হক আরাস্তাআস্ত

যাঁচেহকআরাস্ত চুঁ তানন্দ জস্ত।

আঁকেআলমবান্দায়ে গুফ তশবুদে,

কল্লিমিনি য়া হুমায়রামিযদে।

আব গালিব শুদ বরআতিশআযনহিব,

আতিশশ জোশদ চুঁ বাশদ দরহজিব।

চুঁকে দেকে দরমিয়াঁ আমদ শহা

নেস্ত কর্দ আঁআবরাকর্দশ হাওয়া।[৬৭]

অর্থ :প্রকৃতিই (স্রষ্টাই) নারীর প্রেমদ্বারাপুরুষেরচিত্তকে অলঙ্কৃত করেছেন,

প্রকৃতির এই সজ্জা-বন্ধন কেউএড়াতেপারেনা।

যাঁর (রাসুল সা.) বাণীরঅনুগতছিলসারাবিশ্ব

তিনিবলতেন, ওগোহুমায়রা (আয়েশাসিদ্দিকা) তুমিকথাবল।

জল আগুনের উপর স্বীয়মর্যাদায়পরাক্রমশালী,

কিন্তু পর্দারঅন্তরালসৃষ্টিহওয়ামাত্র সে হয় আবেগোচ্ছ্বসিত।

পাত্রমধ্যবর্তীহলেআগুনজলের সেইপরাক্রমকে

বায়ুতেপরিবর্তিতকরে ফেলে।

বিধর্মীরাবিশেষকরেপাশ্চাত্য জগতেরইহুদি খ্রিষ্টানসম্প্রদায়রাসুলের(সা.) এই বহুবিবাহসম্পর্কে নানাবিধঅশ্লীলমন্তব্য করেন। কিন্তু রাসুলের (সা.) বহুবিবাহেরপ্রতিআরোপিতকতিপয়ঐতিহাসিকেরঅভিযোগখণ্ডনকরেতাঁরপুত-পবিত্রচরিত্রেরভূয়সীপ্রশংসাকরেছেনকতিপয়মনীষী। নিম্নে তাআলোকপাতকরাহলো :

স্যারউইলিয়াম ম্যুরবলেন, "আমাদেরহাতে যে সকলউৎসআছেতার সবগুলোইমুহাম্মদের (সা.) যৌবনকালসম্পর্কে একই রকম। অর্থাৎতিনিছিলেনআচরণেসংযত, লজ্জাশীল, সমকালীনযুগেপবিত্রএবংঅন্যান্য শিষ্টাচারিতার অধিকারী।"[৬৮]

ইংরেজ দার্শনিকটমাসকার্লাইলবলেন, "মুহাম্মদ (সা.) কোনোকামুক ব্যক্তি ছিলেননা। তারামূলতশত্রুতা ও জুলুমকরে এ অপবাদ দিয়েছে। তাঁকেকামুক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করাহলেএটাহবেতাঁরপ্রতিসবচেয়েবড়জুলুমএবংভুল। সুগঠিত দূর্গস্বরূপ স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনোভাবেপ্রয়োজনপূর্ণ করারতাঁরউদ্দেশ্য ছিলনা। কখনোইনয়, যে-কোনোরূপউপভোগএবংতাঁরমাঝেছিলবহু দূরত্ব।[৬৯]

be I qvZ

হজরতমুহাম্মদ (সা.) শৈশবকালহতেইমানব মুক্তির কথাভাবতেন। তিনিসর্বদাচিন্তাকরতেনকিভাবেমানবজাতিকেমূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা ও শিরকহতে মুক্ত করবেন ও এক আল্লাহর পথে নিয়েআসবেন। এ কারণেতিনি দীর্ঘ ১৫ বছরমক্কার দু'মাইল অদূরে হেরাপর্বতের গুহায়গিয়েধ্যানমগ্ন থাকতেন। এ গুহাকেজাবালেনূরবলেওঅভিহিতকরা হয়। অবশেষেঅপেক্ষারসুদীর্ঘ প্রহর শেষে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দেরপবিত্ররমযানমাসের ২৭ তারিখকদরেররাতেহজরতজিবরাইল(আ.) তাঁকেসাক্ষাত দানকরেনএবংকুরআনশরিফেরপ্রথমপাঠশিক্ষাদিয়েতাঁকেআল্লাহররাসুলবলে ঘোষণাকরেন। এ প্রসঙ্গে হজরতখাজামুঈনুদ্দিনচিশতী (র.) যথার্থইবলেছেন–

ترا بہ حضرت عزّت همی نماند راہ

محمّد عربی رهنمای عالم غیب

বাংলাউচ্চারণ : তোর বে হাযরাতেএযযাতহামিনামনদ রহ

মোহামমাদে আরাবিরাহানোময়েঅলামে গেইব

অর্থ :তোমাকে সব সময় খোদার পথ দেখানো হয়

মুহাম্মদে আরাবিঅদৃশ্য জগতের পথ প্রদর্শক।[৭০]

আরএভাবেই৪০ বছরবয়সেপৃথিবীবাসীর মুক্তির বার্তানিয়েহজরতমুহাম্মদের (সা.)রাসুলহিসেবেআত্মপ্রকাশ ঘটে।

নবুয়তলাভের পর তিনি লোকদের এক আল্লাহরপ্রতি দাওয়াত দেন। মক্কারকাফিররাতাতেবাঁধাপ্রদানকরে ও নানাবিধ কটুক্তি করে। কুরআনেরভাষায়–

الَّذِيهُمْفِيهِمُخْتَلِفُونعَمَّيَتَسَاءَلُونَ عَنِالنَّبَإِالْعَظِيمِ

তারাপরস্পরে কোনবিষয়েজিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহাসংবাদ সম্পর্কে, যে-সম্পর্কে তারামতানৈক্য করে।[৭১]

ইসলামের গোপন দাওয়াতেওআরবেরপ্রভাবশালীমহলসর্বদাবিরোধিতাকরতে থাকে। তারাহজরতমুহাম্মদ (সা.) ও তাঁরঅনুসারীদেরপ্রতিনানাভাবেনির্যাতনঅব্যাহতরাখে।পবিত্রকুরআনেএসেছে–

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারামুখেরফুঁৎকারেআল্লাহরআলোনিভিয়েদিতেযায়। যে-কোনো মূল্যে আল্লাহতাঁরআলোকেপূর্ণরূপেবিকশিতকরবেন- যদিওকাফিররাতাঅপছন্দ করে।[৭২]

কিন্তু তিনিইসলাম ও মহানআল্লাহরপ্রতিমানুষের দাওয়াতিকার্যক্রম অব্যাহতরাখেন। নবুয়তপ্রাপ্তিরফলেমহানবি (সা.) ঐশীবাণীসমৃদ্ধ মহাগ্রন্থআলকুরআনপ্রাপ্তহন।নবিকরিম (সা.) কবিছিলেননাএবংপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো লেখাপড়াওতাঁরছিলনা। কিন্তু আরবদেরপ্রত্যেক গোত্রেকবিছিলেন।ঐশীবাণীকুরআনতিনিওহিরমাধ্যমে লাভকরেযখনআরবসমাজেআবৃত্তিকরতেনতখনতা পেশাগতকবিদেরকবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও শ্রুতিমধুরবলেবিবেচিতহতো। ফলেআরবজাতিরনিকট এই কুরআনঅলৌকিকগ্রন্থ বলেপ্রতিপন্নহলো।

†givRMgb I ivm‡ji(mv.) ghv‘v

মক্কারকাফেরদেরসীমাহীনঅত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারেমহানবি (সা.) অত্যন্তমর্মাহত ও ব্যথিতহলেন। আল্লাহতাআলাতাঁকেনিজেরসান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন।নবুয়তেরএকাদশসনেরজবমাসের ২৭ তারিখেআল্লাহতাআলামহানবি (সা.) কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুলমুকাদ্দাসএবং সেখান থেকে ঊর্দ্বলোকেভ্রমণকরিয়েআনেন। এ সম্পর্কিতমঈনুদ্দিনচিশতীরকবিতাটিনিম্নরূপ :

گهچو احمد در شب معراج وصل

از حرم تا صوب اقصیمی روم

از فلک بگذشت و ز انس وملک

از دنی سوی تدلّی می روم

قاب و قوسین ست او ادنی حجاب

بی حجب تا حق تعالی می روم

من نمی دانم درین بحر عمیق

شسته ام استاده ام یا می روم

বাংলাউচ্চারণ : গাহ চু আহমাদ দার শাবে মে-রাজভাসল

আযহারাম ত সূবে আক্বস মিরাভাম

আযফালাক বেগোযাশত ও যে এনস ও মালাক

আয দান সূয়ে তাদাললমিরাভাম

ক্বব ও ক্বৌসেইনাসতআওআদনহেজব

বি হেজাব ত হাক্ব তাঅলমিরাভাম

মান্ নেমি দনাম দারিনবাহরেআমিক্ব

নেশাসতেয়ামইসতদে য়াম ইঅ মিরাভাম।

অর্থ :কখনোআহমদেরমতো মেরাজেররাতেঅভিসার হয়

(মসজিদুল) হারাম থেকে সোজা (মসজিদুল) আকসায়চলেযায়।

আকাশঅতিক্রমকরে–অতিক্রমকরেমানুষ ও ফেরেশতা

দানা থেকে তাদাল্লারদিকেঅগ্রসরহই।

সেটিকাবেকাউসাইন, আওআদনাহচ্ছে হেজাব

হেজাববিহীনহকতাআলারকাছেচলেযায়।

আমিজানিনা, এ গভীরসমুদ্রে

আমিঅবগাহনকরছি, নাকি দাঁড়িয়েআছি, নাকি পথ চলছি।[৭৩]

তিনিআল্লাহপাকের দিদারে ধন্য হলেন। ইতিহাসেএটাইমিরাজনামেঅভিহিত। এ প্রসঙ্গে খাজামুঈনুদ্দিনবলেছেন–

براوج طار قدس آمد از نشیمن خاک

نهاد بزم طرب در فضای عالم غیب

نشست بر پر جبریل و بال اسرافیل

کہ تارسید بہ خلوت سرای عالم غیب

বাংলাউচ্চারণ : বার ঔজে তরামে ক্বোদসঅমাদ আয নেশিমানে খক

নেহদ বাযমেতারাব দার ফাযয়েঅলামে গেইব

নেশাসতবারপারে জেবরিল ও বলেএসরাফিল

কে ত রেসিদ বে খালভাতসারয়েঅলামে গেইব

অর্থ :মাটিতেবসাসত্তাওঠে এসেছেআকাশেরপবিত্রসামিয়ানারনিচে

অদৃশ্য জগতেরপরিবেশেজমিয়েছেখুশিরআসর।

ইসরাফিলেরডানাআরজিবরাইলেরপালকেরউপরবসেছে

যাতে সে পৌঁছতেপারেঅদৃশ্য জগতেরনীরব অবকাশে।[৭৪]

এই ভ্রমণেবায়তুলমুকাদ্দাসেতিনিপূর্ববর্তীনবিগণেরসান্নিধ্য লাভকরেনএবংতাঁদেরইমামহয়েসালাতআদায়করেন। সেখান থেকে সাতআসমানঅতিক্রমকরেআল্লাহতাআলারদিদারলাভকরেন। তিনিআল্লাহরনিকটথেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতেরনির্দেশ পান। মিরাজমহানবির (সা.) জীবনেএকটিতাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে তিনিনতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েপূর্ণ উদ্যমে দ্বীনপ্রচারকরতে থাকেন। এই সফরেজান্নাতজাহান্নাম দর্শনকরেঅনেকবাস্তবঅভিজ্ঞতাঅর্জনকরেন।

নূরেমুহাম্মদ সত্তা অর্থাৎআমাদেরপ্রাণপ্রিয়নবিআল্লাহরসমস্ত নূরের পর্দা ভেদ করেআরশেআজিমেতাঁরজুতামুবারকসহ পৌঁছেছিলেন, যেখানে নূরের ফেরেশতাপর্যন্তযাওয়ারঅক্ষমতাপ্রকাশকরলেন, আল্লাহরসিংহাসনযারজুতারধূলায়ধূসরিতহয়ে ধন্য হলো। এ ব্যাপারেহজরতখাজামুঈনুদ্দিনচিশতী (রহ.) তারকাব্যে উল্লেখকরেছেন–

نقره خنگ چرخ را از مہ کشد زرین لگام

در شب اسری چو آرد پای همّت در رکاب

سرّ ما اوحی نگنجد در ضمیر جبرییل

کشف اسرار لدنّی کی کند امّ الکتاب

در مقام لی مع الله از کمال اتّصال

از خدا نبود جدا هم چو شعاع آفتاب

বাংলাউচ্চারণ : নোক্বরে খেংগেচারখরআযমাহ কেশাদ যাররিন লেগম

দার শাবেআসরচুঅরাদ পয়ে হেমমাত দার রেকব

সেররে ম ঔহ নাগোনজাদ দার যামিরেজেবরায়িল

কাশফেআসররেলাদুননি কে কোনাদ ওমমোল কেতব

দার মাক্বমে লিমাআললআযকামলেএত্তেসল

আয খোদ নাবভাদ জোদ হাম চোন শোঅএঅফতব

অর্থ :আকাশেররুপালিখুরের ঘোড়া চন্দ্র থেকে নিয়েছে সোনালিলাগাম

রজনিযোগেভ্রমণেসাহসের শক্তি পা রেখেছে রেকাবে।

মা-আওহাররহস্য ধারণকরা সম্ভব হয়নিজিবরাইলের

লাদুনিররহস্য ধারণকরেখুলবে উম্মোলকিতাব।

লি-মাআল্লাহচ্ছেমিলনের সর্বশেষ নিকটতমমাকাম

সূর্য কিরণেরমতোপৃথকছিলনা খোদা থেকে।[৭৫]

এ কবিতা থেকেই নবিমুহাম্মদেরমাহাত্ম্য ও মর্যাদা যে কত বিশালতাসহজেইঅনুমেয়।

এ ব্যাপারেরুমিবলেছেন–

عقل چونجبریلگوید احمدا

گریکیگامی نهم سوزد مرا[৭৬]

বাংলাউচ্চারণ : আকলে চুঁ জেবরায়িল গোয়দ আহমদা

গরায়কেগামেনিহম সোযদ মরা![৭৭]

বুদ্ধি জিবরাইলেরমতোবলে, হে মুহাম্মদ (সা.) শুনুন

আমিযদি আর এক পাওঅগ্রসরহইতবে জ্বলে (ছায়হয়ে) যাব।

রাসুলের(সা.) মর্যাদাসম্পর্কিতমুঈনুদ্দিনেরঅপরএকটিকবিতাংশনিম্নরূপ :

ندای عالم غیب از زحق نمی شنوی

شنوز لفظ پیمبر صدای عالم غیب

বাংলাউচ্চারণ : নেদয়েঅলামে গেইবআয যে হাক্ব নেমি শেনাভি

শেনো যে লাফযেপাইয়াম্বার সেদয়েঅলামে গেইব

অর্থ :হকতাআলা থেকে অদৃশ্য জগতেরআহ্বানশুনতেপাবেনা

পয়গম্বরের কথা থেকে অদৃশ্য জগতেরআওয়াজ শোন।[৭৮]

অবশেষেবলাযায়,এশকবা প্রেমসকলআত্মিক রোগেরমহৌষধ। সকল রোগের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারও এই প্রেম। শুধুতাইনয় প্রেমের গুণেই মানুষ এ জগৎ, আকাশ, মহাশূন্য ও ঊর্ধলোকপাড়িদিয়েআল্লাহরসন্নিধানে যেতেসক্ষম।তাইতো মৌলানারুমিবলেছেন–

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

کوہ در رقص آمدو چالاک شد

বাংলাউচ্চারণ : জিসমেখাকআযএশকবরআফলাক শুদ

কূহ্ দররকস আমদ-ও-চালাক শুদ

অর্থ :মাটির দেহ প্রেমেরকারণেঊর্ধাকাশপাড়ি দিলো।

পর্বত নেচেওঠল ও প্রাণচঞ্চল হলো।[৭৯]

এখানেসাতআসমানপাড়িদিয়েরাসুলেপাক (সা.)-এর মেরাজগমনএবংআল্লাহর নূরের তাজাল্লীতেমুসা (আ.)-কে নিয়েকূহেতূরপ্রকম্পিতহওয়ারঘটনারদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৮০]

wnRiZ I †‘k‡cg

হিজরত অর্থ ত্যাগকরা, ছিন্নকরা। ইসলামিপরিভাষায়আল্লাহরসন্তুষ্টিলাভবাধর্মেরনিরাপত্তার জন্য বাসভূমিত্যাগকরেঅন্যত্রগমনকরা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগকরেআশ্রয়গ্রহণেরউদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমনকরাইহিজরত। হিজরতেরআরএকটি অর্থ রয়েছেশরিয়তেরনিষিদ্ধ কাজত্যাগকরা।

শতনির্যাতনসহ্য করারপরওযখনমক্কানগরীতেইসলামেরকাজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখনহজরতমুহাম্মদকে (সা.) হত্যাকরার জন্য মক্কারকাফিররাসিদ্ধান্তনিল। এ ব্যাপারেখাজামুঈনুদ্দিনযথার্থইবলেছেন–

زدود جام دل از صیقل محبّت پاک

بدید نور خدا در صفای عالم غیب

عروج نیست میسّر بر اوج او ادنی

مگر بہ پیروی مقتدای عالم غیب

বাংলাউচ্চারণ : যোদূদ জমে দেল আয সেইক্বালে মোহাববাতপক

বেদিদ নূরে খোদ দার সাফয়েঅলামে গেইব

ওরূযনিস্ত মোইয়াসসারবার ঔজে আওআদন

মাগার বে পেইরাভিয়ে মোক্বতাদয়ে অলামে গেইব

অর্থ :যে হৃদয়েরমরিচাকেভালোবাসাদিয়ে দূরকরেছে

অদৃশ্য জগতেরনির্মলতায় সে খোদারনূর দেখেছে।

সর্বোচ্চচূড়ায় ও নিকটেতাঁরঊর্ধ্বগমন সম্ভব ছিলনা

যদি না সে অদৃশ্য জগতেরঅনুসৃতনিয়ম মেনেনা চলতো।[৮১]

একারণেইনবুওয়াতপ্রাপ্তির পর যখনতাঁরপ্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় এবংমক্কাত্যাগকরেমদিনায়হিজরতকরারনির্দেশ দেওয়া হয় তখনতিনিমদিনায়নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনসম্পর্কে নিশ্চিতহওয়াসত্ত্বেওভারাক্রান্তহৃদয়ে ও বেদনামথিত কণ্ঠে বলেওঠেন–

اَللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، أَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

আল্লাহরকসমকরেবলছি, তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠসৃষ্টি ও তাঁরপ্রিয়ভূমি। আমাকেযদি চলে যেতেবাধ্য করানাহতোতবেআমিকখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।[৮২]

ivm‡ji (mv.) PwiÎ I e¨w³Z

মহানবি (সা.) ছিলেনসর্বোত্তমচরিত্রেরমানুষ। ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, দানে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, মানবতা ও মহত্ত্বে তিনিছিলেনসর্বকালেরসকলমানুষের জন্য উত্তমআদর্শ। কেননা, স্বয়ংআল্লাহতাকেশিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরআচারআচরণকেপরিশীলিতকরেছেন; চিন্তা ও চরিত্রকেপরিশুদ্ধ করেছেন। তাইআমাদেরপ্রিয়নবিজি (সা.) ছিলেনসকলমানবীয় গুণে পরিপূর্ণ। তিনিযখনকথাবলতেন, সত্য বলতেন। যখনউপদেশ দিতেন, সদুপদেশ দিতেন। যখনচুপ থাকতেন, আল্লাহর স্মরণেনিমগ্ন থাকতেন। নিজেকে সব সময়ভালো ও কল্যাণের পথে নিরতরাখতেন। সবার সঙ্গে সদ্ভাববজায়রাখতেন। সাধারণমানুষেরপ্রতিসদয়আচরণকরতেন। এক্ষেত্রেআল্লাহরনিম্নোক্ত বাণীটিপ্রণিধানযোগ্য।

لَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

'যদি তারাআল্লাহরপ্রতিপ্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবেতাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে।'[৮৩]

উম্মুলমুমিনীনহজরতআয়েশা(রা.) রাসুল (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর স্বভাব-চরিত্রছিলকুরআনেরপ্রতিচ্ছবি।"[৮৪] এক্ষেত্রেমহানআল্লাহবলেছেন–

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ[৮৫]

'করুণাময়আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেনকুরআন।'

আল্লাহতাআলাতাঁকেপূর্ববর্তীএবংপরবর্তীসকলেরইলম দানকরেছেন। তিনিজানতেন মুক্তি এবংসফলতা কোন পথে। অথচ তিনিছিলেন উম্মী, পড়তেওজানতেননা, লিখতেওজানতেননা। মানুষেরমধ্যে তাঁর কোনোশিক্ষকছিলনা। তিনিজন্মগ্রহণওকরেছিলেনএকটিজাহেলিসমাজে। আল্লাহতাআলাতাঁকেএতঅধিকজ্ঞান দানকরেছেন, যাতিনি অন্য কাউকেই দানকরেননি। তিনিতাঁকেসকলমাখলুকেরউপর শ্রেষ্ঠত্ব দানকরেছেন।

কুরআনেরভাষায়–

عَسَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

'খুব সম্ভব আপনারপালনকর্তাআপনাকেপ্রশংসিত স্থানেঅধিষ্ঠিত করবেন।'[৮৬]

অথাৎ, তিনিনিজেপ্রশংসিতএবংপ্রশংসিত স্থানেরঅধিকারী।

এক্ষেত্রেশামসতাবরেজিরتوئی سیدا علےনামককবিতাটি যথোপযুক্ত।

یا رسول الله حبیب خالق یکتا توئی

برگزیده ذو الجلال پاک بے همتا توئی

نازنین حضرت حق صدر بدکائنات

نور چشم انبیا چشم وچراغ ما توئی

در شب معراج بودے جبرائیل اندر رکاب

پنهاده بر سریر گنبد خضرا توئی

یا رسول الله تو دانی امتانت عاجزند

عاجزان را رهنمائی جمله را ماویٰ توئی

عم زاده شاه مرادن حضرت شیر خدا

فخر فرزند بنی آدم صفی الله توئی

شمس تبریزی چہ داند نعت پیغمبر زبر

مصطفٰے ؐ ومجتبے وسیّدا علی توئی

বাংলাউচ্চারণ : ইয়ারাসুলুল্লাহহাবিবেখালেকেএকতাতুইয়ি

বর গুজিদাজুলজালালেপাকে বেহামতাতুইয়ি

নাজনিনেহজরতেহক, ছদরে বদরেকায়েনাত

নূরেচশমেআম্বিয়া, চশ্‌ম ও চেরাগে মা তুইয়ি

দরশবে মেরাজবুদে জিবরাইলআনদর রেকাব

পা নেহাদাবরছরিরে গুম্বদে খাজরাতুইয়ি

ইয়ারাসুলুল্লাহতু দানি উম্মাতানতআজেজান্দ

আজেজাঁরারাহ্‌নোমায়িজুমলারামাওয়াতুইয়ি

আম্ম জাদাশাহ্‌মরদাঁহজরতে শেরে খোদা

ফখরেফরজন্দ বনিআদমসাফিয়ুল্লাহতুইয়ি

শামসতাবরেজি চে দানদ্‌নাআতেপয়গম্বর জবর

মোস্তফা ও মুজতবা ও ছৈয়দে আলাতুইয়ি

অর্থ :ওহেরাসুলুল্লাহতুমিঅদ্বিতীয়আল্লাহরহাবিব

তুমি গৌরবান্বিত পরম পবিত্রআল্লাহরমনোনীতপয়গম্বর। তোমারসমকক্ষকেউ নেই।

তুমিমহামান্য আল্লাহতাআলারলাবণ্যময়পিয়ারা। তুমিসৃষ্টিরসেরা, তুমিসৃষ্টিরশশী।

তুমিনবিদের চোখের জ্যোতিএবংআমাদের চোখ ও চেরাগ

মেরাজেররজনিতেজিবরাইল ঘোড়ায়চড়া অবস্থায়ছিল

কিন্তু তুমি কেবলসবুজ গম্বুজেরসিংহাসনে তোমারপদযুগল রেখেছিলে

হে রাসুলুল্লাহতুমিজানতোমার উম্মতগণ দুর্বল

তুমি দুর্বলদের পথ প্রদর্শক, তুমিসকলের শেষ আশ্রয়

মহামান্য শেরে খোদাহজরতআলি তোমারচাচাতভাই।

তুমিআদমসফিউল্লাহরসন্তান ও বংশধরেরগৌরব।

শামসতাবরেজিবিশ্বজয়ীপয়গম্বরের প্রশংসাকরারঅল্পই শক্তি রাখে

তুমিআল্লাহরবাছাইকৃত ও মনোনীতপয়গম্বরএবংশীর্ষস্থানীয় সৈয়দ।[৮৭]

প্রকৃতপক্ষেরাসুলুল্লাহ(সা.)-এর চিন্তাভাবনা, কথা, কাজসবইসর্বোত্তম। কেননাআল্লাহরাব্বুলআলামিনতাঁকেসার্বিকপরিপূর্ণতা দানকরেছিলেন। তাঁরমহানচরিত্রেরপ্রশংসাকরেআল্লাহতাআলাপবিত্রকুরআনেইরশাদ করেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয়আপনিমহানচরিত্রের অধিকারী।'[৮৮]

তিনিছিলেনএকাধারে ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল ও বিনয়ী। তিনিবিনয়এবং নম্রতাপছন্দ করতেন।ইউরোপেরবিখ্যাতসাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকমি. জন ডেভেন পোর্ট মহানবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেন, "মুহাম্মদের (সা.) বিনয়ছিলমহত্ত্বেরপ্রতীক। বিনীতেরপ্রতিঅমায়িকতা ও দাম্বিকের প্রতিমর্যাদাপূর্ণ আচরণতাঁকেএনেদিয়েছিলশ্রদ্ধা ও ভালোবাসামিশ্রিতউচ্চ প্রশংসা।"[৮৯]অহংকার ও আত্মপ্রশংসাতিনিঘৃণা করতেন।[৯০]তিনিছিলেনপর্দারআড়ালেরকুমারী মেয়েদের চেয়েওঅধিক লজ্জাশীল।[৯১]

আল্লাহতাআলারইবাদতবাপ্রয়োজনীয় কোনোকাজছাড়াতিনিসময়অতিবাহিতকরতেননা। তিনিপ্রত্যেকউঠা-বসায়আল্লাহতাআলারযিকিরকরতেন। তিনিনিজেইনিজেরজুতা সেলাইকরতেন, কাপড়েতালিলাগাতেন। যদিওতাঁরকয়েকজন গোলাম ও বাঁদি ছিল, তবেখাবারএবংপোশাকেতিনিতাদের চেয়েআলাদাছিলেননা। এমনকিযখনতিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরেআরোহণকরতেনতখনবাহনেরউপরচড়ে পেছনে গোলামকেওআরোহণকরাতেন। এছাড়াআস্তিনেরকিনারাদিয়েবাচাদরের অংশ দিয়েতিনিতাঁর ঘোড়ারচেহারামুছে দিতেন। তিনি অসুস্থদের সেবাকরতেন, মিসকীনদেরভালোবাসতেন, তাদের সাথে বসতেনএবংতাদেরজানাজায়অংশগ্রহণকরতেন। এব্যাপারেইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনবলেছেন–

'জাগতিকক্ষমতারসর্বোচ্চশিখরেআরোহণকরেওআল্লাহররাসুল (সা.) তাঁরনিজগৃহে ভৃত্যেরকাজগুলোনিজেরহাতেইকরতেন; তিনি ঘর ঝাড়ু দিতেন, চুলায়আগুনজ্বালাতেন, জুতা ও কাপড় সেলাইকরতেন, কাঁপড়কাঁচতেন, গাভীর দুধ দোহনকরতেনএবংপরিবারেরঅন্যান্য দায়িত্ব পালন করতেন।'[৯২]

অধিকারপ্রাপ্তিরব্যাপারে দুর্বল-শক্তিধর সকলেইছিলতাঁরনিকটসমান।তিনি কোনোফকিরকেদারিদ্র্যতারকারণেতুচ্ছজ্ঞানকরতেননাএবং কোনোবাদশাহকেতারবাদশাহিরকারণে তোয়াক্কাকরেচলতেননা। নেয়ামতযত ছোটইহোকনা কেন, তিনি এর যথাযথ মূল্যায়নকরতেন, একে তুচ্ছজ্ঞানকরতেননা। পছন্দনীয়কিছু পেলেতিনিلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সকলপ্রশংসাএকমাত্রআল্লাহতাআলার, যিনিসমগ্রজাহানেররব) বলেশুকরিয়াআদায়করতেন। আরঅপছন্দনীয়কিছু ঘটে গেলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِعَلٰى كُلِّ حَالٍ(সর্বাবস্থায়আল্লাহরপ্রশংসা) বলতেন। আত্মীয়তারসম্পর্ক ছিন্নকরা থেকে সব সময়তিনি দূরে থাকতেন। তিনিপ্রতিবেশিদেরহকসংরক্ষণকরতেনএবং মেহমানকে সম্মানকরতেন। পক্ষান্তরেঅতিসাধারণ কেউ তাঁকে দাওয়াত দিলেওতিনিতার দাওয়াতকবুলকরতেন ও বলতেন–

لو دُعِيتُ إلى ذِرَاعٍ أو كُرَاعٍ لأَجَبتُ، وَلو أُهدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ أو كُرَاعٌ لَقَبلتُ

আমাকেযদি (ভেড়ার) পায়েরনলা দিয়েওআপ্যায়নকরা হয় তবুওআমিতাগ্রহণকরব। আমাকেযদি (ভেড়ার) একটিহস্তওহাদিয়া দেওয়া হয়, তবুওআমিতাকবুল করব।[৯৩]

রাসুল(সা.)ছিলেনসদা হাস্যোজ্জ্বল। এমনকিতিনিরসিকতাকরতেওপছন্দ করতেন, তবে এতে কোনোমিথ্যার মিশ্রণ ঘটত না। যেমনতাঁরনিকটএকজনমহিলাএসেবলল, ইয়ারাসুলাল্লাহ, বাহনের জন্য আমাকেএকটি উট দিন। রাসুল (সা.) বললেন, "বাহনহিসেবে তোমাকেআমিএকটিউটনীরবাচ্চা দেবো।"মহিলাটিবলল, এটাতোআমাকেবহনকরতেপারবেনা। তিনিবললেন, " তোমাকেআমিএকটিউটনীরবাচ্চাই দেবো।"মহিলাটিআবারওবলল, এটা তোআমাকেবহনকরতেসক্ষমহবেনা। মহিলাটিরঅবস্থা দেখে লোকেরাবলল, "এই যে শোন, সকল উট তো কোনোনা কোনোউটনীরবাচ্চাইহয়ে থাকে।"

মহানবির অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গিবনবলেনমহানবির স্মৃতিশক্তি ছিলবিশাল, তাঁররশিকতাছিলশালীন, তাঁরআচরনছিলমধুর ও শোভন, তাঁরকল্পনা শক্তি ছিলউন্নত ও মহৎ, তাঁরবিচারবুদ্ধি ছিল স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ, সময়উপযোগী দ্রুতসিদ্ধান্তগ্রহণেরক্ষমতাছিলতাঁরএবংঅসীমআত্মপ্রত্যয়ে তিনিছিলেনবলীয়ান। আশ্রয়প্রার্থীর জন্য তিনিছিলেনবিশ্বস্ততমনিরাপত্তাকারী, কথাবার্তায়সবচেয়েমিষ্ঠভাষী ও সবচেয়েমনোজ্ঞ। যারাতাঁকেসচক্ষে

দেখেছেনআকস্মিকভাবেশ্রদ্ধায়আপ্লুতহয়েছেন। যারাতাঁরসংস্পর্শে এসেছেতারাতাঁকেভালোবেসেছেন। এই জন্য গিবনবলেছেন, 'এ বিশ্ব জগতে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেনসাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।'[৯৪]

রাসুলের(সা.) পানাহারেকোনো আড়ম্বরতাছিলনা। হালাল দ্রব্যাদিরমধ্য থেকে কিছু পেলেতিনিতাপ্রত্যাখানকরতেননা। তিনিসিরকাদিয়েরুটি, মুরগি ও রাজহাঁসেরমতোদ্রুতগামীএকপ্রকারপাখির গোশত, ভুনাখাবার, মিষ্টি, মধু, যাইতুন, দুধইত্যাদি খাবার খেতে পছন্দ করতেন।তিনিকখনোইখাবারের দোষবর্ননাকরতেননা। বরংআহার শেষেমহানরাব্বুলআলামিনেরশুকরিয়াআদায়ের জন্য তিনিনিম্নে উল্লিখিত দুআটিপড়তেন–

لَحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

(সকলপ্রশংসাআল্লাহতাআলার, যিনিআমাদেরকেআহারকরিয়েছেন, পানকরিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেনএবংআমাদেরমুসলমানবানিয়েছেন।)[৯৫]

ক্ষুধারকষ্টেতিনি পেটেপাথর বেঁধেছেন। শুধুখেজুর খেয়েওতিনিকালাতিপাতকরেছেন। খাবারেরমতো পোশাক-পরিচ্ছদেওতিনি আড়ম্বরতাঅপছন্দ করতেন। যেমনটিমহানআল্লাহশিখিয়েছেন–

كُنْفِىالدُّنْيَا....أَوْعَابِرُ سَبِيلِ

'তুমি দুনিয়ায়মুসাফিরহয়ে থাকো (কারণসফরেরসামান বেশিহলে যেমনসফর কষ্টদায়ক হয়, তেমনই দুনিয়ার ভোগোপকরণ বেশিহলেওআখিরাতের সফর কণ্টকাকীর্ণ হয়।'[৯৬]

তিনিপশমিকাপড়পরিধানকরতেনএবংপশমিজুতাব্যবহারকরতেন।

মাঝেমাঝেতিনিইয়েমেনিজুব্বাওপরিধানকরতেন।

জুমআরদিনতিনিলালচাদরপরিধানকরতেনএবংমাথায়পাগড়িবাঁধতেন।

নতুনকাপড়পরিধানকরলেতিনিআল্লাহরশুকরিয়া স্বরূপবলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ، وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ

হে আল্লাহ, আমিআপনারপ্রশংসাকরছি। আপনিইআমাকে এই কাপড়টিপরিধানকরিয়েছেন। আমিআপনারনিকট এর কল্যাণএবং এতে বিদ্যমান অন্য সকলকল্যাণওকামনাকরছিএবং এর সকলঅকল্যাণ থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি।[৯৭]

এছাড়াতিনিমুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ অঙ্কিত একটিরুপোরআংটিপরতেনযাসিল মোহরহিসেবেব্যবহারকরতেন। তিনিসুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন। তিনিবলতেন, "আল্লাহতাআলাআমারনিকট স্ত্রী ও সুগন্ধিকেপছন্দনীয়করেছেনএবংনামাজেরমধ্যে রেখেছেনআমার চোখের শীতলতা।"[৯৮]

রাসুল (সা.) সৌখিন ও পরিছন্নছিলেন। তিনিতাঁরমাথায় ও দাড়িতে তেলএবং চোখে'ইসমিদ'নামকসুরমাব্যবহারকরতেন। সফরেরসময়তিনিসুঁই–সুতা, আয়না, চিরুনি, কেঁচি, মিসওয়াকএবং তেলের কৌটাইত্যাদি প্রয়োজনীয়জিনিসনিজের সাথে রাখতেন। তিনিনির্লোভছিলেন। আল্লাহতাআলাতাঁকে দুনিয়ারধনভাণ্ডারেরচাবিকাঠিগ্রহণেরসুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিতাগ্রহণনাকরেআখিরাতকে দুনিয়ারউপরপ্রাধান্য দিয়েছেন।

হজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনআরবের শ্রেষ্ঠতমবিশুদ্ধ এবংমিষ্টভাষী। অপ্রতিদ্বন্দ্বীরাসুলের (সা.) কথারমিষ্টতাছিল অনন্য। তাঁরপ্রজ্ঞারগভীরতাছিলসীমাহীন। তিনিছিলেনসবচেয়েসত্যভাষী।

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلىالبِرّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا.

"নিশ্চয়সত্যবাদিতাপুণ্যের পথে পরিচালিতকরে; পুণ্য জান্নাতের পথ প্রদর্শনকরে। মানুষসত্যেরচর্চাকরতেকরতেএকসময়আল্লাহর দরবারেওসত্যবাদীহিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে।[৯৯]

উল্লেখ্য যে, এই সততা ও সত্যবাদিতাপ্রিয়নবিজির (সা.) সহাত ও স্বভাবজাতছিল। নবুওয়াতপ্রাপ্তিরপূর্ব থেকেই আরবের লোকেরাতাকে'আল-আমিন'তথা'সত্যবাদী' ও 'বিশ্বস্ত' বলে সম্বোধনকরত। যে-ব্যক্তি নবুওয়াতলাভের পূর্বেইসত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেসর্বমহলেসুপরিচিতছিলেনওহিঅবতরণের পর তিনিনাজানিকতটাপবিত্রও সত্যের মূর্তপ্রতীকহয়ে দাড়িয়েছিলেন।

তিনিঅল্পকথায়অনেকবুঝাতেপারতেন। আরবেরবিভিন্নসম্প্রদায়েরভাষাসম্পর্কে তিনিছিলেনসবচেয়ে বেশিঅবগত। প্রতিটিসম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তিনিতাদেরভাষায়কথাবলতেপারতেন।

বিশিষ্টসাহাবিকবিহাসসান বিন সাবেত(রা.)তাঁরব্যাপারেযথার্থইবলেছেন–

مَتٰى يَبْدُ فِي الدَّاجِي البَهِيْمِ جَبِيْنُه

يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى المُتَوَقِدِ

فَمَنْ كَانَ أَوْ مَنْ قَدْ يَكُوْنُ كَأَحْمَدَ

نِظَامٌ لِحَقٍّ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ

“যখননিকষকালোআঁধাররাতে

কপালতাঁরপ্রকাশ পেল,

যেনপ্রদীপশিখারআগমনে

রাতেরআঁধার কেটে গেল।

হয়েছেকি কেউ,

হবেকিকখনোআহমাদ তুল্য এ ধরাতে,

আগমনতাঁরহকেরতরে,

অবিশ্বাসীকেশাস্তি দিতে?”[১০০]

হজরতআনাস(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, হজরতআবুবকর(রা.)রাসুল (সা.) কে দেখে বলতেন–

أَمِيْنٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُوْ

كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلَامُ

“বিশ্বস্ত ও নির্বাচিততিনি,

কল্যাণের পথে আহ্বানকারী।

উজ্জ্বলতায় তিনিইহলেন,

আঁধাররাতেরপূর্ণ শশী।”[১০১]

হজরতআবুহুরাইরা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, হজরতউমার(রা.)তাঁরদিকেতাকিয়েহারামইবনেসিনানেরব্যাপারেযুহাইরের এই কবিতাটিআবৃত্তিকরতেন–

لَوْ كُنْتَ مِنْ شَيْءٍ سِوٰى بَشَرٍ

كُنْتَ الْمُضِيْءَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

“মানবনাহয়েযদি হতেতুমি অন্য কিছু

তুমিইহতেপূর্ণিমাররাতকে উজ্জ্বলকারী।”[১০২]

হজরতআলি(রা.) তাঁরব্যাপারেবর্ণনাদিতেগিয়েবলেন–

'তিনিছিলেনমানুষেরমাঝেসবচেয়েবড় দানশীল।' যেমনরাসুল(সা.) পাকেরনিম্নোক্ত উক্তি থেকেই তারপ্রমাণপাওয়াযায়।

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

'সদকাকখনোসম্পদ কমায় না'।[১০৩]

সবচেয়েপ্রশস্তহৃদয়েরঅধিকারী, সত্যভাষী, দায়িত্ব সচেতন, মিশুকপ্রকৃতির ও স্বভাবে কোমল। কেননা স্বয়ংআল্লাহবলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আল্লাহররহমতেইআপনিতাদের জন্য কোমলহৃদয়হয়েছেন। পক্ষান্তরেআপনিযদি কঠিন ও রুক্ষ-হৃদয়হতেনতাহলেতারাআপনারকাছ থেকে দূরেসরে যেত। কাজেইআপনিতাদেরক্ষমাকরুন। তাদের জন্য মাগফিরাতকামনাকরুনএবংকাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপরযখন কোনোকাজেরসিদ্ধান্তগ্রহণকরে ফেলেন, তখনআল্লাহতাআলারউপরভরসাকরুন। নিশ্চয়আল্লাহতাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।'[১০৪]

তাঁরমাঝেপরিপূর্ণ গাম্ভীর্য বিদ্যমানছিল। যেইতাঁর সাথে মিশত, তাঁকেমন থেকে ভালোবাসত। তাঁর গুণাগুণবর্ণনাকারীপ্রত্যেকের ভাষ্য হলো–আমি পূর্বেওতাঁরমতোকাউকে দেখিনি, পরেওতাঁরমতোকাউকে দেখব না। আল্লাহতাআলাতাঁরউপররহমত ও শান্তিবর্ষণকরুন।এ ব্যাপারেআল্লাহকুরআনেবলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'আমিআপনাকে প্রেরণকরেছিবিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ'।[১০৫]

g°weRq I ÿgv

হজরতমুহাম্মদ (সা.) তাঁরজীবদ্দশায়১০১টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি ২৮টি যুদ্ধে সরাসরিঅংশগ্রহণকরেছেন। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বদরেরযুদ্ধ (১৫ মার্চ ৬২৪ খ্রি.), উহুদেরযুদ্ধ (২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রি.), খন্দকেরযুদ্ধ (এপ্রিল ৬২৭ খ্রি.), খায়বারেরযুদ্ধ (জুন ৬২৮ খ্রি.), হুদাইবিয়ারসন্ধি (৬২৮ খ্রি.), মক্কাবিজয় (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রি.), হুনাইনেরযুদ্ধ (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রি.), তাবুকেরযুদ্ধ (ডিসেম্বর ৬৩০ খ্রি.)।[১০৬]

কুরাইশ ও তাদেরমিত্রবনুবকরহুদাইবিয়ারসন্ধি ভঙ্গ করেমুসলমানদেরমিত্রখুযআ গোত্রকেআক্রমণকরে, তাদেরমালামাললুটকরেএবংঅনেককেআহত ও নিহতকরে। রাসুলের (সা.) শান্তিপ্রস্তাবগ্রহণনাকরেতারাসন্ধিবাতিলকরে।

৮ম হিজরিররমজানমাসেমহানবি (সা.) দশ হাজারসাহাবিনিয়েমক্কাবিজয়ের জন্য যাত্রাকরেন। হঠাৎ এত বড়মুসলিমবাহিনী দেখে কুরাইশরাভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতাআবুসুফিয়ানমহানবি (সা.) কে মক্কায়স্বাগতজানায়। মহানবি (সা.) প্রায়বিনাবাধায়একেবারেবিনা রক্তপাতে মক্কাবিজয়করেন।

মক্কাবিজয়েরউল্লেখকরেঐতিহাসিকগিবনবলেন, "মক্কানগরীরআত্মসমর্পণে মুহাম্মদ (সা.) প্রতিশোধগ্রহণেরসুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। যে সকলঅহংকারীকুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইসলামকেধ্বংসকরারকাজেলিপ্তছিল, মহানবির ভক্ত ও শিষ্যগণকেঅমানুষিকভাবেনির্যাতনকরেছে, তাঁর সঙ্গে অতীবকুৎসিতআচরণকরেছেএমনকিতাঁকেহত্যাকরার জন্য অগ্রসরহয়েছিলতারাসকলেইএখনমহানবিরসম্পূর্ণ করতলগত। তিনিতাদেরদিকেতাকিয়েজিজ্ঞেসকরেছিলেন, "তোমরাআজআমারনিকট থেকে কিধরনেরব্যবহারআশাকরো? তারাসবাইকাতর কণ্ঠে বলেউঠল, "হেমহানভ্রাতা : হে মহানভ্রাতুষ্পুত্র।দয়া শুধু দয়া। তিনিবলেউঠলেনহ্যাঁ দয়া। ইউসুফস্বীয়প্রজাগণকেযাবলেছিলেনআমিও তোমাদেরকেতাইবলব। আজআমি কোনোপ্রতিশোধ নেব না, আজআমি তোমাদেরকেভর্ৎসনাকরবনা। আজ ক্ষমারদিনশুধু ক্ষমার। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাকরবেন। তিনিঅতীব দয়াময়এবং প্রেমময়। যাও, তোমরাসকলেআজ মুক্ত।"[১০৭]

এ সম্পর্কিতপবিত্রকুরআনেরআয়াতটিনিম্নরূপ :

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আজ তোমাদেরবিরুদ্ধে কোনোঅভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরক্ষমাকরুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু"।[১০৮]

মহানবির ক্ষমতারঅনুপম দৃষ্টান্তেরকথাউল্লেখকরেগিবনআরওবলেন, "হজরতমুহাম্মদ (সা.) জগতেরসর্বোচ্চ একছত্র একক ক্ষমতারঅধিকারীহয়েওতাঁরভীষণতমশত্রুদের ক্ষমাকরেছেন, যে ইহুদি নারীতাঁরখাদ্যে বিষপ্রয়োগকরেছিলতিনিতাকেও ক্ষমাকরেন। যে নারীতাঁরবীরপিতৃব্যেরযকৃত পিণ্ডদেহ থেকে বেরকরেচর্বনকরেছিলতিনিতাঁকেও ক্ষমাকরেন, যে ব্যক্তি তাঁরকন্যা (রোকেয়ার) মৃত্যুরকারণহয়েছিলতিনিতাকেও ক্ষমাকরেন, যে কৃতদাসতাঁরপিতৃব্যকে বর্শানিক্ষেপ করেহত্যাকরেছিলতিনিতাকেও ক্ষমা করেন।[১০৯]ক্ষমা প্রসঙ্গে স্বয়ংআল্লাহবলেছেন–

فَاصْفَحِالصَّفْحَالْجَمِيلَ

অতএব, আপনি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরক্ষমা করুন।[১১০]

অন্যত্রবলেছেন–

لِيَغْفِرَلَكَاللَّهُمَاتَقَدَّمَمِنْذَنْبِكَوَمَاتَأَخَّر

'যাতেআল্লাহআপনারঅতীত ও ভবিষ্যৎ-ত্রুটিসমূহমার্জনাকরে দেন।'[১১১]

আলোচনারপরিপ্রেক্ষিতেএকথাবললে অতুক্তি হবেনা যে, হজরতমুহাম্মদ (সা.) মক্কাবিজয়েরদিনপদানতসমস্তশত্রুকে ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনকরে সে দিন ক্ষমা, মহত্ত ও উদারতার যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনকরেছিলেনজগতেরসুদীর্ঘ ইতিহাসেতারদ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

we‘vqnR I ivm‡ji(mv.) B‡šÍKvj

মহানবি (সা.) দশম হিজরিতেহজপালনেরইচ্ছাপ্রকাশকরেন। এটাইছিলতাঁরজীবনের শেষ হজ। তিনিএরপরআরহজকরারসুযোগপাননি। আরএকারণেইএটাইতিহাসেবিদায়হজনামেঅভিহিত। ইতিহাসবিদ হিট্টিএ বিদায়হজকে'দি ফেয়ারওয়েলপিলগ্রিমেজ'বলেউল্লেখ করেছেন।[১১২]

মহানবি (সা.) লক্ষাধিকসাহাবিগণকেনিয়েহজআদায়করেন। এই হজেইতিনিআরাফাতময়দানেজাবালেরহমতে দাঁড়িয়েউপস্থিত জনতারউদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শীভাষণ দেন। এটিইইসলামেরইতিহাসেবিদায়হজেরভাষণনামেখ্যাত।এই বিদায়হজেতিনিবলেছিলেন" তোমাদের সঙ্গে আমারআর দেখাহবেনা।" এর তিনমাসপরেইতিনিপরলোকগমনকরেন।

এ ভাষণেমহানবি (সা.) সমবেত লোকদেরউদ্দেশ্যে অনেকমূল্যবানকথাবলেছেন। যেমন–

১. সকলমুসলমানপরস্পরভাইভাই।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমনপবিত্র, তেমনই তোমাদেরপরস্পরেরজানমাল ও ইজ্জত-আবরু পরস্পরেরনিকটপবিত্র।

৩. অধীনস্তদের সাথে ভালোব্যবহারকরবে। তোমরাযাখাবে, তাদেরওতাখাওয়াবে। তোমরাযাপরবেতাদেরওতাইপরাবে।

৪. একেরঅপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবে না।

৫. ঋণ পরিশোধকরতেহবে। সর্বপ্রকার সুদ হারামকরাহলো।

৬. নারীরউপরপুরুষের যেমনঅধিকারআছে, পুরুষেরউপরনারীরও তেমনঅধিকারআছে।

৭. জাহেলিযুগেরসকলকুসংস্কার ও হত্যারপ্রতিশোধবাতিলকরাহলো।

৮. আমানতেরখিয়ানতকরবেনা, গুনারকাজ থেকে বিরত থাকবে।

মনেরাখবেএকদিনসকলকেআল্লাহরসামনেউপস্থিত হতেহবেএবংতাঁরকাছেজবাবদিহিকরতেহবে।

৯. আমি তোমাদেরকাছেআল্লাহরবাণী (আল-কুরআন) এবংতাঁররাসুলের(সা.) আদর্শ (হাদিস) রেখেযাচ্ছি, তোমরা এ দুটিযতদিনআঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরাবিপদগামীহবেনা।

তিনিআরওঅনেকমূল্যবানকথাবললেন।

এরপরমহানবি (সা.) আকাশেরদিকেতাকিয়েবললেন, "হেআল্লাহ!
তোমারবাণীকেআমিযথাযথভাবেমানুষেরনিকট পৌঁছাতে পেরেছি?"

উপস্থিত লক্ষজনতা সমস্বরে জবাব দিলেন, " হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

মহানবি (সা.) বললেন, "হেআল্লাহ! তুমিসাক্ষী থাকো।"

এরপরঅবতীর্ণ হলো :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْوَ اَتْمَمْتُعَلَيْكُمْنِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজআমি তোমাদের জন্য তোমাদেরদ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেদিলাম, তোমাদেরপ্রতিআমারঅনুগ্রহসম্পূর্ণ করেদিলামএবংইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনহিসেবেমনোনীত করলাম।'[১১৩]

বিদায়হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (সা.) অসুস্থ হয়েপড়েন। অবশেষেহিজরিএকাদশসালের ১২ রবিউলআওয়ালতারিখেআল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল (সা.) মৃত্যুবরণ করন।[১১৪]রাসুলের (সা.) প্রিয়কন্যাহজরতআলির (রা.) সহধর্মিনীফাতেমা জোহরা[১১৫]নবিরমৃত্যুতে একটি শোকগাঁথালিখেছিলেনযানিম্নরূপ :

It is not wondrous that whoever

Smells the fragrance of Mohammed's tomb

Will never smell another perfume,

Destiny hurt me with a bereavement so sad and so dark

That if it had fallen on the days,

They would have been turned into eternal nights.[১১৬]

এটা মোটেও বিস্ময়ের নয় যে একবার

মুহাম্মদের (সা.) সমাধির সৌরভ পেয়েছে

আর কোনোসুঘ্রাণতাকে মোহিতকরবেনা,

নিয়তিআমাকে এক বিয়োগব্যথায়মথিতকরেছে, যা এতই বেদনার, এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন

যদি দিনেরআলোকেঘিরে ফেলত

তাহলেতাচিরন্তনঅন্ধকারেপরিণত হতো।[১১৭]

মদিনাশরিফেমসজিদে নববির এক পাশেতাঁকে কবর দেওয়া হয়। বিশ্বেরমুসলমান ভক্তিভরে নবিররওজাজিয়ারতকরেন।

আশেকেরাসুলকবিআমির খসরু[১১৮] যে নাতটিমহানবির (সা.) রওজামুবারকেরপার্শ্বে পাঠকরেছিলেনতারকিছু অংশ তুলেধরছি–

নূরানি চেহারা ও মূর্তিদেরঈর্ষারকারণ

যতইতারিফকরি সেইখানেরয়েছেবিপদ,

পরীর চেয়েওতুমি দ্রুতগামীফুলেরমতোন নরম দেহেরঅবয়ব।

যাকিছুরয়েছেভালোসবই তোসত্যি, বাহাদুরিএখনতুমিইআমিএবংআমিইতুমিহয়ে গেছি।

আমিতো এ দেহ আরতুমিতো সেখানেপ্রাণবান কেউ,

আরবলবেনাতুমিআমিভিন্নপ্রাণ দেহ।[১১৯]

অবশেষেবলাযায়, মুহাম্মদ (দ.) যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরূপেযুদ্ধ পরিচালনাকরেন, আবারমসজিদে নামাজেইমামতি ও বক্তৃতাদানকরেন, অন্যদিকে স্বহস্তে গৃহকর্মাদি করেনএবংআরব হেরাপর্বতের গুহায়ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পরম যাতপাককেউপলব্ধিকরেন। অর্থাৎজীবনেরসার্বিকদিকেইতাঁরসমানভাবেযাতায়াত। এককথায়হজরতমুহাম্মদ

(সা.) একাধারেসিজারেরন্যায়শাসন ক্ষমতারশীর্ষ ভাগেএবং পোপেরন্যায়ধর্মের উচ্চ আসনেসমাসীনছিলেন। কিন্তু তাঁর পোপেরন্যায়জাঁকজমক ও সিজারেরন্যায় সেনাবাহিনীছিলনা। বেতন ভোগী সৈন্যদল, দেহরক্ষী সৈনিক, রাজকীয়প্রাসাদ, কারুকার্যপূর্ণসিংহাসন, মূল্যবানরাজকীয়পরিচ্ছদ নির্ধারিতরাজস্ব এসবকিছুইছিলনা। কেবলমাত্র স্বর্গীয়অধিকারবলে খেজুরপাতারকুড়েঘরেবসেমুকুটহীন সম্রাটেরন্যায়অর্ধেকপৃথিবীশাসনকরেছেন। তিনিপারিবারিক ও রাজকীয়উভয়জীবনেছিলেনঅত্যন্তসাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন।[১২০]

রাসুলের (সা.) ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বসম্পর্কে বলতেগিয়েজার্মানমনীষী গ্যোটেবলেন,"ইতিহাসখ্যাতসকলমহৎ লোকেরমধ্যে মুহাম্মদ (সা.) ছিলেনমহত্তম। মানবজীবনেরযাবতীয়মহৎ গুণাবলীরএকমাত্রসমাবেশঘটেছিলতাঁরমধ্যে। একাধারেতিনি যেমনছিলেনএকজনআদর্শ সামাজসংস্কারক, তেমনইআইনজ্ঞহিসাবেওছিলেনঅপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। একদিকে যেমনছিলেননন্যায়নীতিরঅধিকারীঅন্যদিকে তেমনইতানিজজীবনেবাস্তবায়িতকরে দেখিয়ে গেছেন। তিনিএকাধারে যেমনছিলেনমহানপয়গম্বর, আদর্শ গৃহস্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, বিশ্বস্ত কর্মচারীঅপরদিকে তেমনইছিলেনসত্যনিষ্ঠআমানতদার, মহানশিক্ষক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি সর্বশ্রেষ্ঠআদর্শ শাসক। আধ্যাত্মিকবিষয়ে যেমনতিনিপথপ্রদর্শকছিলেন, তেমনইরাজনীতিবিদ হিসাবেওছিলেনআদর্শ স্থানীয়। এককথায়জাগতিক ও পারলৌকিকউভয়জগতের দুর্লভ গুণরাজিরঅপূর্ব সমন্বয়ঘটেছিলতাঁরমধ্যে।[১২১]

এব্যাপারেপ্রফেসর কে. এস. রাম কৃষ্ণ রাওবলেন, হজরতমুহাম্মদের (সা.)চরিত্রেরমাহাত্ম্য ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে ভাষায়প্রকাশকরাঅত্যন্ত দূরুহব্যাপার। অসাধারণ বৈচিত্র্যময়চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সমন্ধেআমিকিছুটাআভাসদিচ্ছিমাত্র।"হজরতমুহাম্মদ (সা.) একাধারেছিলেনএকজন সর্বশ্রেষ্ঠমহাপুরুষ, সর্বশেষ (আখেরি) নবি ও পয়গম্বর, একজনযুগপ্রবর্তক, রাজনীতিজ্ঞ, একজননীতিবান সেনাধ্যক্ষ, একজনপ্রজাবৎসল সম্রাট, একজনঅকুতোভয়বীরযোদ্ধা, একজনসৎব্যবসায়ী, একজনসত্যনিষ্ঠআমানতদার, একজনকর্তব্যনিষ্ঠধর্মপ্রচারক, একজনবিশ্ব বরেণ্য দার্শনিক, একজনঅদ্বিতীয়সিদ্ধপুরুষ, একজনঅসাধারণবাগ্মী, একজনকালজয়ীসংস্কারক, এতিম, অনাথ ও ছিন্নমূলমানুষেরআশ্রয়দাতা, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা, নারীসমাজেরউদ্ধারকর্তা, একজন অনন্য সাধারনআইন প্রনেতাএবংসর্বোপরিএকজননিরপেক্ষ ন্যায়বিচারক। এইসবমানবিকভূমিকারপ্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিছিলেনঅদ্বিতীয়, অনন্য ও অতুলনীয়।[১২২]আরতাইআবেগোচ্ছ্বাসিতও ভালোবাসায় সিক্ত হয়েএকথাবলতেইপারি–

رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا.

"আমরামহানআল্লাহকেপ্রভুহিসেবে পেয়েসন্তুষ্ট। ইসলামকেদ্বীনহিসেবে পেয়ে কৃতজ্ঞ এবংমুহাম্মদ (সা.) কে নবিহিসেবে পেয়ে ধন্য"।[১২৩]

গ্রন্থপঞ্জিও টীকা :

১. হজরতখাজামুঈনুদ্দিনচিশতী (রা.),জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত),w' Iqvb-B-gCbwÏb, সদরপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১খ্রি., পৃ. ৫৮,৫৯

২. শাইখ ড. আরিযআলকারনী,bweR (mv.) †hgbwQ‡jb wZwb, সমকালীনপ্রকাশনী, ২০১৯খ্রি., পৃ. প্রকাশকেরকথা

৩. ডা. ফজলুররহমান, Agmwjggbxlx‡'i 'wó‡ZAvj-KiAvb I gnvbex,কলিপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৬৪

৪.শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত), BmjvgxmsMxZ, মাস্মী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ৫৪

৫.ডা. ফজলুররহমান, cv¸³, পৃ. ৪৪

৬. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত), BmjvgxmsMxZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৭. cv¸³, পৃ. ৪৭

৮. cv¸³, পৃ. ১১

৯. ছৈয়দ আহমদুলহক, †gŠjvbvi‍æwgiw' Iqv‡bkvgmZve‡iwR, w' Iqv‡bnwdR, †kLmw', †gvjøvRwg I AwgiLmi‍æn‡ZdviwmMRjmsKjb, আল্লামারুমি সোসাইটি, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ৩২

১০. A_e‡e' mswnZv, ২০/১২৭/১ (২০ কাণ্ড-৯, অনুবাক-৩১, সূক্ত-১ শ্লোক)

১১. F‡M' mswnZv, ১/১৩/৩ (১-মণ্ডল-১৩, সূক্ত-৩ শ্লোক)

১২. A_e‡e', ২০/১২৭/২ (২০ কাণ্ড-৯, অনুবাক-৩১, সূক্ত-২ শ্লোক)

১৩. F‡M' ৫/২৭/১

১৪.মনু ৫/৮, ১।

১৫. মনু ১১/২০০-২০২।

১৬. ভগবতপুরাণ ১২/২/২০

১৭.শ্রীরাজকৃষ্ণরায় (অনূদিত), gnvfviZ, ১২৯৮, ১৯০ অধ্যায়

১৮. ডা. ফজলুররহমান, cv¸ ³, পৃ. ১৩৩

১৯. ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশউপাধ্যায়, KwéAeZviGes †gvnv¤§‘ mv‡ne, ৩১তম মুদ্রণ, অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় (অনূদিত), মোহাম্মদ শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), ইসলামীসাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১১৩-১১৪/, ডা. ফজলুররহমান, cv¸ ³,পৃ. ১৩৪

২০. Old Testament. Generalepistle of Jude 1: 14-15

২১.Solomn5: 13

২২.Jhon 1, 20-27

২৩.John: 14: 30

২৪.Zend-Avesta, Part-1, Translated by Max Muller, P. 260

২৫.মুহম্মদ ইন ওয়ার্ল্ড স্ক্রীপচারস: এ, হকবিদার্থী, পৃ. ৪৭/ ডা. ফজলুররহমান, cwZkœZwekbexagMšmg‡n wekbexiAvMgbevZv, কলিপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ১৫৮

২৬. শিশির দাস,wcqZgbex (mv), মোহিনীপ্রকাশনী, ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯/ সৈয়দ গোলাম মোরশেদ, wewfbagM‡šiAv‡jv‡Kwcqbex(mv)-Gi AvMgbevZv, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা, সদরপ্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৬৭-৭০

২৭.ধর্মাচর্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশউপধ্যায়, †e‘ I civ‡YAvjøvn I nRiZgnv¤§‘, পৃ. ১১৩

২৮. মুহাম্মদ নূরউল্লাহআযাদ (সম্পাদিত), wekbexnhiZgnv¤§‘ (mv.) Gi Rxebx, সোলেমানিয়াবুকহাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ২৯

২৯. এয়াকুবআলী চৌধুরী, bibex, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, পঞ্চদশমুদ্রণ, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ১১

৩০. শেখআবদুররহিম, nRiZgn¤§‘ m. RxebPwiZ I agbxwZ, আবিষ্কার প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৫৭

৩১. †e‘ I civ‡YAvjøvn I nRiZgnv¤§‘, পৃ. ১১৪-১১৬, ১১৭ /ডা. ফজলুররহমান, cv¸ ³,, পৃ. ১৩৭

৩২. wnwÆAew‘ Aviem-পরিচ্ছদ নং-৮, পৃ. ৩/ ডা. ফজলুররহমান, cv¸ ³, পৃ. ১৩৭

৩৩. mnxneLvix: ৩৫৩২, mnxngmwjg: ২৩৫৪

৩৪. cv¸ ³

৩৫.cv¸ 3

৩৬. cv¸ 3

৩৭. cv¸ 3

৩৮. শাইখ ড. আরিযআলকারনী,bweiR (mv.) †hgbwQ‡jbwZwb,পৃ. ২২

৩৯. মোস্তাকআহমাদ, w' lqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০৭

৪০. gvlqwnej 'wbqvগ্রন্থে'আব্দুলমুত্তালিবেরনাম'আমির'বলেউল্লেখকরাহয়েছে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মতঅনুযায়ীতাঁরনাম'শায়বাহ' (আলরউদ-আলউনুফ দ্রষ্টব্য)। 'আব্দুলমুত্তালিব ১২০ বছরবয়সেমারাযান।

৪১. নব্বরেরনামছিলক্বায়সএবংতিনিএ-উপাধিতেইসমধিকপরিচিতছিলেন। 'নব্বর'শব্দের অর্থ চমৎকার। তিনিসুদর্শন চেহারারজন্যইনব্বরউপাধিপ্রাপ্তছিলেন।

৪২. ইবনেইসহাক্বেরমতে, 'অমির'এবংসাধারণঐতিহাসিকদেরমতেতাঁরনামছিল'আমর'।

৪৩. আদনানেরপূর্বপুরুষদেরব্যাপারেবংশবিশারদদেরমধ্যে যথেষ্টমতভেদ দেখাযায়। এদেরপ্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারেঐতিহাসিকরামতদ্বৈততাপ্রদর্শনকরেছেন। এমনকিমহানবি (সা.) নিজেওনিজেরবংশপরিচয়বর্ণনাকরতেগিয়ে'আদনানইবন উদকে অতিক্রমকরতেননাএবংবলতেন : এদেরপ্রকৃত পরিচয়েবংশবিশারদগণমিথ্যার আশ্রয়নিয়েছেন।

৪৪. কিলাবইবনমুররা থেকে উপরেরদিকেপিতৃবংশেরঅনুরূপ।

৪৫. ইহানফিসশব্দেরআধিক্য বোধকবিশেষ্য পদ(اسم تفضيل)অর্থাৎউৎকৃষ্টতম।

৪৬. যুরক্বানী, ki‡ngvlqwni; ১/৬৭।

৪৭. বুখারী, আয়াতঃ ১/ আবুবকররফীক, gnvbexiKwZgvbcecizlMY, দ্বিতীয়মুদ্রণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ২১

৪৮. শাইখ ড. আয়িযআল-কারনী, cv¸ 3, পৃ. ২৩

৪৯. জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), cv¸ 3, পৃ. ৪১৪

৫০. cv¸ 3, পৃ. ৪১৫

৫১. mnxngmwjg: ২২৭৫

৫২. mbvb 'v‡iwg:১৩/ আহমাদ মোস্তফাকাসেমআত-তাহতাবী,bweiRiDËg ¸Yvewj,রুহামাপাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৮খ্রি., পৃ. ২৬

৫৩. ডা. ফজলুররহমান, cv¸ 3,পৃ. ৪৩

৫৪. mivevjv‘,আয়াতঃ ১২

৫৫. kvgv‡q‡jwZiwgwh: ৬

৫৬.সুনানুতিরমিযিঃ ৩৬০৮

৫৭. gmbv‡‘ gmwjgAvngv‘: ২১০৫৪

৫৮. kvgv‡q‡jwZiwgwh: ৬

৫৯. cv¸³

৬০.mnxngmwjg: ১৮২২

৬১. mbvbBe‡bgvRvn: ৩৬৩০

৬২. mnxngmwjg: ২৩৩৯

৬৩.kvgv‡q‡jwZiwgwh: ৬

৬৪. সহীহবুখারীঃ ৩৫৬১; সহীহমুসলিমঃ ২৩৩০; হাদিসটিআনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।

৬৫.শেখআবদুররহিম, cv¸³, পৃ. ৫৭

৬৬. http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh118/

৬৭. মনিরউদ্দীনইউসুফ, iægxigmbex, ÷‡W›U I‡qR, 2017 wL., c. 112

৬৮.ড. তাহেরাআরজুখান, ivmjjøvn (mv.)-Gi eûweevnm¤ú‡K cvP¨we‘‡‘igšÍe¨ I Reve :GKwUchv‡jvPbv, ইসলামিকফাউন্ডেশনপত্রিকা, ৫০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১১, পৃ. ৭১/ Avj-gviÕAvZevBbwn‘vqwZjBmjvgIqvMvIqvBwZjBÕjvg, পৃ. ২৭৭

৬৯. cv¸³/ খলীলয়াসীন, মুহাম্মাদ ‘ইনদা‘উলামাইল-গারব, (মু‘আস্‌সাসাতুল-ওয়াফা’, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ২৭

৭০. জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ৭১, ৭২, ৭৩

৭১. mivbvev, আয়াতঃ ১-৪

৭২. miv md, আয়াতঃ ৮

৭৩. জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), cv¸³,পৃ. ২৯৮

৭৪. cv¸³, পৃ. ৭১, ৭২ ও ৭৩

৭৫. cv¸³, পৃ. ৫৮, ৫৯ ও ৬০

৭৬. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh59/

৭৭. মনিরউদ্দীনইউসুফ, cv, ³, পৃ. ৮৬

৭৮. জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), cv, ³,পৃ. ৭১, ৭২ ও ৭৩

৭৯. মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), gmbexkixd 1g L‡Dic_gvá, খায়রুনপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮খ্রি., পৃ. ৩৩

৮০. mivewbBmivCj, আয়াত: ১, mivbRg, রুকু: ১, mivAvivd, আয়াত: ১৪৩/মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), cv, ³, পৃ. ৩৪

৮১. জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), cv, ³, পৃ. ৭২, ৭৪

৮২. Rv‡gwZiwgwh: ৩৮৬০

৮৩. mivgnv¤§‘, আয়াত: ২১

৮৪. আহমাদ মোস্তফাকাসেমআত-তাহতাবী, cv, ³, পৃ- ৯

৮৫. mivAvi-ingvb, আয়াত: ১,২

৮৬.mivewbBmivBj, আয়াত: ৭৯

৮৭. ছৈয়দ আহমদুলহক, cv, ³, পৃ. ৫, ৬ ও ৭

৮৮. mivKjvg, আয়াত: ৪, mivIqwKqv, আয়াত: ৩৫-৩৭

৮৯. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৮৮

৯০. mbvb Ave ‘vEদ: ৩৭৭৩

৯১.mnxneLvix: ৩৫৬২, mnxngmwjg: ২৩২০/আহমাদ মোস্তাফাকাসেমআত-তাহতাবী,cv, ³,পৃ- ২২

৯২. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৪৮

৯৩. mnxneLvix: ২৫৬৮, ৫১৭৮

৯৪. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³,পৃ. ৪৭

৯৫. mbvbAve ‘vE‘: ৩৮৫০; mbvbwZiwgwh: ৩৪৫৭

৯৬. mnxneLvix:৬৪১৬; RwgwZiwgwh: ২৩৩৩; mbvbBebgvRvn: ৪১১৪; gmbv‡‘ Avngv‘:৪৭৫০,৪৯৮২,৬১২১

৯৭. mbvbAve ‘vE‘: ৪০২০

৯৮. আহমাদ মোস্তাফাকাসেমআত-তাহতাবী,cv, ³, পৃ. ২০

৯৯.mnxneLvix: ৬০৯৪; mnxngmwjg: ২৬০৭; হাদিসটিআব্দুল্লাহইবনেমাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত

১০০. আহমাদ মোস্তাফাকাসেমআত-তাহতাবী,cv, ³, পৃ. ২৩, ২৪

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১০২. cv, ³, পৃ.২৫

১০৩. mnxngmwjg: ২৫৮৮; হাদিসটিআবুহুরাইরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।

১০৪. mivAvj-Bgivb, আয়াত: ১৫৯

১০৫. mivAwmqv, আয়াত: ১০৭

১০৬. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/মুহাম্মাদের_নেতৃত্বে_যুদ্ধের_তালিকা

১০৭. wWKjvBb GÛ dj Ae †ivgvb Gg cqvi/ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৪৮-৪৯

১০৮. mivBDmd, আয়াত: ৯২

১০৯. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৪৮-৪৯

১১০. miwnRi, আয়াত: ৮৫

১১১. mivdvZvn, আয়াত: ২

১১২. হিট্টিপরিচ্ছদ-৮, পৃ. ১১৯

১১৩. mivAvjgwq‘v, আয়াত: ৩

১১৪.bn.m.wikipedia.org

১১৫. ফাতেমা জোহরা (রা.) (জন্ম: ৬০৫/৬১৫ - মৃত্যু: ৬৩২) ছিলেনইসলামেরমহানবিমুহাম্মদ (সা.) এবংতাঁরপ্রথম স্ত্রী খাদিজার (রা.) কন্যা। তিনিমুসলিমনরনারীরকাছেঅনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত। মক্কায়কুরাইশদেরদ্বারাতাঁরপিতারউপরনির্যাতন ও দুর্দশারসময়ফাতিমাসবসময়তাঁরপাশেছিলেন। মদিনায়হিজরতের পর তিনিমুহাম্মদের (সা.) চাচাতভাইআলিইবনআবুতালিব এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদেরচারটিসন্তান হয়। তাঁরপিতাহজরতমুহাম্মদের (সা.) পরলোকগমনেরকয়েকমাসেরমধ্যেইতিনিপরলোকগমনকরেনএবংমদিনারজান্নাতুলবাকীতেতাঁকেসমাধিস্থ করা হয়।

১১৬.Najib Ullah, *Islamic Literature,* A Washington Square Press Book, 1963, P. 34

১১৭.ড. গাজীআবদুল্লাহেলবাকী, শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), Igi ^Lqv‡giiæevBqvZ :mwdKve¨ HwZ‡n¨iAwe‡"Q'¨ Ask, নাহারপাবলিকেশনস, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ২৯

১১৮. আমিরখসরু (১২৫৩ - ১৩২৫) ছিলেনএকজনসুফিকবি। তিনিফারসি ও হিন্দি দুইভাষাতেইকবিতালিখেছিলেন। তিনিছিলেননিজামুদ্দিনআউলিয়ারআধ্যাত্মিকশিষ্য। তিনিকবি ও গায়কছিলেন। তিনিপ্রাচীনতমজ্ঞাতমুদ্রিত অভিধানখালিক-ই-বারিলিখেছিলেন। তাঁকেকাওয়ালিরজনকহিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিপ্রথমভারত ও পাকিস্থানেরগজলগানেরপ্রথাচালুকরেছিলেনতাআজওঅব্যাহতআছে। তিনিফারসি, আরবিএবংতুর্কি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করেভারতীয়শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তিনিইসলামেররাসুলের(সা.) প্রভাবেপ্রভাবিতহয়েপ্রচুরকবিতারচনাকরেন।

১১৯.http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১২০. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৬২

১২১. cv, ³, পৃ. ৬৬

১২২. মুহাম্মদ দি প্রফ্রেট অব ইসলাম, পৃ. ১৭, বেদ ও পূরাণেআল্লাহ ও হজরতমুহাম্মদ, পৃ. ১১৫/ cv, ³, পৃ. ১২৯

১২৩. আহমাদ মোস্তাফাকাসেমআত-তাহতাবী, cv, ³,পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ZZxqAa¨vq

বিশ্বেরখ্যাতিমানমনীষীদের দৃষ্টিতেরাসুল (সা.)

we‡kiL¨vwZgvbgbxlx‡‘i ‘wó‡Zivmj (mv.)

বিশ্বনবিমুহাম্মদ (সা.) তাঁর স্বল্পপরিসরেরজীবনেঅখ্যাত, অজ্ঞাতঅনুল্লেখযোগ্য অশিক্ষিতবর্বরএকটিউপজাতি গোষ্ঠীরমধ্য থেকে এমনএকটিনতুনজাতি ও নতুনধর্মেরপত্তনকরলেনযারবহুমুখীপ্রভাবখ্রিষ্টান ও ইহুদি জাতিকেঅনায়াসেঅতিক্রমকরে গেল। মানবজাতিরবিপুল অংশ আজতাঁরঅনুসারী। জগতেরসকলধর্মেরমধ্যে একমাত্রইসলামই ধর্ম, বর্ণ, গোত্র দেশ ও জাতীয়তারবাঁধাঅপসারণকরার ক্ষেত্রেবহুলাংশেসাফল্য অর্জনকরেছে। ইসলামের এ অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য দায়ীতাঁরআত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিককার্যক্রমেরঅনন্যতা। ইসলামেরবিস্তারইতিহাসেরসর্বাপেক্ষা স্মরণীয়বিপ্লবেরঅন্যতমযাজগতেরজাতিসমূহেরমধ্যে রেখে গেছে এক অভিনব স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের ছাপ।[১]যুগেযুগেজাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষেবিভিন্ন পেশা ও শ্রেণিরমানুষরাসুলের (সা.) আলোকউজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য জীবনেরপ্রতিআকৃষ্ট হয়েছেনএবংরাসুল(সা.) সম্পর্কে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেনযাইতিহাসেঅমরহয়েআছে। নিম্নে রাসুল(সা.) সম্পর্কে মহানআল্লাহ থেকে শুরুকরেবিশ্বেরবিভিন্নমনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাতকরাহলো।

cweÎKiAv‡bivmj (mv.) cm½

পবিত্রকুরআনআল্লাহরবাণীযা ২৩ বছরধরেমানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) উপরনাজিলহয়েছিল। ভাষাশৈলীরদিকদিয়েকুরআনহলোআরবিকাব্যিক গদ্যেরউৎকৃষ্ট নিদর্শনযাছান্দিক বাক্যে নাজিলকৃত এবংযারমাঝেচমৎকারসুরসুষমানিহিত রয়েছে।[২]

আল্লাহরাব্বুলআলামিনতাঁর সর্বশেষ আসমানীকিতাবপবিত্রকুরআনমাজিদে সর্বশেষ নবি (সা.) কে উদ্দেশ্য করেসূরাইনশিরাহর ৪ নং আয়াতেইরশাদ করেছেন, "ওয়ারাফানালাকাযিকরাক""হেরাসুল(সা.) আমিআপনারআলোচনাকেবুলন্দ করেছি।"কুরআনুলকারিমের এই ছোটআয়াতেরমধ্যে কতোগভীরতা, কতোব্যাপকতা ও কতোঅমোঘসত্যতানিহিতআছেতা এই ক্ষুদ্র পরিসরেবর্ণনাকরাএকেবারেই অসম্ভব। মহানআল্লাহপাকতাঁরপ্রিয়নবির (সা.) খ্যাতি, মর্যাদা, সততা ও পূতঃপবিত্রচরিত্রেরমহতীআলোচনাকেসমুন্নতকরে দিয়েছেনমহাবিশ্বেরজলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে। আজবিশ্বেরলক্ষলক্ষমসজিদ হতেনবিজির(সা.) পবিত্রনামআল্লাহপাকেরনামের সঙ্গে প্রত্যহপাঁচবারবুলন্দ আওয়াজেউচ্চারিতহচ্ছে। এ আওয়াজের কোনোবিরাম নেই। মুসলিমবিশ্বের ৫৬টি দেশের অজস্র মিনারহতেনবিজির(সা.) যিকির স্বরূপকালেমাশাহাদাতউচ্চারিতহচ্ছে। মরক্কোর পশ্চিমপাশেসমুদ্রেরউপরনির্মিতমসজিদ হতেপূর্ব

দিকেতানজানিয়ারমসজিদ, তিউনিসিয়াহতে দক্ষিণআফ্রিকাপর্যন্ত, মধ্য এশিয়াহতেকলম্বো পর্যন্ত, তুরস্ক হতে ইন্দোনেশিয়াপর্যন্ত, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যযেমনইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপানএমনকিভারতেরওপ্রতিটিশহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জহতেমহানআল্লাহপাকেরপবিত্রনামের সঙ্গে উচ্চারিতহচ্ছে সর্বশেষ নবিরপবিত্রনামেরমহিমা। এই নাম স্পন্দিত হয়, গুঞ্জরিত হয় অসীমসমুদ্রেরতলদেশে, অন্তহীনশূন্যলোকে, প্রতিধ্বনিতহয়ে ভেসে বেড়ায়ইথারেইথারে। এটাইআল্লাহরবাণীরমূর্ত প্রতীক।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৬৯ সালেরজুলাইমাসেচাঁদে অবতরণের পর চন্দ্র মানবরাচাঁদেরআকাশেভাসমান দেখতে পানএকটিআরবিবাক্য এবংশুনতেপান এক অদ্ভুতআওয়াজ। সেটাইছিল, "লাইলাহাইল্লাল্লাহুমুহাম্মাদুররাসুলুল্লাহ।" সৌদীজাতীয়নিশানেখচিত এ কালেমাতখনইচাঁদে বসানোহয়েছিল। ভূপৃষ্ঠেপ্রত্যাবর্তনের পর ব্রিফিং এর সময়নভোচারীমি. নীল আর্মস্টং জানতে পেরেছিলেন যে ঐ অদ্ভুতআওয়াজটাছিলআজানেরধ্বনি। তৎক্ষণাৎতিনিইসলামধর্ম গ্রহণকরেমুসলমানহয়ে যান।[৩]

মহানরাব্বুলআলামিন ঘোষণা দিলেননবির জন্য জানমালউৎসর্গকারীইপ্রকৃত অর্থে মুমিন, মুত্তাকী। সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নৈকট্যেরঅধিকারী যে রাসুলের(সা.) জন্য নিজেরজীবন যৌবন, জানমাল, স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, স্থাবর-অস্থাবরসমস্তসম্পদেরমায়াত্যাগকরেনিজেকেআল্লাহর পথে সমর্পণকরে সেইআল্লাহ ও রাসুলের (সা.) নৈকট্যেরঅধিকারী। পবিত্রকালামেপাকেইমানের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছেতানবির প্রেমভিন্নকিছুনয়। পবিত্রকুরআনেমহানআল্লাহতাআলারাসুল(সা.) সম্পর্কে বলেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
بَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'আল্লাহ ও তাঁররাসুল(সা.) এবংআল্লাহর পথে (আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) নির্দেশিত পথে তথা জেহাদে আকবর) জেহাদ করাঅপেক্ষা তোমাদেরপিতা, সন্তান, ভ্রাতা-পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদেরঅর্জিতসম্পদ, তোমাদেরব্যবসা-বাণিজ্য, যামন্দাপড়ারআশংকাকরোএবং তোমাদেরবাসস্থানযা তোমরাভালোবাস (এসব) অধিকতরপ্রিয় হয় তাহলেআল্লাহরগজবপর্যন্তঅপেক্ষাকরোএবংআল্লাহসত্যত্যাগীফাসেকসম্প্রদায়কেসৎপথ প্রদর্শনকরেননা।'[৪]

এব্যাপারেপবিত্রকুরআনের অন্য একটিআয়াতনিম্নরূপঃ

اَلنَّبِيُّاَوْلِيبِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗٓاُمَّهٰتُهُمْ[৫]

'নবিকরিম (দ.) মুমিনদেরনিকটতাঁদেরপ্রাণের চেয়েওপ্রিয়এবংতাঁরপত্নিগণতাদেরমাতাস্বরূপ।'

সুতরাংইমানহচ্ছেরাসুলমকবুল (দ.)। আল্লাহপাকতাঁরপ্রিয়হাবিবের (দ.) উপরইমানআনাকেইমানেরএবংতাঁরপ্রিয়হাবিব (দ.)-কে প্রাণাধিকভালোবাসাকেআল্লাহরভালোবাসারপ্রধানশর্ত করে দিয়েছেন।

مَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ[৬]

অর্থ : যে রাসুলের (দ.) আনুগত্য করল, সে যেনআল্লাহরআনুগত্য করল।

ইমানেরপ্রথম স্তর হচ্ছেনরাসুলুল্লাহ (দ.) শেষ স্তর হচ্ছেনআল্লাহ। কারণ, 'আল্লাহ'সম্পর্কে কোনোমানুষেরসম্যক কোনোজ্ঞানবাধারণা নেই। প্রিয়নবি (দ.) সাক্ষ্য দিয়েছেনবলেইআমরাআল্লাহএবংআল্লাহর তৌহিদ বা একত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞাতআরআমরাতাঁরমাধ্যমে পরোক্ষভাবেজ্ঞাত হয়েছি।[৭]

পবিত্রকুরআনেউল্লেখকরাহয়েছে–

وَ لَو لَا فَضلُ اللهِ عَلَيکَ وَرَحمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنهُم اَن يُّضِلُّوکَ ط وَ مَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَکَ مِن شَيئٍ

'আরযদি আপনারপ্রতিআল্লাহরবিশেষঅনুগ্রহও রহমতনা থাকত, তবেএকদলআপনাকেবিভ্রান্তকরতেসংকল্পকরেই ফেলেছিল; কিন্তু তারানিজেদেরছাড়াআরকাউকেবিভ্রান্তকরতেপারবেনাএবংআপনার কোনোক্ষতিকরারসাধ্য তাদেরছিল না।'[৮]

পবিত্রকুরআনেরভাষায়চমৎকারভাবেতাফুটে উঠেছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ يٰقَومِ لَا اَسئَلُکُم عَلَيهِ مَا لاً ط اِن اَجرِيَ اِلَّا عَلَى اللهِ وَ مَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ اٰمَنُوا

"আপনিবলুন (হে রাসুল) হে আমারজাতি। আমিআমার এই কর্মেরবিনিময়ে তোমাদেরনিকট কোনোপ্রকারধনসম্পদ কামনাকরিনা। আমারপ্রাপ্য একমাত্রআল্লাহর নিকট।[৯]

'হেমুহাম্মদ (দ.)! যখনআপনিশত্রুদেরপ্রতিধূলিনিক্ষেপকরেছিলেন, তাআপনিকরেননি, বরংআল্লাহ্ইনিক্ষেপ করেছিলেন।'[১০]

প্রত্যেকজাতির জন্য তাদেরনবিহবেনসাক্ষীআরপ্রত্যেকনবির জন্য সাক্ষীহবেনআমাদের পেয়ারানবি (দ.)।[১১]এ ব্যাপারেআল্লাহবলেন–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنا مِنْ كُلّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً[১২]

Dhaka University Institutional Repository

'প্রত্যেকনবিকেতাদেরজাতির জন্য সাক্ষীআরআপনাকে (হে রাসুল দ.) প্রত্যেকনবিরউপরসাক্ষীহিসেবেউপস্থিত করব।'

রাসুল (সা.) কে সম্বোধনকরেআল্লাহবলেন–

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ.[১৩]

'হেচাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন।'

রাসুলের(সা.) উম্মত সম্পর্কে মহানআল্লাহবলেছেন–

كُنتُمْ خَيرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ[১৪]

'তোমরাইহলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতিরকল্যাণেরজন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানোহয়েছে, তোমরাসৎকাজেরনির্দেশ দানকরবে ও অন্যায়কাজেবাধাদিবেএবংআল্লাহরপ্রতিইমানআনবে।'

রাসুলের(সা.) আঙুলেরইশারায়চাঁদ দ্বিখণ্ডিতহওয়ার পর মহানআল্লাহবলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّالقَمَرُ[১৫]

'কেয়ামতআসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।'

আল্লাহআরওবলেন–

فَاٰمِنُوْابِاللّٰهِوَ رَسُوْلِهِالنَّبِيِّالْاُمِّيِّالَّذِيْيُؤْمِنُبِاللهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْتَهْتَدُوْنَ[১৬]

'সুতরাং তোমরাসবাইবিশ্বাস স্থাপনকরোআল্লাহরউপর, তাঁরপ্রেরিত উম্মী নবিরউপর, যিনিবিশ্বাসরাখেনআল্লাহরএবংতাঁরসমস্তকালামেরউপর। তাঁরঅনুসরণকরোযাতেসরল পথ প্রাপ্তহতেপার।'

রাসুল (সা.) সরল পথেরপথিক ও পথপ্রদর্শক। কুরআনেরভাষায়–

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيالِى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[১৭]

'নিশ্চয়আপনি (মুহাম্মদ) সরল পথ প্রদর্শনকরেন।'

আল্লাহরাসুলের(সা.) ব্যাপারেবলেছেন–

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُوَ رَضِىَ لَهُ قَوْلًا[১৮]

'দয়াময়আল্লাহযাকেঅনুমতিদেবেন এবংযারকথায়সন্তুষ্টহবেন, সে ছাড়াকারওসুপারিশ সেদিন কোনোউপকারেআসবেনা।'

আল্লাহবলেন, "তিনিরাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর খেয়ালখুশিমত কোনোকথাবলেননা। তাইতিনিবলেনযা ঈশ্বরের পক্ষহতেবলাহতো।"পবিত্রকুরআনেউল্লেখকরাহয়েছে"যদি (রাসুল সা.) নিজেরপক্ষ থেকে কোনোকথামিশিয়েকিছুকরার উদ্যোগকরতেনতবেঅবশ্যইতাঁরহাত চেপেধরাহতো, এমনকিতাঁরধমনীরপ্রধানরগটিবিচ্ছিন্নকরে দেয়া হতোএবংআমার এই কঠোরব্যবস্থা হতে কেউ তাকেবাঁচাতেপারত না।[১৯]তিনিকুপ্রবৃত্তিরতাড়না থেকে পবিত্র।

মহানআল্লাহ এ ব্যাপারেবলেন–

وَ مَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى.[২০]

'আরতিনিপ্রবৃত্তিরতাড়নায় কোনোকথাবলেননা।'

তিনিধর্মীয়প্রাণপুরুষ ও শরিয়তপ্রণেতা। কুরআনেরভাষায়–

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوحَى[২১]

'এতো (কুরআন)শুধুওহি, যাতাঁরপ্রতিঅবতীর্ণ হয়।'

আল্লাহবলেন–

وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ[২২]

'আরএটা কোনোকবিরকালামনয়, তোমরাকমইবিশ্বাসকরো।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ[২৩]

রাসুল (সা.) ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে অবমুক্ত। কুরআনেরভাষায়–

مَا ضَلَّ صِبُكُم وَمَا غَوَى[২৪]

তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্টহননিএবংবিপথগামীওহননি।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ[২৫]

'অতএব, আপনিএমনভাবে ধৈর্যধারণকরুন, যেমন ধৈর্যধারণকরেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞরাসুলগণ।'

ناتِلْ فِى سَبِيلِ اللهِ ج لا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِالمُؤْمِنِينَ[২৬]

'অতএব, আপনিআল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন। আপনিনিজেরসত্তাব্যতিত অন্য কোনোবিষয়েরযিম্মাদার নন! তবেআপনিমুমিনদেরকেউদ্বুদ্ধ করুন।'

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ[২৭]

'আল্লাহআপনাকেমানুষের (কাফির) অনিষ্ট থেকে রক্ষাকরবেন।'

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى[২৮]

'শীঘ্রইআপনারপ্রতিপালকআপনাকে (এমনকিছু) দানকরবেন, অতপরআপনিসন্তুষ্টহবেন।'

يَاَ يُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ[২৯]

'হেরাসুল! আপনারউপরআপনাররবেরপক্ষ থেকে যা-অবতীর্ণ হয়েছে, আপনিতাপ্রচারকরুন। আরযদি আপনিএরূপনাকরেন, তবেআপনিতাঁরপয়গামকিছুইপ্রচারকরলেননা।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[৩০]

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহরমধ্যে রয়েছেসর্বোত্তমআদর্শ।'

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ[৩১]

'তিনি (মুহাম্মদ সা.) তাদের থেকে লাঘবকরেন গুরুভার। অপসারণকরেন শৃঙ্খল।'

আল্লাহররাসুলের (সা.) বয়ানশুনেমানুষভয়ে কেঁপে উঠত এবংকান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। আরএটাইছিল স্বাভাবিক।কিন্তুকাফিররাতাশুনেবিশ্ময়ে বিদ্রূপাত্মকহাসিদিত। এব্যাপারেআল্লাহবলেন–

اَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَتَبْكُونَ[৩২]

'তোমরাকি এই বিষয়েআশ্চর্যবোধকরছ? হাসছ? কিন্তু ক্রন্দন করছনা?'

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّكِرِينَ[৩৩]

'আরমুহাম্মদ একজনরাসুল বৈ কিছু নন! তার পূর্বেওবহুরাসুল গত হয়েছেন। তাহলেতিনিযদি মৃত্যুবরণকরেনঅথবানিহতহন, তবেকি তোমরাপশ্চাদপসারণকরবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসারণকরে, তবে সে আল্লাহর কোনোইক্ষতিকরতেপারবেনা। আরযারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহতাদেরসাওয়াব দানকরবেন।'

لَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ[৩৪]

'এরাএমন লোক, যারাআল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ করে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা।'

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيأَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا[৩৫]

'তাদেরসৎউপদেশদিনএবংএমনকথাবলুনযাতাদেরহৃদয়েগভীর রেখাপাতকরে।'

يَاَيُّهَاالنَّبِيُّاِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًاوَّمُبَشِّرًاوَّنَذِيرًوَّدَاعِيًااِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا[৩৬]

'হেনবি, নিশ্চয়ইআমিআপনাকে প্রেরণকরেছিসাক্ষীদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেএবংআল্লাহরনির্দেশক্রমে তাঁরদিকেআহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيأَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[৩৭]

'অতএব, আপনাররবের শপথ, তারাততক্ষণপর্যন্তমুমিনবলেবিবেচিতহবেনা, যতক্ষণনাতারানিজেদেরমধ্যে সৃষ্টবিবাদেরব্যাপারেআপনাকেন্যায়বিচারকবলেমনেকরে। অতঃপর, আপনারফয়সালা সম্বন্ধে তাদেরঅন্তরে কোনোরকমসংকীর্ণতানা থাকেএবংহৃষ্টচিত্তেসর্বান্তকরণেতাগ্রহণকরে।'

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ[৩৮]

'হেমুমিনগণ, তোমরানবির কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরউঁচুকরোনা। এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপউঁচুস্বরেকথাবল, তাঁর সাথে সেরূপউঁচুস্বরেকথাবলোনা। এতে তোমাদেরআমলসমূহনিস্ফলহয়েযাবে, অথচ তা তোমরাঅনুভবওকরতেপারবেনা।'

فَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيأُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[৩৯]

'সুতরাংযারাতাঁর (মুহাম্মদ সা.) প্রতিইমানএনেছে, তাঁকে সম্মানকরেছে; তাঁকেসাহায্য করেছেএবং সে-নূরের অনুসরণকরেছেযাতাঁর সাথে অবতীর্ণ করাহয়েছেতারাইসফলকাম।'

এ সম্পর্কিতমহানআল্লাহরআরওএকটিবাণীনিম্নরূপ :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

এবংযারাআপনারপ্রতিযানাজিলহয়েছে ও আপনার পূর্বে যানাজিলহয়েছেতাতেবিশ্বাসকরে, আরআখেরাতেরপ্রতিওনিশ্চিতবিশ্বাসরাখে। তারাইতাদেরপ্রতিপালকেরনির্দেশিত পথে রয়েছেএবংতারাইসফলকাম।'[৪০]

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ[৪১]

'তিনিইনিরক্ষরদেরমধ্য থেকে একজনরাসুল প্রেরণকরেছেন, যিনিতাদেরকাছেপাঠকরেনতাঁরআয়াতসমূহ, তাদেরপবিত্রকরেন, এবংশেখানপবিত্রকিতাব ও হিকমত (দ্বীনীজ্ঞান)।ইতোপূর্বে তারাছিল ঘোরপথভ্রষ্টতায়লিপ্ত।'

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِى بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[৪২]

'(হে নবি)! অনুরূপভাবেআমিআপনারনিকট এক রূহ (কুরআন) অর্থাৎআমারনির্দেশ প্রেরণকরেছি, আপনিএরপূর্বে জানতেননা, কিতাবকিএবংইমানকি? কিন্তু আমিকুরআনকেকরেছিনূর। যারদ্বারাআমিআমারবান্দাদেরমধ্য থেকে যাকেইচ্ছাসঠিকপথ প্রদর্শনকরি। এবংনিশ্চয়আপনিতোশুধুসরলপথইপ্রদর্শনকরেন।'

পবিত্রকুরআনেমহানআল্লাহবলেন–

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ[৪৩]

হে নবি, আপনার জন্য আল্লাহইযথেষ্ট।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا[৪৪]

আপনিমুমিনগণকেসুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহরপক্ষ থেকে রয়েছেবিরাটঅনুগ্রহ ও মর্যাদা।

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا[৪৫]

'আল্লাহআপনারপ্রতিঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞাঅবতীর্ণ করেছেনএবংআপনাকেএমনবিষয়শিক্ষা দিয়েছেন, যাআপনিজানতেননাএবংআপনারপ্রতিআল্লাহরঅনুগ্রহঅসীম।'

وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَبَ وَالحِكْمَةَ[৪৬]

‘তিনিতাদেরকিতাব ও হিকমাহশিক্ষা দিবেন।’

وَوَضَعْنَا عَنْكَوِزْرَكَ[৪৭]

‘আমিলাঘবকরেছিআপনার বোঝা।’

الَّذِيأَنْقَضَ ظَهْرَكَ[৪৮]

‘যাছিলআপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ।’

وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكَ[৪৯]

‘আমিআপনারআলোচনাকেসমুচ্চকরেছি।’

فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا[৫০]

‘নিশ্চয়কষ্টেরসাথেইরয়েছে স্বস্তি।’

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ[৫১]

‘অতএব, আপনিযখনইঅবসরপানতখনইকঠোরইবাদতেরত হোন।’

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ[৫২]

‘এবংআপনারপালনকর্তারপ্রতিমনোনিবেশকরুন।’

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا[৫৩]

‘নিশ্চয়আমিআপনাকে দানকরেছিসুস্পষ্টবিজয়।’

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ[৫৪]

‘জেনেরাখুন, আল্লাহব্যতীত কোনোউপাস্য নেই।’

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[৫৫]

‘হেইমানদারগণ তোমরাআল্লাহওতাঁররাসুলের(সা.) আনুগত্য করো।’

পবিত্রকুরআনেআল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিতহয়েছে–

وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنتُم مُّؤ مِنِينَ[৫৬]

'আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিতপুরুষকেমান্য কোরোযদি তুমিসত্যিকারইমানদারহয়ে থাক।'

اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[৫৭]

'নিশ্চয়আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণনবিরপ্রতিরহমত প্রেরণকরেন। হে মুমিনগণ, তোমরানবির জন্য রহমতের দোয়াকরোএবংতাঁরপ্রতিসালাম প্রেরণকরো।'

পরিশেষেবলাযায়, আল্লাহতাআলামূলত'আহমদ'এবং'মুহাম্মদ'-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবেবিকশিত। আহাদ থেকে আহমদ এবংআহমদ থেকে মুহাম্মদেরমাধ্যমে আল্লাহবিশ্ব সৃষ্টিমাঝেবিকশিতএবংবিরজমান। তাইতোকবিনজরুলবলেছেন–

আহমদের ঐ মিমেরপর্দাউঠিয়ে দেখ মন,

আহাদ সেথায়বিরাজকরে হেরে গুণীজন।

হাদিসে কুদসিতেআল্লাহপাকতাঁরপ্রিয়হাবিব (দ.)-কে উদ্দেশ্য করে ঘোষণাকরেন,

'তোমারমতো এত প্রিয়করেকাউকেসৃষ্টিকরিনি। তোমারমাধ্যমে আমি দানকরি, তোমারমাধ্যমে গ্রহণকরিএবং তোমারমাধ্যমেইআমিশাস্তিদিয়ে থাকি।'[৫৮]

ivm‡j i (mv.) AvZ¥-gj¨vqb

হজরতমুহাম্মদুররাসুলুল্লাহ (দ.) শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবিই নন বরংতিনি হচ্ছেনসমগ্রসৃষ্টিজগতেরপ্রাণ, যাঁকেসৃষ্টিনাকরলে খোদাতাআলা এ বিশ্বসমূহসৃষ্টিকরতেননা, যারনূর থেকে তিনিতামামসৃষ্টিসৃজনকরেছেনএবংযারমাধ্যমে তিনিসৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্কিত।এসম্পর্কিতপবিত্রকুরআনেরআয়াতটিনিম্নরূপ:

هُوَ الاَوَّلُ وَ الاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيْم[৫৯]

'তিনিইআদি, তিনিইঅন্ত, তিনিইপ্রকাশ (জাহের), তিনিইঅপ্রকাশ (বাতেন) এবংতিনিইসর্ববিষয়েসম্যকঅবহিত।'

নবুয়তের ক্রমধারাসম্পর্কে আল্লাহরনবিনিজেইবলেছেন, 'কুনতুনাবিয়্যিনওয়াআদামাবাইনালমায়িওয়াত্ব ত্বীন'

অর্থ :'আদমযখনপানি ও মাটিমিশ্রিততখনওআমিনবিছিলাম।'[৬০]

হজরতআবু হোরায়রা (রা.) হতেবর্ণিত, রাসুলেপাক (সা.) বলেন, 'আমিসৃষ্টিগতভাবেপ্রথমনবিআর দুনিয়াতেআগমনেরদিকদিয়ে শেষ নবি।'[৬১]

এছাড়াহাদিসে কুদসিতেআছে, 'আউয়ালুমাখালাকাল্লাহুনূরিমিননুরিহি।'

অর্থ :'আল্লাহসর্বপ্রথমযাসৃষ্টিকরলেনতাহলোনূর, আর এ নূরহতেআমারনূর।'

নবিজি(সা.) আরওবলেন, 'আনামিননুরুল্লাহ।'

অর্থ :'আমিআল্লাহর নূর।'[৬২]

রাসুলেপাক (সা.) বলেন, 'আনামিননুরুল্লাহওয়াকুল্লুখালাকামিননূরি।'

অর্থ :'আমিআল্লাহরনূরহতেআগতএবংসমগ্রসৃষ্টি (কুল্লু) আমারনূরহতেসৃষ্টি হয়েছে।'[৬৩]

নূরেমুহাম্মদি সত্তা কর্তৃক আদিষ্টহয়েহজরতনবিকরিম (দ.) মানবজাতিরউদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তাঁরমধ্যে রবরূপে যে নূরেমুহাম্মদি সত্তারক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাবিরাজমানরয়েছেতাঁরশান ও মহিমাঅপার, অনন্ত ও অসীম। তাঁরপ্রশংসাঅপরিসীম, বেশুমার। তাঁরমাহাত্ম্য লিখতে গেলেপৃথিবীরসমস্তসাগরেরপানিতুল্য কালিওফুরিয়েযাবে। কিন্তু সেইরবতথা নূরেমুহাম্মদি সত্তার গুণগরিমারকথাফুরাবারনয়। এই ছিল এর প্রকৃত হাকিকত। তাঁরপরিচয়জানতেনাপারলে, তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকরতেনাপারলেতাঁর মর্ম অনুধাবনকরতেপারাযায়না। যদি কেউ তাঁকেচিনতেসক্ষম হয় তাহলেসর্বময়আল্লাহকেওচিনতে ও জানতেসক্ষম হবে।[৬৪]

হজরতনবিকরিম (দ.) বলেছেন, 'মানরায়ানিফাকাদ রায়ালহাক।'

অর্থ : যে আমাকে দেখেছে সে হকই দেখেছে অর্থাৎ সে স্বয়ংআল্লাহকে দেখেছে। আল্লাহরসত্তাহতেনবিকেআলাদাকরে দেখবার কোনোউপায়নাই। নবিআল্লাহপাকেরপবিত্রসত্তারবহিঃপ্রকাশবানফস, যে রাসুলকেআল্লাহহতেআলাদাকরে দেখে সে প্রকৃতপক্ষেকাফের।

এব্যাপারেলালনশাহ্‌বলেছেন–

"যেহিমুর্শিদ সেই তোরাসুল

ইহাতেনাই কোনোভুল

খোদাও সে হয়।”

আবারঅন্যত্রবলেছেন−

“আল্লাহ, আদমআরমুহাম্মদ তিনজনা এক নূরেতে

ডুবদিয়ারূপ দেখিলাম প্রেমনদীতে।” – লালন শাহ্[৬৫]

শায়খআবদুলহক মোহাদ্দেস দেহলভি (রা.) তারবিখ্যাত৷gv‘v‡iRbbeqZ৷কিতাবেরভূমিকায় উক্ত আয়াতেনবিকরিমসম্পর্কে বলেন, এতে আল্লাহরাব্বুলআলামিনেরশান যেমনবর্ণিতহয়েছে তেমনইপ্রিয়নবির (দ.) প্রশংসাবর্ণিতহয়েছে। প্রিয়নবি (দ.) সবারআগেওআবারতিনিসবারপরেও, তিনিসবারনিকটপ্রকাশ্যওআবারতিনিসবারনিকট গোপনওএবংতিনিসর্বজ্ঞাত। এব্যাপারেআল্লামাইকবালেরকবিতাটিপ্রণিধানযোগ্যঃ

নিগাহেশউকোমস্তিমেউহিআউয়ালউহিআখের,

উহিকুরআন, উহি ফোরকান, উহিইয়াসিন, উহি তোয়াহা।

অর্থ : প্রেমময় দৃষ্টিতেতিনিইআদি, তিনিইঅন্ত, তিনিইকুরআন, তিনিই ফোরকান, তিনিইইয়াছিনএবংতিনিই তোয়াহা।[৬৬]

এখানে তোএমনএকজনআদর্শ-পুরুষেরআলোচনাকরাহয়েছে- যিনিজীবনেরপরতেপরতেতারঅনুসারীদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাইসালাতআদায়করতে গেলেতাঁরকথামনেপড়ে। কারন, তিনিবলেছেন−

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيأُصَلِّى[৬৭]

‘তোমরা সেভাবেইসালাতআদায়করো, যেভাবেআমাকেসালাতআদায়করতে দেখেছ।’

হজআদায়করতে গেলেওহৃদয়ের দর্পণে তাঁরছবি ভেসে ওঠে। কারণতিনিবলেছেন−

خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُم[৬৮]

‘তোমরাআমারকাছ থেকে হজেরযাবতীয়বিধিবিধানশিখেনাও।’

এককথায়, দৈনন্দিন জীবনেরপ্রতিটিকাজেইতারশ্রুতস্বরধ্বনিকানে বেজে ওঠে। কারণ, তিনিবলেছেন−

فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِى فَلَيسَ مِنِّى[৬৯]

'যেআমারসুন্নাহ থেকে মুখফিরিয়ে নেবে সে আমার আদর্শেরঅনুসারীবলেবিবেচিতহবেনা।'

অর্থাৎ, আমাদেররাসুলের(সা.) সুন্নাহপালনেসতর্ক হতেহবে।

ইসলামেরনবিবিশ্ববাসীকেজানিয়ে দিয়েছেনভাষা, বর্ণ, গোত্র, দেশ, কাল, জাতি ও ধর্মেরবিভিন্নতাসৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতেনিতান্তই অর্থহীন। দুনিয়ার সব মানুষইতাঁরসৃষ্টিএবংসকলেরকল্যাণসাধনইতাঁরএকমাত্রকাম্য। আল্লাহ দুনিয়ারসকলজাতি-গোষ্ঠীও সম্প্রদায়ের মধ্যেইনবি-রাসুল প্রেরণকরেছেন। সকলজাতিকেইতিনিসত্য পথ প্রদর্শনকরেছেন। বরং পথ প্রদর্শনের আলো থেকে কাউকেইবঞ্চিতকরেননি।

পবিত্রকুরআনেবর্ণিতহয়েছে–

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُم قُضِىَ بَينَهُم با لقِسطِ وَ هُم لَا يُظلَمُونَ

'প্রত্যেকজনগোষ্ঠীরনিকটইরাসুলের(সা.) আগমনহয়েছে।আরযখনতাদেরনিকটরাসুল(সা.) আসেনতখনতাদেরমধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালাকরাহয়েছেএবংতাদেরপ্রতিঅত্যাচারকরাহয়নি।[৭০]

وَمَا اَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّابِلِسَانِ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم ط[৭১]

'আমিপ্রত্যেকরাসুলকেইতাঁর স্বজাতিরভাষাভাষীকরেপাঠিয়েছি, তাদেরকেপরিস্কারভাবেযাতে বোঝাতেপারে।'

নবি-রাসুলগণসম্পর্কে কালপরম্পরায় যে ভুলধারণারধারাবাহিকতাচলেআসছিলতাসংশোধনকরারলক্ষ্যে মহাগ্রন্থ পবিত্রকুরআনেআখেরিনবিরাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুখদিয়েআল্লাহশ্বাশতসত্যবাণী ঘোষণাকরেছেন।'আল্লাহবিশ্বেরসকলনবিরাসুলকেইমানবকুলেরমধ্য হতে প্রেরণকরেছেন। শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠনবিরাসুলুল্লাহওএকজনমানবসন্তানছিলেন। সর্বপ্রকারমানবীয় বৈশিষ্ট্যইতাঁরমধ্যে বিদ্যমানছিল। তাঁকেঅতিমানববা দেবদূতজাতীয় কোনোকিছুমনেকরাটাহবেশিরকযামহাপাপ। তিনিবারবার ঘোষণাকরেছেন,

قُل سُبحَانَ رَبِّى هَل كُنتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا[৭২]

'আমিএকজনমানুষএবংআল্লাহরপক্ষহতে প্রেরিতরাসুল।'

قُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثلُكُم يُوحَى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُم اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ[৭৩]

'হেরাসুল। আপনিতাদেরবলুন, 'আমি তোমাদেরমতোইএকজনমানুষ। আমারনিকট এই মর্মে ওহিনাজিল হয় যে নিঃসন্দেহে তোমাদেরউপাস্য হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয়আল্লাহ।'

আল-কুরআনআরও ঘোষণাকরেন,

قُل لاَّ اَملِكُ لِنَفسِى نَفعاً وَّ لاَ ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاءَاللهُ ط وَ لَو كُنتُ اَعلَمُ الغَيبَ لاَ ستَكثَرتُ مِنَ ا لخَيرِ ج وَمَامَسَّنِىَ السُّوءُ ج[৭৪]

'আপনিবলেদিন, আল্লাহরইচ্ছাব্যতীতআমিআমারনিজেরভালোমন্দেরউপর কোনোইক্ষমতারাখিনা। আমিযদি গায়েবের খবর জানতামতবেআমিঅনেককল্যাণইগ্রহণকরতাম। আরকখনও কোনোঅকল্যাণআমাকে স্পর্শ করতেপারতনা।'

وَالَّذِينَفسِى بِيَدِهِ وَدِدتُانِّى أُقَاتِلُفِى سَبِيلِ اللهِ، فَأُقتَلُ، ثُمَّ أُحيَا، ثُمَّ أُقتَلُ، ثُمَّ أُحيَا، ثُمَّ أُقتَلُ.[৭৫]

'ঐসত্তারকসম-যারহাতেআমারপ্রাণ। আমিআকাঙ্ক্ষাকরি, যেনআল্লাহররাস্তায়শহীদ হই, অতঃপরআবারজীবিতহই। আবারশহীদ হই। আবারজীবিতহই। (এভাবেশাহাদাত ও পূনর্জীবনেরধারাচলতেই থাকে)'

শুদ্ধিও তাকওয়ারব্যাপারেউৎসাহিতকরেবলেছেন–

إِنَّأَتقَاكُم وَأَعلَمَكُم بِاللهِ أَنَا[৭৬]

'তোমাদেরমধ্যে আমিইআল্লাহকেসবচেয়ে বেশিভয়করিএবংতাঁরব্যাপারেসবচেয়ে বেশিজানি।'

অন্য হাদিসে এসেছে–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْلِاهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى[৭৭]

তোমাদেরমধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তারপরিবারেরকাছেউত্তম। আর তোমাদেরমধ্যে একমাত্রআমিইআমারপরিবারেরনিকটসবচেয়েউত্তম।

পবিত্রহাদিসে বর্ণিতহয়েছে–

وعن ابى لبابة بشير بن عبد المنذر (رض) انالنبى (ص) قال "من لم يتغن با القرآن فليس منا " (رواه ابو داود)[৭৮]

হজরতআবুলুবাবাবশিরইব্‌নআব্দুলমুনযির (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তিসুললিত কণ্ঠেকুরআনপাঠকরেনা, সে আমার দলভুক্তনয়।' (আবূ দাঊদ)

হাদিসশরিফেআরওবর্ণিতহয়েছে–

وعن ابى موسى الاشعرى (رض) ان رسول الله (ص) قال له: "لقد أو تيت مزمارا من مزامير آل داود" (متفق عليه)

وفى رواية لمسلم: ان رسول الله (ص) قال له: "لو رأيتنى وانا استمع لقرائتك البارحة"[৭৯]

হজরতআবুমুসাআলআশআরি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনাকরেছেন। তিনিতাকেবলেছেন, তোমাকে দাউদেরবাদ্যযন্ত্রেরমধ্যথেকে একটিবাদ্যযন্ত্র অর্থাৎসুর দানকরাহয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসলিমেরঅপর এক বর্ণনায়রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকেবললেন, 'যদি তুমিরাতেআমাকেতোমারকুরআনপড়াশুনতেদেখতে পেতে (তাহলেবড়ইখুশিহতে)।'

হাদিসশরিফেবর্ণিতহয়েছে–

عن عبادة بن الصامت (رض) قال قال سمعت رسول الله (ص) يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار (مسلم)[৮০]

হজরতউবাদাইবনেসামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন, আমিরাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতেশুনেছি, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহছাড়াকোনোইলাহ নেইএবংহজরতমুহাম্মদ (সা.) আল্লাহররাসুল, তার জন্যআল্লাহদোজখেরআগুনহারামকরে দিবেন।' (মুসলিম)

وَالَّذِى نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسمَعُبِيأَحَدٌ مِن هذِهِ الأُمَّةِيَهُودِيٌّوَلانَصرَانِىٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم يُؤمِن بِالَّذِيأُرسِلتُ بِهِ،إِلاَّ كَانَ مِن أَصحَابِ النَّار[৮১]

'ঐ সত্তারশপথ–যারহাতেআমারপ্রাণ, এই জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনোইহুদি বাখ্রিষ্টানযদি আমারব্যাপারে জেনেওআমারআনীতদ্বীনেরউপরইমাননাএনেমৃত্যুবরণকরে, তবে সে নির্ঘাতজাহান্নামবাসীহবে।'

স্বভাব সুন্দরকরতেহলেসৎ স্বভাবেরমানুষের সঙ্গ প্রয়োজন। নবিকরিম (সা.) বলেছেন–

'আমিমানুষেরচরিত্রসংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[৮২]

একটিহাদিসে এসেছে–

إِنَّمَا أَنَا رَحمَةٌ مُهدَاةٌ

আমিমহানআল্লাহর দয়া বিশেষএবংতাঁরদিকে পথপ্রদর্শক।[৮৩]

তিনিআরওবলেন–

إِنِّى بُعِثتُبِالحَنِيفِيَّةِ السَّمحَةِ[৮৪]

'আমাকেসত্য, উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধানদিয়ে প্রেরণকরাহয়েছে।'

অথাৎ, নবিজি (সা.) কে এমনএকটিদ্বীন ও জীবন-বিধানদিয়ে প্রেরণকরাহয়েছে, যে-দ্বীনমিথ্যাকে অস্বীকারকরে, মহানআল্লাহর একত্ব ঘোষণাকরেএবংসকল ক্ষেত্রেভারসাম্যপূর্ণ আমল ও বিধানপ্রণয়নকরে।

أما و لِلهِ إنّي لأخشَاكُم للهِ وَأتقَاكُم لهُلكِنِّي أصُومُوَأفطِرُ، وَأُصلِّي وَأرقُد، وَأتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمن رغِبَ عَن سُنَّتِي فلَيسَ مِنِّي[৮৫]

'আল্লাহর শপথ, আমিআল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশিভয়করিএবংআমি তোমাদের চেয়েবড়মুত্তাকি। তারপরওআমিরাতেরকিছু অংশ ঘুমাইআরকিছু অংশ সালাতআদায়করি। কোনোদিন রোজারাখিআবার কোনোদিনরাখিনা। কেউ যদি আমার এই আদর্শ ত্যাগকরে, তবে সে আমারঅনুসারীবলেবিবেচিতহবেনা।'

أوتِيتُ جَوَامِعِ الكلِمِ[৮৬]

'আমাকেসারগর্ভ বাণীশিক্ষা দেওয়াহয়েছে।'

وَاختَصَرَ لِي الكَلَامَ اختِصَارًا[৮৭]

'আমাকেসবচেয়েবলিষ্ঠভাষাজ্ঞানদিয়ে ধন্য করাহয়েছে।'

إنَّ مَثَل مَا بعَثنِي الله بِهِ منَ الهُدَى والعلمِ كَمَثَلِغَيثٍ[৮৮]

'মহানআল্লাহআমাকে যে-জ্ঞান ও পথ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণকরেছেন, তার দৃষ্টান্তহলোবর্ষণমুখর মেঘ।'

لايُؤمِنُأحَدُكُم حَتّى أكُونَ أحَبَإلَيهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أجمَعِينَ[৮৯]

'তোমাদেরমধ্যে কেউ ততক্ষণপর্যন্তপ্রকৃত মুমিনহবেনাযতক্ষণনাআমিতারকাছেতারপিতা, সন্তান-সন্ততি ও সকলের চেয়েঅধিকপ্রিয়হব।'

مَن صَلّىعَلَيَّ كَتَبَ الله، عَزَّوَجَلَّ، لهُبهَا عَشرَحَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنهُ بِهَا عَشرَسَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنّ لهُ بِهِ عَدلَ عِتقِ عَشرِ رِقَابٍ[৯০]

'যে-ব্যক্তি আমারপ্রতিএকবার দরুদ পাঠকরবে, আল্লাহতারউপর দশবাররহমতবর্ষণকরবেন। তার সম্মান দশগুণবৃদ্ধি করে দেবেন। সেই সঙ্গে তারআমলনামায় দশটিভালোকাজেরসাওয়াবলিখে দেওয়াহবেএবং দশটিখারাপকাজেরহিসাবমুছে ফেলাহবে।'

أكثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَومَ الجُمُعَةِ وَلَيلَةالجُمُعَةِ[৯১]

'জুমআরআগেররাতেএবংজুমআরদিনেআমারপ্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠকরবে।'

আরওবর্ণিতহয়েছে–

البخِيلُ مَن ذُكِرتُ عِندَهُ، فَلم يُصَلّ علَيَّ[৯২]

'কৃপণ তো সেই ব্যক্তি, যারসামনেআমারনামউচ্চারিত হয়, কিন্তু সে আমারপ্রতি দরুদ পাঠকরেনা।'

একবারজনৈক ব্যক্তি নবিজি(সা.) কে দেখে শ্রদ্ধারআতিশয্যে কাঁপছিল। নবিজি (সা.) তার এই ভয়ার্ত চেহারা দেখে বলেওঠেন–

هَوِّن عَلَيکَ، فَإنِّی لَستُ بِمَلِکٍ، إنَّمَا أنَا ابنُ امرَأةٍ تَأ كُلُ القَدِيدَ[৯৩]

শান্তহও! আমি কোনোরাজাবাদশাহনই। আমি তোসাধারণ এক মায়েরসন্তান। যে-মাঅন্যান্য মায়েরমতো 'ক্বাদিদ'[৯৩] খেয়েবড়হয়েছেন।

لَا تُطرُونِی كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ ، فَإنَّمَا انا عَبدُهُ ، فَقُولُوا: عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ[৯৪]

'তোমরাআমারঅতিশয়প্রশংসাকরবেনা, যেভাবেখ্রিষ্টানরাইসাইবনুমারইয়ামের(আ).প্রশংসাকরত। আমি তো কেবলআল্লাহরবান্দা ও তাঁররাসুল। তাইআমাকেশুধুআল্লাহরবান্দা ও রাসুলবলেইডাকবে।'

قُولُوا بِقَولِكُم، أَو بَعضِ قَولِكُم، وَلَايَستَجرِيَنَّكُم الشَّيطانُ[৯৫]

'হে লোকসকল, তোমরাযাবলতেএসেছ, শুধুতাইবলো(আমারঅনর্থকপ্রশংসা কোরোনা।) আর খেয়াল রেখো, শয়তান যেন কোনোদিন তোমাদেরতারসাহায্যকারী ও অনুসারীনাবানাতেপারে।'

أَجَعَلتَنِی لِلّٰهِ عَدلا؟ بَل مَاشَاءَ اللّٰهُ وَحدَهُ[৯৬]

'ধিক তোমাকে! তুমি তোআমাকেআল্লাহরসমতুল্য বানিয়ে ফেললে? বরংবলো, যাএকমাত্রআল্লাহচানতা-ই হবে।'

اللَّهُمَّ أَحيِنِی مِسكِينًا، وَأَمِتنِی مِسكِينًا، وَاحشُرنِیفِی زُمرَةِ المَسَاكِينِ يَومَالقِيَامَةِ[৯৭]

'হেআল্লাহ, আমাকেগরিবকরেবাঁচিয়েরাখো, গরিবহিসেবেমৃত্যু দিয়ো, এবংপুনরুত্থান-দিবসেগরিবদেরসাথেইউত্থিত কোরো।'

إنَّمَا بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخلَاقِ[৯৮]

‘উত্তমচরিত্রকেপূর্ণতাদিতেই কেবলআমাকে প্রেরণকরাহয়েছে।’

وَّجَعَلَنِى مُبَرَكاً اَينَ مَاكُنتُ ص وَاَوصَنِى بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ مَادُمتُ حيًّا[৯৯]

আমি যেখানেই থাকি, তিনিআমাকেবরকতময়করেছেন। তিনিআমাকেনির্দেশ দিয়েছেন, যতদিনজীবিত থাকি, ততদিনসালাত ও যাকাতআদায়করতে।

ivmj (mv.) m¤‡Ü gmwjggbxlx‡‘i ‘wófw½

বিশিষ্টমুসলিমমনীষীদেরমতেনবিজির(সা.) চরিত্র-মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশিপ্রশংসিতহয়েছেমুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, সীরাতবিদ, সুফিয়ায়ে কেরাম, ইতিহাসবিদ ও কবিসাহিত্যিকদেরমাধ্যমে। অসংখ্য হাদিসবিদ (মুহাদ্দিস) নবিজির(সা.) কথা ও কাজকেনিয়েরচনাকরেছেনঅসংখ্য গ্রন্থ। নবিজির(সা.) বাণীরসত্যতানিরূপনেতাঁরাব্যাপকঅনুসন্ধান, গবেষণা, যাচাইবাছাই ও বিশ্লেষণকরেছেন। যেমন- ইমামবুখারী, ইমামমুসলিম, ইমামআবুদাউদ, ইমামতিরমিযী, ইমামনাসায়ি, ইমামইবনেমাজাহ, ইমামবায়হাকি, ইমামতাবারাণি, ইমাম দায়লামিপ্রমুখমহামতিমুহাদ্দিসগণনবিজির(সা.) বাণী ও কাজেরপ্রচার ও প্রসারের জন্য জীবনপাতকরেছেন। ফকীরাইপ্রিয়নবির (সা.)বচন ও ভাষণেরভিত্তিতেতাঁরআনীতআইন-কানুনেরচুলচেরাব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকরেজীবনব্যবস্থার সকলসমস্যারমীমাংসাকরেশরিয়তসম্মত প্রয়োজনীয়মাসআলামাসায়েল উদ্ভাবনকরেছেন। দ্বীনেরপ্রতিটিখুটিনাটিবিষয়ে, সহজভাবেঅনুসরণ ও অনুধাবনের জন্য ফেকাহশাস্ত্রেরবিকল্প নেই। এ ব্যাপারেহজরতইমামআবুহানিফার (৮০-১৫০ হি.) নামসর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এই ফেকাহবিদ পণ্ডিতকেসবাইইমামেআযমবলেউল্লেখকরেছেন। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে ইমামসাফী, ইমামহাম্বল, ইমামমালেক, ইমামসুফিয়ানছাওরিপ্রমুখেরনামউল্লেখযোগ্য যারানবিজির(সা.) আনীতজীবনব্যবস্থা প্রচারেরমাধ্যমে নবিজির(সা.) নাম ও মর্যাদা বুলন্দ করেছেন।

অগণিত দার্শনিক ও সুফিয়ায়ে কেরামতাঁদেরঅমরবাণী ও অমর লেখনিরমাধ্যমে প্রিয়নবিজির(সা.) গুণগানপ্রচারকরেছেন। হজরতইমামআবদুলকাদেরজিলানী (র.), হজরতখাজামঈনউদ্দিনচিশতী (র.), ইমামগাযযালি (র.), শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (র.), শায়খআহমদ সিরাহিন্দী (র.), ইমামজালালউদ্দিনরুমি (র.), সাইয়েদ আহমদ বেরেলভি(র.) সহশতশততরিকারমাশায়েখতাঁর বেলায়েতের গৌরবেরঅধিকারীহয়েনবিজির(সা.) পবিত্রনামেরপ্রশংসা ও গুণকীর্তনপ্রচারকরেছেনযা রোজ কেয়ামতপর্যন্তঅব্যাহত থাকবে।[১০০]

হজরতইমামমুহাম্মদ যাফরসাদিকহজরতমুহাম্মদের (সা.) চাচাতভাই ও জামাতাহজরতআলিকার্‌রামাল্লাহুরবংশধর। তিনিকুরআন, হাদিস ও ইলমেমারিফাতেএকজনবিশেষতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিছিলেন‘আহ্‌লে বায়ত’-এর মধ্যে প্রখ্যাতবারোইমামেরঅন্যতম। তিনি‘আহলেবায়ত’-এর ভক্তি ও প্রেমসম্পর্কে কবিতায়বলেন–

لوكان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان انى رافض-[১০১]

অর্থাৎ,রাসুলুল্লাহরপরিবারপরিজনকেভালোবেসে কেউ যদি রাফেযিহন, তাহলেমানুষ ও জিনেরসাক্ষ্য থাকাউচিত, সত্যিইআমিইএকজনরাফেযি।

ইমামফাসী (রহ.) তাঁর‘†gvZv‡jqj †gvQivZ’কিতাবেহুজুরপুরনূর (দ.)-এর সিফতের দীর্ঘ আলোচনার পর বলেছেন, ‘রাসুলুল্লাহ (দ.) হচ্ছেনসমগ্রসৃজনেররূহবাজীবনী শক্তি ও অস্তিত্বেরঅস্তিত্ব। যদি তিনিনা থাকতেনতাহলেসমগ্রসৃজনঅস্তিত্বহীনহয়ে যেত’।[১০২]

এ প্রসঙ্গে কবিফরিদ উদ্দিনআত্তার (রহ.) তাঁরAvmivibvgvqবলেন–

هنوز آدم ميان آب و گل بود

که او شاه جهان جان و دل بود

در آدم بود نوری از وجودش

وگرنهکیملککردی سجودش[১০৩]

পানিমাটিরমাঝেযখনআদম

তখনইতিনিছিলেনঅন্তরসমূহেরশাহানশাহ।

আদমঅস্তিত্বে ছিলতাঁরই নূরের প্রভা–

তাই ফেরেশতাকুলতাঁকেকরেছেসিজদা।[১০৪]

অর্থাৎ, আল্লাহরনবিমুহাম্মদ (সা.) হজরতআদম (আ.)-এর আগেনবিছিলেনএবংসকলসৃষ্টিতাঁরনূরহতেইসৃষ্টি।

হজরতআলিইবনেফারেদ (রহ.) বলেন, ‘তিনি (হজরত দ.) সমস্ত বস্তুরনূরএবং হেদায়েত। প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ব ও উজ্জ্বলতা। তিনিইআল্লাহরআসমা ও সিফতেরবিকাশস্থল। আল্লাহতাআলারপবিত্র দরবারেতিনি হচ্ছেনস্নিগ্ধ,

সৌরভ, সমস্তসাহায্যেরসাহায্য, সমস্ত দানের দান, সংখ্যারসমষ্টিএবংসমগ্রঅস্তিত্বেরঅস্তিত্ব।' অতঃপরতিনিপ্রিয়নবি (দ.) কে সম্বোধনকরেবলেন, 'হেরাসুলুল্লাহ (দ.)! আপনারপবিত্ররূহসমগ্রবিশ্বের স্থায়ী অস্থায়ী, মধ্যবর্তীসরল ও মিশ্রিতইত্যাদি প্রতিটিঅস্তিত্বের অনু-পরমাণু, সমষ্টি, উচ্চতাএবংনিচতারমধ্যে অভিনিবিষ্টহয়েরয়েছেএবংআমি এর প্রত্যক্ষদর্শী।'

শায়েখেআকবরহজরতমহিউদ্দিনইবনুলআরাবি (রা.) তাঁরতফসিরের ২য় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায়উল্লেখকরেন, 'মুহাম্মদ (দ.) হচ্ছেনআল্লাহতাআলারআরশযাসমগ্রসৃজনকে বেষ্টনকরেআছে। তিনিই হচ্ছেন'কিতাবুনমুবিন'যারপ্রতিটিঅক্ষরহতেসমগ্রসৃজনেরবিকাশহচ্ছে।'[১০৫]

আরশকুরছিএবংউভয়জাহান যে তাঁরনামেইউৎসর্গিত এ প্রসঙ্গে আরেফকবিআত্তারতাঁরgvb‡ZKZZvBi এ বলেন–

هر دو عالم بسته فتراک او
عرش و کرسي قبله کردهخاک او
هر دو گيتي از وجودش نام يافت
عرش نيز از نام او آرام يافت
نبيا در وصف تو حيران شده
سرشناسانيزسرگردان شده[১০৬]

উভয়জগৎতাঁরইরশ্মিতে আবদ্ধ,

আরশকুরছিতাঁরপদধূলিকেকরেছে কেবলা।

তাঁরঅস্তিত্ব থেকেই উভয়জাহান পেয়েছেনাম,

আরশওতাঁরনামেইলাভকরেছেপ্রশান্তি।

নবিগণতাঁরপ্রশংসাকরেক্লান্তহয়ে গেছেন

বিশেষজ্ঞগণওপ্রশংসায় খেই হারিয়েছেন।[১০৭]

হজরতআবদুলআজিজ দাববাগতাঁরকিতাব—Ge॥iR—-এ ৭২২ পৃষ্ঠায়উল্লেখকরেন, 'চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রইত্যাদি যাবতীয়সবকিছুরনূরইআলমেবরজখেরনূর থেকে আলোপাচ্ছে। আরঐআলমেবরজখহলেনহুজুরপুরনূর (দ.)।[১০৮]

হজরতআবুজর (রা.) থেকে বর্ণিত–একদিনআমরাসকলেমিলেমসজিদে নববীতেসালাতরত। এমন অবস্থায়একজনভিখারিএসেডাকদিলোতাকেকিছু দেওয়ার জন্য। ভিখারিনামাজ শেষ হওয়াপর্যন্তঅপেক্ষানাকরেইআল্লাহর দরবারে এ বলেফরিয়াদ শুরুকরল, হে পরওয়ারদেগার। তুমিসাক্ষী থেক, আমিআজ তোমারনবির দরবারহতেখালিহাতেফিরে গেলাম। রহমাতুল্লিলআলামিনের দরবারহতেখালিহাতেফিরেযাবেতাহজরতআলি (রা.) যেনকিছুতেইহতে দেবেন না। তিনিরুকু অবস্থায়তাঁরকনিষ্ঠআঙুলেরআংটিটাখুলেভিখারিরদিকেবাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহপাকখুশিহয়েআয়াতনাজিলকরলেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُوَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[১০৯]

অর্থাৎঅবশ্যইআল্লাহ তোমাদেরপ্রভুতাঁররাসুল (সা.) তোমাদেরপ্রভুএবং যে ইমানআনয়নপূর্বকনামাজকায়েমকরেএবংযাকাত দানকরেরুকুকালীন অবস্থায়।

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, যে ভিক্ষুকটিমসজিদে ভিক্ষারউদ্দেশ্যে এসেছিলেনতিনিআসলে কোনো পেশাদারভিক্ষুকছিলেননা। আল্লাহএকজন ফেরেশতাকেপাঠিয়েছিলেন। তিনিআরওবলেনআংটিটিছিলহজরত সোলায়মানের (আ.)যাদিয়েতিনিআসমান, জমিন ও বাতাসেরমধ্যে তাঁরহুকুমতপরিচালনা করতেন।[১১০]

হাদিসে (শামায়েলেতিরমিযি) হজরতজাবেরইবনেছুমরা (রা.) বর্ণনাকরেছেন, আমি এক জ্যোৎস্নাময়ীরাতেহজরতরাসুলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছিলাম। সে সময়তাঁরপরিধানেলালরঙের লুঙ্গি এবংগায়েলালরঙেরচাদরছিল। আমিএকবারহুজুরের (সা.)দিকেআরএকবারচাঁদেরদিকে দৃষ্টিকরছিলাম। অবশ্য তিনিচাঁদের চেয়েঅধিক সুন্দর।

হাদিসে(বুখারীশরীফ)আছে, হজরতইবনেআব্বাস (রা.) শপথ করেবলেছেন,রাসুলুল্লাহ (সা.) (ফয়েজ-বরকত ও আধ্যাত্মিক) দান-দৃষ্টিজীবনী শক্তিবাহী বসন্তেরমলয়বায়ুঅপেক্ষাওঅধিকতর শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীলছিল। হজরতরাসুল (সা.) ছিলেনসমস্তমানবজগতেরমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, সর্বশ্রেষ্ঠছখী। রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন করুণাসিন্ধু।[১১১]হাদিসশরিফেআছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনও কোনোসাহায্য প্রার্থীর প্রতি'না'শব্দব্যবহারকরেননি। শুধুপার্থিব দাননয়, যে দানেরদ্বারারিপু ও পশুত্বকে অতিক্রমকরে ফেরেশতারওঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হওয়াযায় সেইআধ্যাত্মিকফয়েজ দানেওতিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাছিলেন। শীতার্থ বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীবসন্তেরমলয়বাতাসেসহসা নব জীবনেরহিল্লোলে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। হজরতরাসুলুল্লাহ (সা.)-এর

আশ্চর্য প্রভাব জীবনীশক্তি জীবনশক্তিবাহী মলয়পবনের চেয়েওঅধিক শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল; তাঁরপ্রভাবমানবহৃদয়ইমানেউদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।[১১২]

কুরাইশ দূতওরওয়াহইবনেমাসউদ ছাকাফি (মুসলমানহওয়ার পূর্বে) তাঁরবর্ণনায়রাসুলের (সা.) প্রতিসাহাবায়ে কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার যে অনন্য ছবিএকেছেনতানিম্নরূপ :

'হেআমারজাতি! আল্লাহরকসম, আমি তোমাদের দূত হিসেবে রোমের সম্রাট, ইরানেরশাহানশাহ, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশির দরবারেগিয়েছি। আল্লাহরকসম কোনোরাজা-বাদশাহরপ্রতিতারপ্রজাবাসভাসদগণকেএমন ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানকরতে দেখিনি, যেরূপমুহাম্মদের(সা.) সাহাবিগণমুহাম্মদেরপ্রতিকরে। আল্লাহরকসমকরেবলছিতাদেরঅবস্থাহলো এই যে, যখনতিনি (রাসুল সা.) তাঁরমুখের থুথু ফেলেনতখনতাঁর থুথুকারওনাকারওহাতেইপড়ে। তারপর সে ঐ থুথু পরম ভক্তিতে মুখেশরীরে মেখে নেয়। যখনতিনি কোনোকাজেরআদেশকরেন, তখনতাঁরাকারআগে কে করবেতানিয়েহুড়োহুড়িকরতে থাকে। যখনতিনিঅজুকরেনতখনতাঁরঅজুতেব্যবহৃত (অতিরিক্ত) পানিটুকুনিয়েকাড়াকাড়িকরতেআরম্ভ করে, আরযখনতিনিকথাবলেনতখনতারাচুপকরে থাকেন। তাঁকে এতই সম্মানকরে যে, তাঁরপ্রতিপূর্ণদৃষ্টিতেতাকাতেও কেউ সাহসকরেনা।

খলিফাতুলমুসলিমিনহজরতওমরের ছেলেহজরতআবদুল্লাহইবনেওমর (রা.) মদিনাহতেহজেরসফরেরওনাকরলেমক্কায়যাওয়ারসময়রাসুলেমাকবুল (সা.) যেসব স্থানেবিশ্রামনিতেনতিনিওতথায়বিশ্রামনিতেন, যেসব স্থানেনামাজপড়তেনতিনিও সেসব স্থানেনামাজপড়তেন, যে গাছেরনিচেবসেআরামকরতেনতিনিও সে গাছেরনিচেবসেআরামকরতেন, প্রাকৃতিকপ্রয়াজনে যেখানেঅবতরণকরতেনতিনিও সেখানেঅবতরণকরতেন, তারপ্রাকৃতিকপ্রয়োজননা থাকলেওতিনিঅবতরণকরেআবারচলতেন। কারওপ্রতিভালোবাসারএমন দৃষ্টান্তসত্যিই বিরল।[১১৩]

ivmj (mv.) m¤‡Ü Agmwjggbxlx‡'i 'wófw½

ভারতীয়উপমহাদেশে মোহাম্মদ বিন কাশিম, মুহম্মদ ঘোরী, সুলতানমাহমুদ প্রমুখসমরনায়কের সঙ্গে ভারতীয়হিন্দুদেরপ্রবলসংঘর্ষ হলেও সেগুলোকখনোধর্মযুদ্ধ ছিলনা। হিন্দু জাতি এত শতাব্দীপরেওভারতীয়মুসলমানদেরকেবহিরাগতউৎপাতবলেমনেকরেএবংমুসলমানদেরকে ম্লেছবলেঅভিহিতকরে। অথচ আর্য জাতিনিজেরাইবহিরাগত। বেদ বাইরে থেকে এসেছেভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে যে জাতিগতবিভেদ ও অস্পৃশ্যতাএবংশুদ্র ও নিম্নবর্ণেরউপর যে সামাজিকনির্যাতনতাপৃথিবীর অন্য কোনো সভ্য

দেশে নেই।[১১৪]ইসলামধর্ম ও পবিত্রকুরআন ও মহানবি (সা.)-কে তারাইহুদি খ্রিষ্টানসম্প্রদায়ের চেয়েও বেশিঘৃণাকরে থাকে। এই ঘৃণারবশবর্তীহয়েই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ, সরস্বতী, রাজপাল, মহাশয় কৃষান, রিচারপতিকুমারদিলীপসিংপ্রমুখতাঁদের লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (সা.)-কে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্নকরেসাম্প্রদায়িক বৈষম্যকে উসকে দিয়েছেনবারেবারে।

কিন্তু সৌভাগ্যেরবিষয় এই যে এই ভারতীয়উপমহাদেশেওইসলাম, পবিত্রকুরআন ও মহানবির (সা.) প্রতিআন্তরিক শ্রদ্ধাশীলমনীষীরঅভাব নেই। হিন্দুধর্মেরএকনিষ্ঠঅনুসারী ও ভারতীয়জাতিরপিতামহাত্মাগান্ধী, জহরলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনীনাইডু, স্যার সি.ভি রমন, রাম মোহনরায়, স্বামীবিবেকানন্দ, এম. এন রায়, সর্বপল্লীরাধাকৃষ্ণন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লালারাজপতরায়প্রমুখবিশিষ্টমনীষীইসলামেরনবির (সা.) সুবিমলচরিত্রমাধুর্য ও বিভিন্ন গুণাবলিরঅকুণ্ঠচিত্তেপ্রশংসাকরেছেন। এম. এন রায় ও আরওঅনেকেতাদেরকালজয়ী গ্রন্থে ইসলাম ও মহানবির (সা.) গৌরবগাঁথাকেঅতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণকরেছেন।

পাশ্চাত্য জগৎবিশেষকরেইহুদি খ্রিষ্টানসম্প্রদায়ইসলামেরপ্রতিবরাবরইশত্রুভাবাপন্ন। তারাইসলামেরঅভ্যুদয়ের কাল থেকে অদ্যাবধিদ্বীনইসলাম, কুরআন ও নবিকরিম (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণপূর্বকআপত্তি ও অশ্লীলসমালোচনাঅব্যাহত রেখেছে।তাদেরইসলামবিরোধীমনগড়া, যুক্তিহীন, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীনব্যাখ্যাবিশ্লেষণেরবিস্তারিতবিবরণপাওয়াযাবেজার্মানিরমুনষ্টারবিশ্ববিদ্যালয়েরখ্রিষ্টানআরবঅধ্যাপকআদেল থিওডরখুরীরচিত“†cv‡jwgKevBRvb‡Uvb †m›UviBmjvgÓগ্রন্থে।[১১৫]

প্রায় ২৫০ বৎসরপরেযখনইউরোপআন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশকরেখ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরবিকৃত রচনা ও রটনারধুম্রজালেইউরোপবাসীরাতখনো আবদ্ধ ছিলকিন্তু একুশশতকে ক্রুসেডেঅংশগ্রহণকালেপ্রতিপক্ষ মুসলমানদেরশিষ্টাচারমহানুভবতা, মানবতাবোধএবংইসলামেরপ্রকৃত স্বরূপপ্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েখ্রিষ্টানদেরনিকটইহুদি ও খ্রিষ্টানযাজকদেরঘৃন্য চক্রান্তেরমুখোসখুলেপড়ে। ফলেতারানিজেদের ধর্ম ও ধর্মযাজকদেরপ্রতিবীতশ্রদ্ধ ও বিদ্রোহীহয়ে ওঠে। এ বিষয়টিডব্লিউ, ডব্লিউ, মন্টগোমারিওয়াট-এর ÒgnvmÖw' GU g'xbv”শিরোনামীয় গ্রন্থে বিশদভাবেআলোচিতহয়েছে।

অষ্টাদশশতকেকেতিপয়খ্রিষ্টানমনীষীইসলামেরনবিকেসঠিকআলোকে উপস্থাপনেরপ্রয়াসগ্রহণকরেন। ১৭০৮ সালেপ্রকাশিত হয় সাইমনওকলেবিরচিতÒwnw÷ Ae w' †miv wmbmÓএই গ্রন্থে ইউরোপেপ্রথমবারেরমতো স্পষ্টভাষায়বলাহলো যে ইসলামেরনবিতরবারিরমাধ্যমে ধর্ম প্রচারকরেননি। ১৮৫১ সালেপ্রকাশিত হয়

ফঁসোয়াভলতেয়ার এর Òtjmgqvim BU tjmw¯úwiUWwm tbkbmÓএই গ্রন্থে মহানবি(সা.)-কে একজনজ্ঞানী, বিচক্ষণ ও সফলরাজনৈতিকচিন্তাবিদ হিসেবেউল্লেখকরা হয়। ১৭৩০ সালেপ্যারিসেপ্রকাশিত হেনরিকমতে দ্য ব্যুলেনভিরেখতাঁরগ্রন্থে মহানবি (সা.)-কেএকজন যুক্তিবাদী, জ্ঞানী, মহামানবএবংজুলিয়াসসিজার ও আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর ন্যায় দক্ষ, সফল, সমরনায়করূপে স্বীকৃতিপ্রদানকরেন। এডওয়ার্ড গিবনতাঁরবিশ্ব বিখ্যাতগ্রন্থ Ò‘ wWKjvBb GÛ dj Ae tivgvbGg‡cqviÓগ্রন্থে ইসলামেরএকত্ববাদ, মহানবিরসুমধুরচারিত্রিক গুণাবলিরভূয়সীপ্রশংসাকরেন। বিশ্ববিখ্যাতজার্মানমনীষীগ্যোটে দ্ব্যর্থহীনভাষায় দাবী ও প্রশ্নকরেন “এই যদি ইসলাম হয় তাহলেআমরাসবাইকিইসলামের জগতে বাসকরছিনা? বিশ্বে আইনপ্রনেতা ও আইনদাতাহিসেবেনবিজির(সা.) নামসর্বাগ্রে স্মরনীয়। নবির (সা.) আচরিতআইন বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত। মুসলিমআইনেরপ্রতিটিবিষয়েনবিজির(সা.) নামচিরস্মরণীয়হয়েআছে। অমুসলিমবিশ্বওআজনবিজিকে(সা.) বিশ্বেরউৎকৃষ্ট আইন দাতাহিসেবে স্মরণকরে। লন্ডনেরলিংকন ইন এর মতোআইন বিদ্যাপীঠেনবিজির(সা.) নাম স্বর্ণাক্ষরেনামফলকেরশীর্ষে লিখিতআছে। এমনকিবিশ্বের মোড়লমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারীঅফিসেওমহানবির (সা.) পবিত্রনামআইনপ্রনেতা ও আইন দাতাহিসেবেসর্বাগ্রেঅংকিতরয়েছে।[১১৬]

বর্তমানবিশ্বেরবিখ্যাতঅমুসলিমকবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ প্রমুখনবিজির(সা.) আচরিতশিষ্টাচার, রীতি-নীতি, চালচলন, আদেশ উপদেশেরমধ্যেইখুঁজে পেয়েছেনমানুষেরইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির সনদ। তাঁরাতাঅকপটে স্বীকারওকরেছেন স্বীয় গ্রন্থে। তাঁদেরঅনেকেইনবিজির(সা.) পবিত্রজীবনীরবিস্তারিতআলোচনায়প্রবৃত্তহয়েছেন। পৃথিবীরতাবৎভাষায়তাঁরানবিজীবনীরচনাকরেছেন।

অমুসলিমইতিহাসবিদরানবিজির(সা.) প্রণীত ও অনুসৃতআইনেবিধবা ও নারীজাতিরপ্রতিনবিজির(সা.) সমবেদনা, পিতৃ মাতৃহীনএতিমেরপ্রতিতারসহমর্মিতা, দাস দাসীর মুক্তির ব্যাপারেতাঁরসক্রীয় ও আন্তরিক পদক্ষেপ, পারিবারিকআইন, মাতা-পিতারপ্রতি, সন্তানেরপ্রতি, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরপ্রতিসদাচারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূতহয়েছেন। অসহায়নিঃস্ব মানুষেরঅভিভাবকহিসেবে, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবেএবংনারীজাতি ও দাসদাসীর মুক্তিদাতা হিসেবেবিশ্বনবিকেতাদের গ্রন্থে অকুণ্ঠচিত্তেউল্লেখ ও প্রশংসাকরেছেন।

অমুসলিমমনীষীদেরএসবঅবদানেরকথা খুব কম মুসলমানইঅবগতআছেন। বিশেষকরেআমাদেরআধুনিকশিক্ষিততরুণসমাজেরঅনেকেচিন্তা চেতনায়পাশ্চাত্যমুখী।

যারাঅজ্ঞতাবশতপবিত্রকুরআনুলকারিম,ইসলাম ও নবিজি(সা.) সম্পর্কে বিরূপমন্তব্য করে থাকেন। আশাকরি এই লেখাপাঠেতাদেরভুল ভেঙ্গে যাবেএবংসত্যকে অনুধাবন ও অনুসরণকরারশুভবুদ্ধিরসৃষ্টিহবে। সেই সঙ্গে সৃষ্টিহবেআত্মবিশ্বাসএবংইসলাম ও ইসলামেরনবি (সা.) কে জানারগবেষণামূলকঅনুসন্ধিৎসুমনোভাব। জীবনসম্পর্কে সৃষ্টিহবেইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। অগণিতঅমুসলিমমনীষীদেরমধ্য থেকে কিছুসংখ্যকঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এ অধ্যায়েআলোকপাতকরাহলো।[১১৭]

weÁvbx I ‘vkwbK Gg. Gb. ivq

ভারতউপমহাদেশেরএকজনবিশিষ্টবিজ্ঞানী ও দার্শনিক এম. এন. রায়বলেছেন, “ইসলামহচ্ছেআরবজাতিরহাতেসপে দেওয়াইতিহাসের এক সুমহানআমানত।”তাঁর গুরুত্ব যথাযথভাবেউপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করেতা দেশবাসীকেসঠিকভাবেঅবহিতকরারসাফল্যেরমধ্যেইনিহিতরয়েছেমহামানবমুহাম্মদের(সা.) অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। তিনিআরওবলেন, “একই উৎস থেকে সমস্তধর্মেরউৎপত্তি”মহাপুরুষমুহাম্মদের (সা.) এ মহিমাময়মহানবাণীতাঁকেসমস্তনবিরাসুলের(সা.) উপর শ্রেষ্ঠত্বদানকরেছে। তিনিআরওবলেন, ইসলামহচ্ছেজগতেরসমস্তধর্মেরসমন্বিতও সর্বশেষ রূপআরমহাপুরুষমুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেনসমস্তনবিরাসুলের(সা.) সমন্বিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।”[১১৮]

BwZnvmwe‘ GW I qvW wMeb

বিশ্ববিখ্যাতঐতিহাসিকপণ্ডিতএডওয়ার্ড গিবনবলেন, মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্ম সকলপ্রকারসন্দেহ ও নিন্দা থেকে মুক্ত।মহানবিমুহাম্মদ (সা.) শুধুমাত্রতারইঅনুসারীদেরএকটাজাতীয়জীবনেরএকতারভিত্তিতেসংঘবদ্ধ করলেননাবরংএমনএকটাবিপ্লবাত্মকসমাজব্যবস্থা গড়েতুললেনযাপার্শ্ববর্তী দেশগুলোরনিপীড়িতঅসহায়ছিন্নমূলমানুষের জন্য ছিলএকমাত্রআশারআলো। তাইইসলামের বিস্ময়করসাফল্যের হেতু যেমনআধ্যাত্মিক তেমনইসামাজিকআবার তেমনইরাজনৈতিক। ইতিহাসবিদ গিবন এই মতের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেবলেছেন, ‘মুহাম্মদের (সা.) ধর্ম ছিলজরায়ুষ্টেররীতি থেকে বিশুদ্ধ আরমুসারআইনকানুন থেকে অনেক বেশি উদার।’[১১৯]

ইসলামেরপ্রতিষ্ঠাতাসম্পর্কে বলতেগিয়েগিবনবলেছেন, “গোটাবিশ্বে মুহাম্মদ (সা.) একমাত্রমানুষযিনিমানবজাতিরউপরেসবার চেয়েঅনেক বেশিপ্রভাববিস্তারকরে গেছেন।”[১২০]

diwmBwZnvmwe' Avj‡dW '¨ j¨vgviUvBb

বিশ্ববিখ্যাতফরাসিইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিকআলফ্রেড দ্য ল্যামারটাইন১৮৫৪ সালেতাঁরপ্রণীতবিখ্যাততুরস্কেরইতিহাসগ্রন্থেরপ্রথম খণ্ডে হজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেছেন, "হজরতমুহাম্মদ (সা.) সেই ব্যক্তি, যিনিএকজন দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইনবিদ, যোদ্ধা, মতবাদ বিজয়ী, বিশ্বাস ও দর্শন সমূহেরবিজেতা। যিনিমানবীয়বিবেকজাগ্রতকরেনএবংপ্রতিমাবিহীনধর্মমত ও উপাসনাপদ্ধতিপ্রতিষ্ঠাকরেন। তিনিবিশটিপার্থিব সাম্রাজ্যেরপ্রতিষ্ঠাতাএবংএকটি ধর্ম সাম্রাজ্যেরঅধিকর্তা। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহৎমানুষআর কেউ নেই।"[১২১]

প্রফেসরল্যামারটাইনবলেন, "মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিনম্র অথচ নির্ভীক, শিষ্টতবুসাহসী, ছেলেমেয়েদের অকৃত্রিমবন্ধুতবুওবিজ্ঞজনপরিবৃত। তিনিসবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়েনিরপেক্ষ, বরাবরসৎ, সর্বদাইসত্যবাদী, শেষ পর্যন্তবিশ্বাসী। এক প্রেমময় স্বামী, এক স্নেহপরায়ণপিতা, এক অনুগত ও কৃতজ্ঞ পুত্র, এক মানবপ্রেমিকহিতৈষীশাসক, অতিথিপরায়ণ, উদার ও নিজের জন্য সর্বদায়মিতচারী। বজ্র কঠিনতিনি শপথেরবিরুদ্ধে এবংআমানতরক্ষায়, অতীবকঠোরতিনি বেইমানী ও ব্যভিচারীরবিরুদ্ধে। ধৈর্যে, বদান্যতায়, দয়ায়, ক্ষমায়,পরোপকারে, কৃতজ্ঞতায়, পিতামাতা ও গুরুজনেরপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনে এবংনিয়মিতআল্লাহরএবাদতে নিয়োজিত এক সুমহান ধর্ম প্রচারক। এই ছিলেনইসলামেরনবিমুহাম্মদ (সা.) যিনিছিলেনএকজনমানুষমাত্রএবংযিনি কেবলমাত্র এই মানবীয় গুণাবলিরদ্বারাইসর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠমহামানবেপরিণতহয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষেতিনিছিলেনএকটিসর্বোৎকৃষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের সার্থক রূপকার।"[১২২]

প্রফেসরল্যামারটাইনআরওবলেন, "উদ্দেশ্যেরমহত্ত্ব, উপায়উপকরণের স্বল্পতাএবং বিস্ময়করসফলতা এই তিনটিবিষয়ইযদি মানবপ্রতিভারমানদণ্ড হয় তাহলেমুহাম্মদের (সা.) সাথে তুলনাকরারমতো কোনোমহাপুরুষমানবইতিহাসে নেই।"[১২৩]

†R¨wZweÁvbx, MwYZkv¯¿we' I BwZnvmwe' gvB‡Kj GBP nvU

আমেরিকারবিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তাএবংবিশিষ্টগণিতশাস্ত্রবিদ মাইকেল এইচ হার্ট দীর্ঘ গবেষণার পর অতিসম্প্রতিএকটিআলোড়নসৃষ্টিকারীগ্রন্থ রচনাকরেন। ৫৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিরনামÒBwZnv‡mi me‡kôGKkZRb"। এই গ্রন্থটিপ্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেবিভিন্নমিডিয়াসংবাদপত্রেআলোচনা ও সমালোচনারপ্রচণ্ড ঝড় বয়েযায়। আদি মানবহজরতআদম (আ.) থেকে শুরুকরে

অদ্যাবধিপৃথিবীতেযতমহামনীষীজন্মগ্রহণকরেছেনজাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতবাদ-নির্বিশেষেসবাইকেএকটিনিরপেক্ষনির্ধারিতমানদণ্ডে বিচারকরেমাইকেলহার্ট ইতিহাসেরসবচেয়েপ্রভাববিস্তারকারী সর্বশ্রেষ্ঠএকশতজনকে বেছেনিয়েছেন। এই পুস্তকেঅশোক, এরিস্টটল, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, হিটলার, প্লেটোএবংজরাস্টারেরমতোমহাপুরুষদেরনামআছে। মাইকেলহার্ট একজনখ্রিষ্টানহওয়াসত্ত্বেওনবিকরিম (সা.) কে প্রথম স্থানদিয়েইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠপ্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনিবলেনমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনইসলামেরতাত্ত্বিক, নৈতিক ও ব্যবহারিকনীতি ও আদর্শেরএকমাত্ররূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াওতিনিঅতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালনকরেছেন এই নতুনধর্মবিশ্বাসএবং আদর্শেরপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে। মাইকেলহার্ট আরওবলেন"আমারপছন্দনীয়বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠএকশত ব্যক্তির তালিকায়মুহাম্মদের (সা.) স্থানসবারশীর্ষে থাকাটাবাঞ্চনীয়বলেআমিমনে করি।[১২৪] এই জন্য অনেকেবিস্মিত হতেপারেনএবংঅনেকেরনিকটতাপ্রশ্নবিদ্ধ মনেহতেপারে। কিন্তু আমার জবাব হচ্ছে "এই মুহাম্মদ (সা.)-ই ইতিহাসেএকমাত্র ব্যক্তি যিনিধর্মীয়এবংজাগতিকউভয় ক্ষেত্রেসর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকরেন। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই নজিরবিহীনঅভূতপূর্ব ও বিস্ময়করসমন্বয়সাধনমুহাম্মদকে (সা.) এককভাবেমানবইতিহাসেসর্বাপেক্ষাপ্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত করেছেন"।[১২৫]

mvwnwZ¨K I M‡elKc‡dmiUgvmKvjvBj

ইহুদি খ্রিষ্টান দুষ্টচক্র দীর্ঘদিনধরেমহানবিমুহাম্মদের (সা.) ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিবারিকজীবন, পবিত্রকুরআনএবংইসলামধর্ম সম্পর্কে যে সব কুৎসারটনাকরে, কাল্পনিকঅভিযোগএনেএবংমনগড়াভিত্তিহীনমিথ্যা ব্যাখ্যাদিয়েপাশ্চাত্যেরসরলজনগণকেবিভ্রান্তকরেছিলসত্য দ্রষ্টাবিশ্ববিখ্যাতপাশ্চাত্যেরমহামনীষীটমাসকার্লাইল ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ৮ই মে এডিনবার্গে আয়োজিত অ্যাঙ্গলো ইংরেজখ্রিষ্টানদের এক বিরাট জনসমাবেশেতাদেরপ্রতিচ্যালেঞ্জছুড়েদিয়েতাদেরপ্রতিটিমিথ্যা অভিযোগের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। টমাসকার্লাইলতাঁরÒwn‡ivR GÛ wn‡ivIqvwkc GÐ w' wn‡iv GR c‡dUÓশিরোনামেতাঁরবিখ্যাতঐতিহাসিক বক্তৃতামালায়একজনখাঁটিমুমিনমুসলিমপণ্ডিতেরমতো একে একেসমস্তমিথ্যা অভিযোগখণ্ডনকরেমহানবিরজীবন ও কর্মেরচুলচেরাবিশ্লেষণকরেমহানবিকেবিশ্বেরসর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠমহামানববলেআখ্যায়িতকরেন।

টমাসকার্লাইল দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণাকরেন, "শুধুজ্ঞানীপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞমনীষীদেরমধ্যেইনয়, যুগেযুগেঈশ্বর প্রেরিতসমস্ত

দেবদূতবানবিরাসুলদেরন্যায়অতীবঅসাধারণমহামনীষীদেরমধ্যেওহিরোবামহানায়কেরসর্বোচ্চআসনটিঅলংকৃত করেআছেন সুদূরআরবেরউষ্ট্র চালকহজরতমুহাম্মদ (সা.)।[১২৬]

কার্লাইলআরওবলেন, 'আমিমুহাম্মদকে (সা.) পছন্দ করিভণ্ডামী থেকে তাঁরসম্পূর্ণ মুক্তির জন্য। নিজেযা নন তার জন্য তিনিকখনোভানকরতেননা। আমিবলছি স্বর্গের জ্যোতির্ময়প্রতিমূর্তি ছিলেন এই মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট লোকছিলজ্বালানীরমতোতাঁরঅপেক্ষায়এবংঅবশেষেতারাওপরিণতহয়েছিল আগুনের স্ফুলিঙ্গে।

HwZnvwmKwdwjc †K. wnwU

আরবিয়সভ্যতারবিখ্যাতঐতিহাসিকফিলিপ কে.হিট্টিতাঁরবিখ্যাত*The History of the Arabs*গ্রন্থে বলেছেন, মহানবি (সা.) একাধারেছিলেননবি, শাসক, আইনবিদ, নীতিবিদ, সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদ। মানবসমাজভিতরে ও বাইরে যে সমস্তবন্ধনে আবদ্ধ ছিলতা থেকে তিনিতাঁদের মুক্ত করেন। মহানবি(সা.) ছিলেনমানবজাতিরসর্বাপেক্ষাবড়পরিত্রাণকর্তা। মহানবিছিলেনসৃষ্টিকর্তাআল্লাহর অস্থিত্বের দৃশ্যমান প্রকাশ।[১২৭]

gnvexi m¤vU †b‡cwjqb †evbvcvU

ফ্রান্সেরবিশ্ববিখ্যাতমহাবীর সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হজরতমুহাম্মদ (সা.) ও পবিত্রকুরআন এর শ্বাশতবাণীরপ্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেন। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহরপ্রশংসাকরিবিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদ (সা.), তাঁরপ্রবর্তিত ধর্ম এবংপবিত্রকুরআনেরপ্রতিরয়েছেআমারগভীরবিশ্বাস ও অবিচলশ্রদ্ধা। মুহাম্মদ (সা.) একজনসাহসীরাজকুমারছিলেন। তাঁরবিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ সর্বদাতাঁকেপরিবৃতকরে থাকতেন। পৃথিবীরসমস্তধর্মেরমধ্যে একমাত্রমুহাম্মদেরধর্মইআমারকাছেসর্বাপেক্ষাপ্রিয়, যুক্তিসঙ্গত এবংগ্রহণযোগ্য বলেপ্রতীয়মানহয়েছে। তাঁর বিস্ময়করঅলৌকিকপ্রভাবেমাত্রঅল্পকয়েকবৎসরেরমধ্যেইমুসলমানগণ গোটাপৃথিবীরপ্রায়অর্ধেকজয়করেন। এ ঘটনাইতিহাসেরমহাবিস্ময়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেনমাত্র ১৫ বৎসরেরমধ্যে মিথ্যা দেব-দেবীরঅশুভপ্রভাব ও পৌত্তলিকতারঅভিশাপ থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করেনযা ১৫ শতবৎসরেওহজরতমুসা ও যিশুখ্রিষ্টেরঅনুসারীরাকরতে পারেননি।[১২৮]

†b‡cwjqbwnj

হজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠআখেরিপয়গম্বর। তিনিঅলৌকিককর্মকাণ্ড প্রদর্শনকরতেপছন্দ করতেননা। তাঁর কোনোপ্রাতিষ্ঠানিকশিক্ষাছিলনা। চল্লিশবছরবয়সের পূর্বে তিনিতাঁরধর্মমতপ্রচারকরেননি। নবুয়তলাভকরার

পর যখনতিনিনিজেকেআল্লাহররাসুলবলেপ্রচারশুরুকরেনতখনতাঁর স্বজনেরাতাঁরবিরুদ্ধাচরণশুরুকরেএবংতাঁকে স্বদেশ ভূমিমক্কা থেকে মদিনায়হিজরতকরতেবাধ্য করেন। হিজরতের পর মক্কায় অবস্থানরততাঁরঅনুসারীদেরউপরনির্যাতনেরমাত্রা বেড়েযায়। ফলেতারাও গোপনেমক্কাত্যাগকরতেশুরুকরেন। ইসলামপ্রচারেরপ্রথম দশ বছরনবিকরিম (সা.)-এর জীবনেনির্যাতন ও দারিদ্র্যই ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরেতিনিসমগ্রআরবভূখণ্ডের একছত্র সম্রাট, মহানশাসনকর্তাএবংবিশ্বমানবতারনতুনধর্মমতইসলামেরসর্বাধিনায়করূপেআত্মপ্রকাশকরেন। তাঁর এই নতুনজীবনবিধানউল্কাপিণ্ডেরন্যায়অতি দ্রুতগতিতে দানিয়ুব ও পিরানিসপর্যন্তবিস্তৃতিলাভকরে। নবিকরিমের(সা.) সাফল্যের পেছনেতিনটিবিষয়কার্যকরছিল। প্রথমত অনন্য সাধারণেবাগ্মীতাদ্বিতীয়তপ্রার্থনারএকাগ্রতাএবং সর্বশেষেসৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষেরসম্পর্কের যৌক্তিকতা।[১২৯]

gvnvZvMvÜx

মহাত্মাগান্ধীবলেন, পাশ্চাত্য জগৎযখনঅন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলপ্রাচ্যেরআকাশেতখনউদিতহলো এক অত্যোজ্জ্বল নক্ষত্রযাআর্ত পৃথিবীকে দিলো একই সাথে আলো ও প্রশান্তি। তিনিআরওবলেন, ইসলামতারগৌরবময়দিনগুলোতেঅসহিষ্ণুছিলনাবলেইসারা দুনিয়ারশ্রদ্ধাঅর্জনকরতে সমর্থ হয়েছিল। নবিমুহাম্মদ (সা.) অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিলেনপুরোহিতপ্রথার যাদু।[১৩০]

¯vgxwe‡eKvb›‘

আমেরিকারস্যানফ্রান্সিস্কোতেমহানবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে দেয়া স্বামীবিবেকানন্দের বক্তৃতামালায়তিনিবলেনমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনঈশ্বর প্রেরিতঅবতার (প্রফেট)।মুহাম্মদ (সা.) নিজজীবনের দৃষ্টান্তদ্বারামুসলমানদেরমধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বেরআদর্শ প্রতিষ্ঠাকরেন। এই আদর্শ ছিলজাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ও মতামতনিরপেক্ষ।

তিনিআরওবলেনপাপাচার, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, নরবলি, নারীনির্যাতনউপাসনারনামেভণ্ডামীইত্যাদি দেখে মুহাম্মদেরহৃদয়ব্যথিতহয়ে উঠে। খ্রিষ্টানেরাযিশুরনামেরাজনীতি ও ধর্ম ব্যবসাকরে। খ্রিষ্টানদেরদ্বারাইহুদিরাঅবনমিতহয়েছিল। মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণাকরেন, "আমাদেরসৃষ্টিকর্তা এক। মহাবিশ্বেরযাকিছুআছে সব কিছুরপ্রভুতিনিই। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কারওতুলনা হয় না। ঈশ্বরঈশ্বরই"। এখানে কোনো দর্শনিকতাবানীতিশাস্ত্রেরজটিল তত্ত্ব নেই। আমাদেরআল্লাহ এক অদ্বিতীয়এবংমুহাম্মদই আল্লাহররাসুল। মক্কার লোকেরাতাঁকেঅমানুষিকনির্যাতনশুরুকরে। তিনিমক্কা থেকে মদিনাশহরেচলে গেলেন।

তিনিশত্রুদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুকরেন। সমগ্রআরবজাতিঐক্যবদ্ধ হলো। আল্লাহরনামেমুহাম্মদের (সা.) ধর্ম জগৎপ্লাবিতহলো। কিপ্রচণ্ডবিজয়ী শক্তি।[১৩১]

wLóvbc‘wi †ifv‡iÛemIqv_ w¯§_

মুহাম্মদ (সা.) একাধারেএকটিসুসভ্যজাতি, একটিবিশাল সাম্রাজ্য ও একটিসুমহানধর্মেরপ্রতিষ্ঠাতাছিলেন। হজরতমুহাম্মদের (সা.) সামসময়িককালেরপণ্ডিত ও বিজ্ঞ জন এবংধর্মবিরোধীশত্রুগণ এক বাক্যে স্বীকারকরে গেছেন যে তাঁরধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ক্ষমাশীলতা, নম্রতা ও মানব প্রেমছিলঅতুলনীয়। তিনি স্বয়ংনিরক্ষরছিলেন, লিখতেপড়তেজানতেননাবললেই হয়, অথচ এমনএকখানামহানগ্রন্থ প্রচারকরেছেনযাএকাধারেকাব্য, সঙ্গীত, স্মৃতি, সংহিতাশ্লোকমালাএবংধর্মগ্রন্থ। মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিতইসলামহচ্ছেপৃথিবীরইতিহাসেসর্বাপেক্ষাপরিপূর্ণ, সফল, আকস্মিক ও সর্বাপেক্ষাঅসাধারণএকটিবিপ্লব। মুহাম্মদ (সা.) জীবনেরপ্রথম থেকে মৃত্যুরপূর্ব পর্যন্ত সেই একই দাবী করে গেছেনআরতাহচ্ছেআল্লাহররাসুলহওয়ার দাবী। তিনিনিজেকেঈশ্বরবলেকখনো দাবী করেননি। তাঁর দাবী ছিলতিনিমানুষএবংআল্লাহরবার্তাবাহক। বসওয়াথ স্মিথ বলেন, আমি দৃঢ়ভাবেবিশ্বাসকরিজগতের শ্রেষ্ঠতম দর্শনশাস্ত্র এবংবিশুদ্ধতমখ্রিষ্টানধর্মালম্বীরাওএকদিনমুহাম্মদ (সা.) কে ঈশ্বর প্রেরিতবিশ্বাসযোগ্য দূত হিসাবে স্বীকারকরেনিতেঅবশ্যইবাধ্য হবেন।[১৩২]

‘vkwbKm¨viDBwjqvggi

বিশ্ববিখ্যাতইতিহাসবিদ স্যারউইলিয়ামমূরহজরতমুহাম্মদের (সা.) কৃতিত্ব, চরিত্র ও অলৌকিকক্ষমতারপ্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেছেন, “মুহাম্মদের (সা.)অনুশাসনগুলো যেমনছিল স্বল্পসংখ্যক, তেমনইছিলসরল ও সহজবোধ্য। মুহাম্মদ (সা.) পাপহতে দূরে থাকা সম্বন্ধে এমনশিক্ষা দিয়েছেন যে তা অন্য ধর্মে দুষ্প্রাপ্য এবংতাঁরপ্রচারিতউপদেশগুলোসাদাসিধেএবংসংখ্যায় অত বেশিনাহলেও এগুলোঅসাধ্য সাধনকরেছে। এসবউপদেশআধ্যাত্মিকতায়প্রবলআলোড়নসৃষ্টিকরেএবংবিবেকবুদ্ধি ও সৎকাজের জন্য মানুষকেযথেষ্টত্যাগ স্বীকারেঅনুপ্রাণিত করে।”[১৩৩]

সর্বশ্রেণিরঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে হজরতমুহাম্মদের (সা.) স্বভাবেরশিষ্ঠতা, চরিত্রেরপবিত্রতাএবংআচারব্যবহারেরশালীনতা স্বীকারকরেছেন। তৎকালীনমক্কাবাসীদেরমধ্যে এসব গুণঅতিবিরলছিল। তিনিসর্বসম্মতিক্রমে ‘আলআমিন’ ও ‘আলসাদেক’ খেতাবলাভকরেন। অতিনগণ্য শিষ্যেরপ্রতিওশিষ্ঠাচার ও সহানুভূতিপ্রদর্শনতাঁর স্বভাবেরবিশেষত্ব ছিল। বিনয়, দয়া, ধৈর্য, সাহস, আত্মত্যাগ ও

উদারতাতাঁরচরিত্রের বৈশিষ্ট্যছিলযাতাঁকেসকল শ্রেণিরমানুষের সাথে প্রেমাবদ্ধ করেছিল। মক্কাবিজয়ান্তেমক্কা ও মক্কারপার্শ্ববর্তীমুশরিকসম্প্রদায়ইসলামধর্ম গ্রহণেঅনিচ্ছুকছিল। নবিকরিমঅতিসরলচিত্তেতাদের সাথে সন্ধিকরেছিলেন। ইসলামগ্রহণের জন্য কাউকেকখনোবাধ্য করেনি।[১৩৪]

gnvKwe Rb wgëb

মুহাম্মদ (সা.) বহুবিবাহেরপ্রবর্তনকরেছেবলেইসলামেরশত্রুরা যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন যুক্তি প্রদর্শনকরে থাকেপ্যারাডাইসলষ্টেরকবিমিল্টনতার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েবলেছেন, 'হজরতইবরাহিমের (আ.) সময় থেকেই পৃথিবীতেবহুবিবাহপ্রচলিতছিলএবংবাইবেলঅনুসারেখ্রিষ্টানদের জন্য তাসম্পূর্ণ সিদ্ধ ছিল। সুতরাংমুহাম্মদ (সা.) বহুবিবাহেরপ্রবর্তনকরেননিবরংহাজারবছরধরেপ্রচলিতবহুবিবাহেরসংস্কার করেতাকেচারসংখ্যারমধ্যে সীমাবদ্ধ করেতিনিনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জন মিল্টনবলেন, 'আমি এক আল্লাহয়বিশ্বাসকরিএবংবিশ্বাসকরিমুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।'[১৩৫]

Rvgvbgbxlx †M¨v‡U

পৃথিবীতেযুগেযুগেযারাবিপ্লবসৃষ্টিকরেছেনইতিহাসখ্যাততথাকথিত সেইসব মহানবিপ্লবীদেরমধ্যে হজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনএকমাত্রব্যতিক্রমযিনিসম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনএকটিঅভিনববিপ্লবেরসূচনাকরেছিলেনশূন্য থেকে। সেই সঙ্গে তিনিবিপ্লবীবীরও তৈরিকরে গেছেনযারাতাঁরমৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধিবিপ্লবেরধারাবাহিকতাঅব্যাহত রেখেছেন।[১৩৬]

wPšÍwe' I g‡bweÁvbxGgvimb

আমেরিকারজগৎবিখ্যাত দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীমনীষীএমারসনবিশ্বনবিরপ্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেছেন, 'জগৎবাসীরমতো জগতে বসবাসকরাসহজ, নিজেরইচ্ছাঅনুযায়ীনির্জনে বসবাসকরাওসহজতিনিইমহামানবযিনিজনারণ্যে বাসকরেওনির্জনতারমধুরঅনুভূতিতেহৃদয়মনপরিপূর্ণ। তিনি লোকালয় ও নির্জনবনভূমিকে একই সঙ্গে ধারণ করেন।[১৩৭]

†gRi G.wR.wjDbvW

বিখ্যাতমনীষী মেজর এ.জি.লিউনার্ড তাঁর'Bmjvgnvigivj GÛ w¯úwiPqvj' গ্রন্থে বলেন, 'পৃথিবীতেবাসকরেযদি কোনোমানুষকখনোআল্লাহকে দেখে থাকেন, যদি কখনো কোনোমানুষভালো ও

মহানউদ্দেশ্য নিয়েআল্লাহর সেবায়নিজেরজীবনকেউৎসর্গ করে থাকেনতাহলেএটানিশ্চিত যে আরবিয়পয়গম্বরমুহাম্মদ (সা.)-ই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি। মুহাম্মদ (সা.) যে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠমানুষছিলেনতানয়, বরং এ পর্যন্তমানবতাযতমানুষ জন্ম দিয়েছেতন্মধ্যে সর্বাপেক্ষামহৎ ব্যক্তিও ছিলেনতিনিই। মুহাম্মদ (সা.) এমনএকজনমানুষযিনিশুধুমহৎইছিলেননা; বরংমহত্তমদেরঅর্থাৎসত্যেরশীর্ষে আরোহণকারীদেরমধ্যে প্রধানছিলেন। তিনিশুধুপয়গম্বরহিসাবেনয়, দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়কহিসাবেওমহানছিলেন। তিনিছিলেনএকজনজাগতিক ও আধ্যাত্মিক পথেরপ্রধাননির্মাতা। তিনিগঠনকরেছিলেনএকটিমহানজাতি, আরবিশাল এক সাম্রাজ্য। তিনিছিলেনসত্যেরজনকযিনিসময়েরঅতি স্বল্প পরিসরেমানুষেরজীবনে এত বড়অলৌকিক ও আশ্চর্যজনকসংস্কার সাধনকরে গেছেন।

লিউনার্ড আরওবলেনমুহাম্মদের (সা.) প্রাণশক্তি তথাইসলামেরআত্মাকেপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতেহলেমনেরাখাউচিতমুহাম্মদ (সা.) একই সাথে পার্থিব ও আধ্যাত্মিকজগতের নেতাছিলেন, ছিলেনএকটিনতুনজাতি ও নতুনসভ্যতা ও একটিবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।[১৩৮]

BwZnvmwe‘ ÷¨vbwj †jb‡cvj

বিখ্যাতইংরেজঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপোলবলেন ধর্ম ও সাধুতারপ্রচারকহিসাবেমুহাম্মদ (সা.) যেমন শ্রেষ্ঠছিলেনরাষ্ট্রনায়কহিসাবেওঅনুরূপ শ্রেষ্ঠছিলেন। মুহাম্মদের (সা.) উপর যে দেবদূত (ফেরেশতা) দ্বারাঈশ্বরীয়বাণী (ওহি) অবতীর্ণ হতো এতে কোনো সন্দেহেরঅবকাশ নেই।

এই মহাপুরুষেরচরিত্ররমনীসুলভ কোমলতা ও বীরোচিত দৃঢ়তায়গঠিতছিল। তাঁর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য, মহৎবদান্যতা, নির্ভীকসাহসিকতাএবংঅটলআশাবাদ প্রভৃতিমহৎ গুণাবলিরসমালোচনাকরলেসমালোচনা গুণকীর্তনে পর্যবসিত হয়। তিনিঅদ্বিতীয়পরমেশ্বরের নবিছিলেনএবংতাঁরজীবনেরঅন্তিমমুহূর্ত পর্যন্তনিজের স্বরূপএবং স্বীয়জীবনব্রতকখনোক্ষণিকেরজন্যওতিনি বিস্মৃত হননি। তিনিতাঁরউচ্চাসনেরমর্যাদামধুময় সৌজন্যের সঙ্গে অক্ষুণ্ন রেখে স্বীয়সহচরমণ্ডলীকেধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিছিলেনসদালাপী, অতীব ভদ্র ও অমায়িক।[১৩৯]

HwZnvmKc‡dmi Rb DBwjqvg †Wcvi

১৮৭৫ সালেপ্রকাশিতঐতিহাসিকপ্রফেসর জন উইলিয়াম ড্রেপার এর ÒG wnw÷ Ae w‘ Bb‡U‡jKPqvj †W‡fjc‡g›U Ae BD‡ivcÓনামকজগৎবিখ্যাতগ্রন্থে তিনি ঘোষণাকরেনজাষ্টিনিযানেরমৃত্যুরচারবছর পর সেইবিখ্যাতমহাপুরুষেরআবির্ভাব ঘটে যিনিমানবইতিহাসেসমগ্রমানবজাতিরউপরসর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারীপ্রভাববিস্তারকরেগিয়েছেন। সেইমহামানবেরনামমুহাম্মদ (সা.)। তিনিমুহাম্মদ (সা.) নিজকেঅনাবশ্যকধর্মতত্ত্বেরজটিলতারমধ্যে নিয়োজিতকরেননি। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মিতচারিতাএবংনামাজ, রোজাসংক্রান্তআইনকানুনেরপ্রতিষ্ঠাকরেতাঁরঅনুসারীগণকেসামাজিকঅগ্রগতিরযথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দীন দুঃখীরপ্রতিবদান্যতা দেখালেনএবংতাঁদের জন্য দান ও ধ্যানকরাকেসবারউপরে স্থান দিলেন। তিনিআরওবলেন, প্রার্থনা, দয়া ও ক্ষমাপ্রদর্শন, ন্যায়বিচারপ্রতিষ্ঠা, রোজা, হজ ও অন্যান্য সৎকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রয়েছেমহানবিরঅবিরতনির্দেশ। সবারউপরেঅত্যাচারী, হত্যাকারী ও ঈশ্বর বিদ্রোহীদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ করারঅবিরাম তাগিদ।[১৪০]

weL¨vZmgvRweÁvbx †Wwbmb

বিশিষ্টসমাজতাত্ত্বিক ডেনিসনতাঁরবিখ্যাত “Bgkb BR w‘ †ewmm Ae wmwfjvB‡RkbÓগ্রন্থে বলেছেন, মানবসভ্যতারমহা দূর্যোগকালেআরবভূমিতেঅলৌকিকভাবেএমন এক মহামানব জন্ম নিলেন, যিনিসমগ্রপ্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিতকরলেন। এই মহামানবইবিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদ (সা.)। শৈশবকালহতেইতিনিতাঁরআচারআচরণ ও ব্যক্তিত্বে ছিলেন অনন্য সাধারণ। তিনিবিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার জন্য শৈশবকালেইতাঁরজাতিরনিকট থেকে ‘আলআমিন’ ও আমানতদার খেতাবেভূষিতহন। সমাজেরসকল শ্রেণিরমানুষেরপ্রতিতাঁরব্যবহারছিলসহজ, সরল ও অমায়িক। শৈশবকালহতেইনির্জনতাপছন্দ করলেওসমাজেরসকল স্তরেরমানুষেরবিপদাপদ ও সুখ দুঃখেতিনিতাদেরসাহায্যার্থে এগিয়েআসতেন। বিশেষকরেসমাজেরবিধবা, এতিম, নিঃস্ব, পথিক, কৃতদাসএবংঅধঃপতিতমানুষের বেদনায়ব্যথিতহয়েতাদেরপাশেএসে দাঁড়াতেন। তিনিশত বিভক্ত, বিশৃঙ্খল, অসভ্য আরবেরযাযাবরজাতিকেঐক্যবদ্ধ করেএকটিসুসভ্য জাতিতেপরিণতকরেন। পবিত্রকুরআন এর আলোকে এদেরঅর্ন্তলোকহলোআলোকিত। এই আলোকিত লোকসকলসত্য,ন্যায় ও জ্ঞানেরমশালহাতেছুটে গেলেনদিকেদিকে। অর্ধেকপৃথিবীতাদেরকরতলগতহলো। অন্ধকার ভেদ করেগড়েউঠলআধুনিকসভ্যতারনতুন ইমারত।[১৪১]

weL¨vZBûw‘ c‡dmiR‡jmg¨vmvig¨vb

প্রফেসরজুলেসম্যাসারম্যান যুক্তরাষ্ট্রের একজনবিখ্যাতসাইকোলজিষ্টএবংশিকাগোবিশ্ববিদ্যালয়েরপ্রফেসর। ইতিহাসেরমহামানবনির্বাচনের জন্য তিনিতিনটিমূলনীতিনির্ধারণকরেন। ১. নেতাকে নেতৃত্বেরসকলকল্যাণধর্মী গুণ অবশ্যইপূরণকরতেহবে। ২. নেতাকেঅবশ্যইএকটিসামাজিকপ্রতিষ্ঠানগড়েতুলতেহবে যেখানেপ্রত্যেকসদস্য তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপত্তাবোধকরবে। ৩. নেতাতারঅনুসারীদেরঅন্ততঃএকসেটবিশ্বাসউপহার দেবে। তিনিতারতিনটিমূলনীতিকেভিত্তিকরেইতিহাসেউল্লিখিতসর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মেরআলোচনাকরেবলেছেন। ইতিহাসেরসকলসময়েরসবচেয়ে শ্রেষ্ঠমহামানব হচ্ছেনমুহাম্মদ (সা.)। যিনি এই তিনমূলনীতিরসবকয়টি দাবী পূরণেসফলহয়েছেন। তাঁরনিজেরপয়গম্বরহজরতমুসা (আ.) সম্পর্কে বলেছেন"মুসাওসফল, তবেমুহাম্মদেরসমানহতেপারেননি।"

তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণাকরেন, "সর্বকালের, সর্বদেশেরএবংসকলমানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হচ্ছেনহজরতমুহাম্মদ (সা.)।[১৪২]

gbxlxBwcwKDjvm

বিশ্ববিখ্যাতমনীষীইপিকিউলাসবলেছেন, "মানুষযতদিন দেব-দেবীরভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতেনাপারেততদিন সে স্বাধীনহতেপারেনা। একমাত্রমুহাম্মদ (সা.) মানুষকে এই কল্পিত দেব-দেবীরভয় থেকে মুক্ত করেছিলেন। হজরতমুহাম্মদ (সা.) ঘোষণাকরেছিলেন, "বাস্তবে কোনো দেব-দেবীরঅস্থিত্ব নেই। তারামানুষেরবৃথাবাসনারসৃষ্ঠ। যারসত্যি অস্তিত্ব আছে সেইঅদৃশ্য আল্লাহহলেনসমগ্রসৃষ্টির আলোকোজ্জ্বল জীবন। তিনিপূণ্য ছাড়াআরকিছুই দাবী করেননা। তিনিইজীবনেরআদর্শ ও উৎস। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারীযা সব সীমিত পথে মানুষেরঅস্তিত্বেরমাননির্ধারণকরে। তাঁর ও মানুষেরমধ্যে কোনোমধ্যস্থতাকারীর দরকার নেই। তিনিনিজেরতুষ্টির জন্য কোনোমানুষের ভোগচাননা। মানুষেরপক্ষেপ্রকৃতিরখামখেয়ালীকেভয়করার কোনো দরকার নেই। প্রকৃতিমানুষেরঅধীন। মানুষের চেতনা থেকে দেবতা, অপদেবতা ও প্রকৃতিরভয় দূরহয়ে গেলেইমানুষেরমধ্যে জ্ঞানসাহস ও আত্মবিশ্বাসেরসূচনা ঘটে। মুহাম্মদের এই জ্ঞানী, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসীঅনুসারীরাইবিশ্বকে জয় করেছিলেন।"[১৪৩]

c‡dmi †f¼U iZg

বিশিষ্টমনীষীপ্রফেসর ভেঙ্কট রত্নমবলেছেন, "মুহাম্মদের (সা.) চরিত্রছিল পূর্ণাঙ্গ ও কলঙ্কহীন এবংঅনেক ক্ষেত্রেযিশুখ্রিষ্টের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর। মুহাম্মদ (সা.) কখনোনিজেকেভগবানেরসমানমনেকরেননি। তাঁরঅনুসারীরাকখনোএকবারেরজন্যেওবলেননি যে, তিনিশুধুএকজনমানুষের চেয়ে বেশিকিছুছিলেন।

নবিসারাজীবননিজেকেভগবানের প্রেরিতপুরুষ (রাসুলুল্লাহ) বলেইপ্রচার ও প্রকাশকরেছেন। যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করেনিয়েযাবারসময়তাঁরঅনুসারীরাতাঁকেঅরক্ষিত ও মৃত্যুরমুখেঅসহায় রেখেপালিয়েযায় অথচ মুহাম্মদের (সা.)অনুসারীরাওহুদেরযুদ্ধে নবিরচারপাশেপ্রতিরক্ষাব্যূহ রচনাকরেনিজেরাপ্রাণদিয়েনবিকেঅক্ষতরাখেন। মৃত্যু পর্যন্ততিনিছিলেনসৎ, ন্যায়বান ও সত্যবাদী।[১৪৪]

gbxIx Rb †W‡fb †cvU

ইউরোপেরবিখ্যাতসাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকমি. জন ডেভেন পোর্ট মহানবিহজরতমুহাম্মদের (সা.)প্রতিগভীরশ্রদ্ধানিবেদনকরেবলেন,হজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অন্য দশজনমানুষেরন্যায়সাধারণএকজনআরববাসী। কিন্তু তাঁরমধ্যে যেসব দুর্লভমহৎমানবিক গুণাবলিরবিকাশঘটেছিলতাদিয়েতিনিবিশৃঙ্খল, অবাধ্য, অশিক্ষিত, হতদরিদ্র এবং রক্ত পিপাসুক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদুইনসম্প্রদায়গুলোকেএকটিমহাসুসভ্য জাতিতেপরিণতকরেনএবংতাদেরকেনতুন গুণরাজি ও নতুনচরিত্রেবিভূষিতকরেবিশ্ব সভায় উপস্থাপনকরেন। এই নবীনজাতিতিরিশবছরসময়কালপূর্ণ হবার আগেইতখনকারবিশ্বের দুইপরাশক্তি রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যকে করতলগতকরেন। সিরিয়া, ইরাক ও মিশরকেছিনিয়ে নেন। আটলান্টিকমহাসাগরহতেকাসপিয়ানসাগর ও আকসাসনদীপর্যন্তভূভাগেইসলামেরবিজয়পতাকাউড্ডীনকরেন। ঘোর পৌত্তলিকতায় আসক্ত ও এক ঈশ্বরের উপসনাঅপরিজ্ঞাতএকটিজাতিরমধ্যে পৌত্তলিকতারবিলুপ্তসাধনকরে এক ও অদ্বিতীয়আল্লাহরউপাসনাপ্রবর্তনকরা স্বর্গীয়অনুপ্রেরণাব্যতিরেকেকখনো যে সম্ভব হতেপারেনাতা স্থির নিশ্চিত।[১৪৫]

gbxIxDBwjqvgg¨vK‡WvMvj

মুহাম্মদের (সা.) প্রদত্ত নৈতিকশিক্ষা কতকগুলোউপজাতি, যাদেরচাল-চলনজীবনধারাছিলআদিমযুগেরএবং সভ্য জগৎ থেকে তারাছিলবিচ্ছিন্নতাদেরমধ্যেইপ্রথমে রোপিত হয়। এটিঅত্যন্তআশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতবিস্তারলাভকরেএবংঅসীমধরনেরজাতিসত্তাইসলামেরআওতায়এসে, একাকারহয়ে যায়।[১৪৬]

ivRKgvixRwe‘ evb

তিনিহিন্দুরঘরেজন্মগ্রহণকরেছিলেনকিন্তুলালিত-পালিতহয়েছেনখ্রিষ্টীয়প্রভাবে। তিনিহিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টানধর্মে সত্য ও সর্বজনীনমানবতারঅনুসন্ধানকরে ব্যর্থ হন। পরে ধর্ম ও দর্শনঅধ্যয়নকরার পর ইসলামেরমহত্ত্ব, সাম্য, মানবতাবোধ,শিক্ষা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েতিনিইসলামধর্ম গ্রহণকরেন।

ইসলামব্যতীত অন্য কোনোধর্মে কেউ বিশ্বস্ত হতেপারেকিনা সে সম্পর্কে আমারযথেষ্টসন্দেহআছে। সত্য ও সর্বাধিকমানবীয় ধর্ম হিসেবেইসলামকেখুঁজেপাবার জন্য আমারআনন্দ এত বেশি যে যাকে দেখি, যারকাছেযাইতাকেইপবিত্রনবিমুহাম্মদের (সা.) মহতীশিক্ষারকথাবলার জন্য আমারহৃদয়ব্যাকুলহয়ে উঠে।

জগতেরসমস্তআধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দেরমধ্যে মহানবিমুহাম্মদ (সা.)-ই কিএকমাত্রনবি নন যিনি মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদকে করে গেছেনইসলামেরনির্দেশক ও মূলনীতি।[১৪৭]

jW †nWwj

লর্ড হেডলি (ইংল্যান্ডেরঅভিজাতপরিবারেরসদস্য এবংহাউজ অব লর্ডস এর সম্মানিতসদস্য) ইসলামসম্পর্কে বলেন, "ইসলাম গোড়ামী ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত, নেই কোনোঅসহিষ্ণুতা। ইসলাম কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস, বদান্যতা, শান্তি ও প্রেমের ধর্ম। চমৎকারসারল্যের ও স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছেইসলাম।"

মহাননবিমুহাম্মদ (সা.)ও ছিলেনঅন্যান্য নবিরমতোপ্রাচ্যবাসীএবংনির্দেশ প্রাপ্তহয়েছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহরকাছ থেকে। বাইবেল, তওরাত ও পূর্ববর্তীঅবতীর্ণ গ্রন্থেরমতোপবিত্রকুরআনধারণকরেআছেআল্লাহপাকেরপবিত্রবাণী। কুরআন দানকরেআরও অতিরিক্ত শিক্ষা, জোর দেয় পূর্ববর্তীঅবতীর্ণ গ্রন্থেরশিক্ষার গুরুত্বেরউপরএবংসর্বোপরি জোরতাকিদ দেয় পৌত্তলিকতার শেষ নিশানামুছে ফেলারউপর। ওহিবাপ্রত্যাদেশেরতাৎপর্য এই যে আমাদের সর্বস্রষ্টা, সর্ব দয়াশীল, সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকেরপবিত্রনামের সঙ্গে মহানবিমুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কোনোনামউচ্চারিতহওয়াউচিত নয়।[১৪৮]

Weø, g‡›Uv‡MvgwiI‡qU

হজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনঅত্যন্তকুশলীশাসক। শাসনকার্যের লোকনির্বাচনেতিনিছিলেনপারদর্শী ও মহাবিজ্ঞ। পৃথিবীরসকলমহাপুরুষেরমধ্যে হজরতমুহাম্মদের (সা.) মতোআর কেউ এত অপবাদ কুড়ায়নি। মুহাম্মদের (সা.) বিরুদ্ধে অন্যতমপ্রধানঅভিযোগ এই যে, তিনিছিলেনএকজনকপট, একজনভণ্ড (নাউজুবিল্লাহমিনজালিক) যিনিনিজেরউচ্চাশা ও কামলালসাচরিতার্থের জন্য এমনধর্মীয়শিক্ষাপ্রচারকরেছেনযাকেতিনিমিথ্যা বলেইজানতেন।

লেখকজনাবডব্লু মন্টোগোমারিওয়েটপ্রতিহিংসাপরায়ণধর্মান্ধ গোড়াখ্রিষ্টানদেরভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব দিয়েবলেছেনহজরতমুহাম্মদ (সা.) কপট তোনয়ইবরংতিনিছিলেনবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠসত্যনিষ্ঠনবি। তিনিযদি

কপটহতেনতাহলেহজরতআবুবকর (রা.) ও হজরতওমরের (রা.) মতোসত্যবাদী, ন্যায়বান ও মহৎচরিত্রেরমানুষেরআনুগত্য ও শ্রদ্ধাকিভাবেলাভকরেছেন? ঈশ্বরবাদীদেরপ্রশ্নঈশ্বরকিকরেমিথ্যা ও প্রতারণারভিত্তিইসলামেরমতোএকটি ধর্মকে বিকাশলাভেরঅবকাশ দিলেন? কাজেইহজরতমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনঅকপট, নীতিবান, চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ। তিনিছিলেনএকজনসামাজিকসংস্কারক, এমনকিনীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও। তিনিসৃষ্টিকরেছিলেনসামাজিকনিরাপত্তার এক অভিনবপদ্ধতিএবংনতুনপরিবারসংগঠনেরবিরাটউন্নতি সাধন।[১৪৯]

RvgvbgbxIx Wv. ¸m‡U fDBj

ইসলাম কেবলমাত্রএকটিতথাকথিত ধর্ম নয়। এটাএকটা পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা যাধর্মেরভিত্তিরউপর স্থাপিতএবংমানবজীবনের সব কিছু এতে রয়েছে। অমরতারমতোইইসলামের শক্তি। ইসলামের কৃতকার্যতারকারণকি? কারণইসলামধর্মীয়যাজকতা থেকে মুক্ত এবংজগতেরসমস্তধর্মের চেয়েইসলামসহজতর।

হজরতমুহাম্মদ (সা.) রক্তপিপাসু নীতিএবং স্বেচ্ছাচারীআইনেরপরিবর্তে পবিত্র ও মহানমানবিকআইনপদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনিসর্বকালীনআইন ও শান্তিপ্রতিষ্ঠাকরেছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি কেনা গোলামেরকঠোরজীবনকেকরেছিলেননমনীয়এবং দরিদ্র, বিধবা ও এতিমদের দিয়েছিলেনপিতৃতুল্য মমতা।

হজরতমুহাম্মদ (সা.) স্বীয়জনগণকে এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শনকরেছেন। তাঁরচরিত্রছিলসরল ও পবিত্র। তাঁরজনহিতকরকাজ ও বদান্যতাছিলঅপরিসীম। স্বীয়সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনায়তিনিসারাক্ষণউদগ্রীবছিলেন। চর্তুদিকহতেঅবিরলধারায়সংখ্যাতীতউপঢৌকন পেলেওকখনোনিজের জন্য ও পরিবারের জন্য গ্রহণকরেননি। কারণতিনিসর্বসাধারণেরসম্পদ মনে করতেন।[১৫০]

†Pgevm GbmvB‡KwcwWqv

হজরতমুহাম্মদের (সা.) কালহতে যে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক জগতকে অলংকৃত করেআসছে, তারবিরাট সৌধেরভিত্তিপত্তনহজরতমুহাম্মদ (সা.)-ই করেছেন। পবিত্রকুরআনমুসলমানদেরকেএইরূপপ্রার্থনাকরতেশিক্ষা দিয়েছে–

“হেআল্লাহআমারজ্ঞানবৃদ্ধি করো।”

নবিকরিম (সা.) মুসলমানদেরবলেছেন, “জ্ঞানবিশ্বাসীদেরজন্মগতঅধিকার, যেখানেপাওতাগ্রহণ করো।”[১৫১]

W. Am I‡qj Rbmb

পুরাপুরিগণতান্ত্রিকপ্রণালীসম্পর্কে মুহাম্মদের (সা.) চিন্তাধারা, তাঁরসর্বজনীনধর্মীয়আদর্শ এবংমানবতাবোধেরভিত্তিরউপরপ্রতিষ্ঠিততাঁরপ্রচারিতআদর্শ দেখে স্পষ্টইপ্রতীয়মান হয় যে, আধুনিকজগতের সঙ্গেও তার যোগসূত্ররয়েছে।

পরলোক ও আল্লাহয় দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে যে অদ্ভুত শক্তি ও জীবনলাভকরা সম্ভব মুহাম্মদের (সা.) জীবনেতারপ্রকৃষ্টতমপরিচয়পাওয়াযায়। জনগণেরধর্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ও জীবনযাপনপ্রণালীরউপরগভীরপ্রভাববিস্তারকারীহিসেবেওতিনিসর্বাপেক্ষাবড় দৃষ্টান্তকারীরূপেইতিহাসেঅমরহয়ে থাকবেন।[১৫২]

Av‡gwiKvbjvBdmvgwqKcwÎKv

বিশ্বের ধর্ম গোষ্ঠীরমধ্যে ইসলামবয়োঃকনিষ্ঠমহান ধর্ম। এ ধর্ম সহজ ও প্রাঞ্জল। এ শক্তিশালী ধর্ম আল্লাহরপ্রতিবিশ্বাসী, এ ধর্মেরপ্রতিষ্ঠাতাহজরতমুহাম্মদ (সা.) তিনিনির্বানকারীবাত্রাণকারীযিশুখ্রিষ্টনন, একজন ব্যক্তি যারমাধ্যমে আল্লাহতাঁরবাণী প্রেরণকরেছিলেনঅথবাযারমাধ্যমে বাণী প্রেরণআল্লাহপছন্দ করেছিলেন।[১৫৩]

m‘kbfÆPvh (Avej †nv‡mbfÆPvh)

সুদর্শনভট্টচার্য বিশ্বাসকরেন, যে জগতেরসমস্তধর্মেরমধ্যে একমাত্রইসলামইসত্য, অভ্রান্ত, সর্বজনীনএবংসর্বকালীন ধর্ম। পৃথিবীরসকল দেশেরসকলযুগেরসকলমানুষেরযাবতীয়সমস্যারনির্ভুল, নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ সুন্দরসমাধাননিয়েএলেনজগতের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠমহাপুরুষমহানবিহজরতমুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)।[১৫৪]

wg. G›UwbAvejLv‡qi

তিনি দাক্ষিণাত্যের এক সম্ভ্রান্তখ্রিষ্টানপরিবারের সম্মানিতসন্তান। তিনিসিংহলেওয়েলেসিয়ালমিশনেরপ্রচারক থাকাকালীন সেখানেইইসলামসম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণারফলেইসলামধর্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্বকইসলামপ্রচারেমনোনিবেশকরেন।

তিনিবলেনএকমাত্রইসলামধর্মেইবিশ্বেরসকলধর্মেরতুলনামূলকআলোচনারসমন্বয় দেখতে পাওয়াযায়। সৃষ্টিরপ্রথমপ্রভাত থেকে ইসলামেরবাণীপ্রচারিতহয়েআসছে। হজরতআদম (আ.)-এর প্রতি এই ধর্ম সর্বপ্রথমপ্রত্যাদিষ্ট হয় এবংপরবর্তীসকলনবিরাসুল এই ইসলামেরবাণীইপ্রচারকরেগিয়েছেন। ইসলামপরিপূর্ণতালাভকরেছে সর্বশেষ প্রেরিতপুরুষমহানবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) নিকট।[১৫৫]

Aa¨vcK †e‘ cKvkDcva¨q

ধর্মাচার্য অধ্যাপক বেদ প্রকাশউপাধ্যয়বলেন, "আর্য ব্রাহ্মণকল্কিঅবতার'ধর্ম বিজয়ীসম্রাট'আর কেউ নন-তিনিইআখেরিনবিহজরতমুহাম্মদ (সা.)।"[১৫৬]

we‡kicL¨vZKwe‡‘i ‘wó‡Zgnvbwenvi Zgnv¤§‘ (mv.)

জাহেলিযুগেআরবিসাহিত্য ছিল লোকজসাহিত্য। আর সেই লোকজসাহিত্য এতই উন্নতছিল যে, তা হোমারেরইলিওড ও ওডেসিকেওহারমানায়। যদিওতখনকারকাব্যেরবিষয়বস্তু ছিল প্রেমলীলা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, বংশগৌরবগাঁথা, যুদ্ধবিগ্রহেরপ্রতিউস্কানিমূলকবিষয়, যাএকটি সভ্য সমাজের জন্য কোনোমতেই শোভনীয়নয়। ইমরুলকায়েসেরমতোকবিরকবিতায়ওনারী ও ঘোড়ারবর্ণনাপাওয়াযায়। সেকালেকবিতাআবৃত্তিরঅনুষ্ঠানেরণগীতি, প্রেমগীতি, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক কবিতাআবৃত্তিকরেবহুকুখ্যাতবিখ্যাতকবিগণযশ-খ্যাতিরউচ্চশিখরে পৌঁছেগিয়েছিল।

প্রাচীনআরবেরঅধিবাসীরাকবিদেরকে গণক মনেকরত। তাদেরধারণাছিল, কবিগণজ্বীনদেরমাধ্যমে অদৃশ্যের খবর সম্পর্কে অবগতহন। তাইমহানআল্লাহমহানবি (সা.)-কে ঐশীবাণীপ্রদানেরমাধ্যমে সম্মানিতকরলেমক্কারকাফেরসম্প্রদায়মহানবির (সা.) প্রচারিতবাণীকেঐশীবাণীহিসাবেমানতে অস্বীকৃতিজানায়। তারাতাঁকেকবি, গণক ইত্যাদি নামেআখ্যায়িতকরেএবংতাঁকে ও তাঁরঅনুসারীদেরকেকষ্ট দেওয়ার জন্য কুৎসা ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতারচনাকরতে থাকে। ফলেইসলামধর্মে কবি ও কবিতারচনারব্যাপারেনিরুৎসাহিতকরাহয়েছে। আল-কুরআনেকবিতারপ্রতিবিরূপমনোভাবেরকারণহলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেইকবিগণকবিতারচনার ক্ষেত্রেঅলীককল্পনা ও মিথ্যার আশ্রয়নিয়ে থাকেন। তারাকারোপ্রশংসা ও কুৎসারটনার ক্ষেত্রেসত্য ও বাস্তবতারসীমালঙ্ঘনকরে থাকে। মহানআল্লাহএসমস্তবিভ্রান্তকবি ও কুরুচিপূর্ণ কবিতাসম্পর্কে বলেন–

والشعراء يتبعهم الغاون، ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون[১৫৭]

'এবংকবিদেরঅনুসরণকরেতারা, যারাবিভ্রান্ত। তুমিকি দেখনা, ওরা উদ্ভ্রান্তহয়েপ্রত্যেকউপত্যকায়ঘুরে বেড়ায়? এবংতারাযাকরেনাতাবলে।'

এই অবস্থারপরিপ্রেক্ষিতেইসলামধর্মালম্বীদেরকিছু অংশ কবি ও কবিতাকেবাঁকা চোখে দেখে। আরতাই সেসমস্তমানুষেরভুল ভাঙ্গিয়ে দিতেরাসুল (সা.) কবিতারব্যাপারেতাঁরসাধারণমনোভাব ব্যক্ত করেছেনএভাবে–

তিনিবলেছেন যে, কবিতা তোএকধরনেরকথামালা। আরকথারমধ্যে যেগুলোউত্তম ও সুন্দর, কবিতারমধ্যেও সেগুলোউত্তম ও সুন্দর। আরকথারমধ্যে যেগুলোখারাপ ও ঘৃণিত, কবিতারমধ্যেও সেগুলোখারাপ ও ঘৃণিত। ইমামবুখারী (রা.) তাঁরالمفرد ادبগ্রন্থে আব্দুল্লাহইবনেআমর(রা.) থেকে এ মর্মেরএকটিহাদিস উদ্ধৃত করেছেন যে–

قال رسول صلي الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام و قبيحه كقبيح الكلام[১৫৮]

অর্থাৎ, 'রাসুল (সা.) বলেন, কবিতাকথারমতোই। ভালোকথা যেমন সুন্দর, ভালোকবিতাও তেমনই সুন্দরএবং মন্দ কবিতা মন্দ কথারমতোইমন্দ।'

ইবনেরাশিকতাঁরDg '৷গ্রন্থে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিসটিবর্ণনাকরেছেন। রাসুল (সা.) বলেন–

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه[১৫৯]

'কবিতাসুসামঞ্জস্য কথামালা। যে কবিতাসত্যনিষ্ঠ সে কবিতা সুন্দর। আর যে কবিতায়সত্যেরঅপলাপহয়েছে সে কবিতায় কোনো মঙ্গল নেই।'

রাসুলের (সা.) অপরএকটিহাদিসনিম্নরূপ:

إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة (ابودود،ترمذي،بخاري)

অর্থাৎ, 'কোনো কোনোবর্ণনায়যাদুরয়েছে। আর কোনো কোনোকবিতায়রয়েছেপ্রকৃষ্ট জ্ঞানেরকথা।'

এককথায়, রাসুল (সা.) একদিকে যেমন মন্দ ও অশ্লীলকবিতারপ্রতিবিরূপমনোভাব পোষণকরেছেনএবংতাশ্রবণে ও আবৃত্তিতে স্বভাবতইনিরুৎসাহিতকরেছেনঅপরদিকে তেমনইভালোকবিতারচনায়উৎসাহিতওকরেছেন।

সাহাবায়ে কেরামদেরযুগহতেশুরুকরেউমাইয়া, আব্বাসি, উসমানিযুগেরবিখ্যাতকবিসাহিত্যিকগণনবিজীবনেরঅমরগাঁথানিয়েরচনাকরেছেনকালজয়ীকাব্যসম্ভার। নবিজির (সা.) নামমুবারকতাদের কাব্যভুক্ত করেতাঁরানিজেদের ধন্য মনেকরেছেন। মৌলানারুমি, হাফিজশিরাজি, ফেরদৌসি, নিজামি, ওমর খৈয়াম, শেখসাদি, আমিরখসরু, জামি, মহাকবিইকবালহতেশুরুকরেবাংলাভাষারকবিকাজীনজরুলইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবিফররুখআহমদ, মাওলানাআকরম খাঁ, শেখআবদুররহিম, মুহম্মদ রেয়াজউদ্দিন, কবিআবুল হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, মওলানাআবদুলখালেক ও সৈয়দ আলিআহসানপ্রমুখকবিসাহিত্যিকদের

লেখনীতেমহানবিরপবিত্রনাম ও কর্মময়জীবনেরমহিমা ও যিকিরধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হয়েছে।[১৬০] এ ছাড়াওযুগের পর যুগধরেবিশ্বেরঅন্যান্য সাহিত্যেরঅসংখ্য কবিসাহিত্যিকসর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠমহামানবকেনিয়েতাদেরমনেরমাধুরিমিশিয়েরচনাকরেছেনঅসংখ্য কবিতা। আলোচ্য প্রবন্ধেআমরাবিশ্বনবির (সা.) উপরখ্যাতিমানকিছুকবিদেরকবিতা উপস্থাপনেরমাধ্যমে রাসুল(সা.) সম্বন্ধেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলেধরবো।

নবিকরিমের (সা.) সময়েহাসান বিন সাবিত[১৬১], যিনিনবিরকবিবলেপরিচিতছিলেন, নবি (সা.) সম্পর্কে বেশকিছুপ্রশস্তিসূচককবিতারচনাকরেছেন। মহানকবিলবিদ ইসলামধর্ম গ্রহণকরেছিলেনএবংজুহায়েরেরপুত্রকাবযিনিমুয়াল্লাকারচনাকরেনবির (সা.) কাছ থেকে জুব্বাউপহার পেয়েছিলেন। যুৎসইউপমারমাধ্যমে তিনিআল্লাহর যে সমস্ততলোয়ার জগতকে আলোকিতকরেছেতারমধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতএকটি খোলাতলোয়ারের সাথে নবি (সা.)-কে তুলনাকরেছেন। নবির (সা.) প্রশস্তি গেয়েসাবিতবলেছেন–

O my Lord! I am unable to sing praise

In a manner worthy of you,

I am of poor eloquence,

And the poor usually fail–

My poems do not glorify Mohammed,

It is Mohammed who immortalizes my poems.[১৬২]

হে আমারমালিক! আমি যোগ্যরূপে

তোমারপ্রশংসাকরতেপারিনা,

আমারমুখেভাষা যোগায়না,

আরঅযোগ্যরাহামেশাই ব্যর্থ হয়–

আমারকাব্য মুহাম্মদকে (সা.) মহিমান্বিতকরেনা,

মুহাম্মদ (সা.)-ই আমারকাব্যকে গৌরব দান করেন।[১৬৩]

প্রখ্যাতকবিকাবইবনেযুহাইর (রা.)[১৬৪]নবিজিকে(সা.) উদ্দেশ্য করেলিখেছে–

ان الرسول لنور يستضا به مهند من سيوف الله مسلول[১৬৫]

নিশ্চয়ইআল্লাহররাসুল(সা.) এমননূরযাঁরআলোকপ্রভাবিচ্ছুরিতহচ্ছে

আল্লাহরতরবারিসমূহেরমাঝেতিনি তীক্ষ্ম ভারতীয় কোষমুক্ত তরবারি।

আরবিকবিইমামশরফুদ্দীনইবনেসাইদ আল বুসায়রির[১৬৬]তারKwm‘vZjei‘vqরাসুল(সা.) সম্পর্কে বলেছেন–

পাপকরেছি ঢের যদিওআশাতবু এ বুকজুড়ে

দিবেননা মোর দয়ালনবিবাঁধনছিড়েতাড়িয়ে দূরে।

দয়ালনবিরপাকশাফায়াত সেদিনযদি নাপায়আহা

ধ্বংসছাড়াভাগ্যে আমাররইবেনাআরবাঁচাররাহা।

ভাবছিমনেতাঁরতারিফেরকাব্য কুসুমমালাগাঁথি,

এই হবে মোর রোজহাশরেবিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথি।[১৬৭]

বাংলাসাহিত্যে কাজীনজরুলইসলাম[১৬৮]রাসুল (সা.)-কে নিয়েসবচেয়ে বেশিকবিতা ও গানরচনাকরেছেন। নিম্নে রাসুল(সা.) বন্দনামূলকনজরুলেরকয়েকটিকাব্যাংশতুলেধরাহলো :

রাসুল(সা.) সম্পর্কে নজরুলতারকবিতায়বলেছেন–

‘কত যে রূপেতুমিএলেহজরত এই দুনিয়ায়।

তোমার ভেদ যে জানেআখেরিনবিকয়না তোমায়।

আদমেরআগেছিলেআরশপাকেতারআগে খোদায়।

আদমের পেশানীতে দেখেছি তব জ্যোতিচমকায়।

ছিলেইবরাহিমেরমধ্যে তুমিফুলহলোতাইনমরুদেরআগুন।

নুহেরমধ্যে ছিলেতাইকিশতীতাঁরডুবলোনা দারিয়ায়।’[১৬৯]

ইরানিকবিহাফিজেরঅনুকরণেআমাদেরজাতীয়কবিকাজীনজরুলইসলাম,
শরাবকেপবিত্রকুরআনেরআয়াতবলেছেনএবংসাকিরূপে ব্যক্ত করেছেনআমাদেরপ্রিয়নবি, প্রাণেরনবিআহ্মাদ মোস্তফাকে (সা.)। যেমনকাজীনজরুলইসলামের এই গজল থেকেই তার স্বাক্ষর মেলে–

এ কোনমধুরশরাবদিলে মোরেআল-আরাবিসাকি।
নেশায়হলামদিওয়ানা যে রঙিনহলোআঁখি ॥
তৌহিদেরশিরাজিনিয়ে / ডাকলেসবায়, "যারেপিয়ে!"
নিখিলজগৎছুটেএল, / রইলনা কেউ বাকি ॥
বসাল তোমারমহ্ফিল দূরমদিনাতে
আল-কুরআনেরগাইলেগজলশবে-কদররাতে।
নর নারীবাদশাহফকির / তোমাররূপেহয়েঅধীর
যাছিলনজরানা দিলো / রাঙাপায়েরাখি ॥
তোমারকাসেদ খবর নিয়েছুটলদিকেদিকে
তোমারবিজয়বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে।
লা-শরিকেরজলসাতেতাই / শরিকহলোএসেসবাই'
তোমারআজান-গানশুনাল / হাজার বেলালডাকি ॥[১৭০]

এছাড়াওনজরুলেরনাতেপাই–

'ওরেভ্রমর, তুইকিপ্রথম
চুমেছিলিনবিরকদম
গুণগুনিয়ে সেইখুশিকি
জানাস রে গুলবাগে'॥
মুহাম্মদেরনামজঁপেছিলি
বুলবুলিতুইআগে ।[১৭১]

অন্যত্রনজরুলবলেছেন–

আসিছেনহাবিবে খোদা, আরশপাকেতাই উঠেছে শোর,

চাঁদ পিয়াসেছুটেআসেআকাশ-পানে যেমনচকোর,

কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুনআসারআভাস পেয়ে,

তেমনইকরেহরষিত ফেরেশতা সব ওঠলো গেয়ে।

হে মদিনারবুলবুলি গো গাইলেতুমি কোনগজল,

মরুরবুকেওঠলফুটে প্রেমেররঙিন গোলাপ-দল।[১৭২]

কাজীনজরুলইসলামের‘cevbnv I qv’কবিতায়নবিপ্রেমের যে স্বরূপফুটে উঠেছে তানিম্নরূপ :

পুবানহাওয়া

পশ্চিমেযাওকাবার পথে বইয়া

যাওরেবইয়া এই গরিবের

সালামখানিলইয়া॥

কাবারজিয়ারতেরআমারনাই সম্বল ভাই

সারাজনমসাধছিল যে, মদিনাতেযাই রেভাই

মদিনাতেযাই

মিটলনাসাধদিন গেল মোর

দুনিয়ার বোঝাবইয়া॥

(তোমার) পানির সাথে লইয়াযাওরে

আমার চোখেরপানি

লইয়াযাওরে এই নিরাশের,

দীর্ঘ নিশাসখানি

নবিজিররওজায়কাঁদিওভাইরে

আমারহইয়া॥

মা-ফাতেমাহজরতআলির

মাজারযথায়আছে

আমারসালামদিয়াআইসো

তাঁদেরপায়েরকাছে (রেভাই)

তাঁদেরপায়েরকাছে

কাবায় মোনাজাতকরিও

আমারকথাকইয়া॥[১৭৩]

বিদ্রোহীকবিকাজীনজরুলইসলামজরাজীর্ণ এ মানবসমাজকেসারিয়েতুলতেমহানবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) কাছে যে আরজকরেছেনতাতাঁর‘cWI †e‡nkZn‡ZnRiZ’কবিতায় স্পষ্টরূপেফুটে উঠেছে। তিনিবলেছেন–

পাঠাও বেহেশতহতেহজরত

পুনঃসাম্যেরবাণী

আর দেখিতেপারিনামানুষেমানুষে

এই হীনহানাহানি॥

বলিয়াপাঠাও হে হজরত

যাহারা তোমারপ্রিয় উম্মত

সকলমানুষেবাসেতারাভালো

খোদারসৃষ্টিজানি

সবারে খোদারইসৃষ্টিজানি’॥

আধেকপৃথিবীআনিলইমান

যে উদারতা গুণে

(তোমার) যে উদারতা গুণে

শিখিনিআমরা সে উদারতা

কেবলই গেলামশুনে

ভুলে গেছিআমরা সেইউদারতা

কোরানে-হাদিসে কেবলই গেলামশুনে

তোমারআদেশঅমান্য করে

লাঞ্ছিত মোরাত্রিভুবনভরে

আতুরমানুষে হেলাকরে

বৃথাবলিআমরা খোদারেমানি॥[১৭৪]

ইসলামি রেনেসাঁরকবিফররুখআহমদ[১৭৫]রাসুলকে (সা.) নিয়েলিখেছেনএভাবে–

কে আসে কে আসেসাড়াপড়েযায় কে আসে কে আসেনতুনসাড়া,

জাগেসুষুপ্তমৃতজনপদ, জাগেশতাব্দীঘুমেরপাড়া।

হারা সম্বিত ফিরেদিতেবুকে, তুমিআনোপ্রিয়আবহায়াত,

জানিসিরাজামমুনীরা তোমাররশ্মিতে জাগে কোটিপ্রভাত।[১৭৬]

রাসুলকে (সা.) নিয়েফররুখআহমদেরআরওএকটিশ্রুতিমধুরকবিতানিম্নরূপ :

আমরাসকল দেশেরশিশুযাবো

নবিরমদিনায়

তোরা সঙ্গে যাবিআয়

আয়আয়আয় তোরা

সঙ্গে যাবিআয়॥

আমারনবিরমদিনাতে

খোদাররহম দিনে-রাতে

সবাই সেথাভালোবেসে

ভালোবাসাপায়॥

নবির পথে চলেসবাই

পায় সে দ্বীনেরআলো

আরনবিরমহব্বতেডুবে

সবাইবাসেভালো

সেথারহমতেআলম

সেথাসৃষ্টিনিরূপম

সেথাইনসানিয়াতপূর্ণ হলো

নবিরওসিলায়॥[১৭৭]

গীতিকার ও মরমিকবিহাছন রাজা[১৭৮], সংগীতইছিলযারজীবনবেদ তিনিসুফিসাধকমনসুরহাল্লাজের (প্রাণদণ্ডে মৃত্যু ৯২২ সালে) 'আনালহক' (আমিইসত্য) বাণীরমতো অথচ তার চেয়েঅনেকব্যঞ্জনাময়উপলব্ধিতাঁর গানে ব্যক্ত করেছেন–

আমিহইতেআল্লারসুলআমিহইতেকুল।

পাগলহাছনরাজায়বলেতাতেনাইভুল॥

আমিহইতেআসমানজমিনআমিহইতে সব।

আমিহইতেত্রিজগৎআমিহইতেরব॥

মরণজীবননাইরেআমারভাবিয়া দেখ ভাই।

ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই ॥[১৭৯]

মরমিকবিলালন শাহ[১৮০]বিশ্বনবিকে (সা.) নিয়ে বেশকিছুনাতরচনাকরেছেন। যেমন–

'তোমারমতো দয়ালবন্ধুআরপাবনা

দেখাদিয়ে দ্বীনেররাসুল ছেড়ে যেওনা।

আমরা সব মদিনাবাসীছিলাম যেমনবনবাসী

তোমাহতেজ্ঞান পেয়েছি পেয়েছিসান্ত্বনা।'[১৮১]

তিনিআরওবলেন–

'দয়াকরেঅধমেরেশিখাওনবিরদ্বীন,

তুমি দয়া নাকরিলে হয় নাচরণেএকীন'

অন্যত্রবলেছেন–

'গুরু, দোহাই তোমারমনকেআমারলওগোসুপথে,

তোমার দয়া বিনেচরণসাধবকিমতে?'[১৮২]

বাংলাদেশেরবিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীআবদুলহাইআলহাদীররাসুল (সা.) বন্দনামূলকগানটিনিম্নরূপ :

সব মানুষের সেরা মানুষ

নবিজিআমার

নূরের বাতি দাও জ্বেলে দাও

হৃদয়েআমার॥

তোমার দয়ারকাঙালআমি

কাঁদি সারাদিবসযামি

দূরকরো দূরকরোমনের

নিকষআঁধিয়ার॥

খোদারহাবিবতুমিজানি

চাই যে তোমার মেহেরবানি

রোজহাশরেশাফায়াতের

খুলিও দুয়ার॥[১৮৩]

কবিরূহুলআমীন খান[১৮৪]রচিতরাসুল (সা.) প্রশস্তিমূলককবিতাটিনিম্নরূপ :

এলবিশ্বনবিজগৎগুরুপ্রিয়মুহাম্মদ

এলশান্তিদাতা মুক্তিদাতা নবিমুহাম্মদ

এল নূরের রবিধ্যানেরছবিহাবিবমুহাম্মদ

হাশরেরকাণ্ডারিএলশাফিমুহাম্মদ ॥

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদসিতারায়জাগেখুশিপুলকশিহরণ

তাঁরকদমমুবারকেঝুঁকেপড়েনীলগগন

ঝুঁকেপড়েআরশকুরসিখানায়েকাবা

হুরমালায়িকউল্লাসেতেগাহেমারহাবা

ধরারধূলায়এল নেমেমাশুকইলাহির

নাজাতেরবারতালয়েএলমুহাম্মদ ॥

এল মুক্তির পয়গামবাহীবন্দীমানুষের

এল পরম সুহৃদ উৎপীড়িতসর্বহারাদের

এলবিনাশকারী সব অবিচার, সকলজুলুমের

এলপূর্ণতাবিধানকারীইনসানিয়াতের।

গোরেস্তানেআনতেজীবনজাগরণের ইদ

কাওসারেরপিয়ালাহাতেএলমুহাম্মদ ॥

এলধরারউতালপারাবারেরকাণ্ডারিমুর্শিদ

এলমানবতারইনকিলাবের শ্রেষ্ঠমুজাহিদ

এল ভেঙেদিতেপুঞ্জীভূতমিথ্যা মোহনিদ

এল কণ্ঠে নিয়ে খোদারবাণীপয়ামে তৌহিদ

ধূলিতলে বেহেশতবাগকরতেরচনা

জান্নাতি খোশখবরলয়েএলমুহাম্মদ ॥[১৮৫]

বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীআবদুল লতিফ[১৮৬]রাসুলের(সা.) বন্দনাকরেলিখেছেন–

দয়ালনবিজিরনামেপড়ি

দরুদ হাজার

ঐ নাম দুনিয়াতে-আখেরাতে

ভরসাআমার॥

আসবেযখন দুঃখেররাতি

কেউ হবেনাকারওসাথি

নবিজি উম্মতের লাগিয়াহবেন

কেন্দে জারেজার॥

রোজহাশরেরময়দানেতে

মরবো দারুণপিয়াসেতে

ও আসবেনকাওসারেরপিয়ালাহাতে

নবিজিআমার॥

ঠেকবোযখনআঁধাররাতে

পার হইতেপুলসিরাতে

(নবিজির) শাফায়াতেরতরিতখন

করবেআমায় পার ॥[১৮৭]

ফারসিসুফিসাহিত্যেরপ্রভাবেবাংলাসাহিত্যেরকবিফররুখআহমদ, কাজীনজরুলইসলাম, লালনশাহ ও হাছনরাজারমতোআধুনিকইংরেজকবিআর্থারসায়মন্স, থমাস লেকহ্যারিস, স্টিফেনফিলিপ, স্যাররিচার্ড বার্টনওপ্রভাবিতহয়েছিল। যেমন–ফিলিপের[১৮৮] 'Marpessa'কবিতাটিমুগ্ধকরামরমি বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ :

For they,

Seeking that perfect face beyond the world,

Approach in vision earthly semblance,

And touch, and at the shadows flee away.[১৮৯]

যারা

এ জগৎছাড়িয়ে খোঁজে সেইনিখুঁতমুখ

স্বপ্নেযাচেজাগতিকসাদৃশ্য,

আরছুঁয়ে দেখে, ছায়ায়মিলিয়েযায়।

জার্মানকবি গ্যোটে[১৯০] এক দীর্ঘ কবিতায়রাসুলেকরিম (সা.)-এর প্রতিশ্রদ্ধানিবেদনকরেছেন। তারকবিতারকিছু অংশ নিম্নরূপ :

দেখ ঐ গিরিপ্রস্রবণআনন্দে উজ্জ্বল যেন

তারার এক চমক মেঘেরউপরেপালে

তারেতরুণবয়সেসদায়আত্মিকগণ

চুড়াঘনমধ্যবর্তী ঝোপের মাঝারে।[১৯1]

এছাড়াসমাজজীবনেরাসুলের (সা.) কল্যাণকরপ্রভাব ও মানবসভ্যতায়রাসুলের (সা.) অবদানসম্পর্কে ইউরোপেরকবিকুল গুরু গ্যোটে যে অনবদ্য প্রশস্তিরচনাকরেছেনতানিম্নরূপ :

চেয়ে দেখ ওই পার্বত্য ঝর্ণা

আনন্দিত ও নির্মল

–তারারমতোঝিকিমিকি;

মেঘের দেশে

Dhaka University Institutional Repository

তুঙ্গ শৃঙ্গে
নিকুঞ্জের কোলে
লালিতহয়েছে সে দেবতাদেরহাতে।
উচ্ছলতারুণ্য তার–
নেচে নেচেনামছে সে
মেঘের দেশ থেকে
মর্মর সোপানের পথে।
তারহর্ষধ্বনিউত্থিত হয়
আকাশেরপানে।
পাহাড়ের পথে পথে
খোঁজে সে রঙিননুড়ি,
আনন্দে পথ পথ দেখায়
যতঝর্ণাসাথিদেরে,
সঙ্গে নেয়সবাইকে।
নিম্নে উপত্যকার দেশে
তারযাত্রার পথে পথে ফোটেফুল,
প্রান্তরজীবনপায়তারপ্রশ্বাসে।
কিন্তু বাঁধবেতাকে কোন্আঁধার-ছাওয়াউপত্যকা
কোন্ফুল! তাদের স্নেহাতুরআঁখি
তারমুখে ফোটায়আনন্দেরহাসি।
নামলো সে মাঠেরপরে
সাপেরমতোআঁকাবাঁকাতারগতি।
এগিয়েআসেকুলুকুলুঝর্ণা
তার সঙ্গী হতে।
এগিয়েচললোসে
প্রান্তরেরবুকে ঢেউ খেলিয়ে

প্রান্তরহলো উজ্জ্বল।

প্রান্তরেরযতনদী

পাহাড়েরযতকুলুকুলুঝর্ণা

ডাকলোতাকেভাইবলেঃ

“ভাইগো”, তোমার সব ভাইকে

নিয়েচলোপিতারকাছে–

পিতাআমাদেরমহাসমুদ্র

বাহুবিস্তারকরে

আছেআমাদেরপ্রতীক্ষায়,

প্রতীক্ষ্যমানসন্তানদের আলিঙ্গন করতে,–

কতকালধরেপ্রসারিতরয়েছে সেইবাহু!

মরুবালুকায়হারিয়েছিআমরা পথ।

বিশীর্ণ হচ্ছি সূর্যের শোষণে,

পাহাড়আমাদেরবন্দীকরেকরেছে হ্রদ;

ভাইগো, প্রান্তরেরযতভাই

পাহাড়েরযতভাই

সবাইকেনিয়েযাওপিতারকাছে।”

আয় তোরাসাবইআয়–

ফুলেফুলে উঠেছে সে মহিমায়,

তার সব আপনারজন নিয়েছেতাকেমাথায়তুলে

তারজয়যাত্রার পথে

নামদিচ্ছে সে

নব নব দেশকে; নব নবনগরী

উচ্ছ্রিতহচ্ছেতারচরণাঘাতে ।

বাধাবন্ধহীনছুটছে সে সামনে

পেছন ফেলেযাচ্ছে কত উজ্জ্বলিত পুরী

কত উচ্চচূড়প্রাসাদ–

তারই শক্তির সৃষ্টি।

আটলাস দৈত্য যেনবয়েনিয়েচলেছে

তারবিরাটগৃহ!

তারমাথারউপরেউড়ছে

লক্ষলক্ষপতাকা

তারমহিমারসাক্ষী।

চলেছে সে সবাইকেনিয়ে–

ভাইবোনপ্রেয়সীসন্তান

চলেছে পথ চাওয়াপিতারসমীপে

বুকেতারউছলে উঠছে আনন্দ।[১৯২]

এই কবিতাটিতে গ্যোটেমূলতহজরতআলির (রা.) মুখদিয়েরাসুলের (সা.) প্রতিস্তুতিনিবেদনকরেছেন। পাহাড়েরপ্রান্তরেরসবাইকেপিতামহাসমুদ্রেরকাছেনিয়েযাওয়ার জন্য আলির (রা.) যে আবেদন গ্যোটেরকবিতায়স্ফুর্তিলাভকরেছে, মৌলানাজালালুদ্দিনরুমিরপূর্ণমানবেরঅনুসরণেরউদাত্তআহ্বানতারইঅনুরূপ। এই কবিতাটির বেশকয়েকটিঅনুবাদ বাংলায়প্রচলিতআছে। উপরোক্ত কবিতাটিকাজীআবদুলওদুদ সাহেব কর্তৃক অনূদিত।

ইউনুস এমরে[১৯৩]রাসুল(সা.) বন্দনায়বলেন–

তোমারনামের দীপ জ্বেলে আমিজ্বলিনিজে,

তোমারএকত্ববাদ পবিত্রকুরআনে জ্বলে কি যে।

তোমাকেস্মরণকরেনতহই,

তোমারসমীপেতুমিছাড়া কেউ নেই,

প্রদীপ্তআমারদিল দীপে।[১৯৪]

আফগানিস্থানের শ্রেষ্ঠজাতীয়কবিখুশলখান খাট্টাক[১৯৫]রাসুলের(সা.) প্রশংসাকরেবলেছেন–

হে রাসুলমুহাম্মদ মোস্তফা(সা.) আপনারনামের জন্য আমি যে কোরবানহতে চাই।[১৯৬]

গ্রন্থপঞ্জি ও টীকা :

১. ডা. ফজলুররহমান, Agmwjggbxlx‡'i 'wó‡ZAvj-KiAvb I gnvbex, কলিপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪৫ ও ৪৮

২. ড. গাজীআবদুল্লাহেলবাকী, শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), Igi ˆLqv‡giiæevBqvZ :mwdKve¨ HwZ‡n¨iAwe‡"Q'¨ Ask, নাহারপাবলিকেশনস, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ২৭

৩. ব্রুসলরেন্স,wW‡dÛvmAeMW, হাপারএন্ডরোপাবলিশার, নিউইর্য়ক, আমেরিকার, ১৯৮৯ / gwmKg'xbv-জুন ২০০০, পৃ. ১০০/ ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ৯

৪. আলকুরআনুলকারিম, mivZIevn, আয়াত: ২৪/ মোস্তাক আহ্মাদ, আল্লামা শেখসাদিরআত্মদর্শনবিশ্বপ্রসিদ্ধ আশেকেরাসুল ও তত্ত্বজ্ঞানের সম্রাট, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৮৫-৮৬

৫. আলকুরআনুলকারিম, mivAvnhve, আয়াত: ৬

৬. আলকুরআনুলকারিম, miwbmv, আয়াত: ৮০

৭. মোস্তাকআহমাদ, w'Iqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২২০-২২১

৮. আলকুরআনুলকারিম, mivAvb-wbmv, আয়াত: ১১৩

৯. আলকুরআনুলকারিম, miv û', আয়াত: ২৯

১০. আলকুরআনুলকারিম,mivAvbdvj, আয়াত: ৫৩

১১. মোস্তাকআহমাদ, cv, 3, পৃ. ২২২

১২. আলকুরআনুলকারিম,miwbmv, আয়াত: ৪১

১৩. mivAvjgÏvmwmi, আয়াত: ১-২

১৪. mivAv‡jBgivb, আয়াত: ১১০

১৫. mivAvjKvgvi, আয়াত: ১

১৬. সূরাআলঅরাফ, আয়াত: ১৫৮

১৭. mivïiv, আয়াত: ৫২

১৮. miv †Zvqvnv, আয়াত: ১০৯

১৯. mivnv°vn,আয়াত: ৪৪-৪৭/ ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১৮০-১৮১

২০. mivbRg, আয়াত: ৩

২১. mivbRg, আয়াত: ৪

২২. mivAvjnv°vn, আয়াত: ৪১

২৩. mivAvnKd, আয়াত: ৩৫

২৪. mivbvRg, আয়াত: ২

২৫. miwbmv, আয়াত: ৮৪

২৬. mivgwq‘v, আয়াত: ৬৭

২৭. miv †‘vnv, আয়াত: ৫

২৮. mivgwq‘v, আয়াত: ৬৭

২৯. mivAvnhve,আয়াত: ২১

৩০. mivAvivd, আয়াত: ১৫৭

৩১. mivbRg, আয়াত: ৫৯,৬০

৩২. mivAv‡j-Bgivb, আয়াত: ১৪৪

৩৩. miv iv‘, আয়াত: ২০

৩৪. miwbmv, আয়াত: ৬৩

৩৫. mivAvnhve, আয়াত: ৪৫, ৪৬

৩৬. সূরানিসা, আয়াত: ৬৫

৩৭. mivûRivZ, আয়াত: ২

৩৮. সূরাআরাফ, আয়াত: ১৫৭

৩৯. সূরাবাকারা, আয়াত: ৪, ৫/ ডা. ফজলুররহমান, cv¸ ³, পৃ. ১৮৩

৪০. mivRgAv, আয়াত: ২

৪১. mivïiv, আয়াত: ৫২

৪২. mivAvbdvj, আয়াত:৬৪

৪৩. mivAvnhve, আয়াত: ৪৭

৪৪. miwbmv, আয়াত: ১১৩]

৪৫. mivevKviv, আয়াত: ১২৯

৪৬. mivBbwkivn, আয়াত: ২

৪৭. mivBbwkivn, আয়াত: ৩

৪৮. mivBbwkivn, আয়াত: ৪

৪৯. mivBbwkivn, আয়াত: ৫

৫০. mivBbwkivn, আয়াত: ৭

৫১. mivBbwkivn, আয়াতঃ ৮

৫২. mivdvZvn, আয়াতঃ ১

৫৩. mivgnv¤§‘, আয়াতঃ ১৯

৫৪. miwbmv, আয়াতঃ ৫৯

৫৫. mivAvj-Avbdvj, আয়াতঃ ১/ শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫৬. mivAvnhve, আয়াতঃ ৫৬

৫৭. মোস্তাকআহমাদ, cv¸³, পৃ. ২২৪

৫৮. mivnw‘‘,আয়াতঃ ৩

৫৯. মোস্তাক আহ্মাদ,Avjøvgv †kLmw‘iAvZ¨‘kbwekcwm× Av‡k‡Kivmj I ZËÁv‡bi m¤vU, রোদেলাপ্রকাশনী,বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২১৫

৬০. ‘vqjwg :Avj †di‘vDm, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২/Zvdwm‡iBe‡bKwmi :ZvdwmiæjKiAvbAvjAwhg, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০

৬১. মোস্তাক আহ্মাদ,Avjøvgv †kLmw‘iAvZ¨‘kbwekcwm× Av‡k‡Kivmj I ZËÁv‡bi m¤vU,পৃ. ২১৫

৬২. cv¸³,পৃ. ২৩৭

৬৩. মোস্তাকআহমাদ,w‘Iqvb-B-nwdR, পৃ. ২৪৭

৬৪. cv¸³,পৃ. ২৪১

৬৫. cv¸³, পৃ. ২২৪

৬৬. mnxneLvix: ৬৩১;হাদিসটিমালিকইবনুলহুওয়াইরিস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিZ।

৬৭. mnxngmwjg: ১২৯৭; হাদিসটিজাবিরইবনুআব্দিল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত।

৬৮. mnxneLvix: ৫০৬৩; mnxngmwjg: ১৪০১; হাদিসটিআনাসইবনুমালিক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত।

৬৯. mivBDbm, আয়াতঃ ৪৭

৭০. mivBeiwng, আয়াতঃ ৪

৭১. mivebxBmivBj, আয়াতঃ ৯৩

৭২. mivAvjKvnd, আয়াতঃ ১১০

৭৩. mivAvivd, আয়াতঃ ১৮৮/ ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশউপাধ্যায়, KwéAeZviGesgnv¤§‘ mv‡ne , পৃ. ১০৫-১১২/ ডা. ফজলুররহমান, cv¸³, পৃ. ১৮৬

৭৪. mnxneLvix: ৩৬,২৭৯৭; mnxngmwjg: ১৮৭৬; হাদিসটিআবুহুরাইরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।]

৭৫. mnxneLvix: ২০ হাদিসটি উম্মুলমুমিনীনআয়িশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।/ শাইখ ড. আয়িযআল-কারনী, bexwR (mv.) †hgbwQ‡jbwZwb, সমকালীনপ্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৫

৭৬. জামিতিরমিযি: ৩৮৯৫; সুনানুবায়হাকি: ১৫৪৭৭; হাদিসটি উম্মুলমুমিনীনআয়িশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।

৭৭. আল্লামাইমামনববী (র.), wiqv‘mmv‡jnxb, ৩য় খণ্ড, মাওলানামুহাম্মদ সিরাজুলইসলাম (অনু.), ইসলামিয়াকুরআনমহল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৮

৭৮. cv, 3, পৃ. ৪৭

৭৯. ওয়ালিউদ্দিনখতিবআত-তাবরিযি,wgkKvZjgvmwen, (দেওবন্দ: মিরাজবুকডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৫

৮০. mnxngmwjg: ১৫৩; হাদিসটিআবুহুরাইরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৮১. মোস্তাক আহ্মাদ, আল্লামা শেখসাদিরআত্মদর্শনবিশ্বপ্রসিদ্ধ আশেকেরাসুল ও তত্ত্বজ্ঞানের সম্রাট, পৃ. ৭৬

৮২. mbvb‘ ‘wigx: ১৫; সনদ: মুরসাল; gmZv‘ivKAvj-nKxg/শাইখ ড. আয়িযআল-কারনী, cv, 3, পৃ. ৭৫

৮৩. gmbv‡‘ Avng‘: ২১৭৮৮; হাদিসটিআবুউমামাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৮৪. mnxneLvix: ৫০৬৩; mnxngmwjg: ১৪০১; হাদিসটিআনাসইবনুমালিক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৮৫. mnxneLvix: ২৯৭৭; mnxngmwjg: ৫২৩; হাদিসটিআবুহুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।

৮৬. evqnwKïAve: ১৪৩৬; হাদিসটিউমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে। KvkdAvj-Ldv: ১/১৪-১৫

৮৭. mnxneLvix: ৭৯, mnxngmwjg: ২২৮২; হাদিসটিআবুমুসাআশআরি (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৮৮. mnxneLvix: ১৫; mnxngmwjg: ৪৪ হাদিসটিআনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে/ শাইখ ড. আয়িযআল-কারনী, cv, 3, পৃ. ১৬০

৮৯. mbvbbvmwqAvj-Keiv: ৯৮৯০; Avgvjvjbqvlglqvjjvqjv: ৬৩; হাদিসটিআনাসইবনুমালিক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে/ cv, 3, পৃ. ১৮২

৯০. gmbv‡‘ Avng‘: ৩৬৫৭, ৪১৯৮; mbvbbvmwq: ১২৮২, mbvb ‘wiwg: ২৭৭৪; Avj-nwKg: ৩৫৭৬; হাদিসটিআব্দুল্লাহইবনুমাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৯১. gmbv‡‘ Avngv‘: ৭৪০২; RwgwZiwgwh: ৩৫৪৫; AvjnwKg; ২০১৬; হাদিসটিআবুহুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে।/ cv, 3, পৃ. ১৮৩

৯২. mbvbBe‡bgvRvn: ৩৩১২; gmZv‘ivKAvj-nwKg: ৪৩৬৬, আবুমাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে; AvjKwgj: ৬/২৮৬

৯৩. লবণমাখানোশুকনো গোশত–এরদ্বারা বোঝানোহয়েছে যে, তিনিসাধারণমানুষছিলেন।

৯৪. mnxneLvix: ৩৪৪৫

৯৫. gmbv‡‘ Avng‘: ১৫৮৭৬; mbvb Ave ‘vE‘: ৪৮০৬

৯৬. gmbv‡‘ Avng‘: ১৮৪২, ২৫৫৭; Avm-mbvbjKeiv: ১০.৮২৫

৯৭. RwgwZiwgwh: ২৩৫২, হাদিসটিআনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত; mbvbBewbgvRvn : ৪১২৬; gmZv‘ivKAvj-nwKg: ৭৯১১; হাদিসটিআবুসাঈদ খুদরি (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৯৮. mbvbevqnwK; ২০৫৭১, gvIhAvZAvj-K‘wq; ১১৬৫, KvgAvj-Ldv; ৬৩৮ দ্রষ্টব্য

৯৯. mivgviBqvg, আয়াত: ৩১

১০০. ডা. ফজলুররহমান, cv¸3, পৃ. ১১

১০১. হজরত শেখফরিদউদ্দিন আক্তার (র.), Zvh‡KivZjAvËwjqv, মোঃ মোস্তাফিজুররহমান (অনূদিত), মীনাবুকহউজ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১।

১০২. মোস্তাকআহমাদ, w‘IqvB-B-nwdR, পৃ. ২২৪/ হকিকতেমুহাম্মদি ও মিলাদে আহমদি; বেশারতউল্লা

১০৩. https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh2/sh1/

১০৪. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mwn‡Z¨ gnvbex (mv.), ইরানমিরর, ২০১৫খ্রি., পৃ. ৩

১০৫. মোস্তাকআহমাদ, w‘IqvB-B-nwdR, পৃ. ২২৪-২২৫

১০৬.http://alpha.nosokhan.com/Library/Topic/0PZE

১০৭.ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান,cv¸3, পৃ. ৩

১০৮. মোস্তাকআহমাদ, w‘IqvB-B-nwdR, পৃ. ২২৫

১০৯. mivgwq‘vn, আয়াত: ৫৫

১১০. মোস্তাকআহমাদ, w‘IqvB-B-nwdR, পৃ. ২২৬-২২৭

১১১. ডা. ফজলুররহমান, cv¸3, পৃ. ১৩৯

১১২. cv¸3,পৃ. ১৪০

১১৩. http://www.skdeendunia.com/?=2116

১১৪. ডা. ফজলুররহমান, cv¸3, পৃ. ১১

১১৫. wmivZwek‡KvI, ৪র্থ খণ্ড, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, পৃ. ১০

১১৬. ডা. ফজলুররহমান, cv¸3, পৃ. ১৩

১১৭.cv, ³, পৃ. ১৪

১১৮. মানবেন্দ্রনাথ রায়, w‘ wn‡÷wiK¨vj †ivj Ae Bmjvg, রেনেসাপাব্লিসার্স, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা, ১৯৩৬ ইং/ cv, ³, পৃ. ২০

১১৯.ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৪৭ ও ২৬

১২০. cv, ³, পৃ. ২৬

১২১. cv, ³, পৃ. ৩৮

১২২. cv, ³

১২৩. cv, ³, পৃ. ৩৯

১২৪. cv, ³, পৃ. ৪০

১২৫. মাইকেল এইচ হার্ট, w‘ nvb‡WW, G †ibwKs Ae w‘ †gv÷ Bd‡qbwkqvjcvimbm Bb wnw÷, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮, পৃ.৩৩

১২৬. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৪২

১২৭. cv, ³, পৃ. ৪১

১২৮. cv, ³, পৃ. ৫

১২৯. cv, ³, পৃ. ১৩০

১৩০. c‡dU Ae Bmjvg, পৃ. ২৬-৩০

১৩১. ¯vgxwe‡eKvb‡›‘ievYx I iPbv, ১ম খণ্ড, RM‡ZignËgAvPvhMY পৃ. ২৮৮

১৩২.gn¤§‘ GÛ gnv¤§w‘Rg, লন্ডন, ১৮৭৪, পৃ. ৩৪০

১৩৩. ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৬৩

১৩৪. jvBd Ae gn¤§‘ fwj. bs 2, পৃ. ২৬৯-৭০১

১৩৫. এম, এ, সিদ্দিকী, mZ¨ mgvMZ, পৃ. ৮৩/ ডা. ফজলুররহমান, cv, ³, পৃ. ৬৫

১৩৬. wekbexignË, মোতামারপ্রকাশনীকরাচী/ cv, ³, পৃ. ৬৬, ৬৭

১৩৭. সীরাতবিশ্বকোষ-৪র্থ খণ্ড, মাসিক মদীনা-১৮৫-১৬৮

১৩৮. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ৭১

১৩৯. w‘ wc‡mmG¨vÛ †Uej UK Ae c‡dU gn¤§‘ / cv, 3, পৃ. ৭৬, ৭৭

১৪০. cv, 3,পৃ. ৮০, ৮১

১৪১. cv, 3, পৃ. ৮২, ৮৩

১৪২. UvBgcwÎKv, ১৫ জুলাই, ১৯৭৪

১৪৩. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ৮৫

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৪৫. মোবিনউদ্দীনআহমদ, bex‡kô, পৃ. ১০৩ ও ৩৫২

১৪৬. Bmjvgiwk¥, পৃ. ৪৪-৪৬

১৪৭. এম, এ, সিদ্দিকী, mZ¨ mgvMZ, পৃ. ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

১৪৮. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ৯৯, ১০০

১৪৯. মুহম্মদ নূরুলইসলাম, RMr ¸iænRiZgnv¤§‘ (mv.), পৃ. ১২২

১৫০. মোবিনউদ্দীনআহমদ, bex‡kô, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

১৫১. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১১০

১৫২. এম, এ, সিদ্দিকী, mZ¨ mgvMZ, পৃ. ৯৩

১৫৩. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১১২

১৫৪. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১২৪, ১২৫

১৫৫. চৌধুরী মো. শামসুররহমান, blgmwj‡giAvZ¥K_v, পৃ. ১৬-১৯

১৫৬. ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১৩৩

১৫৭.https://sunniaaqida.wordpress.com/2015/08/15

১৫৮.cv, 3

১৫৯.cv, 3

১৬০.ডা. ফজলুররহমান, cv, 3, পৃ. ১১

১৬১. হাসান বিন সাবিত (মৃত্যুঃ ৬৭৪) ছিলেনএকজনআরবকবিএবংএকজনসাহাবা। তিনিইয়াসরিবে (মদিনা) জন্মগ্রহণকরেন এবংব বনুখাজরাজ গোত্রেরসদস্য ছিলেন। ইসলামেরঐতিহ্যগতইতিহাসঅনুসারেতিনিছিলেনমুহাম্মদের (সা.) সভাকবি। তিনিবহুলপ্রচারিতনাতÔAvm-meûev ‘wgbZv jvÔAwZwnÕ এর মূলরচয়িতা।

১৬২.Najib Ullah, *Islamic Literature*, A Washington Square Press Book, 1963, P. 32

১৬৩. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), Igi ˆLqv‡gi iæevBqvZ :mwdKve¨ HwZ‡n¨i Awe‡”Q`¨ Ask, পৃ. ২৮

১৬৪. কাব বিন যুহাইরكعب بن زهير (মৃত্যুঃ ৬৬২) ছিলেনসপ্তমশতাব্দীরএকজনআরবকবি। তিনিইসলামেরনবিমুহাম্মদের (সা.) সমকালীনছিলেন। তিনিনবিমুহাম্মদের (সা.) প্রশংসায়রচিতবিখ্যাতকাসিদাবানাতসু'য়াদ (প্রথমআরবিনাত) এর লেখক।

১৬৫. https://ar.wikipedia.org/wiki/(كعب_بن_زهير)_قصيدة_البردة

১৬৬. ইমামশরফুদ্দীনইবনেসাইদ আলবুসায়রি ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ মিশরেরবানিসুরেফগভর্নোরেট এ জন্মগ্রহণকরেন। মুসলিমকবিআলবুসায়রিছিলেন শেখআব্দুলআব্বাসআলমুরসিরশিষ্য। নবিমুহাম্মদের (সা.) প্রশংসায়রচিততাঁরনাতধর্মীরচনাকাসিদায়েবুরদা, বিশ্বেরঅন্যতমজনপ্রিয়কবিতা। তিনি ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দেমিশরেরআলেক্সান্দ্রিয়ায়মৃত্যুবরণকরেন।

১৬৭. http://www.skdeendunia.com/?=2116

১৬৮. কাজীনজরুলইসলাম (২৫ মে ১৮৯৯-২৯ আগস্ট ১৯৭৬) বিংশশতাব্দীরঅন্যতমঅগ্রণীবাঙালিকবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক।তিনিবাংলাদেশেরজাতীয়কবি। বিদ্রোহীকবিহিসেবেওতাঁরখ্যাতিরয়েছে। তাঁররচনাসমূহমানুষেরজীবনে প্রেরণা যোগায়। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখাএবংসাংবাদিকতাকরলেওতিনিমূলতকবিহিসেবেইখ্যাতিমান। তাঁরইসলামি সঙ্গীত তথাবাংলাগজলবাংলাকাব্যসাহিত্যে এক নতুনযুগেরসূচনাকরে। নজরুলপ্রায়তিনহাজারগানরচনাএবংসুরকরেছেন। সঙ্গত কারণেইতাঁরকবিতারবিশাল অংশ জুড়েরয়েছেইসলাম প্রসঙ্গ। নজরুলতাঁরপ্রথমকাব্যগ্রন্থ 'AwMexYv' দিয়েইবাংলাসাহিত্যে স্থায়ীআসনকরে নেন। এ কাব্যগ্রন্থেরঅর্ধেককবিতায়ছিলইসলামিকবিতা। এগুলোরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–'রণভেরী', 'খেয়াপাড়েরতরুণী', 'মোহররম', 'কোরবানী', 'শাত-ইল-আরব', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার'প্রভৃতিকবিতা। এছাড়াও'বিষেরবাঁশী', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম', 'জিঞ্জির', 'ইদ-মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবিআয়', 'চিরঞ্জীবজগলুল', 'খালেদ', 'ওমরফারুক', 'সুবহেসাদেক', 'আমানুল্লাহ'এবংহজরতরাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবননির্ভরবিখ্যাতকাব্যগ্রন্থ 'মরু-ভাস্কর' ও 'নবযুগ'সহবিভিন্নপত্র-পত্রিকা। এ কাব্যগ্রন্থসমূহে আরওঅনেক উজ্জ্বল কবিতারয়েছেযাইসলামিঐতিহ্য, ভাব ও ইসলামিজাগরণমূলকএবংআল্লাহ ও রাসুল ভক্তি নির্ভর।

১৬৯. https://sunniaaqida.wordpress.com/2012/04/02

১৭০. মোস্তাকআহমাদ, ÿ' Iqvb-B-nwdR, পৃ. ২২

১৭১.cÖ¸ ³, পৃ. ১৬৫, ১৬৬

১৭২. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১৭৩. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত), BmjvgxmsMxZ, মাম্মী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৫

১৭৪. cÖ¸ ³, পৃ. ৪৬

১৭৫.ফররুখআহমদ (জন্মঃ ১০ জুন ১৯১৮-১৯ অক্টোবর ১৯৭৪) একজনপ্রখ্যাতবাংলাদেশীকবি। তিনিবাংলাসাহিত্যেরএকজন মৌলিকপ্রতিভাধর ও স্বভাবকবিছিলেন। এই বাঙালিকবি'মুসলিম রেনেসাঁরকবি'হিসেবেপরিচিতিলাভকরেছিলেন।
তাঁরকবিতায়বাংলারঅধঃপতিতমুসলিমসমাজেরপুনর্জাগরণেরঅণুপ্রেরণাপ্রকাশ পেয়েছে। বিংশশতাব্দীর এই কবিইসলামিভাবধারারবাহকহলেওতাঁরকবিতাপ্রকরণকৌশল, শব্দচয়নএবংবাকপ্রতিমারঅনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিকতারসকললক্ষণতাঁরকবিতায়পরিব্যাপ্ত। তাঁরকবিতায় রোমান্টিকতা থেকে আধুনিকতায়উত্তরণেরধারাবাহিকতাপরিস্ফুট। রাসুল(সা.) বন্দনায়তাঁরকবিতাওঅবিস্মরণীয়।

১৭৬. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১৭৭. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত),cÖ¸ ³,পৃ. ৫৩

১৭৮. হাছনরাজা (২১ ডিসেম্বর ১৮৫৪ খ্রি.-৬ ডিসেম্বর ১৯২২ খ্রি.) বাংলাদেশেরএকজনমরমিকবিএবংবাউলশিল্পী। তারপ্রকৃত নাম দেওয়ানহাছনরাজা। মরমিসাধনাবাংলাদেশে দর্শনচেতনার সাথে সঙ্গীতের এক অসামান্য সংযোগঘটিয়েছে। অধিকাংশবিশেষজ্ঞেরমতেলালনশাহ এর প্রধানপথিকৃৎ। তবে দর্শনচেতনারনিরিখেলালনের পর যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামটিআসেতাহাছনরাজার। তাঁরকবিতা ও গানেরাসুল(সা.) বন্দনাফুটে উঠেছে।

১৭৯. মোস্তাকআহমাদ, ÿ' Iqvb-B-nwdR, পৃ. ২১০

১৮০. লালনশাহ্ (১৭ অক্টেবর ১৭৭৪ খ্রি.-১৭ অক্টেবর ১৮৯০ খ্রি.) ছিলেনবহুমুখীপ্রতিভারঅধিকারীএকজনবাঙালি। তিনিএকাধারেএকজনআধ্যাত্মিকবাউলসাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারকএবং দার্শনিক। তিনিঅসংখ্য গানেরগীতিকার, সুরকার ও গায়কছিলেন। লালন কে বাউলগানেরঅগ্রদূতদেরঅন্যতমএকজনহিসেবেবিবেচনাকরাহয়এবংবাউল-সম্রাটহিসেবেআখ্যায়িতকরাহয়ে থাকে। রাসুল(সা.) বন্দনায়তাররচিতনাতসমূহ জগতে প্রসিদ্ধি লাভকরেছে।

১৮১. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১৮২. মোস্তাকআহমাদ, w‘ Iqvb-B-nwdR, পৃ. ৩০৬ ও ৩০৭

১৮৩. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত),cv, 3,পৃ. ৫৪

১৮৪. কবিরূহুলআমীনখান : বাংলাদেশেরআলেমসমাজেরমধ্যে বর্তমানেযারাসাহিত্য সাংবাদিকতায়, ইসলামিশিক্ষারউন্নয়নতৎপরতায়, তাবলীগপ্রচারণায়এবংপুস্তকরচনাসম্পাদনারপ্রথমসারিতেঅবস্থানকরছেন, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বহুমুখীপ্রতিভারঅধিকারীকবিআলহাজমাওলানারূহুলআমীনখান। তিনিপটুয়াখালী জেলারমির্জাপুর থানাধীন চৈতীগ্রামে ১৯৪২ সালের ১২ জুনজন্মগ্রহণকরেন। পিরপরিবারের এ কৃতিসন্তানএকাধারে বক্তা, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছড়াকার, কবি, স্বার্থকঅনুবাদক ও ভাষ্যকার। আলেমেদ্বীনবিশিষ্টইসলামিচিন্তাবিদ কবিরূহুলআমীনখানরাসুল (সা.) সম্পর্কে অসংখ্য গজলরচনাকরেছেন।

১৮৫. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত),cv, 3,পৃ. ৫৫

১৮৬.আবদুললতিফ (১৯২৫ খ্রি.-২০০৫ খ্রি.) একজনখ্যাতনামাবাংলাদেশীগীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। তিনি ১৯৫২ সালেভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেরচিতআবদুলগাফফার চৌধুরীরকবিতাআমারভাইয়ের রক্তে রাঙানো এর প্রথমসুরকার। পরবর্তীকালেতিনিনিজেওভাষা আন্দোলনেরউপরঅসংখ্য গানরচনাকরেছেন, তন্মেধ্যে IivAvgvig‡LifvIvKvBowb‡ZPvq, Awg ‘vg w‘‡qwK‡bwQevsjvইত্যাদি সবিশেষজনপ্রিয়। এছাড়াতিনিমহানবিহজরতমুহাম্মদের (সা.)বন্দনাগীতিও গেয়েছেন। এদেশের সঙ্গীতে অসাধারণঅবদানের জন্য ২০০২ সালে দেশের“সর্বোচ্চ বেসামরিকপুরস্কার”হিসেবেপরিচিত “স্বাধীনতাপুরস্কার”প্রদানকরাহয়তাঁকে।

১৮৭. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত),cv, 3,পৃ. ৫৭

১৮৮. ফিলিপলার্কিন (৯ আগস্ট ১৯২২ খ্রি.-২ ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রি.) একজনখ্যাতিমানইংরেজকবি। দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালেআধুনিকইংরেজিকবিতায়তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যুক্তরাজ্যের সবচেয়েজনপ্রিয়কবিদেরঅন্যতম। জীবনের শেষ ত্রিশবছরতিনিহাল্‌বিশ্ববিদ্যালয়েগ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালনকরেন। তিনিসুফিসাহিত্যেরপ্রভাবেপ্রভাবিতহয়েদ্বীনেরনবিমুহাম্মদের (সা.) বন্দনায়মুখরহয়েছেন।

১৮৯. Hadland David, *The Persian Mystic Jalaluddin Rumi,* S H Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, 1976, p. ২৪/ শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv, 3, পৃ. ৮

১৯০. গ্যোটে (২৮ আগস্ট ১৭৪৯ খ্রি.-২২ মার্চ ১৮৩২ খ্রি.) ছিলেনএকজনজার্মানকবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কূটনীতিবিদও প্রশাসনিক। তাঁরপুরোনামইয়োহানভল্ফগাংফন গ্যোটে। তাঁরসাহিত্যকর্মেরমধ্যে রয়েছেচারটিউপন্যাস, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য, গদ্য ও গদ্য কাব্য, নাটক, স্মৃতিকথা, একটিআত্মজীবনী, সাহিত্যিক ও নন্দনতাত্ত্বিকসমালোচনাএবংউদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও রং বিষয়করচনা। এর

পাশাপাশিরয়েছেঅসংখ্য সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক খণ্ড রচনা, দশ সহস্রাধিকচিঠিএবংপ্রায়তিনহাজারচিত্রকর্ম। তাঁকেআধুনিকযুগের সর্বশ্রেষ্ঠজার্মানসাহিত্যিকবিবেচনাকরা হয়। গ্যোটের এই বর্ণাঢ্য সাহিত্যকর্মেরমধ্যে রাসুল(সা.) বন্দনাএকটিবিশেষ স্থান দখলকরেআছে।

১৯১. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১৯২. মনিরউদ্দীনইউসুফ, রুমীরমসনবী, স্টুডেন্টওয়েজ, চতুর্থ মুদ্রণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১২৪, ১২৫ ও ১২৬

১৯৩. ইউনুসএমরে (জন্ম: ১২৩৮-মৃত্যু: ১৩২০) ছিলেনএকজনতুর্কি সুফিআধ্যাত্মবাদীকবিযিনিআনাতোলিয়ারসংস্কৃতিকেব্যাপকভাবেপ্রভাবিতকরেন। তিনিপ্রাচীনআনাতোলিয়তুর্কি ভাষায়তাঁর লেখালিখেছেন, যাআধুনিকতুর্কি ভাষারপ্রারম্ভিক পর্যায়হিসেবেপরিগণিত হয়। ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনে ১৯৯১ সালকেএমরে বর্ষ হিসেবে ঘোষণাকরেসর্বসম্মতিক্রমে একটিপ্রস্তাবপাসকরা হয়। তিনিবিশ্বসাহিত্যেররাসুল(সা.) বন্দনাকারীকবিদেরঅন্যতম।

১৯৪.http://www.skdeendunia.com/?p=2116

১৯৫.খুশলখানখাট্টাক (১৬১৩ খ্রি.-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৮৯ খ্রি.) ছিলেনএকজনপশতুকবি, যোদ্ধা, পণ্ডিতএবংখাট্টাকপশতুনআদিবাসীরপ্রধান। তিনিখুশহালবাবানামেওপরিচিত। তিনিতাঁরকবিতারমাধ্যমে পশতুনজাতীয়তাবাদে মুঘল সাম্রাজ্যেরবিরুদ্ধে বিদ্রোহকরতেউৎসাহিতকরেন। খুশলেরপশতুভাষায়অনেকরচনারয়েছে, তবেফারসিতেওতাঁরকিছুরচনাপাওয়াযায়। খুশলকেপশতুসাহিত্যেরজনকহিসেবে গণ্য করা হয় এবংতিনিআফগানিস্থানেরজাতীয়কবি। রাসুল(সা.) বন্দনাতারকবিতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলকরেআছে।

১৯৬. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ফারসিসাহিত্যে রাসুল (সা.) প্রশস্তি

dvi wmmvwn‡Z¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফারসিসাহিত্যে সুফিবাদীচিন্তা-দর্শনের বহিঃপ্রকাশেকুরআনেকারিম, হাদিসে নববি, ইসলামিঐতিহ্য, তাকওয়া ও পরহেজগারি, নৈতিকতা ও আত্মিকপরিশুদ্ধি, মানবিকসমস্যাএবংপ্রকৃত হকেররহস্যেরসন্ধানপ্রভৃতিবিষয়অধিকপ্রাধান্য লাভকরেছে।আর এ কারণেবিশ্বমানবতার মুক্তির দূতমহানবির (সা.) প্রশংসায়কবিতারচনায়ফারসি-ভাষীমুসলমানদেরঅবদানবিশ্বসাহিত্যে অনস্বীকার্য।ফারসিকাব্যসাহিত্য জগতে যাঁরাই উজ্জ্বল নক্ষত্রহিসাবে উদ্ভাসিতহয়েছেনতাঁদেরঅধিকাংশইছিলেনরাসুলপ্রেমেমাতোয়ারা। রাসুলে খোদারশান, মর্যাদা, জীবনচরিত ও সামগ্রিককাজকর্ম অর্থাৎরাসুল(সা.) বন্দনা যে সমস্তফারসিকবিরকাব্যসাহিত্যে অধিকমাত্রায় স্থান পেয়েছেতাঁরাহলেনআবুলকাসেম ফেরদৌসি (৯৪১-১০২৫ খ্রি.), জালালুদ্দিনরুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), শেখসাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.), ফরিদুদ্দিনআত্তার (১১৪৫-১২২০ খ্রি.), হাফিজশিরাজি (১৩১৫-১৩৮৯ খ্রি.), আব্দুলকাদেরজিলানি (১০৭৮-১১৬৬ খ্রি.), আব্দুররহমানজামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩২ খ্রি.), নেজামিগানজুভি (১১৪১-১২০৯ খ্রি.), সানায়িগাজনাভি (১০৮০-১১৩১ খ্রি.), আল্লামাইকবাল(১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.), খাকানিশিরওয়ানি (১১২১/১১২২-১১৯০ খ্রি.), মালেকুশ শোয়ারাবাহার (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রি.), রোকনুদ্দিনআওহেদি (১২৭১-১৩৩৪ খ্রি.)প্রমুখ। এক্ষেত্রেবিশ্ববরেণ্য কবি ও পরিব্রাজক শেখসাদিরনামসবচেয়ে উজ্জ্বলতর।নিম্নে শেখসাদি ব্যতীতরাসুল(সা.) বন্দনাকারীফারসিসাহিত্যেরঅন্যান্য কবিদেরসম্পর্কে সংক্ষিপ্তআলোচনা ও তাদেররাসুল(সা.) প্রশস্তিমূলককাব্যগুলোসম্পর্কে আলোকপাতকরাহলো।

AvejKv‡mg †di‡`Šmi iPbvq ivmj (mv.) ckw¯Í

ফেরদৌসিইরানেরজাতীয় কবি।[১]তিনিবিখ্যাতমহাকাব্য kvnbvgvi[২] রচয়িতা। তাঁরপূর্ণ নাম‘হাকিমআবুলকাসেমমানসুর বিন হাসান ফেরদৌসিতুসি’। ফেরদৌসিতাঁর ছদ্মনাম, উপনামআবুলকাসেমএবংপ্রকৃত নামমানসুর বিন হাসান। তিনিivhvbঅথবাkv‘veনামকগ্রামেজন্মগ্রহণকরেন। তাঁর জন্ম তারিখসঠিকভাবেজানাযায়না। তবেkvnbvgvi পঙ্‌ক্তিসমূহ বিশ্লেষণেরমাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দেকিংবা ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দেতুসেজন্মগ্রহণ করেন[৩] এবং ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয়জন্মভূমিতুসনগরীতেই শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ করেন।[৪]

ইরানেরজাতীয়মহাকাব্য রচয়িতাবিখ্যাত এই কবিতাঁর যৌবনেইপ্রচীনইরানেরবীরত্বসূচকগল্পগুলোধারাবাহিকভাবে পদ্য আকারেরচনাকরেন। দাকিকি যে kvnbvgvরচনাশুরুকরেছিলেনকিন্তু শেষ করার পূর্বেইঘাতক কর্তৃক নিহতহন, তাঁরমৃত্যুর পর ফেরদৌসিতাঁরঅসম্পূর্ণ কাজসম্পন্নকরতে উদ্যোগীহনএবং ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দেআবুমনসুরেরkvnbvgvকাব্যরূপদিতেপ্রচেষ্টা চালান[৫]এরই ফলস্রুতিতে৩০ বছরঅক্লান্তপরিশ্রমেরমধ্য দিয়ে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দেগ্রন্থটিসমাপ্তিকরণেরমাধ্যমে তিনি গোটাপারস্যকে নতুনজীবন দানকরেন। কেননাতিনিনিজেইবলেছেন–

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردمبدینپارسی[৬]

বাংলাউচ্চারণ : বাসিরানজ বোরদাম দার ইন সলেসি

আজাম যেন্দে কারদাম বেদিনপরসি

অর্থাৎ, বহুকষ্টসহ্য করেছি এই ত্রিশবছরে

ইরানজিন্দা করেছিফারসির এই অমরকীর্তি গড়ে।

মূলতপাহলভিভাষার সাথে সাথে ইরানিদেরইতিহাসযখনকালেরগর্ভে বিলীনহয়েযাচ্ছিল, ঠিকতখনইইরানেরপ্রাচীনইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথার স্বার্থকরূপকারমহাকবি ফেরদৌসিতাঁরবিশ্ববিখ্যাতকব্যগ্রন্থ kvnbvgvরচনারমাধ্যমে ইরানিদেরজাতিসত্তা ও মৃতপ্রায়ফারসিভাষারমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষণকরেছেন। এ প্রসঙ্গে *The Machmillan Family Encyclopaedia*তে বলাহয়েছে, "Ferdowsi is considered one of the greatest Persian poets and he is the author of the Iranian national epic the Shahnama."[৭]

ফেরদৌসিমহানআল্লাহতাআলারনামেতাঁরমহাকাব্য kvnbvgvi সূচনাকরেন। এরপরবিশ্বনবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) ও আসহাবেরাসুলের (সা.)প্রশংসা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব, মানুষ ও মহাবিশ্বেরসৃষ্টিরহস্য, kvnbvgvরচনার প্রেক্ষাপটএবংইরানেরপঞ্চাশজনবাদশাহর গৌরবময়ইতিহাসপ্রভৃতিবিষয়ধারাবাহিকভাবেতুলে ধরেন।[৮]kvnbvgvমহাকাব্যেরশুরুতেইমহানআল্লাহতাআলারপ্রশংসায় ফেরদৌসিবলেন,

بنام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای[৯]

‘প্রাণ ও প্রজ্ঞারপ্রভুরনামেশুরুকরি,

কল্পনাঅতিক্রমকরতেপারেনাতাঁরনামেরসীমা।

প্রভুতিনিনামের, প্রভুতিনি স্থানের

তিনিইআহার্য দানকরেন, তিনিই দেখানপথ।’

রাসুলপ্রেমেমাতোয়ারাফেরদৌসিরাসুলের (সা.) প্রভাবেপ্রভাবিতহয়েতাঁরkvnbvgvq ব্যক্ত করেছেন–

তুমিআমাকেধর্মহীনঅসচ্চরিত্রবলেগালি দিয়েছ,

আমিপুরুষসিংহ, আমাকেতুমি সম্বোধনকরেছ মেষবলে।

অশ্লীলভাষাব্যবহারকরেতুমিআমায়বলেছ যে,

আমিনবি ও আলিরউপরসুপ্রাচীন ভক্তি অব্যাহত রেখেছি।

যারহৃদয়েআলিরপ্রতিএমনশত্রুতাবোধ গুপ্ত রয়েছে,

এই দুনিয়ায়তারচাইতেঅপমাণিতআর কে আছে?

মনে রেখো, আমি সেই দুইমহাপুরুষের দাসহয়েই থাকবো,

যতদিননাউত্থিত হয় প্রলয়-ঝঞ্ঝা,

আমিনবিরপরিবারবর্গের দাস,

আমিমাথায়তুলেনিই ওসী[১০]র পায়েরধূলি।

আমাকেতুমিভয় দেখিয়েবলেছো,–

তোমার দেহকেআমিহস্তীপদতলেপিষ্টকরব।

আমি তোমার এই ভীতিপ্রদর্শনকেতুচ্ছজ্ঞানকরি,

কারণ, আমারহৃদয়নবি ও আলিরভালোবাসায় সমুজ্জ্বল।

'ওহি' ও প্রেরণা-প্রাপ্তজনকিবলেছিলেন, তাশুনেরাখো,

সেইমহাপুরুষযিনিছিলেনআদেশ ও নিষেধেরপ্রভু;

শুনেরাখো, আদেশনিষেধের সেইমহাপ্রভুকিউচ্চারণকরেছিলেন–

তিনিবলেছিলেন, আমিজ্ঞানেরনগরী ও আলিতারসিংহদ্বার,

পয়গম্বরের এই বাণীনিঃসন্দেহে সত্য।

আমি এই সত্যবাণীরসাক্ষ্য দানকরছি,

বলতে গেলে, সে সত্যবাণীনিয়তআমার কর্ণে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিতহচ্ছে।

তোমারজ্ঞান, বুদ্ধি ও সঙ্কল্পযখন পথ পাবে,

তখনতুমিওঅনুসরণকরবেনবি ও আলির পথ।

যদি এই বিশ্বাসইআমারঅপরাধহয়ে থাকে,

তবে জেনেরাখো, এই আমার ধর্ম, রীতি ও বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসনিয়েইআমিজন্মগ্রহণকরেছি, এই বিশ্বাসেরউপরইআমিমরবো,

যদি আল্লাহতাকেসিংহাসনেবসিয়ে থাকেন,

তবেপরলোকে যে নবি ও আলিরয়েছেন, তাঁদেরইতা দান।

দুনিয়াযতদিন থাকবে ও তাতে অবস্থানকরবেননরপতিগণ,

আমারবাণীতাঁদেরকাছেপর্যন্তগিয়ে পৌঁছবে।

তাঁরাবলবেন, তুসনগরেরঅধিবাসীঅভিজাতফেরদৌসি

এই 'শাহনামা'মাহমুদেরনামেউৎসর্গ করেননি।

জেনেরাখো, নবি ও আলিরনামেইউৎসর্গ করেছি এই 'নামা'[১১]

বহু অর্থময়বাণীর মুক্তা আমি এতে গ্রথিত করেছি।[১২]

"পয়গম্বর (সা.) ও তাঁরবন্ধুগনেরপ্রশংসা"নামককবিতায়ফেরদৌসিরাসুল (সা.) ও ইসলামেরচারখলিফারগুণকীর্তনকরেছেন। যেমন–

তোমারজ্ঞান ও ধর্মকে করোকুসংস্কার থেকে মুক্ত,

মুক্তির পথ অন্বেষণকরাইহলো তোমারকাজ।

অধঃপতিতজীবন থেকে উঠে আসারযদি বাসনা থাকে

যদি বাসনা থাকেচিরদিনের দুঃখ থেকে রেহাইপাওয়ার,–

তবে তোমারপয়গম্বরের বাণীনিয়েকরো পথেরঅন্বেষণ–

হৃদয়েরঅন্ধকার গুহাসকলকেকরোতারআলোয়আলোকিত।

'ওহি' ও প্রেরণারপ্রভু–

আদেশ ও নিষেধেরবিধিকর্তাকি সুন্দরবলেছেন,–

সূর্যসদৃশ পয়গম্বরগণের পর কোনো চন্দ্রই

আবুবকরেরমতোএত দীপ্তিছড়ায়নিমানুষেরউপর।

ওমরইসলামকেকরেছেনপ্রকটিত দূর দূরান্তে–

এবংধরণিকেকরেছেন সজ্জিত বসন্তেরফুলবনেরমতো।

এঁদেরপরেনির্বাচিতহয়েছেনওসমান–

লজ্জার প্রতিমূর্তি ও ধর্মেরঅধিষ্ঠানভূমি।

চতুর্থ আলি–সংসার-বিরাগিনীফাতেমার স্বামী,

যাঁর গুণকীর্তনকরেছেনস্বয়ংরাসুলুল্লাহ।

"আমিজ্ঞানেরশহর ও আলিতারসিংহদ্বার"–

রাসুলের(সা.) এই বাণীসত্য ও সন্দেহাতীত।

আমিসাক্ষ্য দিচ্ছি, এই বাণীবহনকরেতাঁরচরিত্রের মর্ম,

এর ব্যাখ্যাপূর্ণ করেআমারশ্রবণদ্বয়।

উপযুক্ত সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণকরো তোমরাআলিকেএবংতাঁদেরকেও,

কারণ, এঁদেরইসাহায্যে ক্রমান্বয়ে শক্তিলাভ করেছে ধর্ম।

নবিবরসূর্য ও তাঁরসাহাবিগণচন্দ্রসদৃশ,

সবাইতাঁরাসরল পথেরসহযাত্রী।

আমিনবি-পরিবারের দাস,

আমিপ্রশংসাকীর্তনকারীআলিরপদধূলির।

অন্যকে অস্বীকারকরাআমারকাজনয়;

আমারবাণীসহজেইধাবিত হয় তাঁর পথে।

এই জগৎকেজ্ঞানকরো এক সমুদ্র বলে,

যেখানেগর্জনকরেফিরছেপ্রবলঝঞ্ঝা ও ক্রুদ্ধ ঊর্মিদল;

যেখানেসত্তরটিঅর্ণবযানঅনুকূলহাওয়ায়

তুলে দিয়েছেতাদেরপ্রসারিতবাদবান।

তারমধ্যে একটিজলযান সজ্জিত কনের বেশে,

রাজহংসেরগতিতেএগিয়েচলেছেসামনেরদিকে।

তারমধ্যে রয়েছেনমুহাম্মদ ও আলি

এবংনবি ও আলি-পরিবারেরসকলে।

দূরে দাঁড়িয়েজ্ঞানীজন দেখতে পায়–

এই সমুদ্র অসীম–তারতটরেখাঅদৃশ্য।

তারাবুঝতেপারেউত্তাল তরঙ্গ যখনহানবেতারঅভিঘাত,

তখনহয়তো নিমজ্জন থেকে কেউইরক্ষাপাবেনা।

কিন্তু হৃদয়েরঅধিবাসযদি হয় নবি ও আলির সঙ্গে,

যদি নিমজ্জমান আমিসম্পূর্ণরূপেনির্ভরশীলহই

তাঁদেরসাহায্যেরউপর

তবেঅবশ্যইতাঁরাবাড়িয়েদিবেনআমারদিকেতাঁদেরহাত–

তাঁরাইমালিকসিংহাসন ও রাজকীয়ঝাণ্ডার।

তাঁরাসুপবিত্রসুরা, সুপেয়-জলরাশি ও সুধারঅধিকারী,

সঞ্জীবনীপানীয় ও অমৃতেরউৎসওতাঁরাই।

যদি থাকেঅন্তর্দৃষ্টিতবেআর সব পান্থশালা ছেড়ে–

বসবাসপ্রতিষ্ঠিতকরোনবি ও আলিরমধ্যে।

আমারপাপেরমার্জনাতাঁদের থেকেই আসবেবলেআমিবিশ্বাসকরি,

এই আমারইমান এই আমার ধর্ম।[১৩]

RvjvjwïbiæwgiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

বরেণ্য সুফিকবি ও আধ্যাত্মিকসাধক মৌলানাজালালুদ্দিনরুমিরআসলনাম মোহাম্মদ। উপাধিজালালউদ্দিন, পিতারনাম মোহাম্মদ সুলতানবাহাউদ্দিনওয়ালাদ। দার্শনিক এ মরমিকবিপারস্যের খোরাসানপ্রদেশেরবাল্খনগরীতে ৬ রবিউলআউয়াল ৬০৪ হিজরি মোতাবেক ৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্তমুসলিমআধ্যাত্মিকপরিবারেজন্মগ্রহণকরেনএবং ৫ জমাদিউস্সানি ৬৭২ হিজরি মোতাবেক ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দেকুনিয়ায়পরলোকগমনকরেনএবংতাঁকে সেখানেইসমাহিতকরা হয়।[১৪]বালখেরযশস্বী সুফিসাধকরুমিতাঁরপিতারকাছেইপ্রাথমিকশিক্ষালাভকরেন। জালালুদ্দিনেরবয়সযখনমাত্রপাঁচবছরকিংবাতিনবছর, ছয়বছর, আবারকারওমতেবারোবা তেরো বছর[১৫]তখন থেকেই তাঁরমধ্যে নানাপ্রকারেরআশ্চর্যজনক স্বভাব কেরামতপরিলক্ষিতহতো। তিনিপাঁচবছরবয়সেহজপালনকরেন। বারোবছরবয়সেরুমিরপিতাতাঁকেফরিদ উদ্দিনআত্তারের সাথে সাক্ষাৎকরানএবং এ

সময়তাপসশ্রেষ্ঠশায়খআত্তারশিশুজালালকেনিরীক্ষাকরেতাঁরপিতাকেবলেন, 'আপনার এই শিশুসন্তানেরপ্রতিসযত্ন দৃষ্টিরাখবেন, কালেএকজনকামেলপুরুষহবে সে'।[১৬]উনিশবছরবয়সেতিনিবিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। চব্বিশবছরবয়সেপিতারমৃত্যুর পর (১২৩১ খ্রি.) পিতারপূর্বতনশিষ্য, মহানসাধকসাইয়েদ বুরহানুদ্দিনমুহাক্কিকতিরমিযির (মৃ. ১২৩৯-৪০ খ্রি.) প্রত্যক্ষতত্ত্বাবধানেসুদীর্ঘ নয়বছর (১২৩২- ১২৩৯-৪০ খ্রি.) যাবৎশরিয়তমারেফাতবিষয়েশিক্ষালাভকরেনএবংআধ্যাত্মিকসাধনায়নিয়োজিত থাকেন।[১৭]পরবর্তীতেআলেপ্পোরহালাবিয়াএবংসিরিয়ার দামেশক থেকে তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, কালাম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও তর্কশাস্ত্রসহযুগোপযোগীঅন্যান্য বিষয়াবলিরউপরবিশেষব্যুৎপত্তিঅর্জনকরেনএবংসর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে ওঠেন।[১৮]ইবনেবতুতারভাষ্যমতেকর্মজীবনেরশুরুতেইরুমিইসলামেরবিধিবিধানবিষয়েশিক্ষা দিতেন। জালালুদ্দিনরুমিনিজেকেশরিয়তেরদিকনির্দেশনাপ্রদান, ওয়াজ-নসিহত ও পাঠদানেমশগুলরাখতেন। তাঁরছাত্র-শিষ্য ও মুরিদেরসংখ্যাছিলপ্রচুর। হাজারহাজারমুসলমানতাঁরকাছ থেকে জ্ঞানেরআলো ও উন্নতচরিত্রের দীক্ষালাভকরত। এমতাবস্থায় ৬৪২ হিজরিসনের ২৬ শে জমাদিউসসানি মোতাবেক ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে মৌলানাশামসতাবরিযির সাথে সাক্ষাৎলাভ করেন।[১৯] মৌলানারুমিরজীবনেআধ্যাত্মিকজগতেরপ্রাণপুরুষশামসতাবরিযি নব দিগন্তেরসূচনাকরেন। তাঁর জ্যোতির্ময়সুফিদর্শন তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েজালালুদ্দিনরুমিরজীবনেআমূলপরিবর্তন ঘটে। নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিটিই তারসাক্ষ্য বহনকরে।

مولوی هرگز نه شد مولائ روم

تا غلام شمس تبریزی نه شد[২০]

শামসতাবরিযির গোলামনাহওয়াপর্যন্ত মৌলভিকখনওরুমেরপ্রতিভূ হতেপারেনি।

জালালুদ্দিনরুমিমাত্রতিনবছর এই রহস্য পুরুষশামসের দুর্লভসাহচর্যে কাটানএবংসুফিতত্ত্বেরদিব্যজ্ঞানঅর্জনকরেন। কিন্তু এ তিনবছরেরসাহচর্যেইতিনি এক নতুনমানুষেপরিণতহন। শামসতাবরিযিরুমিরজীবন থেকে হারিয়ে গেলেওতিনিসারাজীবনতাকে স্মরণকরেছেনআরতারইফলস্বরূপ এক বিশালায়তনঅমরকাব্য w' Iqv‡bkvgmZvewiwhawi' Iqv‡bKwe i রচনাকরেন। আরএভাবেইশামসেরশাহাদাত এক মহানকাব্যের জন্ম দিয়েছেএবং এ মহানকাব্য শামসকেইতিহাসেঅমরত্বেরঅধিকারী করেছে।[২১]শামসেরবিরহ-বিচ্ছেদে রুমি ভক্তি প্রেমেঅনুপ্রাণিতহয়ে এক মহা শক্তিশালী

রোমান্টিকগীতিকবিরভূমিকায়অবতীর্ণ হন। এই বিখ্যাতআরেফ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা, উচ্চ চিন্তাধারা, সহজ-সরল বর্ণনাভঙ্গি এবংমানবীয়চরিত্রেরপ্রতিবিশেষমনোযোগ দেওয়ায়তিনিপ্রসিদ্ধ মানবতাবাদীকবিহিসেবেপরিগণিত হন।[২২]রুমিএকইসাথে একজনকবি, দার্শনিক, অতীন্দ্রিয়বাদী, বুদ্ধিজীবী ও মৌলভিসুফিঘরানার প্রতিষ্ঠাতা।[২৩]তাঁরকবিতাসমগ্র দুইভাগে বিভক্ত: প্রথমতgvmbwf‡qgvbwfআরদ্বিতীয়তহলোMvhwjqvZ I iæevBqvZযাদিওয়ানেকাবিরতথাদিওয়ানেশামসতাবরিযি-তে সন্নিবেশিত রয়েছে।[২৪]বিশ্ববিখ্যাতgmbweগ্রন্থের লেখকমৌলানারুমিরসাহিত্য সাধনানানানউৎকর্ষে ভরপুর। কল্পনার মৌলিকতা, বৈচিত্র্য, সম্ভব, পরিমিতিবোধ, পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছতাসাবলীলআকর্ষণঅনুভূতি ও চিন্তারগভীরতাছিলতাঁররচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য।[২৫]আধ্যাত্মিকবিষয়বস্তুতেনবধারাসৃষ্টিতাঁররচনাশৈলীরএকটিঅন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিঃসন্দেহে মৌলানারবিশ্বব্যাপীখ্যাতি ও পরিচিতির মূলে রয়েছেতাঁর শ্রেষ্ঠgmbweকাব্যগ্রন্থ। ‘gmbwe’খ্রিষ্টীয়ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীরফারসি-সাহিত্যেরএকটিমহাবৈপ্লবিকগ্রন্থ। জালালুদ্দিনেরসুদীর্ঘ পঞ্চাশহাজারেরওঅধিকচরণবিশিষ্ট এই বিশালাকারকাব্যখানিছয়টিঅসমান খণ্ডে বিভক্ত।[২৬]তবে পঙ্‌ক্তি সংখ্যানিয়েমতভেদ রয়েছে। যেমন- যাবিহুল্লাহসাফারমতেতাঁরমসনবিগ্রন্থে ২৬০০০ পঙ্‌ক্তি রয়েছে। তাওফিকহা. সুবহানীরমতে ২৬০৩২টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে।[২৭] এতে সুফিমতবাদেরসাধনপ্রণালীব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তদ্বারাচমৎকারভাবে উপস্থাপিতহয়েছে। এছাড়াতাঁরউল্লেখযোগ্য রচনাবলিহচ্ছেiæevBqvZ, wd‡ngwdn, gvKwZe, gvIqv‡hgvRwj‡m Lvgmv।[২৮]পঞ্চদশশতাব্দীর স্বনামখ্যাতসুফি ও আশেকেরাসুল(সা.) কবিআব্দুররহমানজামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.) বলেন :

مثنوی مولوی معنوی

هست قرآن درزبان پهلوی

বাংলাউচ্চারণ : ‘মাসনাভিয়েমানাভিয়েমাওলাভি

হাস্তকুরআন দার যাবানেপাহলাভি’

অর্থাৎ, মৌলভির (রুমির) মসনবি সে তো তত্ত্বে ভরা

ফারসিভাষায়আল-কুরআনেরভাষ্য করা[২৯]

রাসুল (সা.) সম্পর্কে জালালুদ্দিনরুমিবলেন :

کار مردان روشنیو گرمی است

کار دونان حیلهو بیشرمی است

شیرپشمین از برایکدکنند

بو مسیلم را لقب احمد کنند

بو مسیلم را لقب کذاب ماند

مر محمد را اولو الالباب ماند[৩০]

বাংলাউচ্চারণ : কারেমরদাঁ রোশনি ও গরমিয়স্ত

কারে দূনাহিলা ও বেশরমিয়স্ত।

শেরেপশমিআযবরায়েকদকোনান্দ

বুমূসায়লাম রা লাগাবেআহমাদ কোনান্দ।

বুমুসায়লাম রা লাগাবেকাযযাযমান্দ,

মরমুহাম্মদ রা উলুলআলবাবমান্দ।

অর্থ :প্রকৃত পুরুষেরকর্মে রয়েছেহৃদয়েরউত্তাপও জ্যোতিরবিচ্ছুরণ,

মন্দ লোকেরকর্মে আছেপ্রতারণাও লজ্জাকর ব্যাপার।

ব্যাঘ্রচর্মে সজ্জিত হয়েসংসার-বিরাগীর

সাজপরে যে-প্রতারক–

সেইমুসায়লামনিজেকেপ্রচারকরেআহমদ বলে;

কিন্তু (তবুও) মুসায়লামারউপাধিমিথ্যাবাদী,

আরমুহাম্মদ (সা.) জ্ঞানীবলে পরিচিত।[৩১]

অর্থাৎ, আল্লাহররাসুলই(সা.) মানবজাতিরএকমাত্রআধ্যাত্মিক গুরু; তাঁরইপ্রদর্শিত পথ জ্ঞানেরপথ–জীবনের পথ। আরএকারণেইরুমিরূপকাশ্রয়েবিশ্বের শ্রেষ্ঠমানবমহানবিকে (সা.) অনুসরণেরকথাবলেছেনএভাবে–

تو درآید سایه آن عاقل

کس نتابد برد از راه نه دل[৩২]

বাংলাউচ্চারণ : তু দরায়দ সায়ায়েআঁআকিলে

কস নতাবদ বুরদ আয রহ নাদিলে।

অর্থ :তুমি সেইজ্ঞানীরছায়ায় অবস্থানকরো,

যাকে কেউই পথ হতেহটিয়েদিতেপারে না।[৩৩]

সেইজ্ঞানীএমন–

زانکه او هر خار را گلشن کند

دید هر کور را روشن کند

ظل او اندر زمین چون کوه قاف

روح او سیمرغ بس عالی طواف[৩৪]

বাংলাউচ্চারণ : যাঁকে ঊ হরখার রা গুলশনকুনদ

দিদয়েহর কোর রা রওশনকুনদ।

যিল্লে ঊ আন্দরযমিঁচুঁ কোহকাফ,

রূহে ঊ সিমুরগবসআলতিওয়াফ।

অর্থ :যাঁর স্পর্শ কন্টককে গোলাপবনেপরিণতকরে

যাঁর দৃষ্টি অন্ধকে করেআলো দান;

যাঁরছায়াপৃথিবীরউপরপড়েককেসাসপর্বতের মতো,

যাঁরআত্মাঊর্ধ্বাকাশেরকপাখিরমতোবিচরণ করে।[৩৫]

স্পষ্টতঃকবির এই স্তবকরাসুলের (সা.) উদ্দেশ্যে; আরতাঁর দৃষ্ট 'গোলাপবন', 'ককেসাসপর্বত'প্রভৃতিউপমারআশ্রয়েরাসুল (সা.) রচিতইসলামিমিল্লাতবাসমাজেরপ্রতি ইঙ্গিত করাহয়েছে।

প্রকৃতপক্ষেইসলাম গুরুবাদ সমর্থনকরেননা। মৌলানার উপরোক্ত কথাগুলোতেতারইপ্রতিধ্বনি শোনাযাচ্ছে। কবিএখানেভণ্ড গুরুরপ্রতারণারজাল থেকে সাধরণমানুষকেসাবধানকরেছেন।

কবিবলেন, মানুষেরঅন্তর্নিহিতকুপ্রবৃত্তিগুলিনরকেরঅনুরুপ।সেখানেপ্রত্যহহাজারহাজার ফেরআউনের জন্ম হচ্ছে, ও তাতে ফেরআউন ও তারঅনুচররাএকদিন নিমজ্জিত হবে। তাইমানুষেরউচিত....

در خداي موسي و موسيگريز

آب ايمان را ز فرعوني مريز

هست را اندر احد و احمد بزن

اي برادروا ره از بوجهل تن[৩৬]

বাংলাউচ্চারণ : দরখুদায়েমুসা ও মুসা গুরেয

আবেঈঁমারা যে ফেরআউনেমারেয।

দস্তরা আন্দরআহাদ আহমদ বিযন,

আয় বেরাদরওয়া রা আযবুজেহ লেতন!

অর্থ :আল্লাহ ও মুসারদিকে তোমরাপ্রত্যাবর্তনকরো,

বিশ্বাসেরজলধারাকে ফেরআউনের

(উষরতার) মধ্যেবিলীনকরেদিয়োনা।

তোমারহাতকেআল্লাহ ও আহমদ দ্বারা

বলীয়ানকরেআঘাতকরো,

দেহরূপীআবুজেহেলকেতখনইতুমিনিধনকরতে পারবে।[৩৭]

ইসলামেরপরিভাষায়প্রচলিত'নফস'বাকুপ্রবৃত্তির প্রসঙ্গ আগাগোড়াইকুরআন ও হাদিসশাস্ত্র প্রসূত।তাইকবিএখানেপ্রবৃত্তির সঙ্গে মোকাবিলাকরার জন্য কুরআন ও রাসুলকেই(সা.)একমাত্রসহায়রূপেউল্লেখকরেছেন।

گر به صورت آدمی انسان بدی

احمد و بو جهل خود يكسان بدی[৩৮]

احمد و بوجهل در بتخانه رفت

زين شدن تا آن شدن فرقيست زفت

اين در آيد سر نهند او را بتان

آن در آيد سر نهد چون امتان[৩৯]

বাংলাউচ্চারণ : গর বসূরতআদমিইনসাঁবুদে,

আহমদ ও বুজেহেল হম য়কসাঁবুদে।

আহমদ ও বুজেহেল দরবুতখানারাফত

যীশুদনতাআঁশুদনফরকিস্তযাফত।

ঈ দরায়দ সর নিহন্দ ঊ রা বুঁতা,

ঊ দরায়দ সর নিহদ চুঁ আমতা।

অর্থ :যদি বাহ্যিকরূপইমনুষ্যত্বেরপরিচায়কহতো,

তবেআহমদ (সা.) ও আবুজেহেলেরমর্যাদা একই রকমহতো।

আহমদ (সা.) ও আবুজেহেল দুজনইমন্দিরেগিয়েছিলেন,

কিন্তু এই দুইযাওয়ারমধ্যে কত তফাৎ!

তিনি (আহমদ সা.) যখনমন্দিরে পা দিলেন

তখনমূর্তিগুলোতাঁরসামনেমাথাঅবনতকরল,

আর সে (আবুজেহেল) সেখানেনিজেকে

সোপানেরমতোঅবনতকরে দিয়েছিল।[৪০]

মৌলানারুমিহজরতআলির (রা.) মধ্যে রাসুলের (সা.) জ্যোতিকেইপ্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছেন। যেমন–

من غلام آن چراغچشم جو

كهچراغتروشنيپذرفت ازو[৪১]

বাংলাউচ্চারণ : মান গুলামেআঁ চেরাগে শম্মে খু

কে চেরাগাত রোশনিপযরফতঅযু

অর্থ :আমি তো সেই উজ্জ্বল শিখারূপীচরিত্রের দাস,

যে-শিখাহতেআপনি উজ্জ্বলতা আহরণকরেছেন।[৪২]

যে শিখাহতেহজরতআলি (রা.) উজ্জ্বলতা আহরণকরেছেন, সেইশিখা স্বয়ংরাসুলুল্লাহ (সা.)। স্বয়ংরাসুল (সা.) যেখানে স্বীয়চরিত্র ও আচরণকেকুরআনেরকষ্টিপাথরেযাচাইকরারকথা ঘোষণাকরেছেন, সেখানে গুরুবাদী ভক্তি ইসলামেরমূলআদর্শ হতে কত দূরেতাঅনুমানকরাএতটুকু দুরূহনয়।

بانگ او چونبانگاسرافیل شد

مرده را زینززندگیتحویل شد

چون دم رحمان بود کان از یمن

می‌رسدسوی محمد بی دهن

یاچوبوی احمد مرسل بود

کان به عاصی در شفاعتمی‌رسد[৪৩]

বাংলাউচ্চারণ : বংগে উু চোনবংগেইসরাফিল শুদ

মোরদে রা আয ইন যেন্দেগীতাহভিল শুদ

চোন দামেরহমানবুওদ কানআযয়মন

মিরাসাদ সূয়ে মুহাম্মদ বি দাহান।

য়া চুঁবুয়েআহমদ মুরসলবুওদ

কানবে আসি দার শাফাআতমিরাসাদ

অর্থ :এই ধ্বনিইসরাফিলের শিঙ্গাধ্বনির মতো

মৃতযাহতেজীবনপ্রাপ্ত হয়।

অথবাতাকরুণাময়ের অ-মুখনিঃসৃতডাক

য়মনেরদিকহতেযামুহাম্মদের (সা.) কাছেএসে পৌঁছাত।

অথবাতা যেন প্রেরিতআহমদের (সা.) দেহের সৌরভ

যাকরুণারূপেপাপীরনিকটবর্তীহবে।[৪৪]

রুমিতাঁর'Avgi wVKKi‡Zcwib' কবিতায়রাসুলের (সা.)সৌন্দর্যেরবর্ণনা দিয়েছেনএভাবে–

তোমারমতো সুন্দর কেউ না

তোমারমুখ, তোমার চোখ, তোমারউপস্থিতি।

আমরাঠিককরতেপারিনাকিবেশিভালোবাসি,

তোমারলাবণ্য কিংবা তোমার দয়া।

আমারহৃদয়েঅনেকবন্ধননিয়ে তোমারকাছেআসি,

যাদুকরের দড়িরমতো।

তুমি একসঙ্গে সব খুলে ফেলো।

আমি দেখি ঈশ্বরের গৌরব

আরশিক্ষকেরশিল্প।[৪৫]

রুমির'Avgi wmh'নামককবিতায়ওরাসুলের(সা.) নামেরউল্লেখরয়েছে।

মোহাম্মদেরনাম

তাঁরচারবন্ধুর সঙ্গে বলি,

আবুবকর, ওমর, উসমানএবংআলি।

এ সবইআমাদেরনাম

আমরা দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করেছি।[৪৬]

মৌলানারুমিরাসুলকে (সা.) ভালোবেসেতাঁকেঅনুসরণেরসুফলসম্পর্কে বলেন–

সাধকেরছায়াতলে থাকো

সূর্যেরতীব্র আলোয়তুমিহবে প্রজ্জ্বলিত।

থাকোতাদেরতত্ত্বাবধানেআর সোহবতে

একদিনতুমিও সূর্যেরমতোছড়াবে আলো।[৪৭]

এব্যাপারেতিনিঅন্যত্রবলেন–

মহাকালেরশুরু থেকে ছিলভালোবাসা

আর থাকবেঅনাগতঅনিঃশেষকালব্যাপী

পুনরুত্থানেরদিন

প্রেমহীনহৃদয়

পার হতেপারবেনা পুলসিরাত।[৪৮]

তিনিআরওবলেন–

আমিভালোবাসি সেইআত্মাকে যে আমারআত্মাকে

রাখে সুস্থ, করেবিকশিত

ফলবানবৃক্ষআর উদ্যানেরমতো।

সে আমার ভেতর থেকে নিয়েআসেচিহ্ন

পৃথিবীকে দেখাতে।

পরে অন্য সময়ে

সে পরিচ্ছন্নকরেআমারউপলব্ধি

তারমতোনির্মল হতে।[৪৯]

তোমারমুখ দর্শনে আমাররাতহয়েযায়দিন,

তোমারসাথিহয়ে, বোকাওপরিণত হয় পরিচালকে,

অন্ধ তীর্থযাত্রীখুঁজেপায় পথ।

নিঃসন্দেহে এখনযে-কোনোরাতে, নেড়েযদি

ঘুমাতেযায়, সে জেগে উঠবেমাথাভরাচুল নিয়ে।[৫০]

রাসুলের (সা.) সৌন্দর্যেরবর্ণনায়রুমিবলেন–

গত রাতে

চাঁদেরমতো,

নাহলোনা;

সূর্যেরমতো,

তাওহলোনা;

আমারকল্পনারসীমাছাড়িয়ে,

সৌন্দর্যেরগভীরতাআমিকরতেপারিনিনির্ণয়–যাছিল সেখানে।[৫১]

রাসুলের (সা.) স্বভাব ও প্রকৃতিসম্পর্কে মৌলানারুমিবলেন–

তুমি এক সাধারণমানব,

তোমার এই সরলতা

সকলসৃষ্টির সেরা।

ক্ষতিকেপরাজিতকরো,

তোমারনিমগ্নতা গৌরবেরবিষয়

তোমারকথা, 'এখানকারসবইধুলা'

তোমারধুলাকেওঈর্ষাকরেফেরেশতারা।[৫২]

রাসুলের (সা.) আগমনসম্পর্কে রুমিবলেন–

এসেছেপ্রাণনাথ; প্রাণনাথ এসেছে

খুলে দাওদ্বার।

সে খোঁজকরছেহৃদয়

চলো দেখাইতাকে।

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলি,

‘তুমিকিকরতেএসেছশিকারআমাকে’!

সে হেসেবলে,

‘আমি তোআসিনিকরতেশিকার

নিতেচাই কেবলরক্ষার ভার’।[৫৩]

রাসুলের (সা.) হাদিসের আলোকেরচিতরুমিরকবিতাটিনিম্নরূপ:

من چگونه هوش دارم پیشو پس

چوننباشد نور یارمپیشو پس

বাংলাউচ্চারণ : মান চেগুনে হুশ দারমপিশ ও পাস

চোননবাশাদ নূরেয়ারমপিশ ও পাস

অর্থ :সামনে-পেছনেকিভাবেহুশজ্ঞানবহাল থাকবেআমার

যদি বন্ধুরনূরনা থাকেসামনে ও পেছনে আমার?[৫৪]

কবি প্রেমের পথে অগ্রসরহওয়ার জন্য পরম বন্ধুআল্লাহর দয়াদৃষ্টি ও রাসুলের(সা.) নূরের আশ্রয়কেঅত্যাবশ্যকবলেমনেকরেছেন। স্বয়ংনবিকরিম (সা.) এই নূরের জন্য দোয়াকরেছেনএবংতাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا، وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْنُوْرًا ،وَخَلْفِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا.

ইয়াআল্লাহ!আপনিআমারক্বলবে (অন্তঃকরণে) নূর (জ্যোতি) দানকরুন। আমার চোখেনূর দানকরুন। আমারকানেনূর দানকরুন।আমারডানেনূর দানকরুন।আমারবামেনূর দানকরুন। আমারউপরেনূর দানকরুন। আমারনিচেনূর দানকরুন। আমার সম্মুখেনূর দানকরুন। আমার পেছনেনূর দানকরুনএবংআমাকেবৃহত্তরনূর দান করুন।[৫৫]

জালালুদ্দিনরুমিতাঁর'মসনবিশরিফ'কাব্যগ্রন্থে আখেরিনবিহজরতমুহাম্মদকে (সা.) নিয়ে বেশকিছু পঙ্‌ক্তির অবতারণাকরেছেন। تعظیم نعت مصطفیعلیه السلام کهمذکور بود درانجیل(ইঞ্জিলকিতাবেবর্ণিতহজরত মোস্তাফার (আ.) প্রশংসারপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনের সুফল) শিরোনামে যেসকল পঙ্‌ক্তি গ্রন্থটিতে বিদ্যমানরয়েছেতানিম্নরূপ:

بود در انجیل نام مصطفی

آن سر پیغمبران ، بحر صفا

বাংলাউচ্চারণ : বুদ দার ইনজিলনামে মোস্তাফা

আনসারেপয়গাম্বারানবাহরেসাফা

অর্থ :ইঞ্জিলেউল্লেখছিলমহানবি মোস্তাফারপবিত্রনাম

পয়গম্বরদেরযিনিশিরোমনি, স্বচ্ছতার সাগর।[৫৬]

بود ذکرحلیه ها و شکل او

بود ذکر غزو و صوم واکل او

বাংলাউচ্চারণ : বুদ যিকরেহিলয়েহাওয়া শেকলে উ

বুদ যিকরেগাযওসওম ও আকলে উ

অর্থ :তাঁর দৈহিকআকৃতি ও সৌন্দর্যেরবিবরণ

উল্লেখছিলতাঁরযুদ্ধ, রোযা, আহার ও আচরণ।[৫৭]

طایفهء نصر انیان بهر ثواب

چونرسیدندی بدان نام و خطاب

বাংলাউচ্চারণ : তায়েফায়েনসরানিয়ানবাহরেসওয়াব

চোন রেসিদান্দী বেদাননাম ও খেতাব

অর্থ :নাসারাদের এক দল যখনসওয়াবেরনিয়তে

উপনীতহতো সেইনাম ও উপাধিতে।[৫৮]

খ্রিষ্টানসমাজের এক সম্প্রদায়েরঅভ্যাসছিলইঞ্জিলকিতাবপাঠকরারসময়যখনহজরতনবিকরিমসল্লাল্লাহুআলাইহেওয়াসাল্লামেরপবিত্রনাম ও উপাধিরউল্লেখ দেখতে পেত, তখনতাঁরপবিত্রনামেরউপরচুমো খেত, তাঁরলকবসমূহের সাথে গালের দুইপাশমিলাত। তারা প্রেম ও ভালোবাসায়সওয়াবহাসিলেরউদ্দেশ্যে এমনটিকরত। রাসুলে খোদার (সা.) প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের কারণে ঐ সম্প্রদায়মন্ত্রীরফিতনারসময়কিভাবেনিরাপদ ছিলতারইবর্ণনা দিয়েছেনজালালুদ্দিনরুমিতাঁরগ্রন্থে।

بوسهدادندی بر آن نام شریف

رونهادندی بدان وصف لطیف

বাংলাউচ্চারণ : বূসে দাদন্দি বারআননামেশরিফ

রূ নেহাদন্দি বেদানওয়াসফেলতিফ

অর্থ :চুমো খেতেন সেইপবিত্রনামেরউপর

মুখলাগাতেন সেইমনোরম গুণাবলিরউপর[৫৯]

اندرین فتنه کهگفتیم آن گروه

ایمن از فتنه بدندو ازشکوه

বাংলাউচ্চারণ : আন্দরীন ফেতনে কে গোফতিমআন গুরূহ

আইমনআয ফেতনেবুদান্দ ও আযশুকূহ

অর্থ : এই ফেতনারসময়, যারবর্ণনাআমি দিয়েছি

ফেতনা ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে তারানিরাপদ ছিল।[৬০]

সেইআমলেরবরকতেউজিরের ফেতনা- যারপরিণামছিলআত্মিকধ্বংস ও ধর্মহারাহয়েযাওয়া, আরআমিরদেরযুদ্ধবিগ্রহ- যাছিল দৈহিকধ্বংসেরকারণ, উভয় ফেতনা থেকে তারানিরাপদ ছিল।

ایمن از شرّ امیرانو وزیر

در پناه نام احمد مستجیر

বাংলাউচ্চারণ : আইমনআযশররেআমিরন ও ওয়াযির

দার পানাহেনামেআহমদ মুস্তাজির

অর্থ :আমিরদের ও উজিরেরঅনিষ্টতাহতেনিরাপদ ছিল

আহমদের (সা.) নামেরআশ্রয়েতারাআশ্রিত ছিল।[৬১]

দুনিয়াতেধ্বংস ও আখেরাতেরমর্মন্তুদ শাস্তিহতেতারারক্ষা পেয়েছিল।

نسل ایشاننیز هم بسیار شد

نور احمد، ناصر آمدیار شد

বাংলাউচ্চারণ : নসলেঈশাননিযহামবিসয়ার শুদ

নূরেআহমদ নাসের আমদ য়ার শুদ

অর্থ :তাদেরবংশধরওবৃদ্ধি পায়বিপুলহারে

আহমদের (সা.) নূরসাহায্যে এগিয়েআসে, বন্ধু হয়ে।[৬২]

এটাইছিলরাসুলেআকরামের (সা.) প্রতি আদবেরসুফল। এ সমর্থনে কুরআনমজীদে এরশাদ হয়েছে–

فَامَنَتْطَّآئِفَةٌمِّنْبَنِيْٓاِسْرَآءِيْلَوَ كَفَرَتْطَّآئِفَةٌفَاَيَّدْنَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْاعَلٰى عَدُوِّ هِمْفَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

অতঃপরবনিইসরাঈলেরএকদলইমানআনায়নকরলএবংএকদলকাফেরহয়ে গেল। যারাইমানএনেছিল, আমিতাদেরকেতাদেরশত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি যোগালাম। ফলেতারাবিজয়ী হলো।[৬৩]

অপরপক্ষেযারারাসুলের(সা.) প্রতিআদব দেখালনাতাদের অবস্থাওরুমিতাঁর গ্রন্থে তুলেধরেছেন–

وآن گروهدیگر از نصر انیان

نام احمد داشتندی مستهان

বাংলাউচ্চারণ : ওয়ান গুরূহেদিগারআযনসরানিয়ান

নামেআহমদ দাশতান্দি মুস্তাহান

অর্থ :নাসারাদেরঅপরসম্প্রদায় যেটি

আহমদের (সা.) নামেরপ্রতিতাচ্ছিল্য দেখাত,[৬৪]

তারাযুদ্ধেরকারণে দলে দলে নিহতহলোআরফিতনাবাজউজিরতাদেরআকিদাবিশ্বাসনষ্টকরে দিলো।

مستهان و خوارگشتند از فتن

از وزیر شوم رای شوم فن

বাংলাউচ্চারণ : মুস্তাহান ও খার গুশতান্দ আয ফেতান

আযওযিরেশূমরায়েশূমফান

অর্থ :ফিতনায়জড়িয়েঅপমাণিত ও অপদস্তহলো

ফন্দিবাজ, অশুভ কৌসুলীউজিরের চক্রান্তে।[৬৫]

هم مخبط دینشانو حکمشان

از پی طومار هایکژبیان

বাংলাউচ্চারণ : হামমুখাববাত দিনেশান ও হুকমেশান

আয পেয়েতূমারহায়েক্বাযবয়ান

অর্থ : (ধড়িবাজমন্ত্রীর) বক্র ব্যাখারবিধানপুস্তকেরকারণে

তালগোল পেকে গেলতাদের ধর্ম ও আইন কানুনে।[৬৬]

এর ক্ষতিতাদেরবংশেরমধ্যেওঅব্যাহতছিল। মৌলানারুমি (রহ.) এ পর্যায়েএসেএকটিমূল্যবানউপসংহার টেনেবলেছেন যে,

نام احمد چونچنینیاریکند

تاکه نورش، چوننگهداریکند؟

বাংলাউচ্চারণ : নামেআহমদ চোনচুনিনয়ারিকুনাদ

তাকেনুরশ, চোন নেগাহদারিকুনাদ

অর্থ :আহমদের (সা.) নামযদি এমনসাহায্য করে

তাঁরপবিত্রনূরকতভাবেনা হেফাযত করবে।[৬৭]

অর্থাৎ, হজরতমুহাম্মদের (সা.) পবিত্রনামমুবারক যেখানেএতবড়ফিতনা থেকে বাঁচাতেসাহায্য করেছে, সেখানেতাঁরপবিত্রনূর ও সত্তামানুষকেকতভাবেধ্বংসেরহাত থেকে রক্ষাকরতেপারে, তাআমাদেরপ্রত্যেকেরই চিন্তাকরে দেখাউচিত।

نام احمد چونحصاری شد حصین

تا چه باشد ذات آن روح الامین

বাংলাউচ্চারণ : নামেআহমদ চোন হেসারি শুদ হাসিন

তা চে বাশদ যাতেআনরুহুলআমিন

অর্থ :আহমদের (সা.) নামমুবারকযখন দুর্ভেদ্য দুর্গ

তাঁরপবিত্রসত্তারূহুল আমিন[৬৮]কিনাহতে পারে?[৬৯]

এ গ্রন্থেরঅন্যত্ররুমিکژماندن دهان آن مرد، که نام محمد را علیه السلام به تسخر خواند(হজরতমুহাম্মদ মোস্তাফাসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরনামমুবারকনিয়েঠাট্টা-বিদ্রূপকারীরমুখবাঁকাহয়েযাওয়া) শিরোনামেকাহিনীবর্ণনারমধ্য দিয়েকিছু বেইতেরমাধ্যমে রাসুলের(সা.) মর্যাদাকেতুলেধরেছেন। যেমন–

آن، دهان کژکردو از تسخر بخواند

نام احمد را، دهانشکژبماند

বাংলাউচ্চারণ : আন দাহানকায্ব কার্দ ও আযতাসখোর বেখান

নামেআহমদ রা দাহানাশকায্ব বেমানদ

অর্থ : যে ব্যক্তি মুখবাঁকাকরেঠাট্টারছলেউচ্চারণকরল

মুহাম্মদের (সা.) নাম, তারমুখবাঁকাহয়ে গেল।[৭০]

باز آمدکای محمد عفو کن

ای ترا الطاف و علم من لدن

বাংলাউচ্চারণ : বাযআমাদ কায়মুহাম্মদ আফওকুন

আই তোরাআলতাফ, এলমেমিনলাদুন

অর্থ :ফিরেএসেবলল, হে মুহাম্মদ মাফকরুন, আমাকে

ওহেআপনারভাণ্ডারভরাইলমে লাদুন্নীর[৭১]অবারিত দান।[৭২]

من ترا افسوس میکردم ز جهل

من بدم افسوس را منسوب واهل

বাংলাউচ্চারণ : মন তোরাআফসোসমিকারদাম যে জাহল

মানবুদামআফসোস রা মানসূব ও আহল

অর্থ :আমিইআপনাকেনিয়েঅজ্ঞতারবশেঠাট্টাকরেছি

অথচ আমিই সেইঠাট্টা-বিদ্রূপের উপযুক্ত ব্যক্তি।[৭৩]

জালালুদ্দিনরুমিরকবিতায়রাসুলের(সা.) হাদিসের প্রভাবলক্ষনীয়। যেমন–

جمله عالم ز آن غیور آمد، که حق

برد در غیرت برین عالم سبق

বাংলাউচ্চারণ : জুমলাআলাম যান গায়ূরআমাদ কে হক্ব

বোর্দ দার গাইরাতবারিনআলামসবক্ব

অর্থ :সমগ্রজাহানআত্মমর্যাদাবান, কারণআল্লাহ

আত্মমর্যাদায়ছাড়িয়ে গেছেন এই জগতে সবাইকে।[৭৪]

এই কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাসুলের(সা.) হাদিসটিনিম্নরূপ :

ودرمعنئ قوله عليه السلام: اِنَّ سَعْدًا لَغَيُوْرُ وَّاَنَا اَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّیْ وَمِنْ غَيْرَتِه حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

হজরতনবিকরিমের (সা.)হাদিসের তাৎপর্য নিশ্চয়ই সাদ আত্মমর্যাদাবান। আমি সাদ এর চাইতেআত্মমর্যাদাবান। আরআল্লাহআমারচাইতেআত্মমর্যাদাবান। আল্লাহরআত্মমর্যাদাবোধেরকারণেইতিনিপ্রকাশ্য ও গোপনসকলপ্রকারঅশ্লীলতাহারামকরে দিয়েছেন। (বুখারীশরিফ)

মৌলানারাসুলের (সা.) জীবন থেকেই উচ্চতরআধ্যাত্মিকতত্ত্বেরপ্রমাণ পেয়েছেন। প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে মৌলানারুমির এই প্রত্যয়কুরআন ও রাসুলের (সা.) জীবন-দর্শনহতেইএসেছে। মৌলানারুমি (রা.) বলেন–

ملت عشق از همه دینهاجداست

عاشقان را ملت و مذهبخداست

বাংলাউচ্চারণ : 'মিল্লাতে এশকআজহামাদিনহাজুদাস্ত,

আশেকানরা মিল্লাতও মজহাবে খোদাস্ত।'

অর্থ : প্রেমেরসম্প্রদায়অন্যান্য সম্প্রদায়হতেভিন্ন। যারা প্রেমিকতাদেরমাজহাবও সম্প্রদায় হচ্ছেনএকমাত্রআল্লাহ ও রাসুল (দ.)।[৭৫]

Igi ^Lqv‡giKv‡e¨ ivmj (mv.) ck¦Í

ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে যেসকলকবি-সাহিত্যিকজ্ঞানসাধনা ও চিন্তাদর্শনে পৃথিবীতে এক নতুন ও প্রাণবন্ত কৃষ্টি-কালচারের জন্ম দেনওমর খৈয়ামছিলেনতাঁদেরমধ্যে অন্যতম। তাঁরপুরোনামআবুলফাতাহওমরইবনেইবরাহিমআল খৈয়াম। খৈয়ামতাঁরউপাধি এর অর্থ তাবু তৈরির ব্যবসায়ী।[৭৬]তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিককিছুজানাযায়না। যতদূরজানাযায়, তিনি ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মে বুধবার ভোরে খোরাসানেররাজধানীনিশাপুরেজন্মগ্রহণ করেন[৭৭] ও প্রায়শতবর্ষীয়জীবন-যাপনের পর এখানেই ১১৩২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগকরেনএবংসেখানেইতাঁকেসমাহিতকরা হয়।[৭৮]তিনি খোরাসান, তুস, বালখ, বোখারাসহবিভিন্নশহরভ্রমণকরেন। এক বর্ণনানুযায়ীতিনিজীবনের শেষ দিকেহজব্রতওপালনকরেন। একাধারেতিনিছিলেনবিখ্যাতবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ। প্রফেসরউইন্টার এইচ খৈয়ামেরবীজগণিতসম্পর্কে বলেছেন :

This was the most advanced work of its kind and places him (Omar) among the greatest of the Mathematicians of the East.[৭৯]

তবেএসকল গুণাবলিরমধ্যে তিনিএকজনরুবাইরচয়িতা অর্থাৎএকজনকবিহিসেবেসমধিকপরিচিত।কবিতা, ভূগোল, বীজগণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যাসহবিভিন্নবিষয়েরউপরওমরখৈয়ামপ্রায় ২৪টির মতোগ্রন্থ রচনাকরেছেন। ২৪টি গ্রন্থেরমধ্যে ৪টি গ্রন্থ ফারসিভাষায়লিখিত। তাঁর বেশিরভাগগ্রন্থইআরবিভাষায় রচিত।[৮০]ওমর খৈয়ামেররচিতউল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলিgvKvjvZwdjRvewiIqvjgKwejv, gmww'ivZwKZve-B-DKwj'vm, gk¦KjvZjwnmve,

jvIqwhgAvgwKbv, wghvbjwnKvg, wimvj‡q wd Kwjøqv‡ZAR', bI‡ivR bv‡g।[৮১]ওমর খৈয়ামতাঁররুবাইর জন্য অমরহয়েআছেন। পৃথিবীরবিভিন্নভাষায়ওমর খৈয়ামেররুবাইঅনূদিতহয়েছে।

রাসুল (সা.) সম্পর্কিতওমর খৈয়ামেররুবাইনিম্নরূপ :

স্বর্গে পাবশারাবসুধা, এ যে কড়ার খোদ খোদার,
ধরায়তাহাপানকরলেপাপ হয় এ কোনবিচার?
হামজা সাথে বেয়াদবিকরলমাতাল এক আরব,–
তুচ্ছকারণ–শারাবহারামতাইহুকুমে মোস্তফার।

রজবশাবানপবিত্রমাসবলে গোঁড়ামুসলমান,
সাবধান, এই দু'মাসভাই কেউ করোনাশারাবপান।
খোদাএবংতাঁররাসুলের(সা.) রজবশাবান এই দু'মাস
পানপিয়াসারতরেতবেসৃষ্টবুঝি এ রমজান।[৮২]

পৌঁছেদিওহজরতের খৈয়ামেরহাজারসালাম,
শ্রদ্ধাভরেজিজ্ঞাসিওতাঁরেলয়েআমারনাম–
"বাদশাহনবি! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধশরিয়তে,
কি দোষকরলআঙুর-পানি? করলে কেনতায়হারাম?"

তত্ত্ব-গুরু খৈয়ামেরে পৌঁছেদিও মোরআশিস
ওরমতো লোকবুঝলকিনাউল্টোকরে মোরহাদিস!
কোথায়আমিবলেছি, যে, সবারতরেই মদ হারাম?

জ্ঞানীরতরেঅমৃত এ, বোকারতরেউহাই বিষ![৮৩]

ভ্রান্তযারাক্ষান্তনয়ভুলতরিকারকুরআনের

রজব যেমনশাবান তেমনঘড়িকার দান মদ পানের;

আল্লাহ ও রাসুলকরেন দাবি এ দু'মাসতাঁদের কেবল

তাইবলেকি মদ পিয়াসীর জন্য তৈরি এ রমজান?[৮৪]

'Tisoramg according to strict koran

To drink in rajab, like wise in shaban;

God and the Prophet claim those months as their;

Was Ramadan then made for thirsty man?---Rosen

পবিত্রকুরআনেআল্লাহবলেছেনযে, হজরতমুহাম্মদকে (সা.) পৃথিবীতেপাঠানোহয়েছেরাসুল ও মানবজাতির নেতাহিসেবে। ওমর খৈয়ামেরনিম্নের দুটিরুবাইয়াতে এই ধারণাইপ্রতিফলিতহয়েছে।

The highest kingdom cometh in my name,

The skies and shrines and hearts Thy seats became;

But when they make thee leader of mankind,

Thou hast to serve them surely all the same.[৮৫]

(তোমারনামের সাথে আসেরাজ্যপাট সেরা,

আকাশ, তীর্থ ও মনে তোমারআসন থাকে ঘেরা,

যখন তোমায়মানবজাতির নেতাকরে তোলে,

কাজটিতখন তোমারতাদেরনিশ্চিত সেবাকরা।)[৮৬]

Thou art in both the worlds creation's light,

Thy name Muhammad, place is utmost height;

My heart reclines on ocean of Thy grace,

My eyes are flowing rivers of Thy sight.[৮৭]

(আলোহলো শ্রেষ্ঠকীর্তি উভয় জগতে তোমার

সবারঊর্ধ্বে আসননিলনামমুহাম্মদের (সা.),

তোমার দয়ারসাগরেহৃদয়হাবুডুবুখায়

তোমার চোখেবহতানদীনয়নজোড়াআমার।)[৮৮]

খৈয়ামসুফিনহর থেকে উৎসারিতশুরাপানের প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তির অবতারণাকরেছেন।

Go after Prophet drink a cup of mead

From Fount dispensed by Murteda the Guide.[৮৯]

(নবিরপিছে ছোটোপানকরেমধুরমদিরা

নহর থেকে নিয়েযাবিলায়পথচালকমুরতোজা)[৯০]

মরমিধারণাকেরূপকধর্মিতায়প্রকাশকরারচল খৈয়ামেরআগেওছিল। এটাওমরেরআবিষ্কার নয়, বরংতিনিএটাকেনব উদ্ভাবনকুশলতায়ব্যবহারকরেছেন। বায়েজিদ বোস্তামিরআগে কলালক্ষী সুফিদেরউদ্দেশ্যে মরমিশরাবপরিবেশনকরতেন। এভাবে ১০৬২ হিজরিতেসংকলিত দুর্লভসুফিকথন দারাশিকোরাmvËvnvZ-এবায়েজিদকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন। নিষ্কলঙ্ক বায়েজিদ বোস্তামি (মৃত্যু ৮৭৫) বলেছেন :

The seed of the Vine of Knowledge was sown in earth during the time of Adam, it sprouted in Noah’s time, blossomed in Abraham’s time, bore grape in the time of Moses and was drawn into pure wine in the time of the Leader of both Worlds and the Essence of Being, Muhammad Mustafa (peace be on Him, etc!). The Revellers who follow his creed have drunk pure Wine by Jars and have losttheirself.[৯১]

(পৃথিবীতেজ্ঞানবৃক্ষেরবীজ রোপিতহয়েছিল আদমেরসময়ে, চারাগজিয়েছেনূহনবিরসময়ে, ইবরাহিমেরসময়েফুল, ফুল থেকেআঙুরফলগজিয়েছেমুসারসময়ে, এবংসেইআঙুরথেকে খাঁটিমদ তৈরিহয়েছেউভয় দুনিয়ার নেতামুহাম্মদ মোস্তাফার(সা.) সময়ে।তাঁরমতাদর্শ অনুসরণকারী এই খাঁটিশরাবপানকরেএবংতাদেরসত্তাহারিয়ে ফেলে।)[৯২]

নিচেররুবাইতে খৈয়ামউল্লেখকরেছেন যে মানুষেরজীবনেকাঙ্ক্ষিতগন্তব্য কিহওয়াউচিতএবংনবিকরিমের (সা.) নামেতিনি দরুদ পাঠকরেছেন।

ساقی قدحی کہ هست عالم ظلمات　　جز روی تو نیست در جهان آبحیات

از جان وجهان وهرچه در عالم هست　　مقصود توی وبر محمد صلوات

O saqi, with the wine flask in the drabness of this world, there is no life giving elixir but thy face; thou art the desired end in life, and the world and all that is in it and on Mohammed be blessings.[৯৩]

(হে সাকি! এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যহীনতারমাঝেশুরারপাত্রসহ তোমারমুখছাড়াআর কোনোপ্রাণদায়ীসুধানেই; তুমিজীবন ও জগৎএবংতারমাঝেযাকিছুবিরাজমানসবকিছুরইকাঙ্ক্ষিতপরিসমাপ্তি, এবংমুহাম্মদের (সা.) উপরঅনুগ্রহবর্ষিত হোক।)[৯৪]

dwi‘ DwÏbAvËv‡iiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফরিদ উদ্দিনআত্তারইরানেরখ্যতিমানসুফিকবিদেরঅন্যতম। তাঁরপ্রকৃত নাম‘মোহাম্মদ’। উপাধি‘ফরিদ উদ্দিন’।[৯৫]তাঁরপূর্ণ বংশক্রমহলো‘ফরিদ উদ্দিনআবুহামিদ মোহাম্মদ বিন আবুবকরইবরাহিম বিন ইসহাকআত্তারকাদকানি

নিশাবুরি।[৯৬]তাঁরঅধিকাংশগজলএবংকাসিদাতে‘আত্তার’শব্দটিতাখাল্লুসবাছদ্মনামহিসেবেব্যবহৃতহয়েছে। ফরিদ উদ্দিনআত্তারের জন্ম ও মৃত্যুতারিখসম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শেখনাজমউদ্দিন কোবরারমতে, তিনি ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দেজন্মগ্রহণকরেনএবং ১২২১ খ্রিষ্টাব্দেমৃত্যবরণকরেন। তিনিতাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও উসুলেফিকাহবিষয়েগভীরজ্ঞানেরঅধিকারীছিলেন। তাঁরকাব্যে জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, ইসলামিঐতিহ্য এবংকাব্যশিল্পের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোঅতিসুনিপুনভাবেচিত্রিতহয়েছে। তাঁরমসনবিকাব্যগ্রন্থগুলোরভূমিকা ও উপসংহারেকুরআন, হাদিস, নবি-

রাসুলগণেরকাহিনীএবংইসলামিঐতিহ্যেরপ্রভাবঅধিকপরিমাণপরিলক্ষিত হয়। তিনিইসলামিজ্ঞানেরপ্রতিসর্বাধিক গুরুত্বারোপকরেন। এ প্রসঙ্গে আত্তারনিজেইবলেন,

علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

هرکهخواندغیراینگرددخبیث

این سه علم پاک را مغز نجات

حسن اخلاقستو تبدیل صفات

این سه علمستاصل و این سه منبع است

هرچهبگذشتیازینلاینفع است[৯৭]

'ধর্মীয়জ্ঞানেরবিষয়হলোতাফসির, হাদিস ও ফিকাহ

এগুলোউপেক্ষাকরে অন্য বিষয়েজ্ঞানার্জনখাঁটিনয়।

এই তিনটিপবিত্রজ্ঞানহচ্ছেনাজাতবা মুক্তির মূল

উত্তমচরিত্রএবং নৈতিক গুণাবলিরশিক্ষা দেয় তা।

এ তিনটিজ্ঞানহচ্ছে মৌলিকএবংমূলউৎস

এ তিনপ্রকারজ্ঞানব্যতীতসবই অনর্থক।'[৯৮]

ফরিদ উদ্দিনআত্তারেরগ্রন্থাবলিরসংখ্যাসম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সাঈদ নাফিসিরমতে, তাঁররচিত ৬৬ গ্রন্থেরমধ্যে মাত্র ১২টি গ্রন্থ তিনিরচনাকরেছেন। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোহলোgvb‡ZKZZv‡qi, Amivibvgv, Gjwnbvgv, cv›' bvgv, Lmiæbvgv, w'Iqvb, †gvLZvibvgv, gwmeZbvgvএবংZvhwKivZj AvDwjqv।[৯৯]তাঁরকাব্যগ্রন্থগুলোসুফিবাদী দর্শনে পরিপূর্ণ। তাঁরকবিতারভাষাসহজ, সরল ও সাবলীল। সুনিপুণশব্দচয়নএবং অলঙ্কারপূর্ণ বাচনভঙ্গি তাঁরকবিতারবিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্নকাহিনীএবংউপমা-উৎপ্রেক্ষারপ্রয়োগতাঁরকবিতাকেসর্বজনীন ও আকর্ষণীয়করেতুলেছে। আল্লাহতাআলারপ্রশংসা, রাসুলের (সা.) শানেনাত, ইসলামিঐতিহ্য, প্রেম-ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিএবংআধ্যাত্মিকপথপরিক্রমারবর্ণনাতাঁরকবিতারঅন্যতমপ্রতিপাদ্য বিষয়।

ফরিদ উদ্দিনআত্তারেরসাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণেসুস্পষ্টরূপেপ্রতীয়মানহয় যে, তিনিতার সব কাব্যগ্রন্থেরশুরুতেপ্রথমতআল্লাহতাআলারপ্রশংসা, এরপররাসুলেআকরাম (সা.)-এরশানেনাতরচনাকরেন। অতঃপরইসলামেরচারজনখলিফারপ্রশংসায়কাব্য রচনাকরেন। তিনিএকজনপ্রকৃত মুমিনছিলেন। তিনিএকজনআরেফবাআধ্যাত্মিকসাধকেরমতোআল্লাহতাআলারইবাদত বন্দেগিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনিসাইয়্যেদুলমুরসালিনহজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রতিগভীরভালোবাসা ও সর্বোচ্চ সম্মানপ্রদর্শনকরেন। আত্তারনিজেকেহজরতমুহাম্মদের (সা.) আধ্যাত্মিক নূরের দ্বারা সৌভাগ্যবান ও গৌরবান্বিতমনেকরতেন। এ প্রসঙ্গে তিনিবলেন,

زهی عطار کز نور محمد   شدی مسعود و منصور و مؤید

رسولا رهبرا عطار از تست   زسر عشق برخوردار از تست

زتو دارد گهرهای معانی   بجز تو کس ندارد وین تو دانی[১০০]

'কতই উত্তম! হে আত্তার, মুহাম্মদের (সা.) নূরহতে

হয়েছ সৌভাগ্যবান, গৌরবান্বিতএবংসাহায্যপ্রাপ্ত।

তিনিরাসুল, পথপ্রদর্শক তোমার, হে আত্তার

তাঁরকাছ থেকে এ বিস্ময়করদ্বারগুলো তোমার।

তোমারকাছেরয়েছেতাৎপর্যপূর্ণ রত্নভাণ্ডার

তুমিছাড়াকারওকাছেএসব নেই, তাতুমিজান।'[১০১]

†kvZibvgvগ্রন্থে রাসুলেআকরাম (সা.)-এর প্রতিপ্রশংসাজ্ঞাপনকরেবলাহয়েছে :

هرکہ در راہ محمد رہ نیافت   تا ابد گردی ازین درگہ نیافت

دولت دنیا ودین درگاه اوست   انبیا را قبلہ خلوتگاه اوست

دولت آنجا جوی ودین آنجا طلب   مرجع اهل یقین آنجا طلب[১০২]

'যে ব্যক্তি মুহাম্মদের (সা.) আদর্শে সঠিক পথেরদিশাপায়নি

সে অনন্তকালঘুরেফিরেও এ পথেরসন্ধানপাবেনা।

পৃথিবী ও পরকালীনসম্পদ তারই দরবারে

তারই দরবারেনবিগণের কেবলা।

সেখানেসম্পদ অন্বেষণকরে, সেখানেইদ্বীন

বিশ্বাসীদের কেন্দ্রস্থল সেখানেইঅন্বেষণ করো।'[১০৩]

আত্তারবলেন,

بعثت او سر نگونی بتان　　امت او بهترین امتان[১০৪]

'তাঁরআগমনেমূর্তিদেরমাথাহয়েছেভূলুণ্ঠিত।

তাঁর উম্মত হলেনবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।'[১০৫]

রাসুলের(সা.) শানেআত্তারAvmivibvgগ্রন্থে বলেন,

چو گویم من؟ ثنای او خدا گفت　　که نام اوست بانام خدا جفت

محمد ص صادق القولی امینی　　جهان را رحمة للعالمین

محمد بهترین هر دو عالم نظام دین و دنیا، فخر آدم[১০৬]

অর্থ :'কিবলবআমি? তাঁরপ্রশংসায়আল্লাহইপঞ্চমুখ,

তাঁরনাম তোআল্লাহরসাথেইমিলিত।

মুহাম্মদ (সা.) সত্যবাদীবিশ্বস্ত

বিশ্ববাসীর জন্য তিনিরহমতস্বরূপ।

মুহাম্মদ (সা.) দুজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠমানব

দীন-দুনিয়ারব্যবস্থাপক (শৃঙ্খলারক্ষাকারী) আদমের গর্ব।'[১০৭]

রাসুলেআকরাম (সা.)-এর প্রশংসায়রচিতআত্তারেরকিছুকবিতারউদাহরণনিম্নে তুলেধরাহলো। gwmeZbvgvকাব্যগ্রন্থে বলাহয়েছে,

گوهر دریای تقوی ذات او　　تا ابد داعی حق دعوات او

پایمرد هر دو عالم آمده　　دستگیر نسل آدم آمده[১০৮]

‘তাঁর গুণের সমাহারতাকওয়ারসমুদ্রেররত্নভাণ্ডার

সর্বদাসত্যেরআহ্বানকারীহিসেবেতাঁর দাওয়াত পৌঁছে দেন।

উভয়জাহানেরসাহায্যকারীহিসেবেআবির্ভূত হয়েছেনতিনি

মানবজাতির পথ প্রদর্শকহিসেবেআগমনকরেছেনতিনি।’[১০৯]

Gj wnbvgvকাব্যগ্রন্থে বলাহয়েছে,

تمامت انبیا را پیشوا اوست　　حقیقت عاشقان را رهنما اوست

حقیقت خاتم پیغمبرانست　　زنورش ذره ای کون ومکانست[১১০]

‘তিনিহলেননবিগণের নেতা

প্রকৃত সত্য আশেকদেরপথপ্রদর্শকতিনি।

তিনিইনবিগণের সর্বশেষ অলঙ্কার

মহাবিশ্বেরপ্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তু তাঁরনূর থেকে সৃষ্টি।’[১১১]

gvb‡ZKZZv‡q‡i বলাহয়েছে,

خواجۂ دنیا ودین گنج وفا　　صدر و بدر هر دو عالم مصطفی

آفتاب شرع ودریایییقین　　نور عالم رحمۃ للعالمین[১১২]

‘আপনিপৃথিবী ও পরকালেরবিশ্বস্ত বন্ধু

উভয়জাহানেরপ্রথম চন্দ্র আপনি।

শরিয়তেরসূর্য এবংবিশ্বাসেরসমুদ্র আপনি

আপনিপৃথিবীরনূরবিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।’[১১৩]

†gvLZvi bvgvকাব্যগ্রন্থে তিনিবলেন,

چونهست شفیع چون تو صاحب کرمی　　کس را نبود در همہ آفاق غمی

گر رنجہ کنی از سر لطفی قدمی　　کار همہ عاصیان بسازی بہ دمی[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

‘যেহেতুআপনি সম্মানিতসুপারিশকারী

সব দিগন্তেকারও কোনো দুঃখ-চিন্তা নেই।

যদি আপনিকষ্টকরেনতবুনিজেরঅনুগ্রহেরপরশে

সব অবাধ্যকে এক মুহূর্তে সঠিক পথে নিয়েআসেনআপনি।’[১১৫]

nwdRwkiwRiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

গজলগীতিকাব্যেরঅপ্রতিদ্বন্দ্বীসম্রাটহাফিজশিরাজি, তাঁরপুরোনামখাজাশামসুদ্দীনমুহম্মদ হাফিজশিরাজি। আসলনামমুহম্মদ। শামসুদ্দীনতাঁরউপাধিএবংহাফিজতাঁরউপনাম। ইরানেরশিরাজনগরেজন্মগ্রহণকরেছেনবলেতাঁকেশিরাজিবলা হয়।[১১৬]তবেবিখ্যাতগজলকাব্যেররচয়িতাহিসেবেতাঁর স্বদেশবাসীআরও দুটি সম্মানসূচকউপাধিতেতাঁকেভূষিতকরেছেন। লিসানুলগায়েব (অদৃশ্যেরমুখপাত্র) এবংতরজমানুলআসরার (রহস্যেরমর্মসন্ধানী)।[১১৭]তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দেজন্মগ্রহণকরেনএবং ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দেমৃত্যুবরণ করেন।[১১৮]বাল্যকালেসম্পূর্ণ কুরআনশরিফমুখস্তকরে‘গৌরবেরহাফিজ’উপাধিঅর্জনকরেন। তিনিশুধুহাফেজেকুরআনছিলেননা, তিনিকুরআনতাফসিরকারকওছিলেন। তিনিইরানেরকিয়ামুদ্দিনকলেজেকুরআনপাকেরতাফসিরবিষয়েঅধ্যাপকও ছিলেন।[১১৯]ইরানেরআধুনিক লেখকফারুযেআনফারলিখেন যে হাফিজচল্লিশবছরযাবৎজ্ঞানার্জন করেন।[১২০]

বাংলারসুলতানগিয়াসউদ্দিনআযমশাহেরসময়ে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) হাফিজশিরাজিকেবাংলাররাজধানী সোনারগাঁয়েআমন্ত্রণজানানোহয়। তবেতিনিআসতেপারেননি। কিন্তু একটিগজলউপহারস্বরূপসুলতানকেপাঠিয়েছিলেন। হাফিজেরকাব্যপ্রতিভারএকমাত্রনিদর্শনদিওয়ান (কাব্যসমগ্র) যাগজল, কাসিদা, রুবাই ও মসনবিরসমাহার। মহাকবিহাফিজ এর দিওয়ানে ৬৯৩ টিকবিতারয়েছে। তন্মেধ্যে গজল ৫৭৩, ক্বেতআ ৪২, রুবাই ৬৯, মসনবি ৬, কাসিদা ২ এবংমুখাম্মাস ১টি।[১২১]

হাফিজগজলবাগীতিকাব্যকে তাঁরপ্রতিভাপ্রকাশেরমুখ্য মাধ্যমহিসেবেচয়নকরেছিলেন, কারণতাঁর এ আস্থাবোধছিল যে, কাব্যের এ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষমতাতাঁররয়েছে। আরতাইগজলতাঁরহাতেউৎকর্ষতালাভকরেছে। তিনিরমল ছন্দে বেশিরভাগগজললিখেছেন। শব্দচয়নেতাঁরমতোনিপুণখুবকমই দৃষ্ট হয়। তাঁরগজলগুলো“ফায়েলাতুন”“ফায়েলাতুন” ছন্দে লেখা, এজন্য

তাঁরগজলসহজে ছন্দে বিশ্লেষণকরাযায় ও গাইতেসহজহয়। হাফিজের লেখারূপক ও উপমা সমৃদ্ধ, আর এ কারণেঅনেকসময়পাঠকবৃন্দ হাফিজকেবুঝতেনা পেরেতাঁরসমালোচনায়মুখর হয়েছেন।[১২২]এমনকিকাফেরমুরতাদ বলতেওদ্বিধাকরেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁররচনারঅন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সূক্ষ্ম ও গভীরভাবধারাকেসহজ, সুন্দর ও সবলীলভাষায়প্রকাশ। আল্লাহ, রাসুল, পির, মুর্শিদ, আধ্যাত্মিক প্রেম, কুরআনেরপ্রতিফলনতাঁরকাব্যেরপ্রধানআলোচ্য বিষয়।[১২৩] যেমন–

اگرچه عرض هنر پیشیاربیادبیست

زبان خموش ولیکن دهان پر ازعربیست

.....

প্রিয়ারপাশে গুণের বাখানমানিবটে বে-আদবি,

তব্ধজিহ্বাবদনতবুভরাআমার সু-আরবি।

এ বাগানেফুলটিকভু তোলেনি কেউ কাঁটাছাড়া,

নবুয়তের চেরাগ জ্বলে ফুলকি যেথায় বু-লহবী।[১২৪]

বসরায়হাসাঁহাবশে বেলালরুমেসুহৈবআরমক্কাতে

আবুজহলজনমলভে কেমন দেখ আজগয়বি।

শরাবআনোহাফিজ দুখীরসদাইআছে তৌবাকওয়া,

মধ্য রাতেমিনতিসুরসকাল বেলায়কাঁদন ছবি।[১২৫]

ستاره بدرخشیدو ماه مجلس شد

دل رمیده ما را نیسو مونس شد

.....

ঝললতারাধরল সে যে চাঁদের শোভাজলসামাঝার,

আঁধারআমারহৃদয়খানি পেয়ে গেল দোসরতাহার।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠাশালাতেযায়নিপ্রিয় লেখেনিকআকরকিছু,

চাউনিতাহারশিক্ষাগুরুলক্ষ কোটিআলেমজনার।

বন্ধুএবেবসায় মোরেশরাবখানারউচ্চাসনে,

ভিকমাগা এ পথেরফকিরপ্রধানআজিসকলসভার।

কসম খোদার! অধর তোমারধুয়ে ফেলসুরার ফোঁটায়,

মনটিযবেবসতভূমিহাজারতরোভ্রমমায়ার।

চাউনি তোমারআশেকতরেএমনি দানেসুরারধারা,

বিদ্যাহলোবুদ্ধিহারাহুঁশহারারসবুরবিচার।

কাব্য আমারঅমূল রেভাইআদরতাহারসকলখানে,

ধনীগুণীর কৃপার ছোঁয়ায় স্বর্ণ বনেতাম্র আমার।

বন্ধুসকল! বল্লাফিরাওশরাবখানারপন্থাহতে,

হাফিজছুটি এই না পথে দশা ভোগে সর্বহারার।[১২৬]

স্পষ্টত এই গজলেহজরতমুহাম্মদের (দ.) প্রতি ইঙ্গিত করাহইয়াছে।

نور خدا نمائدتآئنهمجردی

از در مادرآاگر طالب عشق سرمدی

.....

দেখিয়েদিবেঐশী জ্যোতি নিরাসক্তির আরশি তোমায়,

চাহোযদি ভূমারপিরিত এস চলি মোদেরসভায়।

দেহ শরাব, দোজখযদি পাপের মোদেরশুমারধরে

মুহাম্মদি মোজেজাতেঘায়েলহবেপানিরছিটায়।

পরাণের ঐ তক্তি হতে অহংছবি মোছত্বরিৎ,

পরাণ ও মনদিয়েযদি ছুটতেচাহোজ্ঞানেরদিশায়।

পরাণ ও মনহাফিজ তোমার বদ্ধ সদাইবাসনাতে,

নিরাসক্তির ডিং মেরোনা আসক্তি যে শিরায় শিরায়![১২৭]

الا یاایهاالساقیادرکاسا و ناولها

که عشق آسان نمود اول ولیافتادمشکلها

.....

به می سجاده رنگینکنگرتپیر مغان گوید

کهسالکبی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

সাকিওগো! ঢালোশরাব, বিলাওসবায়ভরপেয়ালা,

প্রেমআগেলাগলোভালো ঠেকছে এবেবিষমজ্বালা

......

জায়নামাজেশরাবঢালোবললেপরেমোতালপিরে,

রাহি যে তারনয়অজানা কোথায় পথ ও পান্থশালা।[১২৮]

অর্থাৎ,শুঁড়িখানারপিরযদি জায়নামাজকেশরাবদ্বারারঙিনকরতেআদেশকরেনতবে, তাইকরো;কেননা পথ-প্রদর্শকপ্রিয়-মঞ্জিলেররীতি-রেওয়াজ সম্বন্ধে সম্পূর্ন ওয়াকেফহাল।

رویتوکسندیدو هزارترقیب هست

در غنچههنوز وصدت عندلیب هست

......

কেউ হেরেনিবদন তোমারআশেকতবুহাজারহাজার,

আছআজোকলিরমাঝেঅলিতবুলাখো তোমার।

আসিনু যে তোমারপাশেআজবতাহানহেকিছুই,

মাতালএতআমারমতো কত আছেনাহিশুমার।

খান্‌কাএবংশরাবখানায়গরজকিসের প্রেমের পথে?

প্রিয়তমেররূপেরছটায়হরেক গেহইআলোকআধার।

হাফিজের এ আহাজারিফাজিলবলিনাহিনিয়ো,

কিস্‌সাতাহারঅবাককরা, আদি অন্তআজব ব্যাপার।[১২৯]

زان یاردلنوازمشکریستباشکایت

گرنکته دان عشقی خوش بشنواینحکایت

.....

শুকুরকরিমধুরবঁধুরমিশিয়েকিছু শেকায়েত,

পিরিতজ্ঞানীহওযদি ভাইশুনেলও এ রওয়ায়েত।

করেছিনু সেবাযতসকলহলো বেকারহায়,

না হয় যেনমনিবকারওনিঠুর হেন নেহায়েত।

ফাঁসেরমতন কেশেতাহারপরাণ রেতুইজড়াসনে,

দেখবি সেথায়কাটা-মাথানিপাপ কত সেবায়েত।

রূপসীদেরসুরুজওগো! জ্বলে গেলপরাণ যে,

ক্ষণেক মোরে দেহ আরামছায়াকরিএনায়েত।

অন্ধকার এ রাত্রেআমারহারিয়ে গেলপন্থাটি,

বেরিয়ে এস ওগো তোরা কর মোর হেদায়েত।

পিরিত তোমারফল্‌বে ভালোহাফিজ সম যদি ঠিক

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন পড় কণ্ঠে ধরি চৌদ্দ বিধ কেরায়েত।[১৩০]

ازر سر کوی تو هرکهبملالت برود

نرود کارشو آخربخجالت برود

.....

তোমার পথেরমাথাহতেগালিদিয়ে গেল যে জন,

কর্ম তাহারফরসাহবেঘৃণালাজেভরিজীবন।

হেদায়েতেরনূরানিতেসালেক খোঁজেবঁধুররাহা,

চলেযদি গুমরাহিতেলভিবেনাবন্ধুরতন।

শরাবএবংপ্রিয়াহতেজীবনসুধা খোঁজোআখের,

ধিক সে লগনফাজিলখাতেবহাওযাহাবিনাকারণ।

পন্থাহারারকাণ্ডারি গো! খোদারকসম, দেহ মদদ,

পথিকযদি পথ না চেনে পথেরনায়কচিনায়তখন।

জ্ঞান ফোয়ারার স্বচ্ছধারেভরোহাফিজ খোরাখানি,

জেহালতেরনক্সাখানিআপনহতেমুছবে তখন।[১৩১]

روشنی طلعت تو ماه ندارد

پیش تو گل رونق گیاهندارد

.....

চাঁদেরওনয়প্রভা তোমারমুখেরসমান,

পার্শ্বে তোমারপুষ্প যে হয় তৃণ্য জ্ঞেয়ান।

প্রেমিক দলে দৃষ্টিদিওরূপেরকুমার,

ফউজকারওনাহিএমনবীর্য মহান।[১৩২]

حاشا که من بموسم گلترکمیکنم

من لاف عقل می زنم اینکارکیکنم

.....

তোবা তোবা! ফুলমসুমেছাড়ববুঝিশরাবআজ?

জ্ঞানেরকরিবড়াই কত আমায়সাজেএমনকাজ?

কলঙ্কী এ আমলনামায়ডরিনা ত বিন্দুভর,

রোজহাশরে কৃপা তাহারহাজারনামাকরবেভাঁজ।

জানেহাফিজপরাণতাহারবন্ধু দিলো ঋণ তাহায়,

পরাণদিয়ে ঋণ শুধিবে দেখাদিলে হৃদয়রাজ।[১৩৩]

ای از فروغ رویتروشنچراغدیده

مانندچشم مست چشم جهان ندیده

.....

ওগো তোমারমুখেরআভানয়নে মোরপিদিমজ্বালায়,

মাতাল তোমারআঁখিরমতোহয়নিআঁখিনিখিলধরায়।

তোমারমতোলীলাভরাসারাতনুতড়িতপ্রভা,

হেরেনাই এ ভুবনকভুসৃজেনাইআর দয়াল খোদায়।

.....

নাহওযদি সহায়আমারপ্রভুরকাছেকরবনালিশ,-

‘হাফিজপরাণ হের কেমনআঁখিরঠারেলুটিল ঠায়’![১৩৪]

گرتیغ بارد در کوی آن ماه

ز دننهادیمالحکم لله

....

চাঁদেরআমার পথেরমাঝেঅসিরধারাযদিইঝরে,

কসম খোদাপাতবমাথানির্ভয়েতেতাহারপরে।

বেখোদ ওগো খেদ কোরোনারহেযদি মিলনখাহিশ

খেতেই হবেতপ্ত লোহুক্ষণেক্ষণেআঁজলাভরে।

হাফিজতুমিএমনতরোহতেনা ত ছন্নছাড়া

ইষ্টকামীরপষ্টবাণীতুলতেযদি কানের গোড়ে।[১৩৫]

چهقامتیکهزسراتا قدم همه جانی

چهصورتیکهبهیچآدمینمیمانی

......

তনু তব কিবাওগো? প্রতিঅণুমূর্ত প্রাণ,

রূপেতুমি কেমনওগো? মানুষনাহিতারসমান।

দেহ নহে গোলাপকুঁড়ি বেহেশতপুরীরনন্দনের,

কায়ানহে, সরবতরুউজলকরিফুলবাগান।

শুনেছিলামবাখান কত রূপের তোমারপ্রাণপ্রিয়,

হেরিযবে চোখে তোমায়তুচ্ছসকলরূপ-বাখান।

দেহ আমার বেতাল যেমনমাতাল তোমার চোখ দুটি,

অলকগাছিরমতোই তোমারঅধীর এ মোরক্ষীণপরাণ।

খোঁজটি তোমারছাড়বনাক,নাইপরোয়াযদিই মোর

রক্ত ঝরাওহৃদয়হতেচক্ষেবহাওআঁসুরবান।

ফিরাবনামুখটিআমারপায়ের তোমারধূলহতে,

ফিরাওতুমিযতই মোরেবর্ষি কঠিনবিয়োগ-বাণ।

দাওকরুণা কৃপার কণাজানছযখননিসন্দ

হাফিজ-পিরিতখাঁটিপিরিতনাহিতাহেবিন্দু ভান।[১৩৬]

হাফিজআরওবলেন–

তোমারডাকারও-পথ আছে

ব্যথারকাঁটায়ভরেখালি।

এমন কোনো নেইমুসাফির

ও-পথ বেয়েচলবে, আলি!

জ্ঞানেররবিভাস্বরযার,

তুমিজান কে সে সুজন–

প্রাণেররূপেরপিলসুজে যে

দেয় গো ব্যথারপ্রদীপজ্বালি' ॥[১৩৭]

ওগোবন্ধু! শ্যাম, তোমাকেডাকারনানা পথবাপন্থাআছে। কিন্তু ও পথে ব্যথাআরকাঁটারযন্ত্রণাসহ্য করতে হয়, যে মুসাফির ঐ পথে চলবেজানি, সে ইসলামেরচতুর্থ খলিফাহজরতআলিরমতোসিদ্ধজ্ঞানেরঅধিকারী, রবিরমতোচিরভাস্বরতাঁর নূরের জ্যোতি–যানবিমুহাম্মদের (দ.) পাক-পাঞ্জাতনেরঅন্তর্ভুক্ত। সে সুজনেরকথা তোতুমিভালোকরেইজানো। মহান প্রেমের জন্য, প্রাণেরমায়াত্যাগকরেতাঁরপুত্রদ্বয়নবিরপরমপ্রিয় দৌহিত্রইমামহাসান-হোসাইন (আ.)

অমৃতসুধাপানকরেব্যথারপ্রদীপজ্বালিয়েকারবালারপ্রান্তরেশহীদআত্মাকেবরণকরেনিলেন। এই সবই তো তোমার প্রেমের জন্য। আমি এধরারবুকে দুদিনের মুসাফিরমাত্র।

বীরত্ব শেখ"খয়বরি"–দ্বার,

ভগ্ন-কারী"আলিরকাছে,

দানকরেকয়শিখতেহলে

"কুনবরের" ঐ বাদশাহআছে।

ওরেহাফিজ, পিয়াসীকি

তুইকরুণা-বাজিরতরে?

শারাব-সুধারসাকিজানে

উৎসতাহার কোনকানাচে ॥[১৩৮]

এখানেসাকিবলতেহাফিজরাসুলকে (সা.) বুঝিয়েছেন।

রাসুলের (সা.) রূপেরবর্ণনায়হাফিজবলেন–

পাতার পর্দানশীলমুকুল,

ফুটেই হেরে তোমায়পাছে!

মাতোয়ালা'নার্গিস'শরমে

তোমায় হেরিমরণযাচে।

তোমারকাছেরূপেরবড়াই

কেমনকরেকরবে গো ফুল?

ফুল পেলরূপচাঁদ চোঁয়ারে,

চাঁদ পেলরূপ তোমারকাছে ॥[১৩৯]

রাসুলের(সা.) আদর্শ ভুলেআমরাপ্রতিনিয়তইহুদি নাসারাদেরষড়যন্ত্রেরশিকারহচ্ছিযাআমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতেসমানভাবেক্ষতিগ্রস্থ করছে। আরতাই দূরদর্শীকবিহাফিজতাঁরনিম্নোক্ত কবিতায়রাসুলের(সা.) আদর্শকে ভুলেযাওয়ারকুফলসম্পর্কে আমাদেরকেসজাগকরেছেনএভাবে–

আশ্বাসেরইবাণী তোমার

প্রতীক্ষার ঐ দূরসাহারায়

ফিরছেআজো, আরকতদিন

ঢাকবেরবিমরুরধুলায়?

বাঘেরমুখেযাও গো যদি

লালসাআর লোভেরবশে,

আখেরে যে শিকারহবে

গোরেরহাতেমাটির তলায়।[১৪০]

AvãiingvbRwgiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফারসিকাব্যসাহিত্যে ‘আশেকেরাসুল’হিসেবেযিনিসমধিকপরিচিত, যাঁরআধ্যাত্মিকসাধনা ও রাসুলপ্রেমেরবিকাশবিশ্ববাসীরমাঝেরাসুলপ্রেমেরবহ্নিশিখাজ্বালিয়েছেতিনিহলেনমহাকবিহজরতনূরুদ্দিনআবদুররহমানজামি (রহ.)।তিনি ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দেইরানের খোরাসাননামকপ্রদেশেরজামনগরেজন্মগ্রহণকরেন। এ জন্য তাঁকেজামিবলা হয়।[১৪১]তিনিনিজামিয়াবিশ্ববিদ্যালয়েগণিত, ফারসিসাহিত্য, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, আরবিভাষা, যুক্তি, এবংইসলামি দর্শনবিষয়েঅধ্যয়ন করেন।[১৪২]এছাড়াকুরআন, হাদিস, ফেকাহ ও এলমেআরূজে (ছন্দশাস্ত্র) তিনিবিশেষবুৎপত্তিলাভকরেন। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দেজামিপরলোকগমণ করেন।[১৪৩]তিনিরহস্যধর্মীসুফিসাহিত্যেরপণ্ডিত ও লেখকহিসেবেঅবদানের জন্য সর্বধিকপরিচিত। তাঁরসবচেয়েবিখ্যাতকাব্যসমূহহলোহাফতআওরং, তোহফাআল-আহরার, লায়লা-মজনু, ফাতিহাআল-শাবাব, লাওয়াই, আল-দুররাআল ফাকিরা।[১৪৪]তিনি মৌলানারুমিরমতবাদে “আল্লাহই সব তিনিছাড়াআরকিছু নেই” অর্থাৎহামাউস্ত এ বিশ্বাসীছিলেন। মোল্লাজামিমুহাম্মদের (সা.) পরম ভক্ত ছিলেন।

এ বিশ্বভ্রমাণ্ড যে রাসুলকে (সা.) কেন্দ্র করেইসৃষ্টি, এ প্রসঙ্গে তিনিবলেন–

خلقت عالم برای نوع بشر شد خلقت نوع بشر برای محمد

گرنبودپرده صفات محمد خلق بسوزد ز نور ذات محمد

মানুষেরতরেসৃষ্টিজাহান,

মুহাম্মদেরতরেমানুষ।

মুহাম্মদি গুণের পর্দা, সৃষ্টিররক্ষাকবচ,

নচেততাঁরপ্রকৃত সত্তার নূরে সব হতোপুড়ে ছাই।[১৪৫]

রাসুল (সা.) যে সাধারণমানুষছিলেননা, তারপ্রমাণদিতেগিয়েতিনিবলেন–

جسمت نداشتسایهو الحقچنینسزد

زیراکه بود جوهر پاکزنور حق

তব বদনেছিলনাছায়া, সত্যইতাইতোহওয়ার

কেননা, পবিত্রঅস্তিত্বই তব আল্লাহর নূর।[১৪৬]

রাসুলের(সা.) প্রেমেরচিততাঁরবিশালকাব্যসাহিত্য হতেকয়েকটিচরণউল্লেখকরাহলো :

زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول الله ﷺرییم بی نوایم خاکسارم یا رسول الله ﷺ

زداغ هجر تو کی دل فگارم یا رسول ابهار صد چمن در سینہ دارم یا رسول الله ﷺ

توئی تسکین دل آرام جان صبر وقرار منرخ پر نور بہ نمابی قرارم یا رسول الله ﷺ

جمال خود نما مرهم بنہ برزخم های دلزعشقت سینہ ریشم دل فگارم یا رسول الله ﷺ

دم آخر نمائی جلوۂ دیدار جامی رازلطف تو همین امید وارم یا رسول الله ﷺ[১৪৭]

বাংলাউচ্চারণ :হে রহমতকুননজরবর-হালেজারমইয়ারাসুলুল্লাহ

গরিবম, বেনওয়া এম, খাকছারমইয়ারাসুলুল্লাহ

যে দাগেহিজরেতুকাইদিল ফেগারমইয়ারাসুলুল্লাহ

বাহরে ছদ চেমন দরসিনা দারমইয়ারাসুলুল্লাহ

তুইইতসকিনেদিল, আরামেজাঁ, ছবরওকরারেমন

রোখে পোরনুর বে-নোমা, করারমইয়ারাসুলুল্লাহ

জামালে খোদ নোমা, মরহেমবনেহবর জোখমহায়েদিল

যে এস্কেত সিনা রেশম, দিল ফেগারমইয়ারাসুলুল্লাহ

দমে আখের নোমাই-ই জলওয়ায়েদিদারজামিরা

যে লুৎফেতুহামি উমিদ ওয়ারমইয়ারাসুলুল্লাহ[১৪৮]

অর্থ :হে রাসুলুল্লাহআমার এই শোচনীয়অবস্থারহমতেরনজরেদেখ

আমিগরিব, আমিঅসহায়, আমিবিনীত

তোমারবিরহ বেদনায়আমারদিলআর কত দিনব্যথিতহয়ে থাকবে?

আমার বক্ষে শতবসন্তেরবাগানধারণকরছি

তুমিআমারদিলেরশান্তি, প্রাণেরআরাম, আমারছবর ও আমারকরার

তোমার জ্যোতির্ময় চেহারাআমাকে দেখাও

হে রাসুলুল্লাহআমিবে করারহয়েছি

তোমারনিজের সৌন্দর্য আমাকে দেখাও

আমারপ্রাণেরঘায়েমলমেরপ্রলেপ দাও

তোমার প্রেমেআমারবুকটুকরাটুকরাহয়ে গেছে

আমারদিলবিষাদাচ্ছন্ন

শেষ মুহূর্তে হলেও তোমার দর্শনের দীপ্তিজামিকে দেখাও

আমি তোমার কৃপা পাওয়ায়আশাবাদী, হে রাসুলুল্লাহ ।[১৪৯]

نسیما جانب بطحا گزر کنزاحوالم محمد ﷺ را خبر کن

بہ برا این جان مشتاقم در آنجافدای روضئہ خیرالبشر کن

توئی سلطان عالم یا محمد ﷺزروی لطف سوی من نظر کن

مشرف گر چہ شد جامی زلطفشخدا یا این کرم باردگر کن[১৫০]

বাংলাউচ্চারণ :নাছিমাজানেবেবাতহা গুজর কুন

যেআহওয়ালমমুহাম্মদ রা খবর কুন

বে বোর ইঁ জানে মোস্তাকম দরআঁজা

ফেদায়েরওজায়েখায়রুলবশরকুন

তুইইসুলতানেআলমইয়ামুহাম্মদ

যে রোয়েলুৎফ ছোয়েমননজরকুন

মোশাররফগরচে শোদ জামি যেলুৎফস

খোদায়া ইঁ করমবারেদিগর কুন।[১৫১]

অর্থ :ওহে ভোরেরশীতলবাতাসমক্কারউপত্যকারদিকেযাও

আমারহালঅবস্থা সম্বন্ধে মুহাম্মদকে (সা.) খবর দাও।

আমার এই ব্যাকুলপ্রাণকেওখানেনিয়েযাও,

ঐ সর্বশ্রেষ্ঠমানুষেররওজায়েতাকেউৎসর্গ করো।

ওহেমুহাম্মদ (সা.) আপনি দুনিয়ারসুলতান,

কৃপা পরবশহয়েআমারদিকেনজরকরুন

যদিওজামিআপনার কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছে

তথাপিআল্লাহরওয়াস্তে ঐ কৃপা আবারবর্ষণ করুন।[১৫২]

মোল্লাজামিরবিখ্যাতকাব্যগ্রন্থ ÔBDmd †RvjvqLvqÕ لباس ضراعت پوشیدن و در اقتباس نور شفاعت کوشیدن(বিনয়সহকারেআঁহজরতেরসুপারিশ অর্জনের চেষ্টা) শীর্ষকবর্ণনারকয়েকটিচরণনিম্নরূপ :

ز مهجوریبرآمد جان عالمترحم یانبی الله ترحم

نه آخر رحمت للعالمینیز محرومان چرا فارغ نشینی

ز خاکایلالهسیرابیرخیزچونرگس خواب چند از خواب برخیز

ز حجره پای در صحن حرم نه به فرق خاک ره بوسان قدم نه

به گرد روضه ات گشتیمگستاخدلیچونپنجرهسوراخسوراخ

اگرنبودچو لطفت دستیاریز دست ما نیایدهیچکاری[১৫৩]

বাংলাউচ্চারণ :যে মাহজুরিবারআমদ জানেআলম

তারাহোমএয়ানবিআল্লাতারাহোম

নাখ্আখেররাহমতুল্লিলআলামিনি

যে মাহরুমা চেরাগাফেলনসিনি

যে খাকআয়লালায়েসিরাববরখেজ

চুঁনারগিসখাবেচান্দ আজখাববরখেজ

যে হুজরাপায়ে দর চেহেন নেহ্

ব ফারকেখাকবুচানকদম নেহ,

বগিরদে রওজাত গস্তেম গোস্তাখ

দেলিচুঁপিঞ্জিরাসুরাখসুরাখ

আগারনাবুয়াদ চুঁলুৎফত দস্তএয়ারি

যে দস্তেমানাআয়েদ হিচ কারি।[১৫৪]

অর্থ :একটিনিবর্তকবাক্য হতে এই বিশ্বজগতেপ্রাণসঞ্চারিতহয়েছে।

হে আল্লাহরনবিআমাদেরউপরকরুণাবর্ষণকরুন, করুণাবর্ষণকরুন।

আপনিই তোসমস্তবিশ্বের জন্য আল্লাহররহমত

আপনি কেনবঞ্চিতদেরপ্রতিগাফেলহয়েআছেন?

মাটিহতেজলপুষ্টপদ্মেরন্যায় জেগে উঠুন

আপনারহুজুরাহতেআপনারমাজারের চেহেনেকদমমুবারকরাখুন

যে ভক্ত মাটিচুম্বন করেপড়েআছে

তারশিরেরসিতায়আপনারকদমমুবারকরাখুন

আমারন্যায়একজনঅশিষ্ট লোকআপনাররওজারচতুপার্শ্বে ঘুরছে

আমারদিলপিঞ্জিরারন্যায়ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছে

আপনিযদি দয়া করেসহায়তারহাতপ্রসারিতনাকরেন

তাহলেআমাদের কোনোকাজইসফল হবেনা।[১৫৫]

AvjøvgvBKev‡jiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

বিংশশতাব্দীরঅমরকাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিককবিইকবালছিলেনএকাধারেকবি, সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ, দার্শনিক ও ইসলামিচিন্তাবিদ। তাঁর জন্ম তারিখনিয়েকিছুটামতপার্থক্য রয়েছেতবেসর্বসম্মত মতানুযায়ীতিনি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ নভেম্বরপাকিস্তানেরপাঞ্জাবপ্রদেশেরশিয়ালকোটশহরেজন্মগ্রহণ করেন।[১৫৬]তাঁরপিতারনাম শেখনূরমুহাম্মদ ও মাতারনামইমামবিবি। ইকবালেরপিতা-মাতাউভয়ইছিলেনঅত্যন্ত ধার্মিক।[১৫৭]ইকবালেরপ্রাথমিকশিক্ষাসনাতনপদ্ধতিতেপারিবারিকতত্ত্বাবধানে স্থানীয় মক্তবেই শুরু হয়। ইকবাল ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে স্কচ মিশনস্কুলেভর্তি হয়ে ১৮৮৮, ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দেযথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রবেশিকাশিক্ষাসমাপ্তকরেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্কচ মিশনকলেজ থেকে এফ. এ পাশকরেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দেতিনিলাহোরকলেজ থেকে বি. এ পাশএবং ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দেআল্লামাইকবালপাঞ্জাববিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ পাশ করেন।[১৫৮] ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দেতিনিউচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপগমনকরেন। ইউরোপতথা ব্রিটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েঅধ্যয়নকালে জন ম্যাকটেগার্ট, ই. জি. ব্রাউন, ড. নিকলসন, উইলিয়াম জেমস-এর সান্নিধ্য লাভকরেনানাবিধজ্ঞানার্জনকরেন। কর্মজীবনেইকবালঅধ্যাপনা ও আইন পেশায়নিয়োজিত ছিলেন।[১৫৯]তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিললাহোরজাতীয়মঞ্জিলেমৃত্যুবরণ করেন।[১৬০]

আল্লামাইকবালেরউল্লেখযোগ্য রচনাবলিরমধ্যে উর্দুকাব্যগুলোহচ্ছে : wkKIqv (অভিযোগ) ১৯০৯, Reve-B-wkKIqv(অভিযোগেরউত্তর) ১৯১১, ev‡½ ‘viv(ঘণ্টাধ্বনি)১৯২৪,ev‡jwReixj(জিবরাইলেরডানা) ১৯৩৫, hvi‡eKwjg(মুসারলাঠি) ১৯৩৬।তাঁরফারসিকাব্যগুলোহচ্ছে :Avmiv‡iLw‘(আত্মারগান)১৯১৫, †ivg‡hweLw‘(আত্মলোপেররহস্য) ১৯১৮, cvqv‡ggvk‡iK(প্রাচ্যেরবাণী)১৯২৬, hve‡iAvRg(ডেভিডের স্তোত্র) ১৯২৭, Rwf‘ bv‡g(অমরলিপি) ১৯৩২,[১৬১]BjgjBK‡Zmv‘, gmwdi, cvm †PevBqv‘ Kvi‘ GB

AvKIqv‡gkviK? AvigMv‡bwnRvh(হিজাজেরঅভিনবউপহার)তাঁরমৃত্যুর পর প্রকাশিত ইত্যাদি।[১৬২]এছাড়াও*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*তাঁরউল্লেখযোগ্য ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ।আল্লামাইকবালেরমাতৃভাষাউর্দুহওয়াসত্ত্বেওতিনিফারসিভাষায়কাব্যচর্চাকরতেস্বাচ্ছন্দ্যবোধকরতেনএবংক াব্য রচনায়তিনিফারসিভাষাকেপ্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরফারসি ও উর্দুকবিতাকেআধুনিকযুগেরফারসি ও উর্দুসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠহিসেবেবিবেচনাকরা হয়।[১৬৩]

আল্লামাইকবালকেবিশ্বেরমহানকবি ও দার্শনিকদেরঅন্যতমহিসেবেবিবেচনাকরারমূলকারণহলোতাঁরকাব্যচর্চা ও দর্শন। তাঁর গোটা দর্শন ও কাব্যেরনির্যাসহচ্ছেঐশীপ্রেম। তাঁরকাব্য-দর্শনপবিত্রকুরআন ও হাদিসের আলোকেইগঠিত। তিনিকুরআন ও হাদিসের মর্মবাণীরনিরিখেজাতিকেদিকনির্দেশনা দানকরেছেন। আর এ ধর্মীয় ও ইসলামেররাজনৈতিক দর্শনের জন্যওতিনিবিশেষভাবেসমাদৃত ছিলেন। তাঁরক্ষুরধার লেখনীতেইসলামিশিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য যেভাবেপ্রতিভাতহয়ে উঠে তাসত্যিকার অর্থেই একজনপাঠককেইসলামি চেতনা, আদর্শ ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করে তোলে।[১৬৪]অধ্যাপক এ যে আরবেরিতাঁর"*An Introductory to the History of sufism*"গ্রন্থে ইকবালকেসুফিতত্ত্বেরসাধকহিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৬৫]

দার্শনিক ও আধ্যাত্মিককবিতাঁর লেখনীতেআল্লাহরনবিরজীবনচরিতঅত্যন্ত জোরালোভাষায়তুলেধরেছেন। রাসুলেআকরাম (সা.) বিশ্বলোকেরআলোকবর্তিকা। এর বর্ণনাদিতেগিয়েতিনিবলেন–

ای ظهور تو شباب زندگیجلوه است تعبیر خواب زندگی

در جهان شمع حیاتافروختی؟بندگانراخواجگیاموختی

হে মহান, তব প্রকাশজীবনের যৌবন

তোমারপ্রভা, জীবন স্বপ্নেরতাবির,

বিশ্ব মাঝেজীবনেরপ্রদীপজ্বালালেতুমি,

আল্লাহরবান্দাদেরবিনয়মহত্ত্ব শেখালেতুমি।[১৬৬]

পৃথিবীরযাবতীয়বিষয়বস্তুতথা স্বীয়জানেরচাইতেওযতক্ষণপর্যন্তআল্লাহ ও তাঁরহাবিব (দ.)-কেঅধিকভালোবাসাযাবেনাততক্ষণ সে ব্যক্তি মুমিন, ইমানদারবামুসলমানহতেপারবেনা। তাইতোড.আল্লামাইকবালবলেন :

মগজেকুরআন, রূহেইমান, জানেদ্বীন

হাসতেহুব্বেরহমাতুল্লিলআলামিন ॥[১৬৭]

অর্থাৎ,কুরআনের সার, ইমানেররূহ, দ্বীনেরজান হয় প্রিয়নবির (দ.) প্রেম ।এছাড়া অন্য কিছুনয়।

নিম্নোক্ত কবিতায়ইকবালেররাসুলপ্রেমফুটে উঠেছে–

تو غنی از هردو عالم من فقیر
روز محشر عذر های من پذیر
گرتو میبینیحسابمناگزیر
از نگاهمصطفیپینهان بگیر[১৬৮]

বাংলাউচ্চারণ: তুগানিআযহার দু আলমমানফকির,

রোজেমাহশরউযরহায়েমানপাযির

গারতুমিবিনি হেসাবামনাগযির,

আয নেগাহেমোস্তাফা পেনহানবগির।

অর্থ :হে আল্লাহ!

দোজাহানেরকারওমুখাপেক্ষীনওতুমি,

ওগো দয়ালু! উভয়জগতেরসবাই তব করুণাকামী

হাশরেরদিনেবুঝেনিবেসবে, নিজনিজপ্রতিদান,

হিসাবআমারনাওযদি প্রভু

করোনাঅপমান।

এটুকুইশুধুকরিনিবেদন, ওগোআল্লাহ!

মহানরাজন,

নূরনবিজিরসামনেতুমি,

করোনা মোরে অসম্মান।

তাঁর দৃষ্টিরআড়ালে ডেকে, হিসাবআমারনিওগোবুঝে,

হেনপাপীরেসামনে ডেকে, লজ্জা তুমিদিওনাতাঁকে।

রাসুলেপাক (সা.)-এর প্রতিএমনিছিলকবির চিন্তাধারা।[১৬৯]

ইকবালেরমুসলিমমানসগঠনেরাসুলপ্রেমঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এব্যাপারেতিনিবলেন–

دین فطرت از نبیآموختیمدر ره حق مشعلیافروختیم

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد[১৭০]

নবি থেকেই শিখেছিপ্রকৃতির ধর্ম ইসলাম

আরসত্যের পথে মশালজ্বালালাম,

তাইতো খোদাআমাদের জন্য পূর্ণ করেছেনশরিয়ত

আরআমাদেররাসুলের(সা.) উপরসমাপ্তকরেছেন রিসালাত।[১৭১]

ইকবালবিশ্বাসকরেনতাওহিদেরবাণীআনায়নকারীবিশ্বমানবতার মুক্তিদূত ও আশিসস্বরূপমুহাম্মদকে (সা.)সঠিকভাবেঅনুসরণেরমাধ্যমেই এ বিশ্বে প্রতিটিমুসলিম ও অমুসলিমেরজীবনেশান্তিআসতেপারে। আরতাইতিনিবলেছেন–

هر که رمز مصطفیفهمیده استشرک را در خوف مضمر دیده است[১৭২]

মোস্তফারগূঢ়রহস্য সম্পর্কে যে অবগতহয়েছে,

'ভয়' -এর মধ্যে সে শির্ককেলুক্কায়িত দেখেছে।[১৭৩]

ইকবালেরচিন্তাধারা, দর্শন ও কবিতারপ্রধানবিষয়বস্তু ছিলরাসুলের (সা.) প্রতিপ্রগাঢ়ভালোবাসা। তিনিবলেন, মুসলিমমিল্লাতেরশিক্ষারউৎস হচ্ছেনরাসুলুল্লাহ (সা.); তাদের জন্য তাঁরআদর্শ ও শরিয়তেরঅনুসরণকরাঅপরিহার্য।

علم حق غیر از شریعتهیچنیستاصل سنت جز محبتهیچنیست

هست دینمصطفی (ص)دینحیاتشرع شدتفسیر آئین حیات[১৭৪]

ইলমেহাক্কশরিয়তব্যতীত অন্য কিছুনয়

সুন্নাতেরমূল, মহব্বতছাড়াআরকিছুনয়

মোস্তফার (সা.) ধর্ম হচ্ছেজীবনের ধর্ম

জীবনের যে ধর্ম তারব্যাখাহলো শরিয়ত।[১৭৫]

Avãj Kv‡`i wRjvbi (in.) iPbvqivmj (mv.) ck¯Í

আধ্যাত্মিকজগতেরইমাম, আউলিয়াকুলশিরোমনিবড়পিরহজরতআব্দুলকাদেরজিলানি (রহ.) ছিলেনইরানেরগিলানপ্রদেশেরঅধিবাসী। তিনি ৪৭০ মতান্তরে ৪৭১ হিজরিসনেরপবিত্ররমজানমাসের ১ অথবা ২১ তারিখেগিলানশহরেসুবিখ্যাতসাইয়্যেদ পরিবারেজন্মগ্রহণ করেন।[১৭৬]তাঁরপিতারনামহজরতসাইয়েদ আবুসালেহমুসা জঙ্গি দোস্ত। ইতিহাসসাক্ষ্য দেয় আউলিয়াজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রতরিকত, হাকিকতএবংশরিয়তেমুহাম্মদিয়াদিশারিহজরতবড়পিরসাহেবেরপিতারঊর্ধ্বতনবংশপরম্পরাসাইয়্যেদ কুলেরশিরোমণিহজরতইমামহাসানের (রা.) সাথে এবংমাতারঊর্ধ্বতনবংশপরম্পরাসাইয়্যেদ কুলের গৌরবহজরতইমামহুসাইনছিলেন, এ কারণেতাঁকেআলহাসানিওয়ালহুসাইনিবলাহতো। ইতিহাসগ্রন্থে তাঁরনামআবুমুহাম্মদ আব্দুলকাদেরজিলানি (রহ.) উল্লেখকরাহয়েছে। এছাড়াওবিভিন্ন গুণাবলিরউপরভিত্তিকরেবহুনামেতিনিভূষিতহয়েছেন যেমন–গাউসুলআযম, কুতুবুলআকতাব, বড়পির, কুতুবেরব্বানী, মুহীউদ্দিন, পিরানেপির দাস্তেগীরআফযালুলআউলিয়া, নূরেইয়াযদানিপ্রভৃতি। তিনিতাঁরজীবদ্দশায়শিক্ষকতা, পুস্তকপ্রণেতা, ওয়াজনসিহতেরমাধ্যমে মানুষদেরকেইসলামের পথে আনার চেষ্টাকরে গেছেন। তিনি ৯১ বছরবয়সে ৬৬২ হিজরিসালের ১১ই রবিউসসানিপরলোকগমন করেন।[১৭৭]

রুহানিজগতেরখাঁটিপ্রজ্ঞাদাতামাহবুবে সোবহানীবড়পিরআব্দুলকাদেরজিলানি (রহ.) শুধুমাত্রইলমেশরিয়ত ও মারিফাতেরপণ্ডিতছিলেননা। বরংতিনিকাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোলপ্রভৃতিশাস্ত্রেওসুপণ্ডিতছিলেন। তাঁরপ্রণীতঅসংখ্য গ্রন্থেরমধ্যে dZûjMvqe, ¸wbqvZZZv‡jweb, dZûiieŸvbx, Kwm`v‡qMvIwmqvসমধিকপ্রসিদ্ধ।[১৭৮]তবেউপমহাদেশে তাঁরকারামতইআলোচিতহয়ে থাকে। তিনি যে ফারসিকাব্যসাহিত্যে অনন্য অবদান রেখে গেছেনতাঅনেকেরইজানা নেয়। তাঁরÔKwm`v‡qMvDwmqv'য় ৮১ টিফারসিকবিতা স্থান পেয়েছে।

রাসুলে খোদার (সা.) শানেতাঁরকবিতাসত্যিইঅনুপ্রেরণারউৎস। রাসুলেআকরাম (সা.) যে সেরা মানব, তাঁকে কেন্দ্র করে যে সমগ্রজাহানসৃষ্টি, এ প্রসঙ্গে তিনিবলেন–

ای قصر رسالت تو معمور منشور لطافت از تو مشهور

خدام ترا غلام گشتهکیخسروو کیقباد و فغفور

در جمله کائنات گویند صلوات تو تا دمیدن صور

معراج تو تابقاب قوسین جبریل به ره ماند از دور

روشن ز وجود تست کونینای ظاهر و باطنت همه نور

ایسیدانبیاء مرسل وی سرور اولیاء منصور

گل از عرق تو یافتهبویشد شهد در اندرون زنبور

হে মহান, রিসালতেরপ্রাসাদ তব চিরআবাদ,

সৌহার্দেরঘোষণা তব চিরঅম্লান।

খসরু, কায়কোবাদ ও ফাগফুরযত

তোমারপায়েহয়েছেঅবনত।

এ বিশ্বলোকগাইবে তব গুণগান

যতদিননাফুঁকবেশিংগায়।

কাবাকাউসাইনছিল তব মেরাজ,

জিবরাইলযার যোজন দূরে।

তব অস্তিত্বেরআলোয়আলোকিতউভয়জাহান,

তব জাহের-বাতেনসবইনূর হে মহান।

হে নবিকূল সম্রাটরাসুলদেরতাজ,

হে সদাবিজয়ীওলিদেরমুকুট,

তব ঘাম থেকে পেয়েছেফুলখুশবু,

তব পরশে মৌমাছিরমাঝেআসে মধু।[১৭৯]

†bRwgMvbRwfiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফারসিকাব্যসাহিত্যেরঅন্যতমখ্যাতনামাকবিনেজামিগানজুভি (১১৪১-১২০৯ খ্রি.)।তাঁরপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকর্মেরমধ্যে Lvgmvগ্রন্থটিবিশেষ গুরুত্ব বহনকরে। আধ্যাত্মিক ও খোদাভীতিবিষয়কgvLRvbjAvmivi, সাসানি সম্রাটখসরু ও তাঁর প্রেয়সীশিরিনসম্পর্কিতএকটিগীতিধর্মীকাব্যগ্রন্থ Lmiæ Iqwkwib,প্রসিদ্ধ আরব গোত্রগুলোরকাহিনীনির্ভরগ্রন্থ jvBwj IqvgvRbb, বাহরাম গোরসম্পর্কিতকাহিনীnvdZ †cBKviঅথবাevnivgbv‡g, আলেকজান্ডারসম্পর্কিতকাহিনীG¯‥‘vibv‡gইত্যাদি Lvgmv‡qwbRwgনামেপরিচিত। এছাড়াওতাঁরগজল ও কাসিদা সম্বলিতএকটিকাব্যসমগ্রতথাw‘Iqvb রয়েছে।[১৮০]তিনিতাঁরকাব্যে রাসুলে খোদার যে প্রশংসাকরেছেনতাসত্যিই বিস্ময়কর। তাঁররচিতবিশ্ববিখ্যাতগ্রন্থ ‘gvLRvbjAvmivi’গ্রন্থেরকয়েকটিচরণএখানে উদ্ধৃত করাহলো। তিনিবলেন–

احمد مرسل که خرد خاک اوست هر دو جهان بسته فتراک اوست

ایگویا بزبان فصیحاز الف آدم ومیممسیح

همچوالف راست بعهد ورفا اول و آخر شده بر انبیاء

আহমদ প্রেরিতরাসুলপ্রজ্ঞায়যারসত্তায়গাঁথা

যারই বিন্দুতেবাঁধাউভয়জাহান,

আদম থেকে ইসামসিহ

সকলের সেরা বিশুদ্ধভাষী;

প্রতিশ্রুতআর অঙ্গীকারে আলিফেরপ্রত্যয়ী

শুরুতেইনবিআরঅন্ত্যেওতিনিই নবি।[১৮১]

mvbvqxMvRbwfiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

আরেফকবিসানায়িগাজনাভি (১০৮০-১১৩১ খ্রি.)ফারসিসাহিত্যেরঅন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁররয়েছেঅসংখ্য কাসিদা, মসনবি ও গজলএবংতিনি এ তিনধরনেরকবিতারকাঠামোতেকাব্য নির্মাণেপারদর্শী। সানায়ির গুরুত্ব তাঁরএরফানিকবিতারমাঝেনিহিতরয়েছে। কবিতায়এরফান ও তাসাউফেরবিষয়কে অন্তর্ভুক্ত

করায়ফারসিসাহিত্যেরগবেষকগণতাঁকে‘নবযুগেরনির্মাতা’ (Epoch maker) কবিবলেঅবিহিত করেন।[১৮২]তাঁরএরফান এক প্রকারেরশরিয়তেরউপরভিত্তিশীল। তাঁরকবিতাগুলোতেঅধিকপরিমাণেকুরআনেরআয়াত ও হাদিসের উল্লেখরয়েছেএবংকখনোকখনোতিনি এগুলোরএরফানিব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড়করিয়েছেন, যেমনতাঁর‘nw‘KvZjnwKKvn’নামকমসনবিগ্রন্থে সেগুলোপাওয়া যেতে পারে।[১৮৩]তাঁরকাসিদাগুলোবিভিন্নবিষয়েরচিত। মুনাজাত, ওয়াজ-নসিহত, বসন্তেরবর্ণনা, তাঁরসামসময়িকযুগেরসমাজেরসমালোচনা, নগর-রাষ্ট্র (নিখুঁতসামাজিক ও রাজনৈতিকব্যবস্থাপনায় গড়া প্রত্যাশিতবাকল্পিতরাষ্ট্র), বিবেক ও প্রেম, আধ্যাত্মিকতার পথ ও পদ্ধতি, যোহদ (দুনিয়ারপ্রতি নিরাসক্তিমূলক পবিত্রজীবনযাপন) ও অন্বেষণ, জুলুমেরপ্রতিতিরস্কার, ভর্ৎসনা, প্রশংসিতেরগুণকীর্তনপ্রভৃতিবিষয়তাঁরকাসিদাগুলোতেপাওয়া যায়।[১৮৪]তাঁরকবিতা যেমনআল্লাহপ্রেমেরমনমাতানোবাঁশরি, তেমনইরাসুলপ্রেমের দরিয়ার ঢেউ। কবিরাসুল (সা.) কে লক্ষ্য করেবলেন–

کلاهو تختکسری از تو نابودسپاه و ملکقیصر از تو درهم

میاناولیاءصدریو بدریمیانانبیاءمهری و خاتم

তব পদাঘাতেপারস্য সম্রাটেরতাজ ও সিংহাসননিশ্চিহ্ন

রোমানকায়সারেরঅপরাজেয়বাহিনী ও রাজত্ব ভূলুণ্ঠিত।

ওলিদেরমাঝেতুমিআত্মা ও পূর্ণ শশী

নবিদেরমাঝেসিল-মোহরতুমি, তুমিই পরিসমাপ্তি।[১৮৫]

gv‡jKk †kvqvivevnv‡iiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফারসিকাব্যজগতেঅপরখ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হলেনমালেকুশ শোয়ারাখোরাসানিবাহার। মোহাম্মদ কাযেমসাবুরিরপুত্র মোহাম্মদ তাকিবাহারযিনিমালেকুশ শোয়ারায়েবাহারনামেসুপরিচিত, তিনিসমকালীনফারসিসাহিত্যেরএকজনবিখ্যাতকবি, লেখক ও গবেষক। তিনি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দেমাশহাদে জন্মগ্রহণকরেন। তিনিসাংবিধানিক আন্দোলনেঅংশগ্রহণকরেনএবং ১৩২৮ হিজরিতে‘নওবাহার’নামেএকটিপত্রিকাপ্রকাশকরেন।

তিনি‘তাযেবাহার’নামেঅনুরূপআরেকটিপত্রিকাপ্রকাশকরেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দেমাশহাদেরজনগণেরপক্ষ থেকে

সংসদ সদস্য নির্বাচিতহন। কিছুকালতিনি তেহরানবিশ্ববিদ্যালয়েরসাহিত্য অনুষদে ফারসিসাহিত্যেরশিক্ষকহিসেবে দায়িত্ব পালনকরেন। অবশেষেতিনি ১৯৫১ সালের ২২ এপ্রিল তেহরানেমৃত্যুবরণকরেন। তাঁরঅসংখ্য গ্রন্থেরমধ্যে mveK †kbvm ও Biv‡biivR¾bvZK ‘j¸‡jvimsw ÿ ßBwZnvmনামকগ্রন্থদ্বয়এখনোআমাদেরমাঝে বিদ্যমান।[১৮৬] রাসুলপ্রেমেতিনিছিলেনবিভোর। তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিতহয়েছেমহানবিরপ্রকৃত স্বরূপ। তিনিবলেন–

با مهر اوست جنت و با حب او نعیم

با قهر اوست دوزخو با بغض او عذاب

با مهر او بود بگناه اند رون نوید

با قهر او بود بصواب اند رون عقاب

তাঁর দয়ায়মিলবেজান্নাত, তাঁর প্রেমেইপাবে নেয়ামতরাশিরাশি।

তাঁররাগ ও গোস্বায়নির্ঘাতজাহান্নাম, তাঁরইঘৃণায়শাস্তি।

তাঁর সুদৃষ্টিতেঅপরাধীওপাবেআশারআলো,

তাঁরঅসন্তুষ্টিতেভালোকাজওহবে শাস্তির।[১৮৭]

LvKvwbwkiIqvwbiKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

ফারসিকাব্যজগতে এক সুপরিচিতব্যক্তিত্ব খাকানিশিরওয়ানি (১১২১/১১২২-১১৯০ খ্রি.)। তাঁরকবিতারভাষা ও শৈলীহলোজটিল ও কঠিন। তিনিতাঁরকাব্যে বিপুলপরিমাণেপ্রতীকাশ্রয়ীকাহিনীব্যবহারকরেছেন। আর সম্ভবত এ কারণেইতাঁকেসাবকে হেন্দি বাভারতীয়সাহিত্যশৈলীররূপকারবাজনকবলা হয়।[১৮৮] তাঁরদিওয়ানে (কাব্যসমগ্র) বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাশাস্ত্রীয়, জ্যোতিষশাস্ত্রীয়, চিত্তবিনোদন, দার্শনিক ও ধর্মীয়পরিভাষাগুলোরব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। নিঃসন্দেহে কাসিদারচনায়তিনিছিলেনপারদর্শী। তাঁরকবিতায়সানায়িরআধ্যাত্মবাদেরন্যায়এরফানেরউৎসসমূহ দেখাযায়, যারঅধিকাংশইহলোশরিয়তেরবিধি-বিধানসম্বলিত।বিশেষকরেপবিত্রকাবা ও হজরতরাসুলেআকরামের (সা.) স্তুতিবর্ণনাকরাহয়েছেতাএরফানেরপরিপূর্ণ সাক্ষ্য বহনকরে। রাসলের প্রেমেপাগল এই দার্শনিককবিনবিরউদ্দেশ্যে বলেন–

ما اعظمشانکای مظفّر؟ ما اکرموجهکای مطهّر؟

ای عشر عطایتوبهیکدم صد ساله خراج هر دو عالم

ایخاک درت مسیحاکبرجان درده صد هزار عازر

হে চিরবিজয়ী, তব শান কতই নাবড়,

হে মহাপবিত্র, তব অবয়ব কতই নামহান,

হে রাসুল (সা.), তব এক শ্বাসের দশমাংশের দাম,

দুজাহানেরশতবছরেরখাজনার চেয়েওমূল্যবান।

হে মহান, তব দরজারধূলিতেইসামসিহ

আযেরেরমতোলাখমৃতের দিয়েছে প্রাণ।[১৮৯]

†ivKbwÏbAvI‡nw‘iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

অষ্টমশতাব্দীর দার্শনিককবি রোকনুদ্দিনআওহেদি ছিলেন সে যুগেরকাব্যজগতে এক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। যাঁরকবিতায় স্থান পেয়েছেরাসুলপ্রেমের এক বাস্তবচিত্র। রাসুলে খোদারপ্রশংসায়তিনিঅসংখ্য কবিতারচনাকরেছেন। তাঁরবিশালকাব্যসমগ্রের দু'একটিচরণেরউল্লেখকরলেইরাসুলের (সা.)প্রতিতাঁরভালোবাসার দৃষ্টান্তখুঁজেপাওয়াযাবে। তিনিবলেন–

بر سر او از نیکنامی تاج همه شبهای او شب معراج

انکه مه بشکندبنیمانگشتآفتابش جه باشد اندر مشت

তাঁরশিরেরয়েছেচিরদিনসুনামেরতাজ

সকলযামিনীতাঁরশবে মেরাজ,

তিনিই তো সে ব্যক্তিত্ব যাঁরইশারায়চাঁদ খানখান

সূর্য যাঁরমুঠোরমাঝেপায়নিজপ্রাণ।

আল্লাহররাসুলের(সা.) উদ্দেশ্যে তিনিঅন্যত্রবলেন–

علم نور نصرتت ز عالم نور یزکلشکرت صبا ودبور

معجزتسنگرا زبان بخشدبوی خلقت بمرده جان بخشد

তব ইলমেরবলেআলোকিতআলম,

সকালসাঁঝেরহাওয়াসিপাহিতব হরদম,

তোমারমুজিযায়বলেছেকথানিষ্প্রাণপাথর

তোমারসৃষ্টিরসুবাসেমৃত্যু পেয়েছে জীবন।[১৯০]

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা :

১. bn.m.wikipedia.org

২. kvnbvgvহচ্ছেপ্রাচীনইরানেরইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিনিয়েবিভিন্নকাব্যগাঁথা। এতে আছে ৯৯০টি অধ্যায়, ৬২টি কাহিনী। পুরোমহাকাব্যে ৬০০০০ শ্লোকরয়েছে। ইরানেরইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলেআনাহয়েছে এই মহাকাব্যে। kvnbvgv‡Zমূলতইরানেইসলামপূর্ব ও সপ্তমশতাব্দীতেইসলামিশাসনব্যবস্থা চালুহওয়ারপরেরকাহিনীবর্ণিতহয়েছে। এ কাহিনীতেরাজাদের গুণগান ও পরবর্তীকালেকবিরনিজেরঅনুভূতিরবহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটি হোমারেরইলিয়ড-এর চেয়েসাত গুণ ও জার্মানমহাকাব্য নিবেলুঙগেনলিয়েড-এর (Nibelungenlied) চেয়ে ১২ গুণ বড়। পৃথিবীরবিভিন্নভাষায় এই kvnbvgvi অনুবাদ প্রকাশিতহয়েছে।

৩. دکترتوفیق ح. صبحنی،تاریخادبیات۱، انتشارات دانشگاهپیام نور، تهران،۱۹۹۶، ص-152- 153

৪. JowelWaiz Lal, *An Introductory History of Persian Literature*, The Imperial Book Depot Press, Delhi, 1925, p. 87

৫. مهنازبهمن، پروینااعتصامیچهرههایدرخشان، انتشارات مدرسه، تهران،۱۳۸۹،ص- ۴۸

৬. صادق رضا زاده شفق، تاریخادبیاتایران، انتشارات دانشگاهپهلوی،ایران،۱۳۵۲، ص-۱۴۹

৭. *The Machmillan Family Encyclopaedia*, vol. 8 (London: Macmillan Publishing Company, 1980), p. 100

৮. ড. মো. কালামউদ্দিন, dwi‘ DwÏbAvËviKve¨ I mwd ‘kb, মনিরামপুরপ্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ১৩৮

৯. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامهء فردوسی، مهمد علی فروغی (ناشر)، انتشارات فردوس، 1993م، ص- 1

১০. যাঁরসম্পর্কে মৃত্যুকালেঅনুজ্ঞাকরা হয় তিনিইওসী। শিয়ামতবাদ অনুযায়ীরাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুকালেহজরতআলিকে (রা.) তাঁরপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেগিয়েছিলেন।

১১. শাহনামা

১২. মনিরউদ্দিনইউসুফ (অনূদিত),†di‡'Š¨mikvnbvgv 1g LÐ, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ২০১২খ্রি., পৃ. ভূমিকা-৪, ৫

১৩. cv¸³, পৃ. ১০, ১১

১৪. যবীহউল্লাহসাফা, Zwi‡LAv'weq¨v‡ZBivb, ২য় খণ্ড, রামীনপ্রকাশনী, তেহরান, দশম মুদ্রণ ১৯৯৫খ্রি., পৃ. ৯৭

১৫. Ahmad Tamimdari, *A History of Persian Literature*, Translated by Ismail Salami, Alhoda International Publishers, Iran, 2002, p. 177

১৬. শামসুদ্দীনমুহাম্মদ ইসহাক, wek †cwgKiægx, প্রথম খণ্ড, প্রথমপ্রকাশ, সিফাতপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪খ্রি., পৃ. ২

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৮. Bmjvgxwek‡Kvl, প্রথম খণ্ড, তৃতীয়মুদ্রণ, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫খ্রি., পৃ. ৫১৭

১৯. আব্দুসসাত্তার, dvimxmvwn‡Z¨iKvjµg, ২য় সংস্করণ, ইসলামীফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩খ্রি., পৃ. ৪২

২০. মাওলানাআবদুলমজিদ ঢাকুবী (অনূদিত), gmbex‡qiægx, প্রথম খণ্ড, এমদাদিয়ালাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৪খ্রি., পৃ. ১০

২১. Sirajul Haque (Edited), *News Letter*, Special Issue on the year of Rumi (800th Birth Anniversary, Iranian Cultural Center, Dhaka, 2007, p. 44

২২. মেহনাজ বেহমান, †P‡n‡inv‡q †'ivLkv‡bcviwfbG‡Zmwg, চাপখানায়েমাদরেসে, চতুর্থ প্রকাশ, ১৩৮২, পৃ. ৪৮

২৩. খালিদ সাইফ (অনূদিত), RvjvjwÏbiæwgwbewPZKweZv, প্রথম মুক্তদেশ সংস্করণ, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮খ্রি., পৃ. প্রচ্ছদ

২৪. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, মেহজাবিনইসলাম, AvawbKBiwbKwecviwfbG‡ZmwgRxeb I Kve¨, আবিষ্কার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮খ্রি., পৃ. ৪৮

২৫. মো. আবুলকালামসরকার, evsjv‡'‡k dviwmAbev' mvwnZ¨ 1971-2005, প্রথমপ্রকাশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ২৬৫

২৬. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্টওয়েজ, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ভূমিকা

২৭. তাওফিকহা. সুবহানী, তারীখেআদাবিয়্যাত, পায়ামেনূরবিশ্ববিদ্যালয়প্রকাশনী, তেহরান, প্রথমমুদ্রণ, ১৯৯০খ্রি., পৃ. ২৫১-২৫২

২৮. মো. আবুলকালামসরকার, evsjv‡'‡k dviwmAbev' mvwnZ¨ 1971-2005, পৃ. ২৬৬

২৯. ড. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), AvšÍRwZKi|gx m‡¤§jb07 ¯§iKMš', আল্লামারূমী সোসাইটি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮খ্রি.

৩০. www.masnavi.net

৩১. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১, ৫২

৩২. www.masnavi.net

৩৩. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৩৪. http://www.masnavi.net/2/10/eng/1/2962/

৩৫. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৩৬. www.masnavi.net

৩৭. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৩৮. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh55/

৩৯. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh33/

৪০. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪১. http://www.masnavi.net/2/50/eng/1/3984/

৪২. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৩. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh25/

৪৪. মনিরউদ্দিনইউসুফ, iægxigmbex, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৪৫. বোরহানউদ্দিনখান জাহাঙ্গীর (অনূদিত), iæwgiKweZv, জার্নিম্যানবুকস, ২০১৯খ্রি., পৃ. ২২

৪৬. cÖv¸³, পৃ. ২৩

৪৭. খালিদ সাইফ (অনূদিত), RvjvjwÏbiæwgwbewPZKweZv, প্রথম মুক্তদেশ সংস্করণ, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮খ্রি., পৃ. ৪৫

৪৮. cÖv¸³, পৃ. ৪৭

৪৯. cÖv¸³, পৃ. ৫১

৫০. cÖv¸³, পৃ. ১১৫

৫১. cÖv¸³, পৃ. ৪৯

৫২. cÖv¸³, পৃ. ৫২

৫৩. cÖv¸³, পৃ. ৭২

৫৪. মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), gmbexkixd 1g L‡Ðic_gvá, খায়রুনপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮খ্রি., পৃ. ৩৫

৫৫. cÖv¸³, পৃ. ৩৬/ বুখারীশরীফকিতাবু দাওয়াত, হাদিস নং ৫৯৬৭

৫৬. cÖv¸³, পৃ. ২১৯

৫৭. cÖv¸³

৫৮. cÖv¸³

৫৯. cÖv¸³

৬০. cv, 3

৬১. cv, 3, পৃ. ২২০

৬২. cv, 3

৬৩. mivmvd, আয়াত : ১৪

৬৪. cv, 3, পৃ. ২২০

৬৫. cv, 3, পৃ. ২২১

৬৬. cv, 3

৬৭. cv, 3

৬৮. 'রূহুলআমিন'কুরআনমজীদে হজরতজিবরাইল (আ.)-এর উপাধিহিসেবেউল্লেখহয়েছে। (সূরা শোয়ারা, আয়াত:১৯২)। মৌলানারুমি (রহ.) এখানেহজরতনবিকরিমের (সা.) উপাধিহিসেবেউল্লেখকরেছেন। রূহমানেআত্মা। আমিন অর্থ বিশ্বস্ত। হজরতকেরূহনামেঅভিহিতকরারকারণহচ্ছেতাঁরঅনুসরণঅনুকরণআত্মিকজীবনেররক্ষাকবচএবংসীরাতসম্পর্কিত রেওয়াতসমূহে হুযুরকে (সা.) জগৎসৃষ্টিরউপলক্ষবলেওবর্ণনাকরাহয়েছে।

৬৯. cv, 3, পৃ. ২২১

৭০. cv, 3, পৃ. ২৪৮

৭১. ইলমেলাদুন্নীএমনজ্ঞান, যাকাশফ ও ইসলামের সূত্রে অর্জিত হয়। আল্লাহরসান্নিধ্য প্রাপ্তরাই এই জ্ঞানেরঅধিকারীহয়ে থাকেন। সরাসরিআল্লাহরশিক্ষা ও তালিমদ্বারা এই জ্ঞানঅর্জিত হয়। যুক্তির বিন্যাসবাবর্ণনাভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারানয়। এ ব্যাপারেমহানআল্লাহকুরআনেবলেছেন– وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا "আমিতাঁকেআমারসন্নিধানহতেশিক্ষা দিয়েছি।" (সূরাকাহাফ, আয়াত : ৬৫)

৭২. cv, 3, পৃ. ২৪৮

৭৩. cv, 3, পৃ. ২৪৯

৭৪. cv, 3, পৃ. ৫২৮

৭৫. মোস্তাকআহমাদ, w' Iqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪খ্রি., পৃ. ২২২

৭৬. মো. আবুলকালামসরকার, cv, 3, পৃ. ২৪৫

৭৭. Swami Govinda Tirtha, *The Nectar of Grace: Omar Khayyam's Life and Works*, Kitabistan, Allahabad, 1941, P-IXXIV

৭৮. Najib Ullah, Islamic Literature, A Washington Square Press Book, 1963, P-32

৭৯. M Akbar Ali বিজ্ঞানীকবিওমর খৈয়াম (Scientist Poet Omar Khayyam), Malik Library, 36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, 1990, P-62 (67)

৮০. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), Igi ˆLqv‡giiæevBqvZ :mwdKve¨ Hwn‡Z¨IAwe‡”Q'¨ Ask, নাহারপাবলিকেশনস, ২০১৫খ্রি., পৃ. ৩৮

৮১. মোহাম্মদ আবদুলকাইউম (সম্পাদিত), †gvnv¤§' eiKZjøvniPbvejx, বাংলাএকাডেমী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯খ্রি., পৃ. ১১২-১১৩; এম আকবরআলি, weÁvbxKweIgi ˆLqvg, মালিকলাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০খ্রি., পৃ. ১৩৪-১৩৫। আশরাফলতিফী ও সাইয়্যেদ খোরশীদ হোসাইনি বোখারী, †gvZv‡q‡jAv'weq¨v‡ZBivb, হিচ্ছায়েনাযম, তাজবুকডিপো, লাহোর, ১৯৬৬খ্রি., পৃ. ৯৬।

৮২. কাজীনজরুলইসলাম, iæevBqvZ-B-Igi ˆLqvg, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৭খ্রি., পৃ. ২১

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৮৪. শামসুলআলমসাঈদ, Igi ˆLqvgiæevBqvZ, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১খ্রি., পৃ. ১২১

৮৫. Swami Govinda Tirtha, The Nectar of Grace : Omar Khayyam's Life and Works, p. 15

৮৬. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ৪৮

৮৭. Swami Govinda Tirtha, The Nectar of Grace : Omar Khayyam's Life and Works, p. 14

৮৮. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ৪৮

৮৯. Swami Govinda Tirtha, *The Nectar of Grace : Omar Khayyam's Life and Works*, p- LXXV and p. 197

৯০. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ৯৩

৯১. Swami Govinda Tirtha, The Nectar of Grace : Omar Khayyam's Life and Works, p. CLII

৯২. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ১৪২

৯৩. A. C. Bose, Rubaiyyat-i-Omar Khayyam, Modern Book depot, 78 Chowringhee Centre, Calcutta-13, 1976, p. 21

৯৪. শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ১৭১

৯৫.بدیع‌الزمانفروزانفر، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخفریدالدین محمد عطار نیشابوری، چاپ اول، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1995م، ص- 2

৯৬. دکترذبیحالله صفا، تاریخادبیات در ایران، جلد دوم، کتابفروشی ابن سینا، تهران، 1960م، ص- 858

৯৭. شیخفریدالدین عطار، مصیبت نامه، دکترنورانیبسال(ناشر)، کتابفروشی زوار، تهران، 1985م، ص- 54-5

৯৮. ড. মো. কামালউদ্দিন, dvwi' DwÏbAvËviKve¨ I mwd 'kb, পৃ. ২৭

৯৯. بدیع‌الزمانفروزانفر، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخفریدالدین محمد عطار نیشابوری، ص- ৭8

১০০. আকবর মোর্তযাপুর (সম্পাদিত), শারহেহালেশায়েরানেইরান, এন্তেশারাতেআত্তার, তেহরান, ১৯৯৬খি., পৃ. ৬২

১০১. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³, পৃ. ৩৯

১০২. https://ganjoor.net/attar/vaslatname/sh23/

১০৩. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³, পৃ. ৭৯

১০৪. শেখফরিদ উদ্দিননিশাবুরি, gvb‡ZKiZv‡qi, ড. মোহাম্মদ রেজাশাফিঈকাদকানি (সম্পাদিত),এন্তেশারাতে সোখান, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৪৬

১০৫. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³, পৃ. ৮৮

১০৬. শেখফরিদ উদ্দিনআত্তারনিশাবুরি, Avmivibvgv, ড. সাইয়্যেদ সাদেকগওহারিন (সম্পাদিত), সুফিআলিশাহ, তেহরান, ১৯৫৯ খ্রি., পৃ. ১২

১০৭. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mwn‡Z¨ gnvbex (mv.), ইরানমিরর, ২০১৫খ্রি., পৃ. ২

১০৮. https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh4/

১০৯.ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³, পৃ. ১১০

১১০. শেখফরিদ উদ্দিনআত্তারনিশাবুরি, Gjwnbvgv, হেলমূতরিটার (সম্পাদিত), আন্নাশরিয়াতুলইসলামিয়া, ইস্তাম্বুল, ১৯৪০ খ্রি., পৃ. ১১

১১১. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³

১১২. gvb‡ZKiZv‡qi, ড. মোহাম্মদ রেজাশাফিঈকাদকানি (সম্পাদিত), পৃ. ২৪৪

১১৩. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³

১১৪. শেখফরিদ উদ্দিনআত্তারনিশাবুরি, †gvLZvibvgv,ড. মোহাম্মদ রেজাশাফিঈকাদকানি (সম্পাদিত), এন্তেশারাতে সোখান, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৮৮

১১৫. ড. মো. কামালউদ্দিন, cv, ³, পৃ. ১১১

১১৬. মির্যামকবুল বেগবাদাখশানী, Av‘ebv‡g‡qBivb (লাহোর: ইউনিভার্সিটিবুকএজেন্সি, তা.বি.) পৃ. ৫৫৫

১১৭. তৌফিকহা. সোবহানী, Zvix‡LAv‘weq¨vZ, খণ্ড ২, ৭ম সং, (তেহরান: দানেশগাহেপায়ামেনূর, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ)।

১১৮. রেজাযাদেহ শাফাক, Zvix‡LAv‘weq¨v‡ZBivb (তেহরান: চাপখানেআরমান, ১৩৬৯ সৌরবর্ষ), পৃ. ৩০৭; জাফারইয়াহকী, Zvix‡LAv‘weq¨v‡ZBivb, ১ম ও ২য় খণ্ড (তেহরান: ওয়াযারাতেঅমুযাশেইরান কর্তৃক প্রকাশিত,

১৩৭৭ সৌরবর্ষ), পৃ. ১৯৮; A. J. Arberry, *Classical Persian Literature* (London :Geprge Allen and Unwin Ltd., 1958), P. 330.

১১৯. ছৈয়দ আহমদুলহক, †gŠjvbviægxiw‘Iqv‡bkvgmZve‡iRx, w‘Iqv‡bnv‡dR, †kLmv‘x, †gvjøvRvgx I Avgxi Lmiæn‡Zdviwm MRjmsKjb, আল্লামারুমী সোসাইটি, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ৩০।

১২০. বদীউজ্জামান ফোরূযানফার, Zvix‡LAv‘weq¨v‡ZBivb (তেহরান :ওয়াযারাতেআমুযাশেইরান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৮৩ সৌরবর্ষ), পৃ. ৪৮১।

১২১. শামসুদ্দীনমুহাম্মদ হাফিজশিরাজী, w‘Iqv‡bMvhwjq¨v‡ZnwdRwkivRx, খলীলখতীবরাহবার (সম্পা.) (তেহরান :এন্তেশারাতেশফীআলিশাহ, ১৩৭৯ সৌরবর্ষ), পৃ. মুক্বাদ্দমাহ।

১২২. ছৈয়দ আহমদুলহক, cv¸³, পৃ. ৩০।

১২৩. মো. আবুলকালামসরকার, evsjv‡‘k dviwmAbev‘ mwnZ¨ 1971-2005, সৃষ্টিপ্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২৭২।

১২৪. বুলহবী-আবুলহবের

১২৫. কাজীআকরম হোসেন, ‘vDqvb-B-nwdR, তৃতীয়সংস্করণ, স্টুডেন্টওয়েজ, ঢাকা, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ৩১

১২৬. cv¸³, পৃ. ৯৪

১২৭. cv¸³, পৃ. ২৩৮

১২৮. cv¸³, পৃ. ১

১২৯. cv¸³, পৃ. ৩৫

১৩০. cv¸³, পৃ. ৪২

১৩১. cv¸³, পৃ. ৫৩

১3২.cv¸³, পৃ. ৮৬

1৩৩.cv¸³, পৃ. ১৬৭

১৩৪. cv¸³, পৃ. ২০২

১৩৫. cv¸³, পৃ. ২০৭

১৩৬. cv¸³, পৃ. ২২৩

১৩৭. মোস্তাকআহমাদ, Cv¸ ³, পৃ. ৫৩

১৩৮. Cv¸ ³, পৃ. ৮৬

১৩৯. Cv¸ ³, পৃ. ১১১

১৪০. Cv¸ ³, পৃ. ১১৩

১৪১. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸ ³, পৃ. ৫৪

১৪২. রিজভি, সাজ্জাদ, "The existential Breath of al-rahman and the munificent Grace of al-rahim: The Tafsinsurat al-Fathia of Jami and the school of Ibn Arab।জার্নাল অব কুরআনিক স্টাডিজ।

১৪৩. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸ ³

১৪৪.bn.m.wikipedia.org

১৪৫. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mvwn‡Z¨ gnvbex (mv.), পৃ. ৪

১৪৬. Cv¸ ³

১৪৭. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸ ³, ৫৮

১৪৮. Cv¸ ³, পৃ. ৫৯

১৪৯. Cv¸ ³, পৃ. ৬০

১৫০. Cv¸ ³, পৃ. ৬১

১৫১. Cv¸ ³, পৃ. ৬২

১৫২. Cv¸ ³, পৃ. ৬৩

১৫৩. https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-5-yusof-zoleykha/sh8/

১৫৪. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸ ³, ৫৫

১৫৫. Cv¸ ³, ৫৫-৫৬

১৫৬. সিরাজুলহক, Avj øvgvBKev‡jiRxeb I Kg©, সংখ্যানভেম্বর, মাসিকনিউজলেটার, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১

১৫৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, BKevj, রেনেসাসপ্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ৫

১৫৮. ডঃআবুসাঈদ নূরুদ্দীন, gnvKweBKevj, আল্লামাইকবালসংসদ, ১৯৯৬, পৃ. ৪৮

১৫৯. মোহাম্মদ গোলামরসুল, BKevj cwZfv, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৬

১৬০. মাওলানাআবদুসসালামনদভি, BKev‡jKv‡gj, আযমগড় প্রেস, লাহোর, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৪২

১৬১. সৈয়দ আবদুলমান্নান (অনূদিত), Avmiv‡iLw' BKevj, তৃতীয়মুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, ২০১১, পৃ. ভূমিকা

১৬২. আবুলফরাহমুহাম্মদ আবদুলহক, iægh-B-†eLw', ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ভূমিকা

১৬৩.Anil Bhatti "Iqbal and Goethe"(PDF) *Yearbook of the Goethe Society of India*।সংগ্রহেরতারিখ ২০১১-০১-০৭। /Allama Muhammad Iqbal philosopher, Poet, and Political leader Aml.Org.pk।২০১২-০৩-০৫ তারিখেমূল থেকে আর্কাইভকরা। সংগ্রহেরতারিখ ২০১২-০৩-০২।

১৬৪. মো. আবুলকালামসরকার, cÖv¸³, পৃ. ২৭৮

১৬৫. m.facebook.com> permalink (শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাঈল, AvjøvgvBKev‡jiKv‡e¨ Bk‡Kivmj, ৪ আগস্ট, ২০১৫ খ্রি.)

১৬৬. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mwn‡Z¨ gnvbex (mv.), পৃ. ৪

১৬৭. মোস্তাকআহমাদ, মুসলিমজাগরণেরমহাকবি ও দার্শনিকআল্লামাইকবালেরখুদিতত্ত্ব ও ঐশীজ্ঞানরহস্য, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২২/ মোস্তাকআহমাদ, w' Iqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ২২০

১৬৮. https://www.urduplv.com/gosha-e-iqbal/allama-iqbal-poetry-tu-ghani-az-har-do-alam/https://allamamiqbal.tumblr.com/post/154382393310

১৬৯. শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাঈল, AvjøvgvBKev‡jiKv‡e¨ Bk‡Kivmj, প্রাগুক্ত।

১৭০. মুহাম্মদ ইকবাল, †Kwjøq¨v‡ZAvkA‡idvimx‡qGMev◌̂j(BKev‡jidviwmKve¨mgM),কিতাবখানায়েসানাই, ইরান, ১৯৬৪ খ্রি., পৃ. ৬৯

১৭১. ড. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, BKevjKv‡e¨ gmwjggvbm I gvbeZv, ইসলামিপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ৭৮

১৭২. মুহাম্মদ ইকবাল, cÖv¸³, পৃ. ৬৬

১৭৩. ড. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, cÖv¸³, পৃ. ৭৯

১৭৪. মুহাম্মদ ইকবাল, cÖv¸³, পৃ. ৮৬, ৮৭

১৭৫. ড. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, cÖv¸³, পৃ. ৯৮, ৯৯

১৭৬. হজরত শেখফরীদউদ্দীনআত্তার (র.), মোঃ মোস্তাফিজুররহমান (অনূদিত), Zvh‡KivZjAvIwjqv, নয়াদিগন্তপ্রকাশনী, সপ্তমসংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৩৯৪

১৭৭. cÖv¸³, পৃ. ৩৯৯

১৭৮. cÖv¸³, পৃ. ৩৯৮

১৭৯. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mvwn‡Z¨ gnvbex (mv.),পৃ. ৩

১৮০. مهنازبهمن، پروپناعتصامیچهرههایدرخشان، انتشارات مدرسه، تهران، ۱۳۸۹،ص-۴۸

১৮১. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mvwn‡Z¨ gnvbex (mv.), পৃ. ৪

১৮২. محمد رضا شفیعی کدکنی، تازیانه های سلوک، ناشر آگاه، 1395، ص-9

১৮৩. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), dviwmmvwn‡Z¨iBwZnvm, আলহুদাআন্তর্জাতিকপ্রকাশনাসংস্থা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮৩

১৮৪. محمد رضا شفیعی کدکنی، تازیانه های سلوک، ناشر آگاه، 1395، ص- مقدمهء قصیده ها

১৮৫.ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, dviwmKve¨mvwn‡Z¨ gnvbex (mv.),পৃ. ৪

১৮৬.50 مهنازبهمن، پروپناعتصامیچهرههایدرخشان، انتشارات مدرسه، تهران، ۱۳۸۹،ص-

১৮৭. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, cÖv¸³

১৮৮. علی دشتی، خاقانی شاعری دیر آشنا، ناشر زوار، 1392، ص – 62

১৮৯. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, cÖv¸³, পৃ. ৫

১৯০. cÖv¸³ ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমঅধ্যায়

সাদি শিরাজি :জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

Dhaka University Institutional Repository

mvw‘ wkivwR :Rxeb, mvwnZ¨Kg I Ava¨vwZ¥KZv

BivbcwiwPwZ

ইরান (ایران) দক্ষিণ-পশ্চিমএশিয়ায়পারস্য উপসাগরেরতীরেঅবস্থিত একটিরাষ্ট্র। ইরানবিশ্বেরসবচেয়েপর্বতময় দেশগুলোরএকটি;এখানেহিমালয়েরপরেইএশিয়ারসর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দামাভান্দ অবস্থিত।[১]সৌদি আরবেরপর ইরানমধ্যপ্রাচ্যেরদ্বিতীয়বৃহত্তম দেশ। ইরানেরআয়তন ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৯৫ বর্গকিলোমিটার। ইরানের অবস্থানউত্তর গোলার্ধে ২৫ থেকে ৪০ ডিগ্রীউত্তরঅক্ষাংশএবং ৪৪ থেকে সাড়ে ৬৩ ডিগ্রীপূর্ব দ্রাঘিমাংশেরমধ্যে। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, ভূপৃষ্ঠেইরানের অবস্থাননাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে।[২] দেশটিতেগ্রীষ্মে প্রচণ্ডগরমএবংশীতেপ্রচণ্ড শীত[৩]অনুভূত হয় এবংআবহাওয়া কোনো কোনো স্থানেঅতিশয়উষ্ণআবার কোথাওবাঅত্যধিক শীতল।[৪]সংশ্লিষ্টঅক্ষাংশ অবস্থানের চেয়েসমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক বেশিউঁচুতে অবস্থানেরকারণেইমূলত স্থানভেদে আবহাওয়ারএমনতারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পারস্যেরপ্রায়সমস্তঅংশইসমুদ্রপৃষ্ঠহতে ১৫০০ ফুটের বেশিউচ্চতায়এবং এর এক-তৃতীয়াংশেরউচ্চতা ৬৫০০ ফুটেরওবেশি।[৫]

ইরান ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবেসম্পর্কিতঅঞ্চলমধ্যপ্রাচ্যেরপূর্বপ্রান্তেঅবস্থিত। এর উত্তরেআর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কাস্পিয়ানসাগর ও তুর্কমেনিস্থান; পূর্বে আফগানিস্থান ও পাকিস্থান; দক্ষিণেওমানউপসাগর, হরমুজপ্রণালী ও পারস্য উপসাগর, এবংপশ্চিমেইরাক ও তুরস্ক।[৬]সমগ্রইরান ৩০টি প্রদেশে বিভক্ত। তেহরানইরানেরবৃহত্তমশহর ও রাজধানী; শহরটিইরানেরউত্তরঅঞ্চলেঅবস্থিত। দেশটিরসরকারিভাষাফারসিএবং এ দেশেরজনগণজাতিগত ও ভাষাগতভাবেবিচিত্রহলেওএরাপ্রায়সবাই মুসলিম।[৭]

ইতিহাস থেকে জানাযায়, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দেহুদাইবিয়ারসন্ধির পর নবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেরশাসকগণেরনিকটইসলামের দাওয়াতজানিয়েপত্র প্রেরণকরেছিলেন। তেমনিভাবেপারস্যেরপ্রবলপ্রতাপশালী সম্রাটখসরুপারভেজ (৫৭০-৬২৮ খ্রি.)[৮]-এর নিকটরাসুলের (সা.)পবিত্রপত্রনিয়েবাহকহিসেবেগমনকরেনপ্রখ্যাতসাহাবাহজরতআব্দুল্লাহইবনে হোজাইফা (রা.)।[৯]কিন্তু নবিপাক (সা.)-এর পবিত্রপত্র পেয়েঅন্যান্য শাসকগণ সম্মানকরে থাকলেওপারস্যের সম্রাটের দরবারে ঘটে তারব্যতিক্রম। আরব বেদুইন দেশেরনতুননবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) পবিত্রপত্রখসরুরকাছেগাত্রদাহ হয়, পবিত্রপত্রটিটুকরাটুকরাকরেবিচ্ছিন্নকরলেনএবং দূতকে অপমানকরেতাড়িয়ে দিলেন।

রাসুল (সা.) দূত মারফতযথাযথ সংবাদ শুনেমন্তব্য করলেন–"ঐদিন দূরেনয় যেদিনপারস্য টুকরাটুকরাহয়েইসলামেরপতাকাতলেএসেযাবে"। সত্যিইআমিরুলমুমিনীনহজরতওমরফারুকেআযমের(৫৮৩-৬৪৪খ্রি.)[১০]আমলেপারস্য টুকরাটুকরাভাবেইসলামেরশাসনাধীনেচলেআসে। যদিও এর সূত্রপাতহয়েছিলআমিরুলমুমিনীনহজরতআবুবকরসিদ্দিক (রা.) (৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.)[১১]-এর আমলে।[১২]

ইরানেবিশ্বেরঅন্যতমবৃহৎখনিজ তেল ও প্রাকৃতিকগ্যাসেরভাণ্ডারআছে। পারস্য উপসাগরেরঅন্যান্য তেলসমৃদ্ধ দেশেরমতোইরানেও তেলরপ্তানি ২০শ শতকেরশুরু থেকে দেশটির অর্থনীতিরমূল চালিকাশক্তি।[১৩,১৪,১৫]

ইরানেররাজনীতিএকটিইসলামিপ্রজাতন্ত্র কাঠামোয়সংঘটিত হয়। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতেআয়াতুল্লাহ খোমেনিরহাতধরেইরানের ২৫০০ বছরেররাজতন্ত্রেরঅবসান ঘটে। ১৯৭৯ সালেরডিসেম্বরেগৃহীতসংবিধানএবং ১৯৮৯ সালেরসংশোধনীইরানেররাজনৈতিকব্যবস্থাকেসংজ্ঞায়িতকরেছে। সংবিধানেইসলামধর্মেরশিয়ামতটিকেইরানেররাষ্ট্রধর্ম ঘোষণাকরাহয়েছে। আলি খামেনেই[১৬] (জন্ম: ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯খ্রি.) বর্তমানেইরানেরসর্বোচ্চধর্মীয় নেতা,আরহাসান রুহানি[১৭] (জন্ম: ১২ নভেম্বর ১৯৪৮খ্রি.) দেশটিরনির্বাচিতরাষ্ট্রপতি। আরওআছে ২৯০ সদস্যবিশিষ্টএককাক্ষিক আইনসভা।[১৮]

পারস্য বিশ্বেরঅতিপ্রাচীনতম দেশ। পারস্যের দীর্ঘ ইতিহাসবংশভিত্তিকশাসনেরউত্থানপতনেরকাহিনীতেপরিপূর্ণ। অতীতেবহুবংশএখানেরাজত্ব করেছে। পারস্যেরখসরুপারভেজ, সাইরাস[১৯](৫৩০ খ্রি.পূ. - ৬০০/৫৭৬ খ্রি.), দারিয়ুস[২০], আলেকজান্ডার দি গ্রেট[২১](৩৫৬-৩২৩ খ্রি. পূ.) প্রমুখ সম্রাটেরনামেএককালেসমগ্রবিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রকম্পিতহতো। এছাড়াএকদিকে যেমন চেঙ্গিস খান[২২](১১৬২-১২২৭ খ্রি.) তৈমুর লং[২৩](১৩৩৬-১৪০৫ খ্রি.) এর সমর নৈপুণ্য দিগ-দিগন্তেবিঘোষিতহতোঅন্যদিকে তেমনই সে দেশ শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবেওসমুন্নত ছিল।[২৪]ইরানেরপ্রাচীনইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথার স্বার্থকরূপকার ফেরদৌসি (৯৪০-১০২২ খ্রি.) তাঁরবিশ্ববিখ্যাতকাব্যগ্রন্থ kvnvbvgvরচনারমাধ্যমে ইরানিদেরজাতিসত্তা ওফারসিভাষারমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষণকরেছেন।

সাহিত্যেরইতিহাস থেকে জানাযায়, খ্রিষ্টীয় দশম হতেত্রয়োদশশতাব্দীপর্যন্তবিশ্বসাহিত্য দরবারেফারসিসাহিত্যের উজ্জ্বল অবস্থান বিদ্যমানছিল। আর এ সময়ইরানেএকের পর এক উচ্চমার্গেরকবিরআবির্ভাব ঘটে। ফারসিসাহিত্য ভাণ্ডার যে সমস্তবিশ্ববিখ্যাতকবিসাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁদেরমধ্যে অন্যতমহলেনমহাকবিরুদাকি (৮৫৮-৯৪০ খ্রি.), ফেরদৌসি (৯৪০-১০২২ খ্রি.), নাসেরখসরু (১০০৪-১০৮৮ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খ্রি.), হাকিমসানাঈ (১০৮০-১১৩১/১১৪১ খ্রি.), নিজামিগাঞ্জুভি (১১৪১-

১২০৯ খ্রি.), জালালুদ্দিনবালখিরুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.), ফরিদউদ্দিনআত্তার (১১৪৬-১২২১ খ্রি.), হাফিজশিরাজি, আব্দুররহমানজামি (১৪১৪-১৪৯২ খ্রি.), দাকিকিতুসি (৯৩৫-৯৭৬ খ্রি.), আবুআলিসিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.), শেখসাদি শিরাজি (১২১০-১২৯১ খ্রি.) প্রমুখ।[২৫]

mvw‘ imvgmgwqKwkivRbMix

শিরাজইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেরএকটিশহর। এটিইরানের ৬ষ্ঠ জনবহুল শহর[২৬]এবংএটিপ্রাচীনপারস্যেরফারসপ্রদেশেররাজধানীছিল। ২৪০ বর্গ কি:মি: আয়তনের এ শহরটিকেইরানেরসাংস্কৃতিকরাজধানী, কবিরশহর, উদ্যানেরশহরএবংফুল ও নাইটিংগেলেরশহরনামেডাকা হয়।[২৭]

এ শিরাজনগরীরপত্তনঘটেছিলমূলতমুসলিমদেরশাসনামলেই। স্বনামধন্য আরব সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসিমযিনিসর্বপ্রথমভারতবর্ষে অভিযানকরেছিলেনতিনিইপ্রকৃতপক্ষেএ নগরীরপ্রতিষ্ঠাতা। প্রথমহিজরিশতকের শেষভাগেএকটিশ্যামল ও উর্বরভূমিখণ্ডেরউপর এই নগরটিগড়ে ওঠে। ইরানের এ শিরাজনগরীনানানইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থাপনায়ভরপুর। শহরের সৌন্দর্যওউপভোগকরারমতো।[২৮]তবেশহরের সৌন্দর্য বর্ধনের অন্যতমউপাদানহচ্ছেরাস্তারপার্শ্বে গোল চক্করে সুন্দরএবংসাজানো বাগান।[২৯]শিরাজনগরীরপ্রকৃতিসম্পর্কে “তাকবিমুলবুলদান”নামকগ্রন্থে বর্ণিতহয়েছে–

“শিরাজনগরীরভবনগুলোসুবৃহৎ ও সুপ্রশস্তএবংবাজারগুলোঅতিশয়মনোরম ও পণ্য সম্ভারেপরিপূর্ণ। এ শহরেরআনাচে-কানাচেঅসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীরয়েছে। সম্ভবতএখানেএমনএকটিবাড়িখুঁজেপাওয়া যেতনা যেখানেঅন্ততঃপক্ষেএকটিমনোরমবাগানএবংঝরণারঅস্তিত্ব নেই।”[৩০]

শিরাজেরব্যাপ্তি ও উজ্জ্বল্য আরওবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সাফফারি ও দিলুমিসম্প্রদায়েরশাসনামলে।বিশেষতঃআদাদুদ্দৌলাদিলুমিরশাসনকালে এর উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এসময়তিনিতাঁর সৈন্যদেরবাসস্থানের জন্য শহরেরবাইরে এক বিরাট সেনানিবাস স্থাপনকরেনএবং সেখানেএকটিসুবৃহৎ দুর্গওনির্মাণকরেন। পরবর্তীতেআদাদুদ্দৌলারপুত্রছামছামুদ্দৌলাশাসনকর্তাহিসেবেসিংহাসনেআরোহণকরলে সৈন্যদেরঅধিকারসুরক্ষার জন্য এই সেনানিবাসেরচতুর্দিকে একটিসুদৃঢ়প্রাচীর তৈরিকরে দেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরদিকদিয়েশিরাজনগরী যেমনছিলঅতুলনীয় তেমনই এর আবহাওয়াওছিলঅধিবাসীদের জন্য অনুকূলে। শিরাজেসারাবছরইনাতিশীতোষ্ণআবহাওয়াবিরাজকরতযাঅধিবাসীদের দৈহিক, মানসিক,মস্তিষ্কগত প্রাচুর্য ও সুস্থতাবৃদ্ধিরব্যাপারেসহায়কহতো।

পারস্যেরঅন্যতমপ্রসিদ্ধ কবি শেখসাদি,হাফিজসহনতুনপুরাতনবহুকবিগণশিরাজের এই শোভা, সৌন্দর্য এবংঅনুকূলআবহাওয়ারবর্ণনায়অগণিতকাব্য রচনাকরেছেন। যেমনহাফিজবলেছেন–

بده ساقیمیباقیکه در جنت نخواهییافت

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را[৩১]

বাংলাউচ্চারণ : বেদেহসাকি মেইয়েবাকি কে দার জান্নাতনাখাহিয়াফত

কেনারেআবে রোকনাবাদ ও গোলগাশতেমুসাল্লা রা

অর্থ :হে সাকি! অবশিষ্টশরাবটুকুআমাকেপানকরতে দাও। কেননা, রোকনাবাদের স্রোতস্বতীরতীরও পুষ্পাস্তীর্ণ মুছল্লা (ইদগাহ)-রমতো স্বচ্ছসবুজমনোরমপরিবেশ বেহেশতেওপাবেনা। প্রেমেরসুরাপানকরারএটিইতো উপযুক্ত স্থান।[৩২]

অথবা,

স্বর্গে যা নেই, আমি যেনপাই

হে সাকি, বানাওএমনবিধান,

রুকনাবাদেরনদীরকিনারা,

মুসল্লার সে ফুলের বাগান।[৩৩]

এখানে, হাফিজতারমাতৃভূমিরোকনাবাদেরতীরআরমুসল্লার গোলাপবাগানকেএতপ্রিয়, জীবন্ত ওপ্রাঞ্জলভাবেফুটিয়েতুলেছেন যে, বেহেশতের সব সরঞ্জামও যেনতাঁরকাব্যে হার মেনেছে। প্রকৃতপক্ষেহাফিজশিরাজের এই রোকনাবদ স্রোতধারারবাইরে যেতেরাজিছিলেননা। এই স্থানইতাঁরকাছে বেহেশতসদৃশ। তাইতোযখন তৈমুরলংতাকে বোখারায়নিয়ে যেতেচানতখনতিনি সেখানে যেতে অস্বীকৃতিজানান ও অবচেতনমনেবলেওঠেন।

نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر

Dhaka University Institutional Repository

نسیم باد مصلا و آبرکن آباد[৩৪]

বাংলাউচ্চারণ : নেমি দাহান্দ এজাযাতমারা বে সিরেসাফার

নাসিমে বদে মুসল্লা ও আবে রোকনাবাদ

অর্থ :মুসল্লারমৃদুসমীরণআররোকনাবাদেররূপালিনদী।

তাদের ছেড়েদিওনা যেতে বেহেশতেওবাবাস যদি।[৩৫]

অনিচ্ছাসত্ত্বেওহাফিজ বোখারায় যেতেবাধ্য হন। কিন্তু হাফিজতারজীবদ্দশায়হিন্দুস্থানেরদক্ষিণাত্যেরবাহমনিসুলতানমাহমুদ শাহ ও বাংলারসুলতানগিয়াসউদ্দিনআযমশাহেরআমন্ত্রণেও তাঁরপ্রিয়শিরাজনগরীর এ রোকনাবাদ তীর ও মুসল্লাবাগান ছেড়েযাননি। এই শিরাজশহরেইতাঁর জন্ম এবংএখানেইকাব্য রচনাকরতেকরতেতাঁরমৃত্যু হয় এবংএখানেইতাঁরমাজার।

পারস্যেরআরেকবিখ্যাতকবি শেখসাদি তাঁর¦Mv‡j¯Ívqশিরাজনগরীরপ্রশংসাকরেবলেন−

“আমারজন্মভূমিতেএমন দুইটি বস্তু বর্তমানযাভয়ভীতি ও শান্তিনিরাপত্তা দুই অবস্থায়ই বাদশাহদের জন্য অপরিহার্য। এর একটিশিরাজের“শেত্ব প্রাচীর”ভয়েরসময়যাতাদেরনির্ভরস্থল, আরঅন্যটি“শাবেবাওয়ান”শান্তিরসময়যাতাদেরবিহার কেন্দ্র” ।[৩৬]

বহুআরবকবিগণ এই “শাবেবাওয়ান” এর প্রশংসায়কাসিদারচনাকরেছেন। তন্মেধ্যে শাসনকর্তাআসাদুদ্দৌলারনির্দেশে সালামিনামককবিররচনাটিউল্লেখযোগ্য। অন্য একজনকবি“শাবেবাওয়ান”সম্পর্কে যে দুইটিআরবিপঙ্ক্তির অবতারণাকরেছেনতারবাংলাঅনুবাদ নিম্নরূপঃ

দুঃখ বেদনায়মুষড়ে যে জন বসেধবলপ্রাচীরচুড়ে,

তাকায়শাবেবাওয়ানপানে দুঃখযায়তার যোজনদূরে।

একদাআরবেরঅধিবাসীরাএরূপধারণা পোষণকরত যে, পৃথিবীরআরাম কেন্দ্র হিসেবেসামারকান্দ, দামেস্ক, নহর-ই আবলাএবংশাবেবাওয়ান এই চারটি স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকিতারা এ চারটি স্থানকে ভূ-স্বর্গ নামেওআখ্যায়িত করত।[৩৭]

অবশ্য যুগেরবিবর্তনে এবংমুসলিম সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুর্দিনে এখনআরশিরাজের সেই স্বর্ণযুগেরকিছুইঅবশিষ্টনাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চারএকরকমবিলুপ্তিই ঘটেছে। তবুশিরাজবাসীরাতাদেরপূর্বপুরুষদেরঐতিহ্য রক্ষার্থে আপ্রাণ চেষ্টাচালিয়েযাচ্ছে। এই কথারইপ্রমাণস্বরূপহাজিলুতফআলিখানআজরস্বীয়রচনায়উল্লেখকরেছেন যে,–

শিরাজনগরীরআবাল বৃদ্ধবনিতাএখনওজ্ঞানেরপিপাসু, এখনওতারাজ্ঞান-বিজ্ঞানেরআলোচনাসভায় যোগদানকরতেসমধিকউৎসুক। দেখাযাচ্ছে ধন উপার্জন ও অর্থ সঞ্চয়েতাদের তেমনলিপসানাই। ভরণপোষণতথাজীবনযাপনেপরমুখাপেক্ষীনাহতে হয়, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারেএটাইহলোতাদেরমূলকথা। কাজেইতারাঅল্পআয়েতুষ্ট থেকে অধিকাংশসময়শুধুভ্রমণকেন্দ্র ও আলোচনাকক্ষেইকাটিয়ে দেয়।

এছাড়াকবি শেখআলিহাযিনদ্বাদশহিজরিরমধ্যভাগেযখনশিরাজনগরীপ্রত্যক্ষকরেনতখনশিরাজেরপূর্ব সৌন্দর্য বিনষ্টহয়েগিয়েছে। এমনটি সেখানকারপ্রাকৃতিক দৃশ্যওতখনবিপর্যস্ত। তবুওতিনিতাঁরআত্মজীবনীতেশিরাজনগরীর সৌন্দর্যেরভূয়সীপ্রশংসাকরেএখানকারআবহাওয়াসম্পর্কে লিখেছেন যে, শিরাজেরজলবায়ুমানুষেরমন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিকতারপক্ষেএমনইঅনুকূল ও সাদৃশ্যপূর্ণ যে, সেখানেবসেদিনের পর দিনমাসের পর মাসরচনা,শিক্ষা, গবেষণাএবংকাব্যচর্চারভিতরেকাটিয়ে দিলেওকারওমনমগজেকখনো শৈথিল্য, শ্রান্তিকিংবা বিরক্তির উদ্রেকহবেনা। আর এ কারণেইইরানিরা যেমন"কুম"নগরীকে"দারুলমুমিনীন" (ইমানদারদের কেন্দ্রভূমি) এবংইয়াজদকে "দারুলউব্বাদ" অর্থাৎউপাস্যদেরগৃহনামেআখ্যায়িতকরেছেন তেমনইশিরাজনগরীকেতারা"দারুলএলম" অর্থাৎজ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমিনামেভূষিত করেছেন।[৩৮]

শিরাজনগরীরপ্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ুরআনুকূল্য,অট্টালিকা ও প্রাসাদরাজীরকারুকার্য এবংঅন্যান্য বৈচিত্র্যসমূহেরকারণেশিরাজেরঅধিকাংশমুর্শিদ, আলেমএবংকবিসাহিত্যিকগণ এক অনন্য সাধারণচরিত্রমহত্ত্ব ও সূক্ষ্মজ্ঞানেরঅধিকারী। এ ব্যাপারে শেখসাদি তাঁরবুস্তানেলিখেছেন–

"শিরাজেরঅধিবাসীরা যেরূপনানাগুনে বিভূষিত তেমনটিতিনিতাঁর দীর্ঘ ত্রিশবছরেরপ্রবাসজীবনেকোথাও দেখেননি।"[৩৯]

প্রাচীনকালহতেশিরাজেরবুকেযতঅধিকসংখ্যায়আলিম, ফাজিল, কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছেএবংবিশ্বেরবিভিন্নঅঞ্চলেতাঁদেরসুনামছড়িয়েপড়েছেতা থেকেই ধারণাকরাযায়মহানআল্লাহওশিরাজেরমাটিকেকিরূপরত্নপ্রসবারভাগ্য দানকরেছেন। সর্বোপরিবিশ্ববরেণ্য

সর্বজনসমাদৃত কবি শেখসাদির (রহ.) মতোমহান ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েশিরাজনগরীশুধুপারস্যেইনয়বরংপৃথিবীরইতিহাসেনিজেরনামকেঅক্ষয়রূপে খোদায়করেছেবললে মোটেই অতুক্তি হবেনা।

mw`i Rb¥ I eskcwiPq

هزار جهد بکردمکهسرعشقبپوشمنبود بر سر آتشمیسرمکهنجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کسنسپارمشمایل تو بدیدم نه عقل ماند نه هوشم[৪০]

অর্থ : প্রেমেররহস্য গোপনরাখতেহাজারোপ্রচেষ্টাকরেছি

আমারপক্ষে তোমার প্রেম গোপনকরা সম্ভব ছিলনা

শুরু থেকে সতর্কছিলাম যেনকাউকেহৃদয়দিতেনা হয়।

তোমায়দেখার পর নাজ্ঞানছিলআরনাহুঁশেছিলাম।

জগদ্বিখ্যাতসাহিত্যিক ও যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক শেখসাদি শিরাজি **১১৮৪** খ্রিষ্টাব্দেমতান্তরে **১১৮৫, ১১৯১ ও ১১৯৩** খ্রিষ্টাব্দেবর্তমানইরানেরফার্সপ্রদেশ বাপ্রাচীনপারস্যেররাজধানীশিরাজনগরীতেজন্মগ্রহণ করেন।[৪১]তাঁরমূলনামমুসলেহউপাধীমুশাররফউদ্দিনএবংকাব্যনাম সাদি।[৪২]তাঁরপুরোনামআবুমুহাম্মদ মুশাররফউদ্দিন (শারফুদ্দিন) মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুশাররফসাদি শিরাজি।[৪৩] তাঁরপিতাআব্দুল্লাহশিরাজিঅত্যন্তধার্মিক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কথিতআছেতিনিআলির (রা.) বংশধর ছিলেন।[৪৪] এ প্রসঙ্গে লাইলাসুফিতাঁর‘BiwbqvbKwe‡`iRxebxÓ(زندگینامه شاعران ایران)গ্রন্থে বলেন–

ابو محمد مشرف الدین (شرف الدین) مصلح بن عبدالله بن شرف الدینشیرازی، ملقب به ملکالکلام و افصح المتکلمینبیشکیکی از بزرگترین شاعران ایران است که بعد از فردوسیآسمان ادب فارسی را به نور خیرهکنندهء خود روشن ساخت. در حدود سال 606 هجری در شهر شیراز در خاندانیکه همه از عالمان دینبودندچشم به جهان گشود[৪৫]

সাদিরপিতার কর্মস্থল ছিলফারসপ্রদেশেরআবুবকরইবন সাদ ইবন জঙ্গির (৫৯৯-৬৩২ হি.) রাজ দরবারে। পরবর্তীজীবনেকবিনানাভাবে এই মহৎপ্রাণশাসকেরদ্বারাউপকৃত হন।[৪৬] সাদ ইবন জঙ্গির প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপকবিসাদি কাব্যনামগ্রহণকরেন। সাদি তাঁর‘Mv‡j¯Ívb’গ্রন্থে বাদশাহআতাবেকআবুইবনে সাদ ইবনে জঙ্গির প্রশংসায়কবিতারচনাকরেছেন। সাদি বাদশাহ সাদ সম্পর্কে বলেন–

زآنگهکه تو را بر من مسکیننظراست

آثارم از آفتابمشهورتر است

گر خود همه عیب ها بدین بنده دراست

هر عیبکه سلطان بپسندد هنراست[৪৭]

বাংলাউচ্চারণ: যাঁকে তোরাবরমানমিসকিননজরান্ত

আসারমআযআফতাবেমাশহুরতরআস্ত

গর খোদ হামেআয়েব-হা বেদিনবান্দা দরাস্ত

হারআয়েব কে সুলতান ব-পছান্দাদ হুনারাস্ত।

অর্থ :শাসকযখনআমারউপরছুঁয়ে দিলেন দয়ারহাত

বিশ্বব্যাপীছড়িয়েপড়েআমারযতখ্যাতিপ্রপাত

যদিওবাআমারছিল কত দোষেরসমাহার

দোষগুলো সব গুণ হলোরে সেইশাসকের দয়ার ধার।[৪৮]

সাদিরসুদীর্ঘ জীবন বৈচিত্র্যময়। তাঁরবিচিত্র এ জীবনকালকেমূলততিনটিপর্যায়েভাগকরাযায়। যথা–প্রথমপর্যায় বিদ্যার্জন, যাছিল জন্ম থেকে ১২২৬ সালপর্যন্ত, দ্বিতীয়পর্যায় দীর্ঘ দেশ ভ্রমণ ১২২৭ থেকে ১২৫৬ সালপর্যন্তএবংজীবনের শেষ ভাগে ১২৫৭-১২৯১ সালপর্যন্তশিরাজেপ্রত্যাবর্তন ও স্থায়ীভাবেবসবাসশুরু করেন;[৪৯]এবংএসময়েপ্রকৃত সুফিতত্ত্বেরগভীরেগিয়েসুফিসাধনা ও কাব্য রচনায়আত্মনিয়োগকরেন।

wk ÿ vRxeb

শৈশবেসাদি তাঁরপিতারকাছেইপ্রাথমিকশিক্ষাগ্রহণকরেন। সাদিরসামসময়িকশিরাজনগরীছিলজ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষারসমস্তসুব্যবস্থা বর্তমান থাকলেওশিরাজনগরীতখনরাজনৈতিক ও সামাজিকবিভিন্ন গোলযোগেরকারণেএকটিঅবাঞ্ছিত দুর্যোগপূর্ণ শহরেপরিণতহয়েছিল। এ পরিস্থিতির জন্য ন্যায়বিচারক, দয়ালু ও প্রজাপ্রিয়বাদশাহআতাবুক সাদ জঙ্গিই দায়ীছিল। কেননাতিনিপ্রায়সময়ইপররাজ্য দখলেরমানসেরাজধানীশিরাজনগরীকেসম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে সৈন্য-সামন্তনিয়েযুদ্ধাভিযানেচলে যেতেন, এক্ষেত্রেউল্লেখযোগ্য ইরাকসিমান্তেতিনিযুদ্ধঘাটিপ্রস্তুত করেছিলেন। এসময় স্বদেশী ও বিদেশী

দুষ্কৃতিকারীরাতাঁরঅনুপস্থিতিরসুযোগেশিরাজনগরীরবুকেলুটতরাজ, হত্যা, জুলুম ও অত্যাচার-অনাচারেরপ্রলয়কাণ্ডঘটিয়েছিল। এ ঘটনায়শিরাজেরশান্তিনিরাপত্তাএকেবারেই লোপপায়। এই মারাত্মকপরিস্থিতি ও প্রতিকূলপরিবেশেরভিতরশিরাজেঅধ্যয়নঅব্যাহতরাখাসাদিরপক্ষে অসম্ভব হয়েপড়েছিল, আরএকারণেইতিনিমাতৃভূমি ছেড়েবাগদাদে যাওয়ারমনস্তকরলেন। এ প্রসঙ্গে সাদি তাঁরকবিতায়বলেছেন–

শিরাজেআর থাকছিনাকবিষিয়ে গেছে হৃদয়আমার

তোমরা কেউ হালশিরাজেরআমারকাছেপুজবেনা

বাগদাদ এখনআবাসআমারতাইচলেছি সেইখানেতে

এখনসবাইআমারকাছেশুনতেপাবেহালতথাকার

তবেজন্মভূমিশিরাজনগরভালোতাকে কম বাসিনা

সালামজানাই, শ্রদ্ধাজানাইআমিতাকে পর ভাবিনা

কিন্তু তথায়জন্মেছি সে শুধু এই দাবিতে

মারবেআমায় কণ্ঠ চেপে এই কথাটাঠিকমানি না।[৫০]

শিরাজেপ্রাথমিকশিক্ষাসমাপ্তের পর সাদ জঙ্গির অনুপ্রেরণায়তৎকালীনবিশ্বের শ্রেষ্ঠশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাগদাদেরনিজামিয়ামাদ্রাসায়উচ্চশিক্ষালাভকরেন। এসময়সাদি জগদ্বিখ্যাতআবুলফারাহইবনুলজওযি (মৃত্যু: ১২০০ খ্রি.) ও শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি এর শিষ্যত্ব গ্রহণকরেনএবংতাঁরনিকট দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়েসম্যকজ্ঞানশিক্ষাকরেন। এছাড়াতিনিতর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জনকরেন। অধিকন্তু বাল্যকাল থেকেই তাফসিরেকুরআন, হাদিস, ফিকাহপ্রভৃতিইসলামিধর্মতত্ত্বে তাঁরবিশেষবুৎপত্তিছিল। সাদির বিদ্যার্জনসম্পর্কে লাইলাসুফিবলেন–

مقدمان علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس در حدود سال 620 برای اتمام تحصیلات به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه آن شهر به تحصیل پرداخت.[৫১]

wcZvicqvY

শৈশবকালেসাদিপিতৃহারাহন। বাবারমৃত্যুর পর সংসারেঅভাবঅভিযোগহানা দেয়। তাঁরবড়ভাইফলব্যবসাকরেঅতিসল্পআয়েদিনাতিপাত করতেন।[৫২]বাবারমৃত্যুরপরবর্তীঅবস্থাসম্বন্ধে তিনিতাঁরe¯Í wbকিতাবেবলেন:

من آنگه سر تاظورداشتم

که سر بر کنارپدرداشتم

اگر بر وجود نشستیمگس

پریشانشدی خاطر پندکس

کنوندشمنانگربرندماسیر

نباشدکس از دوستانمنصیر

مرا باشد از درد طفلان خبر

که در طفلی از سر برفتم پدر[৫৩]

বাংলাউচ্চারণ : মনআঁগাসারেতাজওরদাস্তম

কে সার দর কেনারে পেদর দাস্তম্

আগরবরওজুদম নশস্তে মগস্

পেরেশান শোধেখাতেরো চন্দ কস্

কনুন গর বজিন্দানবরন্দম আছির

নাবাশদ কসেআজ দোস্তানমনাছির

মোরাবালকআজ দরদে তিফালান খবর

কে দরতিফলিআজ সার বরপ্তম পেদর।

অর্থ :আমি ঐ সময়আমারমাথায়একটিরাজারমুকুটধারণকরতাম, যখনআমারমাথাআমারপিতার কোলে থাকত। ঐ সময়আমারগায়েএকটিমাছিবসলেওকতজনআমার জন্য পেরেশানহয়ে যেত। এখনআমাকেযদি কেউ কয়েদখানায়বন্দীকরেনিয়েযায়তাহলেআমারবন্ধুদেরমধ্যে কেহইসাহায্যকারীহবেনা। শিশুদের বেদনাআমারনিকটপরিচিত– কেননাশিশুকালেআমারপিতাআমাকে ছেড়েপরলোকগমন করেন।[৫৪]

mw' iågY

শিক্ষাসমাপ্তির শেষেসাদি শিরাজেফিরেএসেজন্মভূমিরবিপর্যয় ও তাঁরপৃষ্ঠপোষকসুলতানআতাবেগেরনিহতেরখবরে ভেঙ্গে পড়েনএবংসফরকারীরজীবনকে বেছে নেন। এ সফরেতিনিএকযোগেত্রিশবছরঅতিবাহিতকরে খোরাসান, তাতারি, গজনি, কাশগড়, বলখ, পাঞ্জাব, সোমনাথ, গুজরাট, হেজাজ, ইয়েমেন, আবিসিনিয়া, মূলকেশামেরসিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, দামেস্ক, ফিলিস্তিন, বালবেক, উত্তরআফ্রিকার দেশসহএসব দেশ-মহাদেশেরবহুবিখ্যাতশহর ও অঞ্চলেভ্রমণকরেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ ভ্রমণজীবনেরনানাশিক্ষণীয়ঘটনা ও অর্জিতজ্ঞানতাঁর গোটাসাহিত্যকর্মেরউপজীব্য বিষয়। উল্লেখ্য তিনি চৌদ্দ বারপায়ে হেঁটেহজ্বব্রতপালনকরেছিলেন। দীর্ঘদিন দুইহারামে অবস্থানকরেতথাকার যেয়ারতকারীদেরপানিপান করাতেন।[৫৫]লাইলাসুফিতাঁরভ্রমণসম্পর্কে বলেন–

بعد از این سفر سفرهای دیگر سعدی به حجاز، شام، لبنان، روم رفته بود. بعدا سفری به مکه کرد و از راه تبریز به شیراز بازگشت.[৫৬]

ইবনেবতুতারপরেপ্রাচ্যে তিনিইসবচেয়েবড়পরিব্রাজক। এ ব্যাপারেসাদি তাঁরকবিতায় ব্যক্ত করেছেন:

زهر خرمنی خوشه ای یافتمتمتع به هر گوشه اییافتم[৫৭]

বাংলাউচ্চারণ : তামাত্তো বেহর গোশায়েইয়াফতাম

জেহরখরমনে খোশায়েইয়াফতাম

আনন্দ উপভোগের জন্য পৃথিবীরবিভিন্নপ্রান্তেআমিভ্রমণকরেছি

প্রত্যেকফসলের ক্ষেত থেকেই শস্যদানাআহরণকরেছি।

mw' i 'v¤úZ¨Rxeb

দামেস্কে অবস্থানকালেসাদি ফ্রাঙ্ক সৈন্যদেরহাতেবন্দীহন। তারাতাঁকেত্রিপুলি দুর্গেরচারপাশেঅন্যান্য মজুরদের সঙ্গে পরিখাখননেরকাজেনিয়োজিতকরেন। এই সময়একজনধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁকে ফ্রাঙ্ক সৈন্যদেরনিকটহতেখরিদ করেনিজঘরেআনয়নকরেনএবংতার মেয়ের সঙ্গে তাঁরবিবাহ দেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেনঅত্যন্তমুখরা ও উগ্র স্বভাবেররমণী। ফলে ক্রমশসাদিরসংসারজীবনবিষময়হয়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে তিনিতাঁর†Mv‡j¯Ívbকিতাবেবলেন–

زن بد در سرای مرد نکو

هم در این عالم است دوزخ او

زینهار از قرین بد زنهار

وَ قِنا رَبَّنا عذابَ النّار[৫৮]

বাংলাউচ্চারণ : জনেবদ দরসারায়েমরদে নেকু

হাম দরিনআলমাস্ত, দোজখে উ

জিনাহারআজ করিনে বদ জিনাহার

অকেনারাব্বানাআজাবান্নার।

অর্থ:একজনভালো লোকেরসংসারেএকজন বদ স্বভাবের স্ত্রী হচ্ছে এই পৃথিবীতেতার দোজখস্বরূপ।

সাবধানখারাপের নৈকট্য হতেসাবধান! হে আল্লাহআমাদের দোজখেরআগুনহতে বাঁচাও।[৫৯]

mvwi KgRxeb

ভ্রমণ শেষেআতাবেগ সাদেরপুত্রআবুবকর সাদ (৬২৩-৬৫৮ হি.)-এরশাসনামলেসাদি শিরাজেফিরেএসে স্থায়ীবসবাসশুরুকরেন। এসময়অধ্যাপনারভিতরদিয়েসাদিরজীবনের তৃতীয়পর্যায়েরসূচনা হয়। তিনিপ্রায়সমগ্র জীবনটাইজ্ঞানার্জন, অর্জিতজ্ঞানসর্বসাধারণেরনিকটবিতরণ, চরিত্রগঠন, সাহিত্যচর্চা ও আল্লাহকেপ্রাপ্তিরপ্রচেষ্টায়অতিবাহিতকরেন। সাদি একাগ্রমনে মোরাকাবা মোশাহেদায়মশগুলহন ও কাব্যচর্চাএবংসাহিত্যানুশীলনেমনোনিবেশকরেন। জ্ঞানলব্ধ শেখসাদি তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনেরমাধ্যমে অর্জিতজ্ঞানকে লেখনীতেপ্রকাশকরেন। সাদি জীবনের শেষ ১২ বছরআল্লাহর প্রেমেমত্ত থেকে ইলমেতাসাউফেরপ্রচার ও প্রসারেমনোযোগ দেন।[৬০]

سفری که سعدی در حدود سال 620 آغاز کرده بود مقارن سال 655 با بازگشت به شیراز پایان گرفت و از آن پس زندگی را به آزادگی و ارشاد و خدمت بخلق گذرانید. سعدی عمر خود را به سرودن غزلها و قصاید و تألیفات رسالات مختلف و شاید وعظ و تذکیر می گذرانید.[৬১]

mvwi mvwnZ¨Kg

আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও মানবতাবাদীকবি শেখসাদি তাঁরসমগ্রজীবনেবাইশটিগ্রন্থ রচনা করেছেন।[৬২]তন্মেধ্যে †Mv‡j¯Ívb ও e¯Ívbতাঁকেবিশ্বজোড়াখ্যাতিএনে দিয়েছে। শেখসাদিরমৃত্যুরপ্রায়বিয়াল্লিশবছর পর শেখআলিইবনেআহমদ ইবনেআবুবকরসাদিরসমস্ত গদ্য, পদ্য ও গজলেরসমন্বয়ে Kwjøqv‡Zmww‘প্রকাশকরেন।[৬৩]তাঁরউল্লেখযোগ্য রচনাবলিনিম্নরূপ :

gvRwj‡mLvgmv, bwmnvZjgjK, wimvjv‡qAv‡kwKqvb, wimvjvn ‘iZKw‘‡iw‘ev‡P, Kvmv‡q‘jdviwm, Kvmv‡q‘jAviwe, evRwjq¨vZ, iæevBqvZ, Kwigv ইত্যাদি।[৬৪]

নিম্নে সাদিরজগদ্বিখ্যাতগ্রন্থদ্বয়সম্পর্কে সংক্ষিপ্তআলোচনাকরাহলো:

†Mv‡j¯Ívb I e¯Ívb

শেখসাদি দীর্ঘ ত্রিশবছরেরবিশ্ব সফরেনীতি-নৈতিকতার যে মুক্তা আহরণকরেছেন †Mv‡j¯Ívb ও e¯Ívbগ্রন্থ তারইসারনির্যাস। এ গ্রন্থ দুটিযথাক্রমে ৬৫৬ ও ৬৫৫ হিজরিসনেরচিত হয়।[৬৫]†Mv‡j¯Ívbরচনারসময়কালসম্পর্কে শেখসাদি নিজেইবলেছেন–

دراین مدت که ما را وقت خوش بود

ز هجرت ششصدو پنجاه و شش بود

مراد ما نصیحت بود و گفتیم

حوالتبا خدا کردیمو رفتیم[৬৬]

বাংলাউচ্চারণ : দরাঁমুদ্দত কে মারাওয়াকতে খোশবুদ

যে হিজরত শশ ছদোওয়াপাঞ্জা ও শশবুদ।

মুরাদে মানসিহতবুদ ওয়া গোফতেইন,

হাওয়ালাতেবা খোদা করদেইম ও রফতেইম।

অর্থ : এই গ্রন্থ গোলেস্তাররচনারই সেইছিলকাল

ছয়শতছাপ্পান্নতখনছিলহিজরিসাল

এই গ্রন্থেরলক্ষ্য ছিলউপদেশইবলা

করেছিতা-সঁপে খোদায়-সামনে পথ চলা।[৬৭]

e¯Ívbসম্পূর্ণ পদ্যে আর‡Mv‡j¯Ívb পদ্য ও গদ্যেরমিশ্রণে লেখা। ফারসিসাহিত্যে এধরণেরকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত‡Mv‡j¯Ívbরচনার পূর্বে ছিল না।[৬৮] শেখসাদি তাঁর‡Mv‡j¯Ívbগ্রন্থকে জান্নাতেরবাগানের সাথে তুলনাকরে ৮টি স্তরে বিভক্ত করেন।[৬৯]যথা–

প্রথমঅধ্যায়– বাদশাহদেরকাহিনি সম্বন্ধে (در سیرت پادشاهان)

দ্বিতীয়অধ্যায়– ধৈর্যেরফলাফল(در اخلاق درویشان)

তৃতীয়অধ্যায়–অল্পেতুষ্ট থাকারবর্ণনা(در فضیلت قناعت)

চতুর্থ অধ্যায়–নীরবতাঅবলম্বনের উপকারিতা(در فواید خاموشی)

পঞ্চমঅধ্যায়–ভালোবাসা ও যৌবনেরকাহিনি(در عشق و جوانی)

ষষ্ঠঅধ্যায়–দুর্বল ও বৃদ্ধ সময়েরকাহিনি(در ضعف و پیری)

সপ্তমঅধ্যায়–শিক্ষা-দীক্ষারপ্রতিক্রিয়া(در تاثیر تربیت)

অষ্টমঅধ্যায়–আদব ও সাহচর্যেরপদ্ধতি(در آداب صحبت)

বুস্তানরচনারউদ্দেশ্যসম্পর্কে বলতেগিয়েসাদি নিম্নোক্ত কবিতারঅবতারণাকরেছেন–

در اقصای عالم بگشتمبسی

به سر بردم ایامبا هر کسی

تمتع به هر گوشهاییافتم

ز هر خرمنیخوشهای یافتم[৭০]

বাংলাউচ্চারণ : দরআকছায়েআলমবগাশতামবছে,

বছরবুরদামআইয়ামেবাহরকাছে।

তামাত্তো জেহর গোশায়েইয়াফতাম,

বেহরখরমানে খোশায়েউয়াফতাম।

অর্থ :সারাপৃথিবীঘুরেছিআমি–

দেখেছিমানুষ কত ধরনের

শিক্ষানিয়েছিসকল থেকে

ফলএনেছি সব বাগানের।[৭১]

ব্যাখ্যা : সাদিরভাষায়–পৃথিবীর সব জায়গায়আমিভ্রমণকরেছিএবংবিভিন্নধরনেরমানুষের সাথে চলাফেরারসুযোগআমারহয়েছে।প্রত্যেক স্থানহতেকিছুশিক্ষালাভকরেছিএবংপ্রত্যেকস্তূপহতেকিছুফলএনেছি। সিরাজনগরেরমানুষেরমতো নম্র ও সভ্য মানুষআর কোথাও দেখিনি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই পবিত্রজমিনেরউপররহমতবর্ষণকরুন। এই পবিত্রজমিনেরবুজুর্গ ব্যক্তির আকর্ষণে সিরিয়া ও রোমেরপ্রতিআমারহৃদয়েরভালোবাসা স্থায়ীহয়নি। তখনআমিমনেকরলামএসব দেশ হতেখালিহাতেআমারবন্ধুদেরনিকটযাওয়াঅন্যায়হবে। আমিমনেমনেভাবলাম, লোকেমিসরহতেমিসরিনিয়েবন্ধুদের খেতে দেয়। আমিযদিওমিসরিআনতেসক্ষমহইনি; কিন্তু কথামিসরির থেকে অধিকমিষ্টি হয় যামানুষকাগজেলিপিবদ্ধ করেসংগ্রহকরেএবংকালক্রমে সেইমিষ্টরসমানুষেরনিকট পৌঁছেযায়।

সাদি এই মহৎচিন্তা থেকেই বুস্তান লেখারকাজআরম্ভ করেএবংএটাকেপাঠকের বোধগম্যতার জন্য ১০টি অধ্যায়ে বিভক্তকরে।যথা–

প্রথমঅধ্যায়–ন্যায়বিচার, আল্লাহভীতি, মানবসেবা ও রাজ্য চালনারপদ্ধতি সম্বন্ধে(در عدل و تدبیر وراى)

দ্বিতীয়অধ্যায়–উত্তমব্যবহার ও ইহসান সম্বন্ধে (در احسان)

তৃতীয়অধ্যায়– প্রেম-ভালোবাসা সম্বন্ধে (در عشق و مستى و شور)

চতুর্থ অধ্যায়–বিনয়ও নম্রতারবিষয়ে(در تواضع)

পঞ্চমঅধ্যায়–আল্লাহরফয়সালারউপরসন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে(در رضا)

ষষ্ঠঅধ্যায়–ধৈর্য অবলম্বন ও অল্পতেতুষ্ট থাকাপ্রসঙ্গে(در قناعت)

সপ্তমঅধ্যায়–চরিত্রসংশোধনসম্পর্কে (در عالم تربیت)

অষ্টমঅধ্যায়–সুস্থতার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকরাসম্পর্কে (در شکر بر عافیت)

নবম অধ্যায়–তওবা ও সওয়াবসম্পর্কে (در توبه واره صواب)

দশম অধ্যায়–আল্লাহরনিকটমুনাজাত ও প্রার্থনাকরা প্রসঙ্গে[৭২](در مناجات و ختم کتاب)

গল্প ও উপদেশমূলকঘটনারআকারে নৈতিকবিষয়াবলি এ দুটিকাব্যগ্রন্থে খুবইহৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বর্ণিতহয়েছে। আধ্যাত্মিকতারপরশে দরদমাখাহৃদয়ে নৈতিকতা ও আল্লাহ প্রেমেরউপজীব্য বিষয়নিয়েকলমধরেসারামুসলিম ও অমুসলিমউভয়বিশ্বে যাদেরসাহিত্যকর্ম আপনমহিমায় সমুজ্জ্বল, শেখসাদিরকবিতাসমূহতাঁদের অন্তর্ভক্ত। পবিত্রকুরআন ও হাদিসহতে উদ্ধৃতিপ্রদানপূর্বক বক্তব্য দৃঢ়করণসাদি সাহিত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য।[৭৩]†Mv‡j¯Ívbএর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেরপ্রতিওসাদিরনিজস্ব সজাগ দৃষ্টিছিল। তিনি এর ভূমিকায়বলেন–

به چه کار آیادت ز گل طبقی

از گلستان من ببر ورقی

گل همین پنج روز و شش باشد

وین گلستان همیشه خوش باشد[৭৪]

বাংলাউচ্চারণ : বে চে কারঅয়াদাত যে গুল তাবাকি

আয গোলেস্তানেমান বেবারওয়ারাকি

গুল হামিনপাঞ্জরুয ও শীশবাশাদ

ওয়ীনগোলেস্তানহামিশে খোশবাশাদ।

অর্থ : তোমারকিকাজেআসবেফুলের স্তবক

আমারগোলেস্তানহতেনাওএকটিপল্লব।

ফুল তো থাকবে কেবলপাঁচ-ছয়দিন,

এই ফুলবন থাকবেপ্রাণবান চিরদিন।[৭৫]

গ্রন্থ দুটি এতই মর্যাদাপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ যে কুরআন-সুন্নাহ ও মানুষেরসহজাতআচরণের এক মহাসমুদ্রেরমাঝেএকটিমাইলফলক। সৃষ্টিরপ্রতিভালোবাসা, স্রষ্টারপ্রতি প্রেমও সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকেখুঁজেপাওয়ার এক অনবদ্য সৃষ্টিসাদির†Mv‡j¯Ívb ও e¯Ívbগ্রন্থ। এককথায় এ গ্রন্থ দুটিতাঁরজ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও অসাধারণবুদ্ধিমত্তারপরিচয়বহন করে।[৭৬]

মহাকবি শেখসাদি পরিণতবয়সেবাদশাহ সাদ ইবনে জঙ্গির দরবারে থেকে তারউদারসহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায়কাব্যচর্চাকরারসুযোগ পেয়েছিলেন। এ সময়েইতাঁরখ্যাতিবিশ্বে ছড়িয়েপড়েছিল। তাইতিনিবাদশাহ সাদ ইবনে জঙ্গির প্রশংসাকরেছিলেননিম্নোক্ত কবিতারমাধ্যমে।

گِلیخوشبوی در حمام روزی

رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتمکهمشکییاعبیری

که از بویدلاویز تو مستم

بگفتا من گِلیناچیــزبودم

ولیکنمدّتیباگلنشستم

کمالهمنشــین در من اثرکرد

وگرنه من همان خاکمکه هستم[৭৭]

বাংলাউচ্চারণ : গুলে খোশবুয়ে দরহাম্মামে রোযে

রছিদ আয দাস্তে মাহবুবি বদস্তম

বেদু গোফতাম কে মেশকিইয়াআবেরি,

কে আযবুয়ে দেলাবিযেতুমস্তম।

বগোফতামান গুলে নাচিযেবুদাম,

ওয়ালেকিনমুদ্দতেবাগুল নেশাস্তম।

জামালেহামনেশি দরমানআছরকদর,

ওয়াগারনামানহুমাঁখাকম কে হাস্তম।

অর্থ :প্রিয়ারহাতেরসুরভিমাটিএকদিনএলোহাতে মোর

সেইমাটিকেবললামতবে মেশকতুমিনাকি আম্বর

সুরভিতেতারমাতোয়ারাহয়েবলিহায়

গোসলখানারকাদামাটিসুগন্ধিটা পেলে কোথায়?

জবাব দিলো সেইমাটিরে–ছিলামআমিনগণ্য

গোলাপফুলেরসুগন্ধিতেমিশেহলামওরে ধন্য

গোলাপফুলের সঙ্গী হয়েসুরভিতারআমারকাছে

নইলেতবেমাটির গুণই বহালছিলমাটির কাছে।[৭৮]

mw' iKv‡e¨i welqe¯' I ^ewkó¨

গজল সম্রাটসাদিরফারসি প্রেমবিষয়কগজলগুলোতেতাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। খোরাসানিরচনাশৈলীরআদলেরচিতহওয়ায়তাঁরকাব্যেরভাষা ও ভঙ্গি সহজ ও গতিশীলএবংতাফাসাহাত ও বালাগাতের (ভাষারবিশুদ্ধতা ও বাক্‌পটুতা) পূর্ণ মানদণ্ডে রচিত।[৭৯]তিনি সাহিত্যেরকলাকৌশলপরিমিতপরিমাণেব্যবহারকরেছেনএবংসর্বত্র শ্রোতাদের অবস্থান ও মর্যাদারবিষয়টিবিবেচনায় রেখেছেন। তাঁরকবিতার শৈল্পিকসত্ত্বা, ভাষারসরলতা ও অনাড়ম্বরতা, শব্দনির্বাচনসহজ ও সাবলীলহওয়ারকারণেতাঁকেসহজ ও সাবলীলপদ্ধতিরশিক্ষকবলা হয়। সাদিরকবিতারমনস্তাত্ত্বিকপ্রভাবঅতুলনীয়। কেননাপাঠক দ্রুততাঁর সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনেসক্ষমহন। এমনকিসাদিরগজলগুলোরব্যাকরণগতকাঠামো এক প্রকারেরআবেগপ্রবণবিষয়বস্তু ধারণকরেআছে। বিভিন্নপ্রকারের বৈচিত্র্যময়অভিজ্ঞতারবর্ণনাও এতে নিহিতরয়েছে। মিলন, বিচ্ছেদ, আনন্দ ও দুঃখ-দুর্দশাএসবইতাঁরকবিতায়সমানভাবে স্থান পেয়েছে। ফারসিসাহিত্যে সাদির দক্ষতা ও পারদর্শিতাএতটাই যে, তিনিপ্রত্যেকপ্রকারেরঅভিজ্ঞতাকেসহজ ও অনায়াসেইকবিতারআকৃতিতেতুলেধরতেসক্ষমহতেন। তাঁরশিক্ষামূলকe¯Ívbকাব্যগ্রন্থটি এ প্রকারেরইএকটিউৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ কাব্যগ্রন্থে সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যালঙ্কার ও সাহিত্য-বিন্যাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সাদিরকাসিদাগুলোতেএকটি স্বতন্ত্র কাব্যশৈলী বিদ্যমান। তিনিপ্রশংসা ও স্তুতির স্থলে উপদেশ ও নসিহতপ্রদানএবংআধ্যাত্মিকবিষয়েরঅবতারণাকরেছেন। সাদিরকাসিদায়ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুরনতুনত্ব ফারসিকাব্যসাহিত্যে একটা বৈপ্লবিকপরিবর্তনএনেছিলযাতাঁরসময়েবিরল ও অতুলনীয়।

তৎকালীনসময়েহারিয়েযাওয়াসনাতন ও ঐতিহ্যগতকাসিদাগুলোর স্থলে সাদিরকাসিদাগুলোসহায়কভূমিকাপালন করেছিল।[৮০]

Aa¨vZ¥ev‡` c`vcY

শেখসাদি একজনমহাবুযুর্গ ও আধ্যাত্মিকসাধকছিলেন।শেখসাদিরজীবনের শেষ দিকটিকেআমরাআধ্যাত্মিকসাধনাহিসেবেচিহ্নিতকরলেওপরহেজগারবাবারসযত্নতত্ত্বাবধানেশিশুকাল থেকেই তাঁরমধ্যে ইবাদত, সংযম, ধার্মিকতা, নৈতিকতাএককথায়আধ্যাত্মিকতারপ্রতিবিশেষআকর্ষণলক্ষ্য করাযায়। পরবর্তীতেবাগদাদে অবস্থানকালেবিখ্যাতসুফিদেরসংস্পর্শে এসেতাসাউফেরগভীরজ্ঞানলাভে সমর্থ হন। সুফিতত্ত্বেরবিচারেতিনিবিখ্যাতসুফিসাধকহজরত শেখসাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর (মৃত্যু ১২৩৪ খ্রি.) প্রভাবেপ্রভাবিত হন।[৮১]জীবনের শেষ পর্যায়েশিরাজে অবস্থানকালীনসময়েতিনিসংসার-বিরাগীসুফিরমতোকঠোরসাধনায়মগ্ন থাকলেওশরিয়তবিরোধী কোনোকাজেলিপ্তহননি।

আল্লামা শেখসাদিকেমারেফাতেরখনিবলাচলে, তিনিছিলেনঅর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন দরবেশ। তিনিবলেন–

در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار[৮২]

বাংলাউচ্চারণ : দরনজরেহুশিয়ারহার ও ভারকাশ দপ্তরেস্তমারেফাতেকরদিগার

অর্থ: জ্ঞানী লোকেরনিকটপ্রত্যেক বৃক্ষপত্রইআল্লাহররহস্যের এক একটি দপ্তর।[৮৩]

তিনি ছেমাবাধর্মীয় সঙ্গীতের একজনবড়সমর্থকছিলেন। তাঁরe¯Ívbকিতাবেতিনিবলেন–

جهان پر سماع است و مستی و شور

ولیکنچهبیند در آیینهکور؟

مکنعیبدرویش مدهوش مست

که غرق است از آن میزندپاو دست[৮৪]

বাংলাউচ্চারণ : জাহান পোর ছেমা-আস্ত ও মস্তি ও সুর

ভালেকিন চে বিনদ দও আয়নাকুর।

মকুনআয়েবে দরবেশেমাদহুশমস্ত

কে গরকাস্তজাঁআঁমিজনদ পাওদাস্ত।

অর্থ: সমস্তবিশ্ব ধর্মীয় সঙ্গীত, প্রেমমওতা ও সুরেপরিপূর্ণ।

কিন্তু একজন অন্ধ আয়নাতেকি দেখবে?

আল্লাহরপ্রেমেযে দরবেশওহুঁশহারাহয়েগেছেনতাঁরকোনোনিন্দা করোনা।

তিনিপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত। এজন্য তিনিহাত পা ছুঁড়ে মারছেন।[৮৫]

তিনিতাঁরe¯Í\bকিতাবেরআরেকজায়গায়বলেন–

نه بم داندآشفته سامان نه زیر

به آوازمرغیبنالد فقیر[৮৬]

বাংলাউচ্চারণ : নাহ্বাম দানাদ আশপ্তাছামাননাহযির

ব আওয়াযে মোরগিবনালদ ফকির।

অর্থ :বেহাল অবস্থায়একজন প্রেমিক

সুরেরউঁচু-নিচুমার্গ বোঝেনা

একটিপাখিরআওয়াজেওএকজনফকির কেঁদে ফেলে।[৮৭]

শেখসাদি মৌলানারুমিরবহুআগেজন্মগ্রহণকরেনএবংতাঁরমৃত্যুরবহুবছর পর মৃত্যুবরণকরেন। শেখসাদি মৌলানারুমিরমসনবিশরিফ ও দিওয়ানেশামসতাবরেজিপড়েতাঁর ভক্ত হয়েপড়েন। তিনিপায়ে হেঁটেতাঁরজন্মস্থানইরানেরশিরাজনগরহতেতুরস্কেরকুনিয়াতেঅবস্থিত মৌলানারুমিরআস্তানায়উপস্থিত হন। পথিমধ্যে তিনিএকটিগজললিখতে চেষ্টাকরেন। গজলটিরপ্রারম্ভ ছিলনিম্নরূপ:

سر مست اگر آیی هم برآید

বাংলাউচ্চারণ : সার মস্তআগরআয়িহামাবরআয়েদ

অর্থ :আল্লাহরপাগলযখনআস্তানায়প্রবেশকরেতখনসমস্তবিশ্বওখানেহুড়মুড়করেঢুকেপড়ে।

শেখসাদি গজলেরপরবর্তীলাইনগুলোলিখতেসময়পাননি। মৌলানারআস্তানায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মৌলানাবলেউঠেন:

سرمستاگردرآیی عالم به هم برآید

خاک وجود ما را گرد از عدم برآید[৮৮]

বাংলাউচ্চারণ : সার মস্তআবার দরআয়িআলমহামাবরআয়েদ

খাকওজুদেমারাগির্দ আজআদমবরআয়েদ

অর্থ: আল্লাহরপাগলযখনফকিরঅবস্থায়আস্তানায়প্রবেশকরে, তখনসমস্তবিশ্বএখানেহুড়মুড়করেঢুকেপড়ে। সশরীরীঅস্তিত্ব ও লাকমানহতেআমাদের ঐ আস্তানারচারদিকে হাজিরহয়েযায়। এ ঘটনায়সাদিরচিন্তা ও মননেরুমিরপ্রভাব পড়ে।[৮৯]

আল্লামা শেখসাদি প্রেমবাগানেরমালিহিসেবেআল্লাহ ও নবির জ্যোতির্ময়তার স্বরূপ ও প্রকৃতিসাধকেরনিকট ব্যক্ত করারপ্রয়াসচালিয়েছেন। সাদি বলেন–

ای مرغ سحر عشق ز پروانهبیاموز

کانسوخته را جان شد و آوازنیامد

اینمدعیان در طلبشبی خبرانند

کانراکه خبر شد خبری باز نیامد[৯০]

বাংলাউচ্চারণ : আয়মুর্গে ছেহেরইশক যে পরওয়ানাবইয়ামুজ

কাঁছুখতে রা জাঁ শোদ ও আওয়াজনাইয়ামেদ

ঈ মুদ্দাইয়ান দরতলবাশ বে-খবর আন্দ

কানরা-কে-খবর, শোদ খবরি বাযনাইয়ামাদ

অর্থাৎ, হে ভোরেরবুলবুল! পরওয়ানারনিকটহতেইশকবা প্রেমশিক্ষাগ্রহণকরো। পতঙ্গ যেভাবে খোদার প্রেমেআত্মহারাহয়েনিজেকেখুশিতে আগুনে নিক্ষেপকরেপুড়েছাইকরে ফেলে, ঐ রকমভাবে খোদা-প্রেমিকগণ খোদার প্রেমেমত্তহয়েনিজেকেভুলে বে-খুদিতে মশগুলহয়েযায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকমাওলারঅপরিসীমরূপেরধ্যানেমগ্নহয়েপড়ে, তখনতারকাছে খোদারসম্পর্কে কিছুজানতেচাইলেকিছুইউত্তরকরতেপারেনা। খোদারঅসীমমহিমা ও কুদরতেরনিকটতারজ্ঞানহতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।[৯১]

আল্লামা শেখসাদির এই মহান কেতয়ারশিক্ষাহলোআত্মবিসর্জনব্যতীত খোদাপ্রেম সম্ভব নয়।

এব্যাপারেসাদি আরওবলেন–

اینمدعیان در طلبشبیخبرانند

کانراکه خبر شد خبری باز نیامد[৯২]

অথাৎ, হে আনাড়ী খোদাপ্রেমিক! খোদারঅন্বেষণকারীযখন খোদার সম্বন্ধে অবগত হয়, তখনতারআর কোনো খবর পাওয়াযায়না, অর্থাৎ সে নিজেকেঅসীমেরমধ্যে হারিয়ে ফেলে।[৯৩]

খোদাপ্রেমের এই অপরূপবর্ণনার শেষাংশেআল্লামা শেখসাদি বলেছেন, খোদা! তুমিআমাদেরধ্যান, ধারণা ও খেয়ালেরঊর্ধ্বে। তোমার গুণরাজিরযাকিছুবর্ণনাকরেছ, তাশুনেছি ও পাঠকরেছিএবংজীবনভর তোমারপ্রশংসায়কাটিয়েদিলাম অথচ জীবনের ক্রান্তিলগ্নেআমিউপলব্ধিকরেছি এ নশ্বর জগতে তোমারপ্রশংসাকরা সম্ভব নয়।

সাদিরনিম্নোক্ত কবিতাটিওতাঁরআধ্যাত্মিকধ্যানধারণারপরিচয়বহনকরে। যথা–

بر سریر دل شا هم شوکت گدا این است

گرد کوی معشو قم رتبئہ رسا این است

رفتم پی سجده حاجتم بمسجدنی

طاق ابروی جانان خانئہ خدا این است

من بخاک وخون غلطان او بقتل من مائل

عالمی تماشائی حال مبتلا این است

من زلعل نوشینت خون دل همی نوشم

قتل عاشقان کردی دشت کر بلا این است

من بداغ مهجوری اور وان دوان از من

چیست قرب بیگانہ حال آشنا این است

سعد یا عبث احرام کعبہ مرومی بندی

روی یار خود بنگر مرو وصفا این است[৯৪]

বাংলাউচ্চারণ :বরছরিরেদিলশাহাম, শওকতে গেদাইইনাস্ত।

গের্‌দে কোয়েমাশুকুম রোতবায়েরাসাইনাস্ত

রপ্তমপায়েসিজদাহাজতমবমসজিদ নি

তাকেআবরোয়েজানানখানায়ে খোদাইনাস্ত

মনবখাক ও খুনগলতান, উ বকতলেমনমায়েল

আলমি, তামাসায়ী, হালে মোবতালাইনাস্ত

মন যে লালেনুসিনত্‌খুনেদিলহামিনুশম

কতলেআশেকাঁকরদি, দাস্তে করুবালা ই নাস্ত

মনবা দাগেমাহ্‌জুরি, উ রওয়ানে, দাওয়ানআজমন

চিস্ত কোরবে বেগানাহ, হালেআশনাইনাস্ত

সাদিয়াআবস্‌এহরামেকাবামারোমিবন্দী

রোখেএয়ারে খোদ বেনিগরমরো ও ছাফা ইনাস্ত।[৯৫]

অর্থ :আমিমনেরসিংহাসনেউপবিষ্টবাদশাহ

এটাইহচ্ছেআমার দারিদ্র্যেরজাঁকজমক

আমি প্রেমাস্পদেরগলিরচারিদিকে ঘুরি

এটাইহচ্ছে স্পষ্টশানশওকত

আমিসাজদার জন্য বেরহয়েছি,

মসজিদে আমার কোনোহাজত নেই

প্রেমাস্পদের চোখেরভ্রুরছাউনিহচ্ছেআল্লাহর ঘর

আমিমাটি ও রক্তে গড়াগড়িদিচ্ছি

আর সে আমাকেকতলকরারদিকেঝুঁকেপড়েছে

তুমিজগতের দর্শনীয়বাসিন্দা

এটাইহচ্ছেবিশ্বের সঙ্গে তোমার সম্পৃক্ত হওয়ারচিহ্ন

আমি তোমার সুন্দর রক্তিমাভ ঠোঁটের প্রেমেপড়ে

নিজেরকলিজারখুনপানকরছি

তুমি তোমারপ্রিয়জনকেখুনকরলে

এটাইতোকারবালারমরুভূমি

আমিতারবিচ্ছেদ ব্যথায়ব্যথিত

আর সে পলায়নপরআমারনিকটহতে

অপরিচিতের নৈকট্যে কিলাভহবে

যদি ভালোবাসারএরূপপরিণতি হয়?

সাদি বৃথাইতুমিকাবা ও ছাফামারওয়ার জন্য এহ্‌রাম বেঁধেছ

তুমি তোমারপ্রিয়তমেরমুখঅবলোকনকরো,

এটাইহচ্ছে তোমারছাফা মারওয়া।[৯৬]

mvw‘i I dvZ

এ মহানকবি, দার্শনিক ও আশেকেরাসুল (সা.) ৬৯১ হিজরি মোতাবেক১২৯২ খ্রিষ্টাব্দেশিরাজনগরে মৃত্যুবরণ[৯৭]করেনএবংএখানেইচিরনিদ্রায়শায়িতহন।তবেতাঁরমৃত্যু সালনিয়েমতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারেলাইলাসুফিবলেন–

وفات سعدی را در ماخذ گوناگون به سالهای ((694-695)) و ((690-691)) نوشته اند.[৯৮]

ইংরেজপর্যটকস্যারওয়েলসলিউইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন ১৭৮৬ সালেসাদিরমাজার দর্শন করেন।[৯৯]তারবর্ণনায়এসেছে–

শেখসাদির (রহ.) মাজারশরিফশিরাজনগরীরদিলকুশামহলেরপ্রায়একমাইলপূর্ব দিকেএকটিপাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।মাজারটিপ্রধান গেট থেকে ১৫০/২০০ মি. দূরত্বে অবস্থিত। মাজারশরিফেরঅট্টালিকাটিঅতিশয়বৃহৎএবংচতুষ্কোণাকারেনির্মিত। আরকবরটিমূল্যবানপাথরদিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য ছয়ফুটএবংপ্রস্থ মাত্রআড়াইফুট। কবর গাত্রেপ্রাচীনহস্তাক্ষরেকিছুইমারত লেখারয়েছে। এতে সংক্ষিপ্তভাবে শেখসাদি এবংতাঁররচনাবলিরকিছুপরিচয় দেওয়াহয়েছে। সাদিরকবিতাসংবলিতএকটি গেলাফদিয়েকবরটিআচ্ছাদিত থাকে। কবরেরনিকটেইএকটিকাঠেরফলকরয়েছেযা সুন্দরহস্তাক্ষরেলিখিতঅমূল্য উপদেশ সম্বলিত। সাদিরমাজারসহপ্রায় ৩/৪ একরএলাকানিয়েমসজিদ, লাইব্রেরী, রেস্টুরেন্ট ও ঝর্ণাসহনানান স্থাপনারয়েছে। রয়েছেশতশতনামনাজানাবৃক্ষ। ঐসব বৃক্ষেরডালেসাউন্ড বক্স বসানোরয়েছে। টেপ রেকোডারেরমাধ্যমে অমরকবি শেখসাদিরবিভিন্নগ্রন্থ হতেশ্রুতিমধুরশব্দেরকাসিদাবাজানো হয় যা দর্শনার্থীদের অন্য এক জগতে নিয়েযায়।

mvw‘iiPbvewj :gbxlx‡‘igj¨vqb

যুগশ্রেষ্ঠকবি শেখসাদি এর সামসময়িককিংবাপরবর্তীযুগেরবিভিন্নখ্যাতিসম্পন্নকবিগণতাঁররচনাবলিসম্পর্কে যে সকলকবিতাবলিরচনাকরেছেনতাদ্বারাকালামেসাদি সম্পর্কে তাদেরউচ্চমনোভাবপরিস্কার রূপেপ্রকাশিতহয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ কবিমাওলানাআব্দুররহমানজামিতাঁরevnv‡i¯Ívbনামকগ্রন্থে জনৈক স্বনামধন্য কবিররচিতএকটিকবিতাউল্লেখকরেবলেছেন–

در شعر سه کس پیغمبر اند

هر چند که لا نبی بعدی

اوصاف و قصیده و غزل را

فردیسی و انوری و سعدی[১০০]

বাংলাউচ্চারণ : দর শেরে সেহকাসপয়গাম্বারানান্দ

হারচান্দ কেহলানাবিবাদি!

আবিয়াত ও কাসিদাহ ও গজলে রা

ফেরদৌসি অ আনওয়ারি অ সাদি

অর্থাৎ, কাব্যসাহিত্যে তিনটি লোকপয়গম্বরসদৃশ। যদি বা (শেষ নবি কর্তৃক) কথাটি উক্ত হয়েছে যে আমারপরে কোনোপয়গম্বরআসবেনা।

বেইতের ক্ষেত্রে ফেরদৌসি, কাসিদার ক্ষেত্রেআনোয়ারি, এবংগজলের ক্ষেত্রে শেখসাদি (রহ.) পয়গম্বরতুল্য![১০১]

মাওলানাআব্দুররহমানজামিতাঁরগ্রন্থ bvdnvZj Gb‡mদিল্লীরসুবিখ্যাতফারসিকবিআমিরখসরুরকাব্য ও গদ্য রচনাবলিরপ্রাচুর্য এবংআধিক্য বর্ণনারপরেজনসাধারণ্যে স্বীকৃতি ও প্রসিদ্ধিরব্যাপারে শেখসাদিকে (রহ.) তাঁরউপরে স্থান দিয়েছেন। তিনিলিখেছেন যে, আমিরখসরুখিজির (আ.)-এর সাক্ষাতেআরজকরেছিলেন যে, আমারমুখেআপনার'লুয়াবে দাহান' (মুখেরলালামৃত) প্রদানকরুন। এর জবাবেখিজির (আ.) বলেছিলেন যে, এটাতো শেখসাদিকে দানকরা হয়েছে।[১০২]

আমিরখসরু দেহলাভি শেখসাদি ও হাম্মাম তাবরিযিকেগজলসাহিত্যেরওস্তাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য সাহিত্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রেনিজেকেআবারতাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠবলেছেন। তবেএতদসত্ত্বেওতিনিনিজেকে শেখসাদিরঅনুসারীবলেউল্লেখকরেই গর্ববোধকরতেন।

আমিরহাসান দেহলাভিযিনিতৎকালীনযুগেহিন্দুস্থানেরএকজনপ্রসিদ্ধ কবিছিলেন। তিনিওনিজেকে শেখসাদিরঅনুসারীবলতেসাচ্ছন্দ্যবোধকরতেন।

একদা শেখসাদিরসামসময়িকযুগেরঅত্যন্ত শক্তিমান সাহিত্যিকমাজদুদ্দিনহামগরেরনিকটইমামি, হারওয়ির ও শেখসাদিররচনাবলিরমধ্যে কাররচনাসর্বোৎকৃষ্ট জানতেচাইলেতিনিনিজের ও হারওয়ির থেকে শেখসাদিকে শ্রেষ্ঠবলে স্বীকারকরলেওইমামিকেতাদেরসকলেরওপরে স্থান দিয়েছিলেন। মাজদুদ্দিনহামগরের এই নিরপেক্ষজবাবেরকারণেবাস্তবিকইতখনকারসময়ে শেখসাদির থেকে ইমামিকেই শ্রেষ্ঠহিসেবে গণ্য করাহয়েছিল। তখনকারসময়েএকথাভাবাকঠিনছিল যে এই দুইযুগ শ্রেষ্ঠসাহিত্যিকের একজন অদূরভবিষ্যতে বিশ্ব মুসলিমেরঘরেঘরেপরিচিতহয়েউঠবেনআরঅন্যজনেরনামপরিচয়শুধুমাত্রবইয়েরপৃষ্ঠায়ই অঙ্কিত থাকবে।[১০৩]

চেম্বার্স ইনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখাআছে, শেখসাদিররচনাবলির সৌন্দর্য ও পরিপাট্য অনেকটাই রোমেরবিখ্যাতকবিহারিস এর রচনাবলির অনুরূপ।[১০৪]এছাড়াইংল্যান্ডের কোনো কোনোগ্রন্থাকার শেখসাদিকে

প্রাচ্যের শেকসপিয়র[১০৫]নামেআখ্যায়িত করেছেন।[১০৬]এক্ষেত্রেবলাযায়কবিত্ব প্রতিভারবিচারে এ দুইকবিবিপরীতমুখীহলেওতাদেররচনারমধ্যে কিছুসাদৃশ্য রয়েছে। যেমন–সহজ, প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাভঙ্গি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীরউপস্থিতি, রচনায়বিচক্ষণতা ও সাবধানতাঅবলম্বন এবং নৈতিকশিক্ষারউপস্থিতি। আরতাঁদেররচনারমূলপার্থক্য হলোসাদি তাঁর লেখায়প্রকাশ্যে তথা স্পষ্ট ভঙ্গিতে উপদেশপ্রদানকরেছেন, অপরদিকে শেকসপিয়রঅত্যন্তসযত্নেনাটকেরমাধ্যমে তামানুষেরমাঝেছড়িয়ে দিয়েছেন। এ দুইকবিরমধ্যে আরওএকটিসামঞ্জস্য বিদ্যমানরয়েছেআরতাহলো শেকসপিয়রেরকবিতাইউরোপিয়দেরকাছেএবংএশিয়াউপমহাদেশেরবিশেষকরেফারসিউর্দুভাষীমানুষেরনিকটসাদি রকবিতাপ্রবাদবাক্য হিসেবেব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, শেকসপিয়রউইরোপিয়দেরকাছেএবংসাদি এশিয়ারঅধিবাসীদেরকাছেতাঁদেরনিজনিজকাব্য প্রতিভার জন্য অন্যান্য কবিদেরতুলনায়সমধিক স্বীকৃতি ও খ্যাতিঅর্জনকরতেসক্ষমহয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি ও টীকা :

১. https://bn.m.wikipedia.org

২.http://www.iranmirrorbd.com / ড. মোহাম্মদ মাহ্দী তাওয়াসসোলীপ্রণীতAvR‡KiBivb, জনাবনূর হোসেনমজিদী কর্তৃক অনূদিত।

৩. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, সুচিত্রাকম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, চট্রগ্রাম, ২০১২, পৃ. ২৩

৪. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv`x (int), আনমননিউঅফসেট প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা, ৮ম মুদ্রণ : ২০০৮, পৃ. ৭

৫. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, cv¸³, পৃ. ২৩

৬.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

৭. EncyclopaediaBritannical"Encyclopaedia Britannica Encyclopeadia Article: Media ancient region, iran" Britannica.com। সংগ্রহেরতারিখ ২০১০-৮-২৫।

৮. খসরুপারভেজ :পারস্যের গ্রেট রাজাদ্বিতীয়খসরুপারেভজছিলেনসাসানিয় সাম্রাজ্যের শেষ মহারাজা। তিনিপারস্যের টেসিফোনেপ্রায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দেজন্মগ্রহণকরেন। তিনিছিলেনচতুর্থ হরমজিদেরপুত্রএবংপ্রথমখসরুরনাতি। তিনিইপারস্যের

শেষ রাজাযিনিইরানেমুসলিমবিজয়ের পূর্বে একটি দীর্ঘসময়রাজত্ব (৫৭৯-৬২৮ খ্রি.) করেছিলেন। তিনি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারিঘাতক কর্তৃক নিহতহওয়ারপাঁচবছর পর পারস্যে মুসলিমবিজয়েরসূচনা ঘটে। যুদ্ধ পরিচালনারমাধ্যমে রাজ্য বিজয়ছাড়াওkvnbvgv ও wkwidinv' (যারমূলছিলখসরু ও শিরিন)নামক প্রেমগাঁথারমতোবিখ্যাতপারস্য সাহিত্য তাঁকেব্যাপকখ্যাতিএনে দিয়েছিল। যেগুলোএখনোকাব্য ও রোমান্টিকসাহিত্য জগতে প্রভাববিস্তারকরেচলেছে। এছাড়াইসলামিকঐতিহ্যে খসরুপারভেজেরআলাদা গুরুত্ব আছেকারণইসলামেরনবিমুহাম্মদ (সা.) ইসলামধর্ম গ্রহণেরআহ্বানজানিয়েতাঁরনিকটপত্র প্রেরণকরেছিলেন।

৯. আল-মুবারাকপুরি ২০০২, পৃ. ৪১৭

১০. ওমরফারুক: ইসলামেরদ্বিতীয়খলিফাএবংপ্রধানসাহাবিদেরঅন্যতম। তিনিমক্কায় ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দেজন্মগ্রহণকরেন। আবুবকরের (রা.) মৃত্যুর পর তিনিদ্বিতীয়খলিফাহিসেবে দায়িত্ব নেন। ওমরইসলামিআইনেরএকজনঅভিজ্ঞআইনজ্ঞছিলেন। ন্যায়েরপক্ষাবলম্বন করারকারণেতাঁকেআল-ফারুক (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দেওয়া হয়। আমিরুলমুমিনীনউপাধিটিসর্বপ্রথমতাঁর ক্ষেত্রেব্যবহৃতহয়েছে। ইতিহাসেতাঁকেপ্রথমওমরহিসেবেওউল্লেখকরা হয়। ওমরেরশাসনামলেখিলাফতেরসীমানাঅকল্পনীয়ভাবেবৃদ্ধি পায়। এসময়সাসানিয় সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশমুসলিমদেরনিয়ন্ত্রণে আসে। তাঁরশাসনামলে জেরুজালেমমুসলিমদেরহস্তগত হয়। তিনি পূর্বেরখ্রিষ্টানরীতিবদলেইহুদিদেরকে জেরুজালেম এ বসবাস ও উপাসনাকরারসুযোগ দিয়েছিলেন। এছাড়াওতিনিছিলেনরাসুলের (সা.) শ্বশুর। অর্থাৎওমর এর মেয়েহাফসাছিলেনরাসুলের (সা.) স্ত্রী। ৬৪৪ সালেওমরপিরুজনাহাওয়ান্দি নামকএকজনপার্সিয়ানেরহাতেনিহতহন।

১১. আবুবকর :আবুবকরছিলেনমুহাম্মদের (সা.) একজনপ্রধানসাহাবি, ইসলামেরপ্রথমখলিফাএবংপ্রথমমুসলিমদেরমধ্যে অন্যতম। তিনি সৌদি আরবেরমক্কায় ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবরজন্মগ্রহণকরেন। প্রাপ্ত বয়স্কদেরমধ্যে প্রথমইসলামগ্রহণের সম্মানতাঁকে দেওয়া হয়। এছাড়াতিনিরাসুলমুহাম্মদের (সা.) শ্বশুরছিলেন। রাসুলের(সা.) মৃত্যুর পর তিনিখলিফাহনএবংমুসলিমদের নেতৃত্ব দেন। মুহাম্মদের (সা.) প্রতিঅতুলনীয়বিশ্বাসের জন্য তাঁকে'সিদ্দিক'বাবিশ্বস্ত উপাধিপ্রদানকরাহয়েছে। মিরাজেরঘটনা এক ব্যক্তির নিকটশুনেবিশ্বাসকরেছিলেনতাইতাঁকেআবুবকরসিদ্দিকনামেও সম্মোধনকরা হয়। আবুবকরের (রা.) খিলাফত দুইবছরেরকিছু বেশিসময় স্থায়ীহয়েছিল। এরপরতিনি অসুস্থ হয়ে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট মৃত্যুবরণকরেন। খিলাফতকাল দীর্ঘ নাহলেওতিনিএকজনসফলশাসকছিলেন। মুহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পর নবি দাবিকরা ব্যক্তিদের তিনিরিদ্দারযুদ্ধে সফলভাবে দমনকরেছেনএবংতৎকালীন দুটি পরাশক্তি পারস্য ও বাইজেন্টাইনদেরউপরসফলঅভিযানপরিচালনাকরেছেন। অভিযানেরধারাবাহিকতায়কয়েক দশকেমুসলিমখিলাফতইতিহাসেরসর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যেরএকটিতেপরিণত হয়।

১২. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ t_‡K Bivb, পৃ. ২৪

১৩. Haidar, J.I., 2015."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran," Paris School of Economics, university of Paris 1 Pantheon sorbonne, Mimeo

১৪. "UPDATE 3-BP cuts global gas reserves estimate, mostly for Russia" Reuters.com|২০১৩| সংগ্রহেরতারিখ ২৯ নভেম্বর ২০১৫।

১৫. CIA World Factbook "Iran"সংগ্রহেরতারিখ ২৪ মে ২০১৮।

১৬. আলিখামেনেই : সৈয়দ আলি হোসেনিখামেনেই (জন্ম: ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ খ্রি.) হলেনইরানেরবর্তমান ২য় সর্বোচ্চধর্মীয় নেতাএবংইরানের ৮ কোটিশিয়ামুসলমানেরআধ্যাত্মিক নেতা। ১৩ অক্টোবর ১৯৮১ থেকে ৩ আগস্ট ১৯৮৯ পর্যন্ততিনিইরানের ৩য় রাষ্ট্রপতিহিসেবে দায়িত্ব পালনকরেন। ফোর্বসসাময়িকী ২০১২ সালেতাঁকেপৃথিবীরসবচেয়েপ্রভাবশালী ২১ জনেরমধ্যে স্থান দেয়।

১৭. হাসানরুহানি (حسن روحانی) :ইরানের ৭ম রাষ্ট্রপতিহলেনহাসানরুহানি। তিনি ১২ নভেম্বর ১৯৪৮ সালেইরানেজন্মগ্রহণকরেন। ইরানেরমধ্যপন্থী নেতাযিনি সব সময় নেতৃত্বেরলক্ষ্যকে এগিয়েনিয়েযাওয়ার পথ খুঁজে বেরকরারপিছনেইসময়ব্যয়করেছেন। প্রেসিডেন্টহওয়ার পর রুহানিপারমানবিককার্যক্রম চালনারকথাওবলেছেন।

১৮. https://bn.m.wikipedia.org

১৯. সাইরাস (৬০০/৫৭৬ খ্রি.পূ.-৫৩০ খ্রি.পূ.) : সাইরাসকেপুরাতনফারসিতেকুরুশ (کوروش) নতুনফারসিতেকুরুশে বোযোরগ(کوروشبزرگ) এবংইংরেজিতেসাইরাস দ্য গ্রেট (Cyrus The Great) বলেঅবিহিতকরা হয়। সাইরাসছিলেনপারসিকহাখামানশী সাম্রাজ্যেরপ্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্যটিএশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনমহাদেশে বিস্তৃত ছিল। ইরানছাড়াওবর্তমানকালেরআফগানিস্থান, পাকিস্থান, মধ্য এশিয়ার অংশ বিশেষ, এশিয়ামাইনর (তুরস্ক), গ্রিস, কৃষ্ণ সাগরেরউপকূল, ইরাক, সৌদি আরবেরউত্তরাংশ, জর্দান, প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, প্রাচীনমিশরের সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকাএবংলিবিয়া এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটিপ্রাচীনবিশ্বেরবৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোরএকটি। তাঁররাজকীয়উপাধিগুলোছিলমহানরাজা, পারস্যেররাজা, অ্যানসানেররাজা, মিডিয়াররাজা, ব্যাবিলনেররাজা, সুমেরেররাজা ও আক্কাদ। তিনিছিলেনপৃথিবীরচর্তুকোণেররাজা। এছাড়াও ৫৩৯ এবং ৫৩০ খ্রিষ্টপূর্বেরমাঝামাঝি কোনো এক সময়সাইরাসসিলিন্ডারের ঘোষণাপত্রেরমাধ্যমে বৈশ্বয়ীকমানবাধিকার ঘোষণাকরেছিলেনযাবিশ্বেরইতিহাসেঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমমানবাধিকার সনদ।

২০. দারিয়ুস :প্রাচীনইরানের সম্রাটদেরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তৃতীয় দারিয়ুস। তিনিখ্রিষ্টপূর্ব ৩৮০ সনেজন্মগ্রহণকরেন। তৃতীয় দারিয়ুসছিলেনপারস্যেরঅ্যাকামেনিড সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ সনেমহামতিআলেকজান্ডারেরকাছেতিনিপরাজিতহলেপারস্য সাম্রাজ্যেরপতন ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত সম্রাটতৃতীয় দারিয়ুসপালিয়েযাওয়ারসময়আততায়ীরহাতেনিহতহন।

২১. আলেকজান্ডার : মাহমতিআলেকজান্ডারখ্রিষ্টপূর্ব জুলাই ৩৫৬ সনেজন্মগ্রহণকরেন। তিনিছিলেনপৃথিবীরইতিহাসেরঅন্যতমসফলবিজয়ীসামরিকপ্রধান। দিগ্বিজয়ীআলেকজান্ডারগ্রিসেরঅন্তর্গত মেসিডোনিয়াররাজাবাশাসনকর্তাহিসেবেওপরিচিত। তাঁরপিতাফিলিপও (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮২-৩৩২) ছিলেন মেসিডোনিয়াররাজা। টলেমির (৯০-১৬৮ খ্রি.) মানচিত্রঅনুযায়ীআলেকজান্ডারপরিচিতপৃথিবীর বেশিরভাগঅঞ্চলজয়করেছিলেন। তিনিতাঁরসামরিক কৌশল ও রণ-পদ্ধতির জন্য বিশ্ববিখ্যাত। অবশ্য পারস্যে অভিশপ্তআলেকজান্ডারহিসেবেতিনিপরিচিত। কেননাতিনিপ্রাচীনপারস্য জয় ও এর তদানিন্তনরাজধানীপারসেপলিসকেধ্বংসকরেন। ফারসিভাষায়তাঁকেইস্কান্দার, মধ্য-পশ্চিমাঅঞ্চলেযুল-কারনাইন, আরবেআল-ইস্কান্দার, উর্দুতে সেকান্দারেআজমবলা হয়।

২২. চেঙ্গিস খাঁন (১১৬২-১৮আগষ্ট ১২২৭) : প্রধান মঙ্গোল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাবামহানখাঁন, ইতিহাসেওতিনিঅন্যতমবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ও সেনাপতিহিসেবেপরিচিত। জন্মসূত্রে তাঁরনামছিল তেমুজিন (মঙ্গোলিয় থেমুচিং)। তিনিপূর্ব ও মধ্য এশিয়ারঅনেকগুলোযাযাবরজাতি গোষ্ঠীকেএকত্রিতকরে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের (১২০৬-১৩৬৮) গোড়াপত্তনকরেন। নিকটইতিহাসেএটিইছিলপৃথিবীরসর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। তিনি মঙ্গোলিয়ার বোরজিগিনবংশে জন্ম নিয়েছিলেন। এক সাধারণ গোত্রপতি থেকে নিজ নেতৃত্বগুণেবিশাল সেনাবাহিনী তৈরিকরেন। যদিওবিশ্বেরকিছুঅঞ্চলে চেঙ্গিস খাঁনঅতিনির্মম ও রক্তপিপাসু বিজেতাহিসেবেচিহ্নিত । তথাপি মঙ্গোলিয়ায় তিনিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত ও সকলেরভালোবাসারপাত্র। তাকে মঙ্গোল জাতিরপিতাবলাহয়ে থাকে।

২৩. তৈমুরলং (تیمور لنگ) : ইতিহাসেরঅপরাজেয়সমরবিদ তৈমুরছিলেন (১৩৩৬-ফেব্রুয়ারি ১৪০৫) ১৪শ শতকেরএকজনতূর্কিমোঙ্গল সেনাধ্যক্ষ। তিনিপশ্চিম ও মধ্য এশিয়ারবিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলেএনে তৈমুরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকরেন। এছাড়াতিনি তৈমুরীয়রাজবংশেরওপ্রতিষ্ঠাতা। তারআসলনাম তৈমুর বেগ। যুদ্ধ করতেগিয়েতিনিআহতহন, যারফলেতাঁরএকটি পা অকেজোহয়েযায়এবংতিনি খোঁড়াবাল্যাংড়াহয়েযান। আরএকারণেইতিহাসেতিনি তৈমুরলংবা খোঁড়া তৈমুরনামেপরিচিত। তিনিমহান সেলজুক সাম্রাজ্যেরশাসকসুলতানতুঘরিল বেগকেঅনুপ্রেরণাহিসেবেঅনুসরণকরতেন। তিনিওআলেকজান্ডার ও চেঙ্গিস খাঁনেরমতোবিশ্বজয়ে সৈন্যবাহিনীনিয়ে বেরহয়েছিলেন। এ নিয়েwek we‡RZv ˆZgi js, w‘wMRqx ˆZgi, ‘wbqvKvcv‡bvˆZgi jsনামেরঅনেকগুলোবইওরচিতহয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্য আধুনিকতুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, ইরান থেকে মধ্য এশিয়ার অংশ যারমধ্যে রয়েছেকাজাকিস্থান, আফগানিস্থান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্থান, উজবেকিস্থান, কিরগিজিস্থান, পাকিস্থান, ভারতবর্ষ এমনকিচীনেরকাশগরপর্যন্তবিস্তৃত ছিল। তিনিএকটিআত্মজীবনীমূলকগ্রন্থ রচনাকরিয়েযানযারনাম÷ZRK-B ˆZgix÷।

২৪. আহমদুলইসলাম চৌধুরী,cvim¨ †_‡K Bivb,cv¸ ³, পৃ. ২৩

২৫. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, মেহজাবিনইসলাম, AvawbKBiwbKwecviwfbG‡ZmwgRxeb I Kve¨, আবিষ্কার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৪

২৬. After Tehran, Mashhad, Esfahan, Tabriz and Karaj; in 2006 Shiraz had a total population of 1,227,331

২৭. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/শিরাজ

২৮. কে, এম, জি, রহমান, হযরত শেখসা'দী (রহঃ), cv¸³, পৃ. ৯

২৯. আহমদুলইসলাম চৌধুরী,cvim¨ †_‡K Bivb,cv¸³, পৃ. ১১০

৩০. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv`x (int), cv¸³, পৃ. ৯

৩১. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেযাজালালীনায়িনী (সম্পাদিত), w`Iqv‡bnwdRwkivRx, আনজুমানে খোশনাভেস্তানেইরান, তেহরান, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ, পৃ. ৩/https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh3/

৩২. মো. আবুলকালামসরকার, বাংলাদেশে ফারসিঅনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫, পৃ. ২৭৭

৩৩. সুভাষমুখোপাধ্যায়, nwd‡RiKweZv, ১ম সং, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেটলিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫-৬

৩৪. https://ganjoor.net>غزليات حافظ>101 غزل شماره

৩৫. মোস্তাকআহমাদ, w`Iqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২৮৪

৩৬. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv`x (int), cv¸³, পৃ. ৮

৩৭. cv¸³, পৃ. ৭

৩৮. cv¸³, পৃ. ৮

৩৯. cv¸³, পৃ. ১০

৪০.https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh405/

৪১.Edward G. Brown, *A LiteraryHistory of Persia*, Vol. I (London : Cambridge UniversityPress, 1902), p. 526-528.

৪২. মুহাম্মদ জাফরইয়াহকি, Zwi‡LAv`weq¨v‡ZBivb, চাপখানেয়ে শেরফাত, তেহরান, ১৩৭৭ সৌরবর্ষ, পৃ. ১৭০

৪৩. যাবিহউল্লাহসাফা, তারিখেআদাবিয়্যাতে দার ইরান, ১১তম সং., এন্তেশারাতে ফেরদৌস, চাপখানায়েরামিন, ১৩৭৩ সৌরবর্ষ, পৃ. ৫৮৪-৫৮৫

৪৪. ছৈয়দ আহমদুলহক, †gŠjvbvix‡gxiw' Iqv‡bkvgmZve‡iRx, w' Iqv‡bnv‡dR, †kLmv'x, †gvjøvRvgx I AvgxiLmiæn‡Zdv iwmMRjmsKjb, আল্লামারুমী সোসাইটি, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ৪৬

৪৫. لیلا صوفی، (۲۰۰۰)،زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم، انتشارات جاجرمی، کتابخانه ملی، تهران، ایران، ص- 117

৪৬. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, পারস্য সাহিত্যেওইতিহাস, শ্রীজগদিশ প্রেস, কলকাতা, ১৩১৬ বাংলা, পৃ. ৯১

৪৭. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، کتابخانه ملی ایران، چاپ هفتم، 1379م، ص- 15

৪৮. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw' iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, রোদেলাপ্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১৬

৪৯. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, পৃ. ১০৩-১০৪

৫০. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv' x (int), পৃ. ১৪

৫১.118-لیلا صوفی، زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم،ص

৫২. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, পৃ. ১০৩

৫৩. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh2/

৫৪. ছৈয়দ আহমদুলহক, dviwmMRjmsKjb, পৃ. ৪৭

৫৫. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, পৃ. ১০৫

৫৬.118-لیلا صوفی، زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم،ص

৫৭. https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh3/

৫৮.68-شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص

৫৯.ছৈয়দ আহমদুলহক, dviwmMRjmsKjb, পৃ. ৪৭

৬০. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, পৃ. ১০৫

৬১. 118-لیلا صوفی، زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم،ص

৬২. پیشگفتار، نوزده شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-

৬৩. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv`x (int), পৃ. ৫৮

৬৪. মো. আবুলকালামসরকার, evsjv‡`k dviwmAbev` mwnZ¨ 1971-2005, সৃষ্টিপ্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২৫৪

৬৫. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১২

৬৬. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-20

৬৭. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১৮

৬৮. wbDR‡jUvi, ইসলামিপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ৩৮ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ৮

৬৯. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১৮

৭০. https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh3/

৭১. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš †ev¯Ív, পৃ. ১৬

৭২. cv¸³, পৃ. ১৮/ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، کتابخانه ملی ایران، چاپ هفتم، 1379ھ

৭৩. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১২

৭৪. https://www.karbobala.com/news/info/1827

৭৫. wbDR‡jUvi, ইসলামিপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ৩৮ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ৮

৭৬. মো. আবুলকালামসরকার, cv¸³, পৃ. ২৫৪

৭৭. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-15

৭৮.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১৬-১৭

৭৯. শামিসা, mveK †kbvmx‡q †ki (কাব্য শৈলীবিজ্ঞান), পৃ. ২১৬

৮০. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), dviwmmvwn‡Z¨iBwZnvm, আলহুদাআন্তর্জাতিকপ্রকাশনাসংস্থা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯১-৯২

৮১. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, cvim¨ †_‡K Bivb, পৃ. ১০৪

৮২. https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh296/

৮৩.ছৈয়দ আহমদুলহক, dviwmMRjmsKjb, পৃ. ৪৯

৮৪. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh22/

৮৫. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸³, পৃ. ৪৯

৮৬. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh22/

৮৭. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸³, পৃ. ৪৯

৮৮. https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh283/

৮৯. ছৈয়দ আহমদুলহক, Cv¸³, পৃ. ৪৯, ৫০

৯০.https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/

৯১. মোস্তাকআহ্মাদ, Avjøvgv †kLmv'xiAvZ¥'kb, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২৯

৯২. https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/

৯৩. মোস্তাকআহ্মাদ, Avjøvgv †kLmv'xiAvZ¥'kb, পৃ. ৩০

৯৪. ছৈয়দ আহমদুলহক, dviwmMRjmsKjb, পৃ. ৫১

৯৫. Cv¸³, পৃ. ৫২

৯৬. Cv¸³, পৃ. ৫৩

৯৭. মো. আবুলকালামসরকার, Cv¸³, পৃ. ২৫৪

৯৮. لیلا صوفی، زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم،ص-119-120

৯৯. কে, এম, জি, রহমান, nhiZ †kLmv`'x (int), পৃ. ৫১

১০০. https://books.google.com.bd/books?

১০১.কে, এম, জি, রহমান, Cv¸³, পৃ. ৫৮

১০২. Cv¸³

১০৩. Cv¸³, পৃ. ৫৯

১০৪. Cv¸³, পৃ. ৬০

১০৫. উইলিয়াম শেকসপিয়র (জন্ম: ২৬ এপ্রিল, ১৫৬৪ খ্রি.– মৃত্যু: ২৩ এপ্রিল, ১৬১৬ খ্রি.) ছিলেনএকজনইংরেজকবি ও নাট্যকারযাঁকেইংরেজিভাষার সর্বশ্রেষ্ঠসাহিত্যিক ও নাট্যকারমনেকরাহয়। তাঁকেইংল্যান্ডের"জাতীয়কবি"এবং"বার্ড অবঅ্যাভন"Bard of Avon(অ্যাভনেরচারণকবি) নামেওঅভিহিতকরাহয়ে থাকে। তাঁররচিত ৩৮টি নাটক, ১৫৪টি সনেট, ÔfbvmA¨vÛA¨v‡WvbmÕএবংÔw' †icAej‡µmÕনামেতাঁর ২টি দীর্ঘ আখ্যানকবিতারয়েছে। এছাড়াতাঁরআরওকয়েকটিকবিতাপাওয়া গেছে। তাঁরনাটকগুলোকেকমেডিবামিলনান্তক, হিস্ট্রি বাঐতিহাসিকএবংট্রাজেডিবাবিয়োগান্তক এ তিনধারাইভাগকরাযায়। Ajml‡qj '¨vUGÛml‡qj, A¨vR BD jvBK BU, '¨ gv‡P›U Ae †fwbm, '¨ †Ug‡c÷, '¨ U †bvejwKbm‡gb, †cwiwKm, wcÝAeUvqvi ইত্যাদি তাঁরউল্লেখযোগ্য কমেডিনাটক। wKs Rb, wiPvW© '¨ †m‡KÛ, †nbwi '¨ †dv_©-wdd_-wm·_-GBU_ইত্যাদি তাঁরউল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকনাটক। তাঁরবিখ্যাতট্রাজেডিনাটকহলো†iwglA¨vÛRwj‡qU, RwjqvmwmRvi, g¨vK‡e_, n¨vg‡jU, wKswjqvi, I‡_‡jv, A¨v›UwbA¨vÛwKl‡cUvইত্যাদি। এলিজাবেথীয়যুগেরনাট্যকারহওয়াসত্ত্বেওআধুনিকবিশ্বে তাঁরজনপ্রিয়তাএবং শ্রেষ্ঠত্ব অব্যাহতরয়েছে। পৃথিবীরপ্রায়প্রতিটিপ্রধানভাষায়তাঁরনাটকগুলোঅনূদিতহয়েছে।

১০৬. cÖv¸³, পৃ. ৬১-৬২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠঅধ্যায়

সাদিররচনায়রাসুল (সা.) প্রসঙ্গ

mw' iiPbvqivmj (mv.) cm½

বিশ্বেরঅন্যতমআশেকেরাসুল, নবিপ্রেমিক, বিখ্যাতকবি, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকজগতেরবিশাল ব্যক্তিত্ব হলেনহজরত শেখসাদি (রহ.)। তিনিতাঁর লেখনীরমাধ্যমে ফারসিসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। শেখসাদি বিশ্বনবির (সা.)নাম ও গুণের প্রশংসাকরেইবিশ্বে সম্মানিত, খ্যাতি ও অমরত্ব লাভকরেছেন। তাঁররচিত সেইপ্রশংসাগীতিতথা দরুদ সমগ্র দুনিয়ায়প্রতিদিনপ্রতিক্ষণপ্রতি মুহূর্তে নবি প্রেমিক ও আশিকদেরআত্মারপ্রশান্তিরবারিধারাবর্ষণকরেচলেছে।সাদির†Mv‡j¯Ívb ও e~¯Ívbগ্রন্থেইঅধিকতররাসুলের (সা.) বন্দনাপ্রস্ফুটিতহয়েছে। বিশ্বেরআর কোনোসাধকেরলিখিতপ্রশংসাগীতি এত মানুষেরদ্বারাপঠিত ও ভালোবাসাপূর্ণ মর্যাদালাভেসক্ষমহয়নি। সেক্ষেত্রেমানবতারকবিসাদি অদ্বিতীয়মহান প্রেমিকসত্তায়বিভূষিতহয়েছেন।

†kLmw' iKv‡e¨ ivmj (mv.) ckw¯Í

শ্রেষ্ঠতমসৃষ্টি, নিখিলবিশ্বের গৌরব, সর্বকালেরসর্বযুগেরআদর্শ পুরুষ শেষনবি, প্রিয়নবিহজরতমুহাম্মদ (সা.)।তিনিমহা সম্মান্বিত। জ্ঞানবন্টনকারী, সুন্দর দেহবিশিষ্টউত্তমচরিত্রবাননবি। সাদিরভাষায়–

بَلَغَالعُلیبِکَمالِهکَشَفَالدُجی بجَمالِهِ

حَسُنَت جَمیعُ خِصالِهصَلّوا عَلَیهوآلِه[১]

বাংলাউচ্চারণ : বালাগালউলা বি কামালিহি,

কাশাফাদ দোজা বি জামালিহি।

হাছুনাতজামিউ খেছালিহি,

ছাল্লুআলাইহিওয়াআলিহি।

অর্থ :মানবতারশীর্ষে তুমিহলেউপনীত

রূপেরছটায় দূরকরলেআঁধারছিলযত

সকল গুণের সমাবেশেচরিত্রমহান

তুমি ও তোমারবংশপরেহাজারোসালাম।

ব্যাখ্যা :মহাকবি শেখসাদি মহানবিমুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেন, তাঁরঅনুপমচরিত্রেরপরিপূর্ণতায় সম্মানেরউঁচুআসনেতিনিউপনীতহয়েছেনএবংতাঁর সৌন্দর্যেরআলোবিকশিতহয়েপড়েছে। তাইতাঁরসমস্ত বৈশিষ্ট্যইপ্রশংসনীয়। অতএব, সকলেতাঁরউপর দরুদ পাঠকরুনএবংতাঁরপরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহররহমতকামনাকরুন।

সাদির এই ছন্দবদ্ধ আরবিচতুষ্পদীটিআমাদের দেশে দরুদহিসেবেপ্রচলিত–যাসর্বসাধারণেরকাছেব্যাপকজনপ্রিয়তালাভকরেছে।বহুলপঠিত ও জনপ্রিয় এ নাতটিরচনার এক ঐতিহাসিক ও আবেগময় প্রেক্ষাপটআছে। এ চতুষ্পদীটিরমাহাত্ম্য হলো ২টি। প্রথমতএটিনাত-সহকারেদরুদআর এতে আছে বিন্দুরমধ্যে সিন্ধুরব্যঞ্জন। সারা দুনিয়ারমুসলমানরানবিপ্রেমেরসুধাপানকরে থাকে এর সুরেরব্যঞ্জনায়। আরদ্বিতীয়ত এই চতুষ্পদীটিরচতুর্থ লাইন মেলাতেসাদি যখনঅসমর্থ হনতখনরাসুল (সা.) স্বয়ং স্বপ্নযোগেসাদিকে এ লাইনেরঅবতারণারআদেশ দেন। অর্থাৎ এ কবিতারপ্রথমতিনলাইনেরকবিহলেনসাদি শিরাজিআরচতুর্থ লাইনেরকবিহলেন স্বয়ংবিশ্বনবিমুহাম্মদ (সা.)। আর এর মধ্যেইনিহিতআছে এ কবিতার গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও সার্থকতা। বিশ্বনবিরশানেতাঁররচিত এ প্রশংসাগীতি (ফারসিকাসিদামালা) "বালাগালউলাবিকামালিহি", এ নাতজানেনাএমনসচেতন উম্মতে মুহাম্মদি (সা.) বিশ্বেরবুকে কম পাওয়াযাবে। এমনকিঅন্যান্য ধর্মালম্বীগণেরমধ্যেওএটিবহুলপরিচিতযাকিয়ামতঅবধিসকলনবি প্রেমিকমুসলিমজাতিরমনের খোরাকযুগিয়েযাবে।

রাসুলে খোদারচরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও শানসম্পর্কে শেখসাদি তাঁরe¯Í v‡bবলেন :

كريمُ السّجايا جَميلُ الشّيَم

نبىّ البَرايا، شفيعُ الأمم

امام رسل پيشواى سبيل

امين خدا مهبط جبرئيل

شفيع الورى خواهد بعث ونشر

امام الهدى صدر ديوان حشر[২]

বাংলাউচ্চারণ : করিমুচ্ছাজায়াজামিলুশ্‌শিয়াম্,

নবিউলবারায়াশফিউলউমাম।

ইমামেরাসুল পেশওয়ায়েসাবিল,

আমিনে খোদামাহবাতেজিবরাইল।

শাফিউলভারিখাজাবাআছ ও নাশার

ইমামুলহাদি সাদারদিওয়ানে হাশার[৩]

অর্থ :মহান স্বভাবচরিত্রমধুর

উম্মতের কাণ্ডারিনবিবিভুর

রাসুলগণের নেতা, পথেরদিশারী

খোদারবিশ্বস্ত জিবরাইলেরমনজিল।

সৃষ্টিলোকেরসুপারিশকারী, পুনরুত্থানদিবসেরসরদার

হেদায়েতেরইমাম, বিচারদিনের নেতা

পবিত্র স্বভাব ও উত্তমচরিত্রেরঅধিকারীপ্রিয়রাসুল (সা.) হলেনসৃষ্ঠজীবেরপয়গম্বর, উম্মতগণেরশাফায়াতকারী, হেদায়েতেরসরদার ও বিচারদিনের নেতা। তিনিছিলেনবিশ্বস্ত বান্দা, হজরতজিবরাইল (আ.)-এর অবতরণের স্থান, রোজকিয়ামতেরসরদার ও রাসুলদের নেতা। এব্যাপারেসাদি আরওবলেন–

وعدۂ دیدار هر کسی به قیامت

لیلۂ اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد[৪]

বাংলাউচ্চারণ : ওয়াদেয়ে দিদরহারকাসি বে কিয়ামাত

লাইলেআসরাশাবে ভেসালেমুহাম্মদ

অদাম ও নূহ ও খালীলও মুসা ও ইসা

অমাদে মাজমুহ দার জেলালেমুহাম্মদ

অর্থ : কেয়ামতেরদিন দেখা দেওয়ারওয়াদাতিনিকরেছেন

মেরাজেররাতছিলমুহাম্মদের (সা.) মিলনেররাত

আদম, নূহ, ইবরাহিমখলীল, মুসা ও ইসা

মুহাম্মদের (সা.) ছায়াতলেসমাগতহওয়ার জন্য প্রস্তুত।

হজরতমুহাম্মদ (সা.) সৃষ্ঠজীবেরসুপারিশকারী। এ ব্যাপারেসাদি তাঁর†Mv‡j ¯Í v‡bনিম্নোক্ত বেইতেরঅবতারণাকরেছেন–

شَفيعٌ مُطاعٌ نَبىٌّ كَريم قَسيمٌ جَسيمٌنَسيمٌ وَسيم[৫]

বাংলাউচ্চারণ : শাফিয়ুন মোতায়ুননাবিয়ুনকারিম

কাসিমুনজাসিমুননাসিমুনভাসিম

অর্থ :শাসকের (আল্লাহ) নিকটসুপারিশকারীউন্নতচরিত্রেরনবি

যিনিসুদর্শণ, অভিজাত, হাস্যোজ্জ্বল ও নবুয়তেরঅধিকারী।

মুসলিমজাতিরআলোকবর্তিকামুহাম্মদ (সা.) মেরাজরজনিতেসাতআসমানেআল্লাহর সাথে কথাবলেছেন। সমস্তআলোতাঁরআলোরপ্রতিচ্ছবি। সাদিরভাষায়–

کلیمی که چرخ فلک طور اوست

همه نورها پرتر نور اوست.[৬]

বাংলাউচ্চারণ : কালিমি কে চারখেফালাকে তূরেউস্ত

হামেনূরহা পোরতার নূরে উস্ত।

অর্থ :নভোমণ্ডলযারতুরপাহাড়আল্লাহর সাথে করতেআলাপ

সকলআলোতাঁরইনুরেরবিকিরিতআলোরছটা।

এব্যাপারেসাদি তাঁরকাসিদায়বলেছেন–

شمس و قمر در زمين حشر نتابد

نور نتابد مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هلال محمد[৭]

বাংলাউচ্চারণ : শামস ও কামার দার জামিনেহাশরনাতবাদ

নূরনাতবাদ মাগারজামালেমুহাম্মদ

শয়াদ আগারঅফতব ও মহনাতবান্দ

পিশে দো আবরুয়েচুন হেলালেমুহাম্মদ

অর্থ :সূর্য ও চন্দ্র হাশরেরময়দানেআলোদিবেনা,

সেইদিনশুধুমুহাম্মদের (সা.) আলোঅবশিষ্ট থাকবে।

সম্ভবতসূর্য ও চন্দ্র যদি আলোনা দেয়,

তবেমুহাম্মদের (সা.) দুইভ্রুই তোচাঁদ।

সাদি আরওবলেছেন–

پیغمبر، آفتابمنیر است در جهان

وینانستارگانبزرگندو مقتدا

یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه

یارب به خون پاکشهیدان کربلا[৮]

বাংলাউচ্চারণ : পায়গম্বর, অফতবেমনিরআস্ত দার জাহন

ভিনন সেতরগনে বোযোরগান্দ ও মোকতাদা

ইয়ারাব বে নাসলেতহেরেআওলাদে ফতেমে

ইয়ারাব বে খুনেপকেশাহিদনে কারবালা

অর্থ :নবি এই পৃথিবীরজলন্তপ্রদীপ

Dhaka University Institutional Repository

সকলতারকা ও নক্ষত্রেরআলোপ্রদানকারীতিনিই

হে প্রভুফাতেমার (রা.)পবিত্রসন্তানদেরওসিলায়

হে প্রভুকারবালারপবিত্রশহিদদের রক্তের ওসিলায়

সাদি অন্যত্রবলেছেন–

چندین هزار سکهٔپیغمبری زده

اول به نام آدم و آخر به مصطفی

الهامش از جلیلو پیامش ز جبرئیل

رایش نه از طبیعتو نطقش نه از هوی

در نعت او زبان فصاحت که را رسد؟

خود پیشآفتابچهپرتودهد سها؟

دانیکه در بیاناذا الشمس کورت

معنیچهگفتهاندبزرگانپارسا؟

یعنی وجود خواجه سر از خاک بر کند

خورشیدو ماه را نبود آن زمان ضیا

ایبرترین مقام ملائک بر آسمان

با منصب تو زیرترینپایهٔ علا

شعر آورم به حضرت عالیتزینهار

باوحیآسمانچه زند سحر مفتری؟[৯]

বাংলাউচ্চারণ : চান্দিন হেজার সেক্কেয়ে পায়গাম্বারিযাদেহ

আব্বাল বে নমেঅদাম ও অখের বে মোস্তফা

এলহমাশআযজালিল ও পায়ামাশ যে জেবরেইল

রয়াশনাহআযতাবিয়াত ও নোতকাশনাহআযহাভা

দার নাতে উু যাবনেফাসাহাত কে রা রেসাদ

খুদ পিশেঅফতব চে পারতু দাহাদ সোহা

দনি কে দার বায়ন এজ্জাশামস কোভভারাত

মাঅনি চে গুফতেআন্দ বোযরগনেপারসা

ইয়ানিওজুদে খজে সার আয খক বার কোনাদ

খুরশিদ ও মহ রা নাবুবাদ অন জামনযিয়া

এই বারতারিনমাকমমালায়েকবারঅসেমন

ব মোনসেবতুযিরতারিনপয়েয়েআলা

শেরঅভারাম বে হজরতেঅলিতযিনহর

ব ভাহয়েঅসেমন চে যানাদ সেহরে মোফতারি

অর্থ: তুমিপয়গম্বরদেরহাজার মোহরছড়িয়ে দিয়েছ,

যারপ্রথমআদম ও শেষে মোস্তফা (সা.)।

স্বয়ংআল্লাহরকাছ থেকে তিনিএলহাম পেতেন ও জিবরাইলেরকাছ থেকে তথ্য

তাঁরসিদ্ধান্তনাপ্রকৃতি থেকে নাবীর্য থেকে নাপ্রবৃত্তি থেকে

চমৎকারবচনদ্বারাতাঁরপ্রশংসা কেই বাকরতেপারে

যাকেসূর্য নিজেইছায়া দানকরে থাকে।

জেনে রেখ সেইঘটনারবর্ণনায়আল্লাহবলেছেনযখনসূর্য বিলুপ্তহবে (কেয়ামত)

এর অর্থ পারস্যেরবুযুর্গরাকিবলেছেন

অর্থাৎ সেইঅবস্থা থেকেই মুহাম্মদ (সা.) প্রথমঅস্তিত্ব লাভকরবেন।

ঐ সময়েসূর্য চন্দ্রের কোনোআলো থাকবেনা।

আকাশের শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদের,

তোমারসামনেসবাইভূলুণ্ঠিত।

তাঁর সম্মানেআমিকিকবিতাইবালিখতেপারি।

আসমানেরওহিরদ্বারাই তোসকালহয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষেসর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেনসমগ্রসৃষ্টিজগতেরপ্রাণ, যাঁকেসৃষ্টিনাকরলে খোদাতাআলা এ বিশ্বসমূহসৃষ্টিকরতেননা। সর্বপ্রথম নূরেমুহাম্মদি সৃষ্টিকরাহয়েছে, তৎপর সেইনূর থেকে তিনিতামামসৃষ্টিসৃজনকরেছেনএবংযারমাধ্যমে তিনিসৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্কিত।আরএকথারমাঝেইরাসুলের (সা.) সৃষ্টিরহস্য লুকায়িতআছে। আল্লাহরপ্রিয়নবির (সা.) অস্তিত্ব সম্পর্কে শেখসাদি বলেন :

تواصل وجود آمدی از نخست

دگر هرچه موجود شد فرع تست[১০]

বাংলাউচ্চারণ : তুআসলেওজুদ আমাদি আযনাখোস্ত

দেগারহারচে মোজুদ শুদ ফারয়ে তোস্ত।

অর্থ :আপনিসৃষ্টিরমূলউৎস

অন্যসবসৃষ্টিআপনারশাখা-প্রশাখা।

পৃথিবীতেবর্তমান বৈজ্ঞানিকসভ্যতারযুগের পূর্বে এমন এক যুগছিল, যখনজগৎশিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা সর্ব দিকদিয়েঅন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ এই সময়টাকেআইয়ামেজাহেলিয়াতবাঅন্ধকারযুগবলেচিহ্নিতকরেছেন। এ যুগেমুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবতারত্রাণকর্তারূপেআবির্ভূত হয়েছেনএবংএর বিনাশকরেযুগেরপরিবর্তনঘটিয়েছেন।বিশ্বেরসকলমানুষের জন্য তিনিছিলেনকরুণা ও আশীর্বাদস্বরূপএবংপ্রত্যেকযুগের জন্য আদর্শস্থল।

এ ধরায়রাসুলের (সা.) আগমনপ্রসঙ্গে সাদি বলেন:

چو صیتش درافواه دنیا فتاد

تزلزل در ایوان کسری فتاد[১১]

বাংলাউচ্চারণ : চু সেইতাশ দার আফওয়াহে দুনিয়া ফেতাদ

তজেলজেলে দার এইয়ান কেসরি ফেতাদ

অর্থ :আগমনপরে যে কণ্ঠ ধ্বনিতহলো এ ধরায়

তাতেইকম্পিত কেসরারসিংহাসন।

কতই-নাঅসাধারণছিল সে-আগমন! যে আগমনেপৃথিবীরভাগ্যাকাশেশান্তিরসূর্য উদিত হয়; ইতিহাসেরগতিপথ উল্টেযায়। যখনতাঁরআগমনের খবর ইরানেরবাদশাহশ্রবণকরেছিল; তখনমিসরেরবাদশাহকিসরারসিংহাসন কেঁপেউঠেছিল। আরবেরসাধারণনাগরিক ও যাযাবর-শ্রেণি তোবটেই; ভিনদেশীশাষকগণওনবিজির (সা.) আলোচনায়মুখরহয়ে ওঠে। তাঁরপ্রচারকরাবাণীসবারআগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতেপরিণত হয়। ইতিহাস যেন থমকে দাড়ায়।উপরন্তু এই মহানলক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁকেউত্তমচরিত্র, উন্নতনীতি-নৈতিকতা, অসীমধৈর্য ও সাহসিকতা, এবং অনন্য সাধারণমানবিক গুণাবলিদ্বারাসাহায্য করাহয়েছে। সর্বোপরিতাওহিদ ও একত্মবাদ প্রতিষ্ঠায় এই মানবিকআচরণ ও উন্নত গুণাবলি ব্যর্থ হলেতাঁকেসশস্ত্র জিহাদেরআদেশকরাহয়েছে। মহানআল্লাহর এই প্রত্যক্ষসাহায্য এবংদিক-নির্দেশ অবলম্বন করেইতিনিসমাজ থেকে শিরক ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটনকরেছেন। দেবতা ও প্রতিমাপূজারঅবসানঘটিয়েছেন।কাবাঘরের ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংসকরেকাবাকেপবিত্রকরেতিনি এক আল্লাহরউপাসনালয়েপরিণতকরেন।এব্যাপারেসাদি তাঁরকবিতায় ব্যক্ত করেছেন–

به لاقامت لات بشکست خرد

به اعزاز دین آب عزّی ببرد

نه از لات و عزّی برآورد گرد

که تورات و انجیل منسوخ کرد[১২]

বাংলাউচ্চারণ : বে লাকামাতলাত বেশেকাসত খোরদ

বে এযাযেদিনয়ুযযা বেবোরদ

নাআযলাত ও য়ুযযাবারঅভারাদ গারদ

কে তুরাত ও ইনজিলমানসুখকারদ

অর্থ :তিনিতাঁরজ্ঞানের ছোয়ায়লাতকে ভেঙ্গে দিলেন

প্রিয়ধর্মের স্রোতধারায় উজ্জা উৎখাতহলো

তিনিশুধুলাত ও উজ্জাকে উৎখাতকরেননি

বরংতিনিতওরাত ও ইঞ্জিলকেউরহিতকরলেন।

পৃথিবীতেন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরেছেনশক্তি, বীর্য ও যুদ্ধ দ্বারাসত্য ধর্মেরশত্রুদেরপরাজিতকরেঅন্যায়েরবিনাশসাধনকরে।অসত্য ও অসুন্দরের স্থলে সত্য ও সুন্দরপ্রতিস্থাপনকরেছেন। যারফলস্রুতিতেবিশ্বব্যাপীতাঁরসত্য ধর্ম ইসলামপ্রতিষ্ঠা ও বিস্তারলাভকরে।পুণ্যকর্মেরপ্রাপ্তিএবংপাপকর্মেরশাস্তি ঘোষণাকরেক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রপাপ-পুণ্যেরপথওতিনিমানুষকেবাতলে দিয়েছেন। পৃথিবীরইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শক্তি মহাবিস্ময়রূপে অর্থাৎআল্লাহরহুকুমতকায়েম হয় এবংমহানআল্লাহররাজত্বে তিনিএকাধারেমহাঋষিএবংমহাপ্রতাপান্বিত সম্রাটহিসেবেআত্মপ্রকাশকরেন।

নবিজি (সা.) ছিলেনঅত্যন্তজ্ঞানী। তিনি এই জ্ঞানশুধুনিজেরমধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরংসবারমাঝেছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনিমূর্খকে জাহানেরআলো দিয়েছেন। চিন্তকেরচিন্তাশাণিতকরেছেন। প্রজ্ঞাবানকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেখককেনতুনভাষা দিয়েছেন। বক্তাকে বাগ্মীতা দিয়েছেন। মানবইতিহাসে এত বড় সৌভাগ্যবান কোনোপুরুষেরপরিচয়পাওয়াযায়না। সম্পূর্ণ নিরক্ষরহয়েওতিনিএমন এক মহানপবিত্রগ্রন্থেরপ্রচারকরেগিয়েছেনযাএকাধারেমহাকাব্য, আইনশাস্ত্র ও উপাসনারগ্রন্থ। সাদি তাঁরe¯Í v‡bআল্লাহরনবিরাসুলের (সা.) শিক্ষাসম্পর্কে নিম্নোক্ত বেইতেরঅবতারণাকরেছেন :

يتيمى كه ناكرده قرآن درست

كتبخا ى چند ملت بشست[১৩]

বাংলাউচ্চারণ : ইয়াতিমি কে নাকারদে কোরআন দোরোস্ত,

কেতাবখানেয়েচান্দে মিল্লাত বেশোস্ত।[১৪]

অর্থ :তিনিএমনএতিম যে, কোনো মক্তবেই কুরআনশিক্ষাকরেননাই

তথাপিসমস্তমাজহাবেরকিতাবতন্নতন্নকরেশিক্ষাকরেছেন।

‘মুহাম্মদ’ শব্দটিদ্বারা‘মাহমুদ’ বোঝানো হয়; যার অর্থ-‘প্রশংসনীয়’। আরতাঁরসমস্ত বৈশিষ্ট্যইএমনছিল-যারপ্রশংসানাকরে থাকা অসম্ভব। পবিত্রতা, মহানুভবতা, ন্যায়পরয়ণতাএবংসত্যনিষ্ঠা যেনতাঁরনামেরসাথেইজড়িয়েআছে। এবংএটাই হবার ছিল। কারণ স্বয়ংআল্লাহতাআলাতাঁকে এ জগতের শ্রেষ্ঠমানুষরূপেসৃষ্টিকরেছেন।

মুহাম্মদ ইবনুআব্দিল্লাহ (সা.) এমনএকটিনাম-যা নূরের হরফেইমানেরকালিতেমুমিনদেরবুকের ভেতর খোদাইকরেলিখে দেয়া হয়েছে। মহানবির (সা.) গুণগান গেয়ে,চরিত্র-মাধুর্যেরপ্রশংসাকরেবহুইসলামি দার্শনিক, নবিপ্রেমিকআল্লাহরঅশেষকল্যাণ ও বিশ্বনবিরঅনুগ্রহধণ্য হয়েপ্রাতঃস্মরণীয়হয়েছেনতাঁদেরমধ্যে মহাপুরুষআল্লামা শেখসাদি অন্যতম। সাদি তাঁরকাসিদায়রাসুলের(সা.) প্রশংসায়বলেছেন :

مه فروماند از جمل محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال ومنزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد[১৫]

বাংলাউচ্চারণ : মাহপরুমান্দ আযজামালেমুহাম্মাদ

সারভনাবাশাদ বে এতেদালেমুহাম্মাদ

কাদারেফালাক রা কামাল ও মানজেলাতিনিস্ত

দার নাজারেকাদারবাকামালেমুহাম্মদ

অর্থ :চাঁদ লজ্জাবনত মুহাম্মদের (সা.) সৌন্দর্যেরকাছে

সার্ভ বৃক্ষপারেনাঅতিক্রমকরতেমুহাম্মদের (সা.) বিশালত্ব

তাঁরসুমহানমর্যাদারসামনেমহাকাশওতুচ্ছ

মহত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনিপরিপূর্ণ।

রাসুলের (সা.) মর্যাদারব্যাপকতাসম্পর্কে বোঝাতেগিয়েসাদি তাঁরকাসিদায়বলেছেন–

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد[১৬]

বাংলাউচ্চারণ : হামচুজামিনখহাদে অসেমন কে বিঅফতাদ

ত বেদাহান্দ বুসেবার নেঅলেমুহাম্মদ

অর্থ :জমিনেরমতোআসমানওচায়নিচে নেমেআসতে,

যেনমুহাম্মদের (সা.) জুতায়চুমা খেতে পারে।

এ বিষয়েসাদি আরওবলেছেন–

چه کم گردد ای صدر فرخنده پی

ز قدر رفیعت به درگاه حی

که باشند مشتی گدایان خیل

به مهمان دار السلامت طفیل

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد

زمین بوس قدر تو جبریل کرد

بلند آسمان پیش قدرت خجل

تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل[১৭]

বাংলাউচ্চারণ : চে কামগারদাদ এই সাদরফারখান্দে পেই

যে কাদরেরাফিয়াত বে দারগাহেহায়

কে বশান্দ মোস্তি গেদয়ান খেইল

বে মেহমান দরলসালমাত তোফেইল

খোদায়াতসানা গুফতভাতাবজিলকারদ

যামিনবুসকাদরতু জেবরিলকারদ

বুলান্দ অসেমানপিশেকুদরাত খেজেল

তুমাখলুকভাঅদামহানুয অব ও গেল

অর্থ :ওহেপ্রশান্তবক্ষেরঅধিকারী তোমারকিকমতিহবে

তোমারসুউচ্চ শক্তি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিয়েছে

সকলবাসনাকারী তোমারমুষ্টিবদ্ধ

দার আস-সালাম এর মেহমানযারা

তোমার খোদা তোমারপ্রশংসাকরেছেন

তোমারকুদরতেজিবরাইলমাটিতেচুম্বন করেছেন

তোমারকুদরতেরকাছে সু-উচ্চআকাশও লজ্জা পায়

তুমিতখনোসৃষ্টিযখনআদমপানি ও মাটির অবস্থায়ছিল।

উপরিউক্ত বেইতেসাদি এমন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের কথাবলেছেন–স্বয়ং স্রষ্টাযারবক্ষকেজ্ঞানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেনএবংতাঁরমর্যাদাকেসমুন্নতকরেছেন।

মোজেজাশব্দের অর্থ নবিদেরদ্বারাসংঘটিতঅলৌকিকঘটনা। মহানআল্লাহতাআলার প্রেরিতসকলনবিরই কম বেশি মোজেজাছিল। কিন্তু আমাদেররাসুলের (সা.) মোজেজাসমূহঅন্যান্য নবিগণের মোজেজা থেকে অধিকপূর্ণ, উজ্জ্বল ও সংখ্যাগরিষ্ঠছিল। অন্যান্য নবিগণের মোজেজাছিলশুধুজমিনে, কিন্তু আমাদেরপ্রিয়নবিমুহাম্মদের (সা.) মোজেজাছিলজমিনে, আসমানেএবং বেহশতে। নবিকরিম (সা.)-এর ৬৫ হাজার মোজেজামুহাদ্দেসিনেকেরামলিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মেধ্যে আঙুলেরইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরার মোজেজাটি বিস্ময়করছিল। মূলতএটিছিলকুরাইশদেরসামনেনবিজির(সা.) নবুয়তেরপ্রমাণএবংনবিবিদ্বেষীদের জন্য তাঁরউচ্চমর্যাদার দলিল। এই বিষয়ে শেখসাদি তাঁরe¯Í v‡b যে বেইতেরঅবতারণাকরেছেনতানিম্নরূপ:

چو عزمش برآهیخت شمشیر بیم

به معجز میان قمر زد دو نیم[১৮]

বাংলাউচ্চারণ : চুআযমাশবারাহেখতশামশিরেবিম

বে মোজেজমিয়নকামারযাদ দো নিম

অর্থ :যখনতাঁর দৃঢ়সিদ্ধান্ত ভয়ঙ্কর তরবারিরমতো উন্মুক্ত করল,

সেই মোজেজায়চাঁদ মাঝখান থেকে দুইভাগে বিভক্ত হলো।

হিজরতের পূর্বে মক্কাশরিফেআবু জেহেল, ওলিদ বিন মুগিরাহএবংআস বিন ওয়ায়েলপ্রমুখকাফিররারাসুলেপাক (সা.)-কেসত্য নবিহওয়ারপ্রমাণস্বরূপএবংতাদেরইমানঅনায়নেরপূর্বশর্ত হিসেবেচাঁদকে দ্বিখণ্ডিতকরতেবললেরাসুল (সা.) এ কার্য সম্পাদনের নিমিত্তেআল্লাহপাকের দরবারে দোয়াকরলেন। মহানআল্লাহরাব্বুলআলামিনতাঁরপ্রিয়হাবিবের দোয়াকবুলকরলেন। ফলস্রুতিতেআল্লাহরকুদরতেতাঁরআঙুলেরইশারাধারালোতরবারিরমতোচাঁদকে দ্বিখণ্ডিতকরল।

দ্বিখণ্ডিতচাঁদেরমধ্যবর্তী দূরত্ব এত বিশালছিল যে সেখানদিয়ে হেরাপর্বত দেখাযাচ্ছিল। সকলকাফিররাচাঁদের এ দ্বিখণ্ডনভালোভাবেঅবলোকনকরল। কিন্তু রাসুল (সা.) তাদেরকেসাক্ষী থাকতেবললেতারা (কাফিররা) এ ঘটনাকে অস্বীকারকরলএবংএটাকেনিছকযাদুক্রিয়াবলেমন্তব্য করল। এ মোজেজাসম্পর্কে আল্লাহপাকইরশাদ করেছেন–

اِقتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ – وَاِن يَّرَوا اٰيَةً يُّعرِضُوا وَيَقُولُوا سِحرٌ مُّستَمِرٌّ[১৯]

অর্থাৎ, 'কেয়ামতনিকটেএসেপড়েছেএবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতহয়েগিয়েছে। আরযদি তারা কোনো মোজেজা দেখে তাল-বাহানাকরেএবংবলেএতোযাদু, এখনইতাদেরঅবসানঘটবে।

মেরাজেরঘটনারাসুলের (সা.) মর্যাদারইপরিচয়বহনকরে। সাদি রাসুলের(সা.) মেরাজগমনসম্পর্কে বলেন–

شبی بر نشست از فلک برگذشت

به تمکین و جاه از ملک درگذشت

چنان گرم در تیه قربت براند

که بر سدره جبریل از او بازماند[২০]

বাংলাউচ্চারণ : শাবিবরনিশাস্তআযফালাকবর গোজাস্ত,

বে তামকিন ও-জাহআযমালাক দর গোজাস্ত

চেনানগরমেদরতিহে কোরবাতবুরান্দ

কে-বর ছেদরাহ, জিবরীলআজুবাযেমান্দ।

অর্থ : মেরাজে গেলেননবিরজনিতে বোরাকে

ফেরেশতাদের চেয়েতাহার সম্মানেঅগ্রভাগে

এত তাড়াতাড়িকরে খোদারকাছে পৌঁছে গেলেন

সিদরাতুলমুনতাহায়জিবরাইলওপিছনে পড়েন।[২১]

সাদি আরওবলেন–

بدو گفت سالار بیت‌الحرام

که ای حامل وحی برتر خرام

چو در دوستی مخلصم یافتی

عنانم ز صحبت چرا تافتی؟

بگفتا فراتر مجالم نماند

بماندم که نیروی بالم نماند[২২]

বাংলাউচ্চারণ : বেদু গোফত সলর বেইতুলহারাম

কে এই হামেলেভাহয়েবারতার খোররাম

চু দার দুস্তি মোখাল্লেসাম চেরায়াফতি

এনানম যে সোহবাত চেরাতফতি?

বেগুফতাফারাতারমাজালেমনমান্দ

বেমনদাম কে নিরুয়িবলামনমান্দ

অর্থ :বায়তুলহারামেরঅধিপতিতাকেবললো

ওহেওহিরঅধিপতিতুমিআমার চেয়েমাধুর্যময়

তোমারমতো এত আন্তরিকবন্ধু পেয়েছি

তবুও কেনআমারকথারলাগাম টেনেধরছো

তুমিকথাবলোতাহলেআমারঅবসর থাকবেনা

তোমারকাছেএমনভাবে থেকে যাব

যেনআমারপাখায় কোনবল থাকবেনা।

ব্যাখ্যা: কবি শেখসাদি শবে মেরাজেরকথাউল্লেখকরেবলেছেন, রাসুলেকরিম (সা.) একদিনরাতে বোরাকেআরোহণকরেআকাশঅতিক্রমকরেচলে গেলেন। সম্মানেরদিকদিয়ে ফেরেশতাদেরঊর্ধ্বে উঠলেন।

মহানআল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এত তাড়াতাড়িকরেচলে গেলেন যে, সিদরাতুলমুনতাহায়হজরতজিবরাইলও পেছনেপড়ে গেলেন।

তখনকাবারসরদাররাসুল (সা.) বললেন, হে ওহিবহনকারী! অগ্রসরহও, তুমিযখনআমাকেখাঁটিবন্ধুরূপে পেয়েছ, তখনবন্ধুরসাহচর্য হতে দূরে থাকো কেন? তখনহজরতজিবরাইল (আ.) বললেন–[২৩]

اگریک سر مویبرتر پرم

فروغ تجلّی بسوزد پرم[২৪]

বাংলাউচ্চারণ : আগারইয়েকসারেমুয়েবারতারপারাম

ফোরুগেতাজাল্লি বেসুজাদ পারাম।

অর্থ :জিবরাইলবলেনতবে এক চুলযদি সামনেআগাই

খোদার নূরের আলোতে জ্বলে পাখাহবে গো ছাই।[২৫]

অর্থাৎ, আমিএখান থেকে একচুলপরিমাণওযদি সামনেঅগ্রসরহই, তাহলেআল্লাহর নূরের তাজাল্লিতেআমারপাখাগুলোপুড়েছাড়খারহয়েযাবে।

শেষ নবিরাসুলুল্লাহ (সা.) নবিরাসুলদেরপ্রকৃতিসম্পর্কে দুনিয়াবাসীকেকুরআনেরমাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে নবি-রাসুলগণেরসবাইছিলেন পথ প্রদর্শক, সর্তককারী, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী, শিক্ষক, প্রচারক, আলোকবর্তিকাবাহী, সৃষ্টিকর্তার গুনাবলির সঙ্গে মানবজাতিরআত্মারসংশোধনকারী, অনুসরণীয়শাসক, সত্য ও ন্যায়েরনির্দেশদাতাএবংঅসত্য ও অন্যায়কাজেবাঁধা দানকারী। সর্বোপরীনবি-রাসুলগণছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, বিনীত ও অনুপমচরিত্রের অধিকারী।[২৬]আর এ পৃথিবীতেআগতসমস্তনবিরাসুলগণের নেতাহলেনহজরতমুহাম্মদ (সা.) যিনিজাহিলিয়াতেরযুগেজন্মগ্রহণকরেধ্বংসেরমুখেনিপতিতআশরাফুলমাখলুকাতকেফিরিয়েএনেছিলেনধ্বংসেরফাঁদ থেকে। তিনিএমনঅকুতোভয়পথপ্রদর্শকযিনিহাতেসত্যেরঝাণ্ডাআরমুখেঐশীবাণীনিয়েজগতেরসকলঅন্ধকারকে দূরকরেছিলেন। যারসামনেপৃথিবীঅঢেলরূপআরঐশ্বর্য নিয়েধরা দিলেওতিনিসত্যের পথ থেকে বিন্দুপরিমাণওবিচ্যুতহননি। এছাড়াতিনিইকিয়ামতদিবসেরএকমাএসাফায়াতকারী।

আমরাএমনএকজনরাসুলের(সা.) উম্মত হতে পেরেসত্যিই সৌভাগ্যবান, আনন্দিত। আর এ কারণেইসাদি তাঁর†Mv‡j¯Ív‡bবলেছেন–

چه غم دیوار امّت را که دارد (باشد) چون تو پشتیبان (پشتیوان)

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتی بان[২৭]

বাংলাউচ্চারণ : চে গামেদিভরে উম্মাত রা দরাদ চুনতু পোশতিয়ান

চে বকআযমউজবাহরে অন রা কে বশাদ নুহে কোশতি বন।

অর্থ : তোমারমতোপথপ্রদর্শকযারআছে সেই উম্মতের কি দুঃখ

নুহেরকিশতিরমতোসমুদ্রের ঢেউয়েইবাকিতার দুঃখ।

অর্থাৎ, মহানআল্লাহরনির্দেশে নূহনবিরকিশতি যেমনমহাসাগরীয়তুফানেতাঁরঅনুসারীদেররক্ষাকরেছিল তেমনিআল্লাহরহাবিবহজরতমুহাম্মদ (সা.) যিনি দুনিয়া ও আখেরাতেরএকমাএপরিত্রাণকর্তাতাঁর উম্মতের আরকিসের দুঃখ-কষ্ট ওভয়। আরতাইসাদি রাসুল(সা.),তাঁরসাহাবি ও অনুসারীদেরপ্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করেছেননিম্নোক্তভাবে–

نماند به عصیان کسی در گرو

که دارد چنین سیدی پیشرو

چه نعت پسندیده گویم تورا؟

علیک السّلام ای نبی الورا

درود ملک در روان تو باد

بر اصحاب و بر پیروان تو باد

نخستین ابوبکر پیر مرید

عمر، پنجه بر پیچ دیو مرید

خردمند عثمان شب زنده‌دار

چهارم علی، شاه دلدل سوار[২৮]

বাংলাউচ্চারণ : নামন্দ বে অসিয়নকাসি দার গেরু

কে দরাদ চোনিনসাইয়েদি পিশরু

চে নাতেপাসান্দিদে গুয়ামতুরা

আলাই কেসসাল্লাম এই নাবিয়ুলভারা

দরুদে মালাকদার রাভানতু বদ

বারআসহব ও বার পেয়রাভানতু বদ

নাখোস্তিনআবুবকরপিরেমুরিদ

ওমর, পাঞ্জেবারপিচদিভেমুরিদ

খেরাদমান্দ ওসমানেশাব যেন্দেদর

চাহোরামআলি, শাহ দোলদোলসাভর

অর্থ :তারবন্ধনে কেউ আবদ্ধ থাকবেনা

যারএরকমপ্রাঞ্জল নেতা থাকে

তোমার কোনপ্রশংসানির্বাচনকরব?

আপনারউপরসালাম হে মহানবি

আপনারউপর ফেরেশতাদেরসালামবর্ষিত হোক

আপনারসাহাবি ও আপনারঅনুসারীদেরউপরও

এই পিরেরপ্রথমমুরিদ আবুবকর

ওমর দুইপাঞ্জায়আকড়েমুরিদ হয়েছিল

জ্ঞানীউসমানতাঁর জন্য রাতেজাগ্রত থেকেছেন

চতুর্থত, আলিতাঁরহৃদয়রাজত্বেররাজাছিলেন।

রাসুলের(সা.) সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও রাসুলপ্রেমেসিক্তসাদি রাসুলের(সা.) প্রতিতাঁরভালোবাসারগভীরতা ও ব্যপকতাপ্রকাশেনিম্নোক্ত বেইতেরঅবতারণাকরেছেন–

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد[২৯]

বাংলাউচ্চারণ : চাশমেমরা ত বে খব দিদ জামলাশ

খব নেমিগিরাদ আযখিয়ালেমুহাম্মদ

সাদি আগারঅশেকি কোনি ও জাবনি

এশকেমুহাম্মদ বাসআস্ত ও অলেমুহাম্মদ।

অর্থ :আমাদের চোখ স্বপ্নেমুহাম্মদের (সা.) সৌন্দর্য দেখে

মুহাম্মদের (সা.) খেয়ালেআমারঘুমইআসেনা

সাদি যদি যৌবনে প্রেমকরতেচাও

তাহলেমুহাম্মদ (সা.) ও তাঁরপরিবারেরপ্রতি প্রেমইযথেষ্ট।

মহানবিরআওলাদ বাপরিবারবর্গেরপ্রতিশ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসাপ্রত্যেকমুমিনমুসলমানের জন্য একান্তকর্তব্য। আল্লামা শেখসাদি শুধুমাত্ররাসুলকেই (সা.) ভালোবাসতেননাবরংতাঁরপরিবারবর্গেরপ্রতিওতাঁরঅগাধভালোবাসা বিদ্যমানছিলযারপ্রমাণপাওয়াযায়নিম্নোক্ত কবিতারমাধ্যমে।

خدایا به حق بنیفاطمه

که بر قولمایمانکنم خاتمه

اگر دعوتم رد کنی ور قبول

من و دست و دامان آل رسول[৩০]

বাংলাউচ্চারণ : খোদায়া বে হাক্কে বনিফাতেমা,

কে বরকওলেঈমাঁকুনামখাতেমা

আগার দাওয়াতামরদ কুনিওয়ারকবুল,

মনওযা দস্তো দামানেআলেরাসুল।

অর্থ :প্রার্থনাকরি খোদা তোমায়হাসান হোসেনেরওসিলায়

ইমাননিয়েমরারলাগি খোদা তোমার দয়া চাই

কবুলকরোনা-ই বাকরোআমার দুটিহাত

ধরেআমি থাকবসদারাসুলের(সা.) আওলাদ।[৩১]

ব্যাখ্যা : শেখসাদি প্রার্থনাকরেছেন, হে আল্লাহ! হজরতফাতেমার (রা.) সন্তান অর্থাৎহজরতহাসান ও হোসাইন (রা.)-এর ওসিলাদিয়ে তোমারকাছে এই প্রার্থনাকরেছি, যেনইমানেরবাক্য নিয়েমৃত্যুবরণকরতেপারি। আল্লাহতুমিআমার দোয়াকবুলকরোআরনাকরো, আমিসবসময়আওলাদে রাসুলের(সা.) হাতধরে থাকব।

ইসলামেরপরিভাষায় ধৈর্য একটিআত্মিক গুণ ও মানসিক শক্তি। আখেরিনবিমুহাম্মদ (সা.) ছিলেনঅত্যন্ত ধৈর্যশীল। এই গুণের কারণেইতিনিক্ষুধা-অনাহার, দুঃখ-দারিদ্র্য, মাতৃবিয়োগ, জন্মস্থানমক্কা থেকে বিতারিত, প্রাণপ্রিয়সাহাবিদেরউপর অকথ্য নির্যাতন, স্বজন ও অনুসারীদেরনির্মমভাবেহত্যা, ইহুদি ও মুনাফিকদেরষড়যন্ত্র, তায়েফবাসী কর্তৃক অবর্ণনীয়অত্যাচারইত্যাদি মুখবুজেসহ্য করেছেন। নারী, সম্পদ বাক্ষমতার মোহতাঁকেলক্ষ্যচ্যুতকরতেপারেনিবরংজীবনেরপ্রতিটিধাপে, নবুয়তেরপ্রতিটিপর্যায়েঅটল, অবিচল ও ধৈর্যশীল থেকেছেন। তেষট্টিবছরেরক্ষুদ্র জীবনেতিনিঅবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টসহ্য করেছেনকিন্তু কখনোই ধৈর্যহারাহননিসর্বাবস্থায়আল্লাহরফয়সালায়সন্তুষ্টিপ্রকাশকরেছেন। কেননাতিনিজানতেন এ ক্ষণস্থায়ীপৃথিবীতাঁরঅবকাশযাপনেরজায়গানয়। এ প্রসঙ্গে সাদি বলেছেন–

عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد[৩২]

বাংলাউচ্চারণ: আরসেয়েগীতিমাজাল হেম্মাতে উু নিস্ত

রুযে কেয়ামাত নেগারমাজালেমুহাম্মদ

অনহামেপিরায়েবাস্তে জান্নাতে ফেরদৌস

বু কে কাবুলাশ কোনাদ বালালেমহাম্মদ

অর্থ : এই পৃথিবীমুহাম্মদের (সা.) অবকাশেরজায়গানয়,

কেয়ামতেরদিনইতাঁরঅবসরেরদিন।

জান্নাতুলফিরদৌসেতাঁরঅবকাশেরসকল বন্দোবস্তরয়েছে,

যেগুলোগ্রহণ ও প্রস্তুত করবেনমুহাম্মদের (সা.) বেলাল।

সাদ জঙ্গির পুত্রআতাবেকআবুবকরেরপ্রশংসায় শেখসাদি (রহ.) বলেছেন, কোনোবাদশাহরপ্রশংসাকরাআমারউদ্দেশ্য ছিলনা। কিন্তু আমারপৃষ্ঠপোষকআবুবকরেরপ্রশংসাকরেছি। এটা এ জন্য নয় যে, তারপৃষ্ঠপোষকতায়আমিউপকৃত হয়েছি। বরংতারন্যায়বিচার ও সততাআমাকেএমনভাবেমুগ্ধ করেছে যে, আমারকলমছিপি থেকে খুলেপড়েছে। হয়তো কোনো ব্যক্তি বলতেপারে যে, সাদি আতাবেকআবুবকরেরসময়ছিলবলেতারপ্রশংসাকরেসুনামকুড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশংসা স্তুতিরমাধ্যমে সাদি পৃথিবীরএকজনসৎ ও গুণীবাদশাহরপ্রশংসাকরেছেন। সাদি বলেছেন–

کهسعدیکهگوییلاغتربود

در ایامبوبکر بن سعد بود

سزدگر به دورشبنازمچنان

کهسید به دوران نوشیروان

جهانباندینپروردادگر

نیامدچوبوبکر بعد از عمر

سر سرفرازانو تاج مهان

به دوران عدلشبناز، ای جهان[৩৩]

বাংলাউচ্চারণ : কে সাদি কে গুই বালাগাত রেবুদ,

দরআইয়ামেবুবকরেইবনে সাদ বুদ।

ছাজদ গর বদ্দৌরসবনাজামচুনাঁ,

কে ছাইয়েদ বদাউরানেনওশিরওয়াঁ।

জাহাঁ দারে দীনপরওয়ার দাদে গর,

নাইয়ামদ চুবুবকরেবাদ আজওমর

ছরে চর ফরাজাঁ ও তাজেমহাঁ,

বদউরানেআদলাশবনাজআয়জাহাঁ।

অর্থ :সুনামখ্যাতিকুড়ানসাদি বকরপুত্র সাদেরসময়

তাই তোতাকেবকর সাদেরসুনামটাকরতেই হয়

সাদি বলেনআমার জন্য আবুবকরেররাজত্বকাল

ন্যায়পরায়ণবাদশাহরলাগিগর্বিত হয় সেই সে হাল

যেমনিভাবেরাসুলেপাকেগর্বিতহননওশিরওয়াঁয়

ন্যায়পরায়ণনওশিরওয়াঁখ্যাতিতাহারসারা দুনিয়ায়

ওমরের (রা.) পর বকর সাদ ন্যায়েছিলেনদ্বিতীয়জন

লোকদের নেতাছিলেনবাদশাহবকরমহৎ মন।[৩৪]

মূলকথাহলোযারকলমএকবারআমাদেরপ্রিয়নবি মোস্তফার (সা.)বন্দনাশুরুকরেছে সে আর দুনিয়ার কোনোমানুষেরপ্রশংসায়আত্মতৃপ্তি পেতেপারেনা। আরতাইতোসাদির এই কবিতায়ওআমরারাসুলের (সা.) উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। সাদির এ কাজের জন্য রাসুলকে (সা.) উদাহরণহিসেবে দেখানোরমধ্য দিয়েতিনিআবারোপ্রমাণকরেন যে জীবনেরএকমুহূর্তওরাসুলের (সা.) প্রতিভালোবাসা, ভক্তি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুতহননি। এতদসত্ত্বেওসাদি রাসুলের(সা.) বন্দনায়পরিতৃপ্ত ছিলেননা। তাঁরভাষায়–

ندانم کدامین سخن گویمت

که والاتری زآنچه من گویمت

تو را عز لولاک تمکین بس است

ثنای تو طه و یس بس است

چه وصفت کند سعدی ناتمام؟

علیک الصّلوة ای نبی السّلام[৩৫]

বাংলাউচ্চারণ : নাদনাম কোদামিন সোখান গুইয়ামাত

কে ভলাতারিযনচেমান গুইয়ামাত

তুরাআযলুলাকতামকিনবাসআস্ত

সানায়েতু তহ ও ইয়াসবাসআস্ত

চে ভাসফাত কোনাদ সাদিয়ে নতামাম

আলাইকাসসালাতে এই নাবিআসসাল্লাম।

অর্থ :আমিজানিনা তোমারব্যাপারেকিকথাবলবো–

তোমারব্যাপারেযাইবলিনা কেনতুমিতার চেয়েউন্নত।

তুমিলাকা এর মর্যাদাকেপরিপূর্ণ করেছ,

তোমারপ্রশংসা ত্ব-হা ও ইয়াসীনেযথেষ্ট।

সাদি তোমারকিপ্রশংসাকরবেসবইঅপূর্ণ,

তোমারউপর দরুদ ও সালাম হে নবি।

ivmj (mv.) cfweZmw‘ iKweZv

মহানবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) হলেন গোটামানবজাতির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এক মহত্তমআদর্শ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষেতাঁরআদর্শ উন্মুক্ত ও অবারিত; যে কেউ তাঁকেজীবনপরিচালনার ক্ষেত্রেঅনুসরণকরে স্বীয়সামগ্রিকপরিমণ্ডলকেবরকতমণ্ডিতকরতেপারে।

মহানবির (সা.) অনুসরনের ক্ষেত্রে কোনোনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, জাত-ধর্মের কোনোপ্রভেদ নেই, সমাজবা দেশের কোনোবিশেষগণ্ডিতেওতাঁরজীবনাদর্শ সীমাবদ্ধ নেই; বরংসমগ্রপৃথিবীরজন্যইতিনি প্রেরিত ও তাঁরমহত্তমআদর্শওপুরোমানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। মহানআল্লাহতাইতাঁরপ্রিয়হাবিবকেবলেছেন,

قل یاایها الناس انی رسول الله الیکمجمیعا.لَقَد كَانَلَكُمفِی رَسُول اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, ‘হেনবি! আপনিবলেদিন, ওহেপৃথিবীরমানবসকল! মহানআল্লাহআমাকে তোমাদেরসকলের জন্য রাসুলহিসেবে প্রেরণকরেছেন। নিশ্চয়আল্লাহররাসুলের (সা.) জীবনেরয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তমআদর্শ।’[৩৬]

সমগ্র দুনিয়ায় যেসমস্তমহান ব্যক্তি ইশকেএলাহিতত্ত্বেরপরিচয়কেনবির প্রেমেরমাধ্যমে জীবন্ত ও প্রাণবন্তকরেতুলেছেনতাদেরমধ্যে সাদি অন্যতম। সাদিরজীবনদর্শনে যে ধর্মপরায়ণতা, মানবতার সেবা, ন্যায়বিচার, বিপদে ধৈর্যধারণ, দানশীলতা, অনাড়ম্বরজীবনযাপন, কঠোরইসলামিঅনুশাসনেরপালন দৃষ্টিগোচর হয় তামূলতরাসুলের (সা.) অনুসরণেরইফলস্বরূপ। সাদিরসমগ্রজীবনেরাসুলের (সা.) প্রভাবব্যাপকভাবেপরিলক্ষিত হয়। তাইরাসুল (সা.) বন্দনায়সাদিরকবিতাসর্বোৎকৃষ্ট। নিম্নে রাসুলের(সা.) প্রভাবেপ্রভাবিতহয়ে অর্থাৎরাসুলের (সা.) হাদিসের আলোকেরচিতসাদিরকবিতাসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটিকবিতারাসুলের(সা.) হাদিসসহউল্লেখকরাহলো।

وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ اللهُ في حَاجَته، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

ইবনেওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলিমমুসলিমেরভাই, সে তারউপরঅত্যাচারকরবেনাএবংতাকেঅত্যাচারীরহাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তারভাইয়েরপ্রয়োজনপূর্ণ করবে, আল্লাহতারপ্রয়োজনপূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনোমুসলিমের কোনো এক বিপদ দূরকরে দেবে, আল্লাহকিয়ামতেরদিনতারবহুবিপদেরএকটিবিপদ দূরকরেদিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনোমুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপনকরবে, আল্লাহকিয়ামতেতার দোষ-ত্রুটি গোপনকরবেন।[৩৭]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ ضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ".

আনাসইবনুমালিক (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনিবলেন, নবি (সা.) বলেছেন, তোমারভাইকেসাহায্য কোরো, সে জালিম হোকঅথবামাজলুম। (অথাৎ, জালিমভাইকেজুলুম থেকে বিরতরাখবেএবংমাজলুমভাইকেজালিমেরহাত থেকে রক্ষাকরবে)।[৩৮]

সকলমুসলমানমিলে একই সত্তা। কোনোমানুষেরমাথায়ব্যথাঅনুভবকরলেতারসারাশরীরইকাতরহয়েপড়ে। যদি তার চোখেব্যথা হয় তাহলেওতারসারাশরীরব্যধিতহয়েপড়ে।

(All Muslims are as one person. If a man complaineth of a pain in his head, his whole body complaineth; and if his eye complaineth, his whole body complaineth.)

সকলমুসলমান একই ভিত্তিরউপর স্থাপিতগাঁথুনিরমতো, এর এক অংশ অন্য অংশকেসুদৃঢ়করে। একইভাবেতাদেরঅবশ্যই একে অন্যকে সমর্থনকরাউচিত।

(All Muslims are like one foundation, some parts strengthening others; in such a way must they support each other.)[৩৯]

রাসুলের(সা.) উপরোক্ত হাদিসের আলোকে শেখসাদিরবিখ্যাতকবিতাটিনিম্নরূপ :

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی[৪০]

বাংলাউচ্চারণ : বনিআদমআযায়েইয়েকদিগারান্দ

কে দার আফরিনেশ জে ইয়েকগওহারান্দ

চুওজভি বে দার্দ অভারাদ রুজেগার

দেগারওজভা রা নামানাদ কারার

তুকায মোহান্নাতেদিগারান বি গামি

নাশায়েদ কে নামাতনাহানাদ আদামি[৪১]

অর্থ :বনিআদম একে অপরের অঙ্গ

তারাসৃষ্টিরসূচনালগ্নেহিরকেরন্যায়একত্রিতছিল।

যদি কখনোওএকজনমানুষব্যথাপায়

তাহলেঅন্যজনওতার ব্যথায়ব্যথিত হয়।

যদি তুমিঅপরের ব্যথায়ব্যথিতনাহও

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে তোমাকেহয়তোমানুষবলাযাবেনা।

পৃথিবীক্ষণস্থায়ীআরআমরা কেউই এ পৃথিবীতেচিরদিন থাকবনা। এ ব্যাপারেরাসুলের(সা.) হাদিসটিনিম্মরূপঃ

নবিকরিম (সা.)বলেছেন, 'দুনিয়ার সাথে আমারকিসম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমারসম্পর্ক তোএকজন ঘোড়সওয়ারেরমতো, যে গাছেরছায়ারনিচেকিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায় ও একসময় সে স্থানত্যাগকরেচলেযায়।'

(Prophet Muhammad (sm.) slept upon a mat, and got up very marked on the body by it; and I said, 'O Messenger of Allah! If thou hadst ordered me, I would have spread a soft bed for thee.' Prophet Muhammad (sm.) said, 'What business have I with the world? My condition with the world is that of a man on horseback, who standeth under the shade of a tree, then leaveth it.')[৪২]

'ইহকালপরকালীনজীবনের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। এখানেভালোকাজকরোযাতে সেখানেতারফল পেতে পার। পরিশ্রমকরাআল্লাহরনির্দেশ। আল্লাহ তোমাদের জন্য যাবরাদ্দকরেছেনশুধুমাত্রপ্রচেষ্টারমাধ্যমেইতাঅর্জনকরাযাবে।'(This life is but a tillage for the next, do good that you may reap there; for striving is the ordinance of Allah, and whatever Allah hath ordained can only be attained by striving)[৪৩]

মুহাম্মদের (সা.) হাদিসে এসেছে–, 'দুনিয়ামুমিনের জন্য জেলখানাএবংকাফিরের জন্য জান্নাত।'[৪৪]

রাসুল (সা.) আরওবলেছেন–

مَا لِيوَللدُّنيا؟ مَا أنَا فِيالدُّنيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ استَظَلَّ تَحتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَ

আমার সাথে দুনিয়ার কোনোসম্পর্ক নেই! বস্তুতআমারআর দুনিয়ারউপমাহচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে দুপুরবেলাএকটিগাছেরছায়ায়সামান্য বিশ্রাম নেয়অতঃপরঘুমভাঙলে সেখান থেকে চলেযায়। (আরকখনো সেখানে ফেরার ইচ্ছাকরেনা।)[৪৫]

এই চিরন্তনসত্যকে কেন্দ্র করেত দসাাঁরি মসনবিতেবলেছেন–

جهان ایبرادرنماند به کس

دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکنتکیه بر ملکدنیاو پشت

کهبسیارکسچون تو پروردو کشت

چوآهنگ رفتن کند جان پاک

چه بر تخت مردن چه بر روی خاک[৪৬]

বাংলাউচ্চারণ : জাহানআয়বারাদারনামানাদ বকাছ

দিল আন্দরজাহানআফরিনবান্দ ও বাছ।'

মাকনতাকিয়াবারমুলকে দুনিয়া ও পোস্ত

কে বেছিয়ারেকাছ-চুনতুপরওয়ারাদ ও কোস্ত

চু (আহাঙ্গ) রফতানকুনাদ জানেপাক,

চে বার তখতে মুরদান চে বার রোয়েখাক।

অর্থ :এই পৃথিবীকারওজন্য চিরস্থায়ীনয় রেভাই

সকলেআমরাধরণীতেমুসাফিরেরমতো পেয়েছিঠাঁই

ইচ্ছামতচলছো তোমরা খোদারআদেশ হেলাকরে

কোনোকিছুরনাইভাবনা এই পৃথিবীরমহাঘরে

এই পৃথিবীরমায়া ছেড়েযাবেযবেপবিত্রপ্রাণ

বালাখানাএবংধুলোরমৃত্যু দুটিইহয়রেসমান।[৪৭]

রাসুল (সা.) অধীনস্তদেরসম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, "তারা তোমাদেরভাই। আল্লাহতাদের তোমাদেরঅধীনকরেছেন। সুতরাংযারভাইকেতারঅধীনকরেছেন সে যেনতাকেতাইখাওয়ায়যা সে খায়, সে কাপড়পরিধানকরায়, যা সে পরিধানকরে। তাকেসামর্থ্যেরঅধিক কোনোকাজের দায়িত্ব দেবে না। যদি এমনটাকরতেই হয়, তাহলে সে যেনতাকেসাহায্য করে।"[৪৮]এ ব্যাপারেসাদি বলেছেন–

بر بنده مگیر خشم بسیار

جورشمکنو دلشمیازار

او را تو به ده درم خریدی

آخر نه به قدرت آفریدی

اینحکمو غرور و خشم تا چند

هست از تو بزرگترخداوند

ایخواجهٔ ارسلان و آغوش

فرمانده خود مکن فراموش[৪৯]

বাংলাউচ্চারণ : বরবান্দা মগিরখশমে বেছয়ার,

জোরশমকুন ও দিলামইয়াজার।

উরা ব দাহ রোমখারিদি,

আখেরনা ব কুদরাতআফরিদি।

ইঁ হুকুমোগরুরোখশমেতাচান্দ,

হাস্তআযতুবযোর্গ তর খোদাওয়ান্দ।

আয়অখাজায়েআরছালানোআগুশ,

ফরমান্দাহে খোদ মুকুনফরামুশ।

অর্থ : ক্ষোভেরবশেকরোনাকোজুলুমকভুঅধীনে

দিওনা দুঃখ-কষ্টতাদেরমনে

মাত্রতুমি দশ দিরহামেকরেছতাকে ক্রয়

সেইমানুষকখনো তোসৃষ্টি তোমারনয়

তাদেরউপরআর কত দিনকরতেপারবেঅত্যাচার

শক্তিশালী আল্লাহআছেনওপরেতেসবার

সকলজনেরবাদশাহতিনিসকলকিছুরমালিক

ভুলিওনাতাঁকেতুমিযিনি তোমারখালিক।[৫০]

ব্যাখা :রাগান্বিতহয়েনিজেরঅধীনস্থদেরউপরঅত্যাচারকরোনাএবংতাদেরমনে দুঃখ-কষ্টদিওনা। তাদেরতুমিমাত্র দশ দিরহামদিয়েখরিদ করেনিয়েছো; কিন্তু তুমি তোমার শক্তি দ্বারাসৃষ্টিকরতেপারনি। তুমিতাদেরউপর কতদিনঅত্যাচারকরতেপারবে? তোমারউপরেএকজনমহান শক্তিশালী প্রভুআছেন। তিনিসকলেরবাদশাহ। হে আরসালান ও আগুশের[৫১]মালিক! তোমারনিজেরমালিককেকখনোভুলোনা। এ ব্যাপারেমহানপরাক্রমশালীআল্লাহবলেছেন–

الغَيظَوَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِوَالكَاظِمِينَ

'... যারা ক্রোধসংবরণকরেএবংমানুষেরপ্রতিক্ষমাপ্রদর্শনকরে (তারাইপ্রকৃতসদাচারী)।'[৫২]

এক্ষেত্রেরাসুলের(সা.) অন্য একটিহাদিসওপ্রণিধানযোগ্য :

وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنهُعَذَابَهُ[৫৩]

'কেউ যদি তার ক্রোধপ্রকাশকরা থেকে বিরত থাকে, তাহলেআল্লাহওতাকেশাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন'।

রাসুল (সা.) আরওবলেছেন–

هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ

কঠোরতাকারীরধ্বংস হোক।[৫৪]

এব্যাপারেরাসুলের(সা.) আরওএকটিহাদিসনিম্নরূপ :

قَد خِبتَ وَخَسِرتَ إِن لَم أَكُن أَعدِلُ

যদি আমিইনসাফনাকরি, তবে (আখিরাতে তো) আমিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।[৫৫]

হাদিসশরিফেরাসুল (সা.) হতেবর্ণনাকরাহয়েছে,

در خبرست از خواجه عالم صلي الله عليه و سلمكهگفت: بزرگترين حسرتي روز قيامت آن بود كه بنده صالح را ببهشت برند و خواجه فاسق بدوزخ

কিয়ামতেরদিনঅতীব দুঃখেরবিষয়হবে যে, নেককার গোলামজান্নাতেযাবেএবংবদকারমনিবজাহান্নামেযাবে।[৫৬]জান্নাত-জাহান্নামপ্রাপ্তিসম্পর্কিতরাসুলের(সা.) উপরোক্তহাদিসের আলোকেসাদিরকবিতাটিনিম্নরূপ:

بر غلاميكه طوع خدمت توست

خشم بیحد مران و طیر همگیر

کهفضیحت بود به روز شمار

بنده آزاد و خواجه در زنجیر[৫৭]

বাংলাউচ্চারণ : বরগোলামি কে তওয়ে খেদমতেতুস্ত,

খশমেবিহদ মঁরাওতিরাহমগির।

কে ফজিহতবয়াদ ব-রোজেশুমার,

বান্দাহআযাদ ও খাজা দরজিঞ্জির।

অর্থ :অধীন থেকে সেবাপাবারযদি রাখোআশা

রেগেগিয়েশাস্তিনহে–দিওভালোবাসা

মুক্তি পাবে সেই গোলামে রোজহাশরেরদিনে

লজ্জা হবে সেদিন তোমার–যাবেতুমিজাহান্নামে।[৫৮]

অর্থাৎ, যে গোলামহতেতুমি খেদমতপাওয়ারআশারাখো, তাকেরাগান্বিতহয়েশাস্তিদিওনা। কেয়ামতেরযেদিনতুমি লজ্জিত হবে, গোলাম মুক্তি পাবেএবংমনিবজাহান্নামেরমধ্যে জিঞ্জিরাবদ্ধ হবে।

ধৈর্যশীলতামুমিনবান্দার কল্যাণকরএকটি গুণ। একবাররাসুল (সা.) আনসারসাহাবিদেরকিছু লোককেবলেন, 'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, তিনি (আল্লাহ) তাকে ধৈর্যশীলইরাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষীহতেচায়, আল্লাহতাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশিপ্রশস্ত ও কল্যাণকরকিছুকখনো তোমাদের দানকরাহবেনা।'[৫৯]

তিনিআরওবলেন–

وَالقَصدَ القَصدَ تَبلُغُوا

ধৈর্য ধরো, মধ্যপন্থাঅবলম্বন করোতবেই তোমরা মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতেপারবে।[৬০]

তাইতোসাদিরকবিতায়ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরউপস্থিতিলক্ষ্য করাযায়। যেমন–

ایقناعتتوانگرمگردان

کهورای تو هیچ نعمت نیست

کنج صبر اختیار لقمان است

هر که را صبر نیستحکمت نیست[৬১]

বাংলাউচ্চারণ : আয়কানায়াত তাওয়াঙ্গারম গরদান

কে অরয়েতুহিইচ নেয়ামতেনিস্ত।

কুনজেসবরইখতিয়ারে লোকমানাস্ত,

হরকেরাছবরনিস্ত হেকমতেনিস্ত।

অর্থ : ধৈর্য দ্বারাধনীকরোআমায়তুমি হে

ধৈর্য ছাড়াশান্তিদাতা অন্য কেহনাই যে

অসীম ধৈর্য ধরেছিলেনবাদশাহ লোকমান

যাহার কোনো ধৈর্য নায়তাহার কোনোনাইরেজ্ঞান।[৬২]

সাদি সাদামাটাজীবন-যাপনেঅভ্যস্ত ছিল।অনাড়ম্বরজীবনেরপ্রতি গুরুত্ব দিয়েসাদি বলেন–

هم رقعه دوختن به و الزامکنج صبر

کز بهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت

حقّا کهباعقوبتدوزخ برابر است

رفتن به پایمردیهمسایه در بهشت[৬৩]

বাংলাউচ্চারণ : হাম রোকয়া দোখতান বেহ ও ঈলজামকুঞ্জেছবর,

কাযবহরেজামা রোকয়াবরখাজেগানোঁনাবাশাস্ত।

হক্কা কে বাআকুবাতে দোজখবরাবরাস্ত,

রফতান বেহপায়েমরদে হামছায়া দর বেহেশত।

অর্থ :ভিক্ষাচাওয়ার চেয়েওভালো

তালি দেওয়াজামা পরা

পরের দয়ায় স্বর্গ যাওয়া

সমানতবেঅনল পোড়া।[৬৪]

অর্থাৎ, দয়ারধনীঅপেক্ষাআত্মনির্ভরশীলতারখড়কুটোওঅতিউত্তম। কেননা, কারোঅনুগ্রহগ্রহণকরাআরতারকাছেনিজেকেবন্দি করাসমানকথা।

নবিজি (সা.) এ ব্যাপারেবলেছেন–

ক্ষুধাসহ্য করারমাধ্যমে আত্মাকেআলোকিতকরো, ক্ষুৎপিপাসারমাধ্যমে প্রবৃত্তিরউপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরো, ক্ষুধারমাধ্যমে প্রতিনিয়ত বেহেশতের দরজায়করাঘাতকরতে থাক। (Illumine your hearts by hunger, and strive to conquer your self by hunger and thirst; continue to knock at the gates of paradise by hunger.)[৬৫]

রাসুল (সা.) আরওবলেছেন–

যারাপরিশ্রমসহকারেজীবিকাঅর্জনকরে ও ভিক্ষাবৃত্তিঅবলম্বন করেনাআল্লাহতাদেরপ্রতিকরুণাশীল। (Allah is gracious to him that earneth his living by his own labour, and not by begging.)[৬৬]

এ ব্যাপারেতিনিআরওবলেন–

مطلب گرتوانگریخواهی

جز قناعتکهدولتیستهنی

گرغنی زر به دامن افشاند

تا نظر در ثواب او نکنی

کزبزرگانشنیدهامبسیار

صبر درویش به که بذل غنی[৬৭]

বাংলাউচ্চারণ : মতলব গর তাওয়াঙ্গারি খাহি,

জুয কেনায়াত কে দৌলাতিস্তহানি।

গারগণি যরবদামানআফশানাদ,

তানযর দরখওয়াবে উ-নাকুনি।

কাযবুজুর্গাশুনিদাআমবিছয়ার,

ছবরে দরবেশ, বেহ কে বজলেগণি।

অর্থ :ধনীযতহতেচাও ধৈর্য ধরো তত

দানখয়রাতেযখন থাকেধনীরারত

সেই দানেরই সোয়াবের চেয়োনা তোভাগ

বুজুর্গানের উপদেশটাচলো শোনাযাক

দরবেশেরসবরএবংধনী লোকের দান

দরবেশের ধৈর্যটারআরও বেশি দাম।[৬৮]

এ ব্যাপারেরাসুলের(সা.) নিম্নোক্ত হাদিসটিউল্লেখকরা যেতেপারে–

আবুহুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'দরিদ্র মুমিনরাধনীদের চেয়েঅর্ধদিনআগেজান্নাতেপ্রবেশকরবে। আরআখিরাতেরঅর্ধদিনের পরিমাণহলোপৃথিবীর ৫০০ বছর।'[৬৯]

রাসুল (সা.) উপকারসাধন, আচার-ব্যবহার ও বিনয়সম্পর্কে বলেছেন–

'মুসলিমভ্রাতার সঙ্গে হেসেকথাবলাও এক রকমেরসদকা।'[৭০]

'যেমানুষেরউপকারকরে, সেইসবচেয়েভালোমানুষ।'[৭১]

'নম্র ব্যবহারকারী ও সরলতাঅবলম্বনকারীর জন্য দোজখেরঅগ্নিহারাম।'[৭২]

বিনয় ও সৌজন্য পুণ্যেরকাজ। (Humility and courtesy are acts of piety.)।"[৭৩]

প্রকৃত আদবসকলপুণ্যেরউৎস। (True modesty is the source of all virtues.)[৭৪]

বিনয় ও সততাইমানের অংশ। (Modesty and chastity are parts of the Faith.)[৭৫]

প্রকৃত বদান্যতাতা-ই যাব্যথিতের বেদনাউপশমেমানুষেরহৃদয় থেকে উৎসারিতহয়েমুখেউচ্চারিত হয়।

(The best of almsgiving is that which springeth from the heart, and is uttered by the lips to soften the wounds of the injured.)[৭৬]

সে-ই প্রকৃত মুমিন যে তারউপস্থিত-অনুপস্থিত সব ভাইয়ের সম্মানবজায় রেখেচলে। (He is true who protected his brother both present and absent.)[৭৭]

রাসুল (সা.) আরওবলেন–

إِنَّ اللهَ أَوحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا

নিশ্চয়আল্লাহআমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরাবিনয়ী ও নিরহংকারহও।[৭৮]

রাসুলের(সা.) এসমস্তহাদিসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাদিরনিম্নোক্ত কবিতায়–

هر كهفريادرس روز مصيبتخواهد

گو در ايامسلامت به جوانمرديكوش

بندهٔ حلقه به گوش ار ننوازی برود

لطف كن لطف كهبيگانه شود حلقه به گوش[৭৯]

বাংলাউচ্চারণ : হর কে ফরইয়াদরছ রোজেমুছিবতখাহাদ,

গো দার আইয়ামেছালামাত বেহজওয়াঁমরদি কোশ।

বান্দায়েহালকা বেহ গোশআরনানাওয়াজিবরওয়াদ,

লুতফকুনলুতফ কে বেগানাশওয়াদহালকা বেহ গোশ।

অর্থ :বিপদে তোমার পেতেচাওযদি অন্য কারওউপকার,

সুসময়েমানুষের সাথে করিওতুমিসদ্ব্যবহার।

অধীনস্থ বাধ্যজনেযদি নাহিকরো সম্মান,

সরেযাবে তোমার থেকে বাড়াতে সে আপনমান।[৮০]

রাসুলের(সা.) হাদিসের আলোকেরচিতসাদিরআরওএকটিকবিতানিম্নরূপ :

به نان خشكقناعتكنيمو جامهٔ دلق

كه بار محنت خود به كه بار منّت خلق[৮১]

বাংলাউচ্চারণ : বে নানে খোশকেকানায়াতকুনেইম ও জামায়ে দলক,

কে বর মেহনাতে খোদ বেহ কে বারেমিন্নাতেখলক।

অর্থ :শুকনোরুটিতেতুষ্টআমিতুষ্টতালিরজামায়

শ্রমেরঘামঅনেকভালোবাঁচার চেয়েঅন্যের দয়ায়।[৮২]

সাদিরকবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাসুলের(সা.) বাণী–

ازهَدفيالدُّنيا يُحِبَّكَ الله،وَازهَد فِيمَاعِندَالنَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

'তুমিদুনিয়ারব্যাপারেনির্মোহ থাকো,আল্লাহ তোমাকেভালোবাসবেন। মানুষেরকাছেচাওয়া থেকে বিরত থাক, মানুষ তোমাকেভালোবাসবে।'[৮৩]

রাসুল(সা.) অন্যত্রবলেছেন–

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকেবাঁচানোর জন্য ও নিজপরিবারেরভরণ-পোষণের জন্য, আপনপ্রতিবেশীরকল্যাণসাধনের জন্য যে বৈধ পথে দুনিয়া ও এর সম্পদ তালাশকরে সে চৌদ্দ তারিখেরচাঁদেরন্যায় উজ্জ্বল চেহারানিয়েআল্লাহরকাছেহাজিরহবে। (Whoever desireth the world and its riches, in a lawful manner, in order to withhold himself from begging, and for a livelihood for his family, and for being kind to his neighbour, will come to Allah with his face bright as the full moon, on the fourteenth night.)[৮৪]

সাদিখাবারঅপচয়েরব্যাপারেতাঁরকবিতায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب

شبی ز معدهٔسنگیشبی ز دلتنگی[৮৫]

বাংলাউচ্চারণ : আছিরে বন্দে শেকামরা দো শবনাগিরাদ খাব,

শবে যে মেদাহ ছঙ্গি শবে যে দিল তঙ্গি।

অর্থ :তাদের চোখেঘুমআসেনা পেটেরপূজকযারা

এক রাতেঅতিখাবারদ্বিতীয়রাতক্ষুধারতাড়া।

ব্যাখ্যা : পেটপূজকেরা দুইরাতঘুমাতেপারেনা। এক রাতভরা পেটেরযন্ত্রণায়; দ্বিতীয়রাতক্ষুধারতাড়নায়।[৮৬]

এ সম্পর্কিতরাসুলের (সা.) হাদিস–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّالْمُسْرِفِيْنَ

তোমরাখাওএবংপানকরো, কিন্তু অপচয়করোনা। নিশ্চয়আল্লাহঅপচয়কারীদেরভালোবাসেননা।[৮৭]

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

বনিআদমযাকিছুপূর্ণ করে এর মধ্যে পেটপরিপূর্ণ করাসবচেয়েনিন্দনীয়। খাবারএতটুকুখাওয়াইযথেষ্ট, যতটুকু খেলে কোমর সোজাকরে দাঁড়ানোযায়। এর চেয়ে বেশিযদি খেতে হয় তাহলে, পেটেরতিনভাগের এক ভাগখাবারের জন্য। এক ভাগপানিয়ের জন্য। একভাগশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য খালিরাখা।[৮৮]

তিনিআরওবলেন–

বেশিপানাহারকরেআত্মাকেহত্যাকরোনা। (kill not your hearts with excess of eating and drinking.)[৮৯]

তাওফিক ও হেদায়াতআল্লাহরহাতে। তিনিযাকে হেদায়েতদিতেচানতাকেই হেদায়েত দেন।সাদি তাঁরনিম্নোক্ত কেতয়ায়আল্লাহরবন্ধুবলতেনবিরাসুলদেরবিশেষকরেরাসুলকে (সা.) বুঝিয়েছেএবংমহানআল্লাহরইচ্ছাব্যতীত যেমনসৎ পথ প্রাপ্তহওয়াযায়না অর্থাৎহেদায়াতলাভকরাযায়না তেমনইহেদায়তের দায়িত্ব গ্রহণও যে কারওইচ্ছাধীননয়। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ বিষয়েরইঅবতারণাকরাহয়েছে। আল্লাহরাব্বুলআলামিনবলেন–

وَمَا كَانَ لِنَفسٍ اَنتُؤْمِنَ اِلَّابِاِذْنِ اللهِ

আল্লাহরইচ্ছাব্যতীতইমানআনাকারওসাধ্য নয়।[৯০]

مَن يَّهدِ اللهُ فَهُوَالمُهتَدِىۚ وَمَن يُّضلِل فَاُولٰئِكَهُمُ الخَسِرُونَ

'আল্লাহযাকে পথ প্রদর্শনকরেন সে-ই পথপ্রাপ্ত হয়এবংযাকেতিনিপথভ্রষ্টকরেনতারাইহবেক্ষতিগ্রস্ত।'[৯১]

এককথায়, আল্লাহ-ই হেদায়াতেরমালিক। তিনি স্বীয়অনুগ্রহেতাঁরবান্দাদেরকে হেদায়াতকরেনএবংন্যায়বিচারেরভিত্তিতেকাউকে গোমরাহকরেন। আল্লাহতাআলাবলেন–

إِنَّكَ لَا تَهدِي مَن أَحبَبتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهدِي مَنيَشَاءُ وَهُوَأَعلَمُ بِالمُهتَدِينَ

'তুমিযাকেপছন্দ করো, তাকে হেদায়েতকরতেপারবেনা, তবেআল্লাহতাআলাইযাকেইচ্ছা হেদায়াতের পথে আনয়নকরেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিইঅধিকঅবগতআছেন।'[৯২]

এ হাদিসের আলোকেসাদিরকবিতাটিনিম্নরূপ :

شب تاریک دوستان خدای

می‌بتابدچو روز رخشنده

وینسعادت به زور بازونیست

تا نبخشدخدای بخشنده[৯৩]

বাংলাউচ্চারণ : শবেতারিক দোস্তানে খোদায়ি,

মিবতাবদ চু রোজেরাখশান্দেহ।

ওয়াইনছায়াদাতবেহ জোরোবাজুনিস্ত,

তানাবখশাদ খোদায়েবাখশান্দেহ।

অর্থ :তিমিরআঁধাররজনিকে খোদারবন্ধুগণ

দিনেরমতোআলোয়ভরেঘটানবিচ্ছুরণ

সৎকাজের শক্তি কভুআসেনা রেবাহুর জোরে

যতক্ষণনা দানকরিবেনআল্লাহতাআলা দয়া করে।[৯৪]

অর্থাৎ, আল্লাহরবন্ধুরাঅন্ধকাররাতকেআলোকিতকরেদিনেরন্যায় উজ্জ্বল করতে থাকে। এ সৎকাজের শক্তি বাহুর জোরে হয় না, যতক্ষণপর্যন্ত পরম দয়ালুআল্লাহতাআলা দাননাকরেন। এ কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআনেরআয়াতও হাদিসনিম্নরূপ :

‘পৃথিবীতেএমন কোনোজাতি নেইযাদেরমধ্যে সতর্ককারীআসেনি।’[৯৫]

ইমামত্বহাবী (র.) বলেন–

يَهدِي مَنيَشَاءُوَيَعصِمُوَيُعَافِي فَضلاً وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُوَيَخذُلُوَيَبتَلِي عَدلاً

আল্লাহঅনুগ্রহকরেযাকেইচ্ছা, তাকে হেদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তাপ্রদানকরেন। আরযাকেইচ্ছান্যায়বিচারেরভিত্তিতেপথভ্রষ্টকরেন, অপমানিতকরেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।[৯৬]

এক্ষেত্রেউল্লেখ্য যে,নবি (সা.) যে প্রকার হেদায়াতকরতেসক্ষমবলেকুরআনসাক্ষ্য দিয়েছে, তাহচ্ছে হেদায়াতের পথ দেখানো। তিনিএবংসকলনবি-রাসুলইমানুষকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। তাইতোআল্লাহবলেন–

وَإِنَّكَلَتَهْدِيإِلَىصِرَاطٍمُسْتَقِيمٍ

'নিশ্চয়আপনি (মুহাম্মদ) সরল পথ প্রদর্শনকরেন।'[৯৭]

জুলুম ও অত্যাচারীরসম্পর্কে সাদি বলেছেন–

ظالمی را خفته دیدمنیمروز

گفتماین فتنه است خوابش برده به

وآنکهخوابش بهتر از بیداری است

آن چنان بد زندگانی مرده به[৯৮]

বাংলাউচ্চারণ: জালেমরা খোফতাদিদামনিমেরোজ

গোফতাম ইঁ ফেতনাআস্তখাবাশ্বুরদাবেহ্

ওয়াআঁকেখাবাশ বেহ্তরআজ বেদারিস্ত,

আঁ-চুনা বদ্জিন্দেগামী মোর্দা বেহ্।

অর্থ :অর্ধেকদিনঘুমিয়ে থাকাঅত্যাচারীকেবললাম

অর্ধ দিনতাহারঘুমেরপরিণামেভালোছিলাম

নিদ্রাইতারভালোছিল চেতন থাকার চেয়েযার

দূষিত এই জীবন থেকে মৃত্যুটাই শ্রেয়তার।[৯৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহরনবিবলেন–

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

আবদুল্লাহইবনুওমর (রা.) থেকে বর্ণিত: নবি (সা.) বলেছেন, জুলুমকিয়ামতেরদিনঅনেকঅন্ধকারেররূপধারণ করবে।[১০০]

ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে জুলুমেরকাজে অন্য লোকেরসাহায্য চায়। ঐ ব্যক্তিও আমাদেরনয় যে অন্যায়কারণেনিজ গোত্রেরপক্ষেলড়াইকরে। সে-ও আমাদের কেউ নয় যে নিজ গোত্রেরজুলুমঅত্যাচারেরকাজেসহায়তাকরতেগিয়েমারাযায়। (That person is not of us who inviteth others to aid him in oppression; and he is not of us who fighteth for his tribe in injustice; and he is not of us who dieth in assisting his tribe in tyranny.)[১০১]

কম কথাবলাবুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানেরপরিচায়ক। যে কথা কম বলে সে অনেকধরনেরঅনর্থকবিষয় থেকে নিজেকেবাঁচিয়েরাখতেপারে। গিবত-পরনিন্দা-মিথ্যা-অশ্লীলকথাবার্তাইত্যাদি নানা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাওতারপক্ষে সম্ভব হয়। আরতাই দুনিয়া ও পরকালেরসার্বিককল্যাণেরকথাবিবেচনাকরে স্বভাবধর্ম ইসলামে স্বল্পভাষীকেউৎসাহিতকরাহয়েছে। হাদিসশরিফেবর্ণিতহয়েছে এর নানাবিধউপকার ও গুরুত্বেরকথা।

সাহাবিহজরতআবদুল্লাহইবনেআমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরতরাসুলেকারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন–

'যেনীরব থাকে সে মুক্তি পায়।'[১০২]

সাহাবিহজরতউকবাইবনেআমের (রা.)-এর প্রশ্নেরজবাবেদুনিয়া ও আখেরাতেকল্যাণ ও মুক্তিলাভের উপায়হিসেবেরাসুল (সা.) বলেন–

'তুমি তোমারজিহ্বাকেসংযত রেখো..... ।' (সুনানেতিরমিযিশরিফ)

কারণজিহ্বাকেসংযতরাখাইহচ্ছেগিবত-পরনিন্দা-চোগলখুরিজাতীয় গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকারপ্রধানহাতিয়ার। অপরহাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন–

'যেআল্লাহ ও পরকালেরউপরইমানআনে সে যেনউত্তমকথাবলেকিংবাচুপ থাকে।[১০৩]

রাসুলের উপরোক্ত হাদিসের আলোকেসাদি তাঁরe¯Ív‡bবলেছেন–

اگرپای در دامن آریچوکوه

سرت ز آسمانبگذرد در شکوه

زبان در کشای مرد بسیاردان

که فردا قلم نیست بر بی زبان[১০৪]

বাংলাউচ্চারণ : আগারপায়ে দর দামানআরিচু কোহ,

ছারাত জে আছমানবগুজারাদ দর শেকোহ।

জবাঁ দরকাশআয়েমরদে বেছিয়ার দাঁ,

কে ফরদাকলমনিস্তবরবেজবাঁ।

অর্থ :অটলযদি রাখতেপারোপাহাড়েরন্যায় তোমার পা

তবে তোমার পৌঁছেযাবেআসমান তক মর্যাদা

সংযতরাখো তব জিহ্বাজবানজ্ঞানবান

কেয়ামতেতবে তোমারহবেনাকোবন্ধ জবান।[১০৫]

ব্যাখ্যা : শেখসাদি বলেছেন, তুমিযদি পাহাড়েরন্যায় তোমার পা অটলরাখতে পার, তবে তোমার সম্মানআসমানপর্যন্ত পৌঁছেযাবে। জ্ঞানী! তোমারজিহ্বাবন্ধকরেরাখো, রোজ কেয়ামতেবাকশূন্যেরহিসাব থাকবেনা। যারাকথারমূল্য জানে, তারাঝিনুকেরন্যায় মুক্তা ছাড়ামুখ খোলেনা। ঝিনুকেরমুখদিয়ে যেমন মুক্তা ছাড়াআরকিছুই বেরহয়না, সেভাবেজ্ঞানীরমুখদিয়েমূল্যবানকথাছাড়াআরকিছুই বের হয়না।[১০৬]

অর্থাৎ, প্রকৃত জ্ঞানীরাঅনর্থক কোনোবাক্য ব্যয়করেনা। তাদেরপ্রতিটিকথাইমানুষেরকল্যাণেনিবেদিত। সাদি এখানেচুপ থাকারফজিলতএবংনিজেকেসংযতরাখারসুফলসম্পর্কে বর্ণনাকরেছেন।

আলোচনারপরিশেষেবলাযায়, সাদি তাঁরকবিতায়রাসুলের(সা.) ভালোবাসায়মুগ্ধ হয়েতাঁকেঅনুকরণেরমাধ্যমে তাঁর গুণে গুণান্বিতহওয়ার জন্য মানবজাতিকেআহ্বানকরেছেন। তাঁর বেশিরভাগকবিতায়রাসুলের (সা.)হাদিসের আলোকেরচিত। বস্তুতফারসিসাহিত্যেরঅমরকবি শেখসাদিরকবিতায়হজরতমুহাম্মদের (সা.) যে প্রশস্তিফুটে উঠেছে তাসত্যিইঅতুলনীয়।

উল্লেখপঞ্জি :

১. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، کتابخانه ملی ایران، چاپ هفتم، 1379هـ، ص- 14

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

৩. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw` iKvjRqxMš †ev¯Ív, রোদেলাপ্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১৪

৪. https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

৫. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

৬. cv¸ 3

৭.https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

৮.https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh1/

৯. cv¸ 3

১০. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

১১. cv¸ 3

১২. cv¸ 3

১৩. cv¸ 3

১৪. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), cv¸ 3, পৃ. ১৪

১৫.http://www.sunnatonline.com/

১৬. https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

১৭. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

১৮. cv¸ 3

১৯. mivAvjKvgvi, আয়াত: ১,২

২০. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

২১. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), †ev¯Ív, পৃ. ১৫

২২. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

২৩. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), †ev¯Ív, পৃ. ১৫

২৪. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

২৫. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), †ev¯Ív, পৃ. ১৫

২৬. ডা. ফজলুররহমান, Agmwjggbxlx‡‘i ‘wó‡ZAvj-KiAvb I gnvbex, কলিপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা,২০১৮, পৃ. ১৮২

২৭. https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/

২৮. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

২৯.https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

৩০. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180

৩১. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ১৬

৩২. https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

৩৩.https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh4/

৩৪.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ১৮-১৯

৩৫. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 180-181

৩৬. mivAvnhve, আয়াতঃ ২১

৩৭. eLvix, হাদিস নংঃ ২৪৪২, gmwjg, হাদিস নংঃ ২৫৮০, wZiwgwh, হাদিস নংঃ ১৪২৬, bvmwq, হাদিস নংঃ ৪৮৯৩, Avng‘, হাদিস নংঃ ৫৩৩৪, ৫৬১৪

৩৮. eLvix, হাদিস নংঃ ২৪৪৩

৩৯. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), gnv¤§‘ (mv.) AwgqevYx, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, নয়াপল্টন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৬৩

৪০. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص- 30

৪১. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw‘iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, রোদেলাপ্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ৪২-৪৩

৪২. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cv¸³, পৃ. ১৯১

৪৩. cv¸³, পৃ. ১০০-১০১

৪৪. gmwjg, হাদিস নং: ২৯৫৬, wZiwgwh, হাদিস নং: ২৩২৪, Be‡bgvRvn, হাদিস নং: ৪১১৩, Avng‘, হাদিস নং: ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬

৪৫.মুসনাদে আহমাদ : ৩৭০১, ৪১৯৬; জামিতিরমিযী : ২৩৭৭; সুনানুইবনেমাজাহ : ৪১০৯; হাদিসটিআব্দুল্লাহইবনুমাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে। ইমামতিরমিযীবলেছেন, ‘হাদিসটিহাসানসহিহ।’

৪৬. شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى، كليلت سعدى، محمد على فروغى (تصحيح شده)، ص- 22

৪৭.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ২১-২২

৪৮. eLvix, হাদিস: ৫৬১৭

৪৯. شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى، كليلت سعدى، محمد على فروغى (تصحيح‌شده)، ص-136

৫০.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১৮১-১৮২

৫১. আরসালান ও আগুশ দুজন গোলামেরনাম।

৫২. mivAvj-Bgivb, আয়াত: ১৩৪

৫৩. AveBqvjv, হাদিস নং: ৪৩৩৮; Avk-ïAveAvj-Bjøvj, হাদিস নং: ১৯১৯; gvhgqvhhvIqvB‘, হাদিস নং: ১০/২৯৮

৫৪. mwnngmwjg, হাদিস: ২৬৭০

৫৫.mwnneLvix, হাদিস: ৩১৩৮; mwnngmwjg,হাদিস: ১০৬৩

৫৬. mnxneLvix

৫৭. شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى، كليلت سعدى، محمد على فروغى (تصحيح شده)، ص-137

৫৮.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ১৮২

৫৯. eLvix, হাদিস: ৬৪৭০

৬০. সহিহবুখারী : ৬৪৬৩; হাদিসটিআবুহুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৬১. شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى، كليلت سعدى، محمد على فروغى (تصحيح شده)، ص-79

৬২. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৯২

৬৩. شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى، كليلت سعدى، محمد على فروغى (تصحيح شده)، ص-80

৬৪.মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`' iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৯৪

৬৫. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cÖv¸³, পৃ. ৬৯

৬৬. cÖv¸³, পৃ. ২৪

৬৭. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-67

৬৮. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`' iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৮৬

৬৯. wZiwgwh, হাদিস নং: ৪১২২

৭০.wZiwgwhkwid

৭১.mbvb `'viKZwb/ BANGLA NEWS24.com

৭২. mnxnwZiwgwh

৭৩. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল-সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cÖv¸³, পৃ. ২৬

৭৪.cÖv¸³, পৃ. ২৭

৭৫. cÖv¸³

৭৬. cÖv¸³

৭৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭৮.সহিহমুসলিম : ২৮৬৫; হাদিসটিইয়াযইবনুহুমার (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে

৭৯. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-27

৮০. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`' iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৩৫

৮১. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیلت سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-80

৮২. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw`' iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৯৩

৮৩. mbvbBebgvRvn, আয়াতনং : ৪১০২; Avj-Kvexi,আয়াত নং: ১০৫২২; g¯Ív`ivKAvj-nwKg, আয়াত নং: ৭৮৩৩; হাদিসটিসাহলইবনু সাদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিতহয়েছে; wmjwmjvZAvnv`xmAvm-mnxnv: ৯৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cv¸ ³, পৃ. ১৯৪

৮৫. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیات سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-154

৮৬. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ২১২

৮৭. mivAvivd, আয়াতঃ ৩১

৮৮. Rv‡gwZiwgwh, হাদিস নংঃ ২৩৮০

৮৯. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cv¸ ³, পৃ. ৬৮

৯০. mivBDbym, আয়াতঃ ১০০

৯১. mivAvjAvivd, আয়াতঃ ১৭৮

৯২. mivKvmvm, আয়াতঃ ৫৬

৯৩. شیخ مصلح الدینسعدیشیرازی،کلیاتسعدی، محمد علیفروغی (تصحیحشده)، ص-164

৯৪. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ২৩১

৯৫. mivdv‡Zn, আয়াত নংঃ ২৪

৯৬. শারহুলআক্বীদাআত্-ত্বহাবীয়া, ২৪/www. Hadithbd.com

৯৭. mivïiv, আয়াতঃ ৫২

৯৮. شیخ مصلح الدینسعدیشیرازی،کلیاتسعدی، محمد علیفروغی (تصحیحشده)، ص-30

৯৯. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmw‘ iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, পৃ. ৪৪

১০০. eLvix, হাদিস নংঃ ২৪৪৭

১০১. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল-সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), cv¸ ³, পৃ. ১৫৫

১০২.mbv‡bwZiwgwh, হাদিস নংঃ ২৫০১

১০৩. mwnneLvix, হাদিস নংঃ ১০২

১০৪. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، کلیات سعدی، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، ص-314

১০৫. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), gnvKwe †kLmvw` iKvj RqxMš †ev¯Ív, পৃ. ১৩১

১০৬. cv¸ 3

সপ্তমঅধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

ইসলামপৃথিবীরসর্বকণিষ্ঠ ধর্ম বাজীবন-বিধানহওয়াসত্ত্বেওপরিপূর্ণতারদিকদিয়েএমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, মানবতারচরমপ্রকাশ ও তাওহিদের পরমবিকাশসাধনএকমাত্রইসলামইকরেছে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণউভয়দিককেসমভাবেমিলিতকরেইসলামসর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বমানুষের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সাধারণজীবন-দর্শনহিসেবেআত্মপ্রকাশকরেছে। বলাবাহুল্য, আল্লাহতাআলা স্বয়ংকুরআনশরিফেরমাধ্যমে এবংহজরতমুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে ইসলামের এ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণতাররূপমূর্ত করেতুলেছেন।

মানবসভ্যতারঅগ্রগতিতেইসলাম কোনঅলৌকিকযাদুমন্ত্র নিয়েএসেছিল, যারফলেমহানবিমুহাম্মদের (সা.) আবির্ভাবেরঅত্যল্পকালেরমধ্যেইমরুভূমিরএকটিযাযাবর, অশিক্ষিত, বর্বর, বেদুইনউপজাতিপৃথিবীর সেরা সুসভ্য জাতিতেপরিণতহলো, বাহুবলে গোটাবিশ্বের এক তৃতীয়াংশজয়করে সেখানেসাম্যেরভিত্তিতেগণতান্ত্রিকমানবিকসমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরল; সেকালেরসুসভ্য দুটিজাতি ও সর্ববৃহৎ পরাশক্তি রোমানসাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য তাদের কাছেসম্পূর্ণ পরাজয়বরণকরল; শুধুকিতাইআরবেরাইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায়জ্ঞান-বিজ্ঞানেরনূতনদিগন্তউন্মোচনকরল। মধ্যযুগে-খ্রিষ্টীয়যাযকদের গোড়ামী, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতারফলেগ্রিসীয়জ্ঞান-বিজ্ঞানকেনির্বাসন দেওয়ার দরুন গোটাইউরোপজুড়ে যে অন্ধকারযুগেরসূচনাহয়েছিলআরবেরাএগিয়েএসেজ্ঞান-বিজ্ঞানেরমশালজ্বালিয়েঅজ্ঞানতারঅভিশাপ থেকে মুক্ত করেইউরোপেআধুনিক বৈজ্ঞানিকসভ্যতারভিতনির্মানকরল। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণপুরোহিতদের গোড়ামী, শ্রেণিবিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতারঅভিশাপ থেকে অগণিতমানুষকেকরল মুক্ত ও স্বাধীন।

ইসলামসম্পর্কে মহাত্মাগান্ধীর বক্তব্য, সমৃদ্ধিরযুগেওইসলামছিলপরধর্মেরপ্রতিসহনশীল। ইসলামেমিথ্যার স্থান নেই। ইসলামেরনীতিগুলোসর্বজনীনএবংকল্যাণধর্মী। বিশ্বনবিরঅতুলনীয়সারল্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতিরক্ষা, নির্ভীকতা, শিষ্য ও অনুবর্তীদের জন্য অফুরন্তপ্রীতি, জীবনেরব্রতএবংআল্লাহরপ্রতিএকান্তনির্ভরশীলতাইপৃথিবীতেইসলামকেপ্রতিষ্ঠিতকরেছে।

আরবিকাব্যসাহিত্যের সোনালিযুগেরাসুল (সা.) এ ধরায়তাশরিফআনেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষেপৃথিবীরপ্রায়সকলভাষারসাহিত্যেইসকল গুণের আধার সর্বশ্রেষ্ঠমহামানবইসলামের শেষনবিহজরতমুহাম্মদকে (সা.)নিয়েরচিতহয়েছেঅসংখ্য কবিতা, নাথ ওজীবনীগ্রন্থ।বিশ্বে রাসুল(সা.) বন্দনায়আরবিসাহিত্যেরপরেইফারসিসাহিত্যেরঅবস্থান। ফারসিসাহিত্যেরঐতিহ্যিক ও সমৃদ্ধ রচনাবলিরমধ্যে অন্যতমহলোশান্তি, উদারতা ও মানবতারকালজয়ী ধর্ম ইসলামেরবিভিন্ন মৌলিকবিষয়নিয়েরচিতসাহিত্যকর্ম। বিশেষকরেচিরায়তধারারফারসিকবিতায়আমাদের প্রিয়নবিহজরতমুহাম্মদের (সা.) প্রসঙ্গ এসেছেখুবইউন্নত ও সমৃদ্ধ মানেরকাব্যমালায়। মহানবি (সা.) মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠমহাপুরুষহিসেবে স্বীকৃত। মানবতারমহানবন্ধুএবংভয়াবহ দুঃসময়েও উম্মতের বিশ্বস্ত কাণ্ডারিহিসেবেতিনিতাঁরভূমিকাপালনকরবেন। সৃষ্টিজগতেরকরুণারআঁধার, চরিত্রমাধুর্যে অতুলনীয়, নৈতিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, নেতৃত্বেরআদর্শ এবংবিচিত্র গুণাবলিরসমারোহে ধন্য আমাদের প্রিয়রাসুলের (সা.) জীবন। মানবতার জন্য তাঁর দরদ, নির্যাতিতেরপ্রকৃত আশ্রয়স্থল হিসেবেতাঁরভূমিকা, পরমতসহিষ্ণুতায়তাঁরঅবদানএবংপরকালীন সম্ভাব্য বিপদগ্রস্ততা থেকে স্বীয়অনুসারীদের বাঁচানোর জন্য তাঁর যে সুপারিশ ও প্রচেষ্টা- ইত্যাকারবহুবিধবিষয়ফারসিসাহিত্যের অমর কবিসাহিত্যিকগণতাঁদের কাব্যসাহিত্যকর্মে আবেগময়ভাষাপ্রয়োগেবিবৃতকরেছেন।

ফারসিসাহিত্যের যেসবখ্যাতিমানকবি-সাহিত্যিকমহানবির (সা.)পবিত্রজীবন, উন্নতআদর্শ, অতুলনীয় গুণাবলি ও মহান ব্যক্তিত্ব নিয়েকাব্য ও সাহিত্য বিনির্মানকরেছেন, তাঁদের মধ্যে মহাকবি ফেরদৌসি, আধ্যাত্মবাদের কবিজালালুদ্দিনরুমি, মানবতারকবি শেখসাদি শিরাজি, প্রেমেরকবিহাফিজ ও রাসুলপ্রেমিককবিআবদুররহমানজামিপ্রমূখজগদ্বিখ্যাতমনীষীঅন্যতম। এঁদের সবাইরাসুলের (সা.) ব্যক্তিত্ব, জীবনাদর্শ এবংতাঁরমাঝেবিকশিতঅপূর্ব গুণাবলিনিয়ে সমৃদ্ধ মানেরকবিতারচনাকরেছেন।

বিশ্বনন্দিত সমাজবিজ্ঞানী, কবি ও বুজুর্গ শেখসাদি শিরাজিঅত্যন্তধর্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনিতাঁরসমগ্রজীবনেকুরআন ও রাসুলের(সা.) সুন্নাহকেআকড়েধরেছিলেন। তাইতাঁরকাব্যগুলোরমূলসুরআল-কুরআন ও আল-হাদিসের মর্মবাণী। পাশাপাশিরয়েছেতাওহিদ, রাসুলের(সা.)প্রশংসা, সৃষ্টিররহস্য, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, প্রেম-ভালোবাসা, মানবিকমূল্যবোধেরশিক্ষা, ইসলামিঅনুশাসনেরশিক্ষা, রাজ্য পরিচালনারপদ্ধতি ও সমাজেন্যায়বিচারপ্রতিষ্ঠারমূলমন্ত্রএবংপ্রাকৃতিক দৃশ্যেরমনোমুগ্ধকরচিত্রেরঅবতারণা।তাঁরকাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেম, রূপকথা, পৌরাণিককাহিনী ও ঐতিহাসিকনিদর্শনাবলিরবর্ণনাখুবইপ্রানবন্ত। সাদি জ্ঞানমূলকগল্প ও ঘটনাবর্ণনারমাধ্যমে রূপকাশ্রয়ে মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকশিক্ষা দিয়েছেন। সাদি মূলতমানবতারকবি। তাঁরকাব্যের কেন্দ্রিয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানবতার সর্বাঙ্গীন অর্থাৎজাগতিক ও পারলৌকিককল্যাণসাধন। তিনিপার্থিব লোভ-লালসা ও অহঙ্কারপরিহারকরেপরকালীনকল্যাণলাভেরপ্রত্যাশায়কার্যক্রম সম্পাদনে মানুষকেউৎসাহিতকরেন। আরএব্যাপারেতাঁরএকমাত্রআদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেনআদর্শ ও চরিত্রেসর্বকালেরসর্বযুগের সেরা ইসলামধর্মেরআখেরিনবিমুহাম্মদ (সা.)।

রাসুল(সা.) বন্দনায়সাদি অসংখ্য কাসিদা, গজল, মসনবি, কেতআ ও রুবাইরচনাকরেছেন। এরমধ্যে সাদিরভুবনখ্যাতজনপ্রিয়নাথ হলোবালাগালউলাবিকামালিহি/ কাশাফাদ্দোজাবিজামালিহি/হাসুনাতজামিউখিসালিহি/ সাল্লুআলাইহিওয়াআলিহি (মানবতারশীর্ষে তুমিহলেউপনীতরূপেরছটায় দূর করলেআঁধারছিলযত/ সকল গুণের সমাবেশেচরিত্রমহানতুমি ও তোমারবংশপরেহাজারোসালাম। নাতটিসমগ্রমুসলিম দুনিয়ায় এত অধিকপরিমাণপঠিতহয় যে, অনেকশিক্ষিতজনওমনেকরেন, এটিহয়তোপবিত্রকুরআনেরআয়াতঅথবাহাদিসের কোনোঅংশ। কিন্তু রাসুলের (সা.) উপর দরুদ স্বরূপপঠিত এই অংশটুকু যে পারস্যেরএকজনকবি কর্তৃক প্রিয়নবির (সা.) শানেরচিতএকটিচতুষ্পদী (রুবাই) কবিতা- এ তথ্যটিঅনেকেরকাছেইঅজানা। অথচ রাসুলের (সা.) প্রতিঅগাধ ভক্তির বহিঃপ্রকাশকরতেগিয়েবিশ্বেরঅসংখ্য রাসুলপ্রেমিকপ্রতিনিয়তসুর ও ছন্দেরমাধুর্যে এ নাতটিআবৃত্তিকরছেন।সাদি তাঁরe¯Ív‡bরাসুলের(সা.) প্রশংসায় দীর্ঘ কবিতারচনাকরেছেনযাঅত্যন্তহৃদয়গ্রাহী। এছাড়াওতাঁরবিখ্যাতগ্রন্থ †Mv‡j¯Ív‡bi বেশিরভাগকবিতায়ইরাসুলের (সা.) হাদিসের আলোকেরচিত।এককথায়, রাসুলপ্রেমিকআল্লামা শেখসাদি তাঁরকবিতায়কখনোসরাসরিরাসুলের(সা.) প্রশংসা, গুণকীর্তন ও রাসুলের(সা.) সামসময়িকঘটনাবলিরউল্লেখকরেছেনআবারকখনোরাসুলের(সা.) হাদিসের প্রভাবেপ্রভাবিতহয়েবিভিন্নকবিতারচনাকরেছেনযামানুষকেমানবিকতা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, শিষ্ঠাচারপ্রভৃতিরশিক্ষাদিয়ে থাকে।কেননামহানবিমুহাম্মদের (সা.) একেশ্বরবাদের উপরপ্রতিষ্ঠিতসমাজব্যবস্থা প্রত্যেকমানুষকে দিয়েছেসমানঅধিকার, আত্মিকমর্যাদা ও ইসলামকেকরেছেরাজনীতি ও সমাজনীতিরমিলনক্ষেত্র। জীবন ও জগৎটাকেসহজ ও স্বাভাবিকভাবেগ্রহণকরেসাধারণমানুষেরপক্ষেসুখীহবারবিধানহিসেবেইসলামইযথেষ্ট।

বর্তমানঅস্থিতিশীলগোটাবিশ্বেরবিভিন্ন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্নমানবজাতিযদি রাসুলের(সা.) হাদিসের অনুসরণকরততাহলেতারাসমস্তসমস্যারসমাধানেসফলহতেন ও পৃথিবীতেবহুআকাঙ্ক্ষিতসুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজকরত। এটা তোসর্বজনস্বীকৃত যে, আমাদের

প্রিয়নবিহজরতমুহাম্মদ (সা.) বিশ্বকে সত্য ও ন্যায়েরশিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান ও সভ্যতারআলোয় উদ্ভাসিতকরেছেন। জৈনককবিবলেন–

ইসারডাকেপ্রাণফিরে পেতমরদেহ

আপনার(মুহাম্মদ সা.) ডাকেপ্রাণফিরেপায়যুগান্তরেরপ্রজন্ম।

MšcwÄ

evsjvMšvewj

১. হজরতখাজামুঈনুদ্দিনচিশতী (রা.), জেহাদুলইসলাম ও সাইফুলইসলামখান (অনূদিত), (২০১১), w‘Iqvb-B-gCbwÏb, সদর প্রকাশনী, ঢাকা

২. শাইখ ড. আয়িযআল-কারনী, (২০১৯), নবীজি (সা.) যেমনছিলেনতিনি, সমকালীনপ্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩. ডা. ফজলুররহমান, (২০১৮),Agmwjggbxlx‡‘i ‘wó‡ZAvj-KiAvb I gnvbex, কলিপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

৪. শিশির দাস, wcqZgbex (mv), মোহিনীপ্রকাশনী, ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯

৫. ছৈয়দ আহমদুলহক, (২০০৩), †gŠjvbviægxiw‘Iqv‡bkvgmZve‡iRx, w‘Iqv‡bnv‡dR, †kLmv‘x, †gvjøvRvgx I AvgxiLmiæn‡ZdviwmMRjmsKjb, আল্লামারুমী সোসাইটি, চট্টগ্রাম

৬. মুহাম্মদ নূরউল্লাহআযাদ (সম্পাদিত), (২০১৬), wekbexnhiZgnv¤§‘ (mv.) Gi Rxebx, ৫ম মুদ্রণ, সোলেমানিয়াবুকহাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

৭. এয়াকুবআলী চৌধুরী, (২০১৬), bibex, পঞ্চদশমুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

৮. শেখআবদুররহিম, (২০১৮), nRiZgn¤§‘ m. RxebPwiZ I agbxwZ, আবিষ্কার প্রকাশনী, ঢাকা

৯. মোস্তাকআহমাদ, (২০১৪), w‘Iqvb-B-nwdR, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা,

১০. আহমাদ মোস্তফাকাসেমআত-তাহতাবী, (২০১৮), bwewRiDËg ¸Yvewj, রুহামাপাবলিকেশন, ঢাকা

১১. মনিরউদ্দীনইউসুফ,(২০১৭), iæwgigmbex,চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্টওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১২. মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), (২০০৮), gmbexkixd 1g L‡Ðic_gvá, খায়রুনপ্রকাশনী, ঢাকা

১৩. শামসুলকরীম খোকন (সম্পাদিত), (২০১৬), Bmjvgxmsmxz, মাম্মী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৪. ডা. ফজলুররহমান, (২০১৮), cwZkæZwekbexagMšmg‡n wekbexiAvMgbevZv, কলিপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৫. আবুবকররফীক, (২০১৭), gnvbexiKxwZgvbceciæIMY, দ্বিতীয়মুদ্রণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

১৬. ড. গাজীআবদুল্লাহেলবাকী, শরীফআতিক-উজ-জামান (অনূদিত), (২০১৫),Igi ^Lqv‡giiæevBqvZ : mwdKve¨ HwZ‡n¨iAwe‡”Q‘¨ Ask, নাহারপাবলিকেশনস, খুলনা

১৭. মোস্তাক আহ্মাদ, (২০১৭),Avjøvgv †kLmvw‘iAvZ‡‘kbwekcwm× Av‡k‡Kivmj I ZËÁv‡bi m¤vU, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৮. ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশউপাধ্যায়, (২০১৪), KwéAeZviGes †gvnv¤§` mv‡ne, ৩১তম মুদ্রণ, অধ্যাপক ড. অসিতকুমারবন্দোপাধ্যায় (অনূদিত), মোহাম্মদ শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), ইসলামীসাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৯. আল্লামাইমামনববী (র.), মাওলানামুহাম্মদ সিরাজুলইসলাম (অনু.), (২০০১), wiqv`mmv‡jnxb, ৩য় খণ্ড, ইসলামিয়াকুরআনমহল, ঢাকা

২০. হজরত শেখফরিদউদ্দিন আত্তার (র.), মোঃ মোস্তাফিজুররহমান (অনূদিত), (২০১০), Zvh‡KivZjAvËwjqv, সপ্তম সংস্করণ, মীনাবুকহউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

২১. ড. মো. কালামউদ্দিন, (২০১৯), dwi` DwÏbAvËviKve¨ I mwd `kb, মনিরামপুরপ্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

২২. মনিরউদ্দিনইউসুফ (অনূদিত),(২০১২), †di‡`Šwmikvnbvgv 1g LÐ, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

২৩. শামসুদ্দীনমুহাম্মদ ইসহাক, (১৯৭৪), wek †cwgKiægx, প্রথম খণ্ড, প্রথমপ্রকাশ, সিফাতপ্রকাশনী, ঢাকা

২৪.Bmjvgxwek‡KvI, (১৯৯৫), প্রথম খণ্ড, তৃতীয়মুদ্রণ, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

২৫. আব্দুসসাত্তার, (১৯৮৩), dvimxmwn‡Z¨iKvjµg, ২য় সংস্করণ, ইসলামীফাউন্ডেশন, ঢাকা

২৬. মাওলানাআবদুলমজিদ ঢাকুবী (অনূদিত), (১৯৮৪), gmbex‡qiægx, প্রথম খণ্ড, এমদাদিয়ালাইব্রেরী, ঢাকা

২৭. খালিদ সাইফ (অনূদিত), (২০১৮), RvjvjwÏbiæwgwbewPZKweZv, প্রথম মুক্তদেশ সংস্করণ, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা

২৮. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, মেহজাবিনইসলাম, (২০১৮), AvawbKBiwbKwecviwfbG‡ZmwgRxeb I Kve¨, আবিষ্কার প্রকাশনী, ঢাকা

২৯. মো. আবুলকালামসরকার, (২০১৫), evsjv‡`‡k dviwmAbev` mwnZ¨ 1971-2005, প্রথমপ্রকাশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

৩০. ড. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), (২০০৮), AvšÍRwZKi|gx m‡¤§jbô07 ¯§viKMš, আল্লামারুমী সোসাইটি, ঢাকা

৩১. বোরহানউদ্দিনখান জাহাঙ্গীর (অনূদিত), (২০১৯), iæwgiKweZv, জার্নিম্যানবুকস, ঢাকা

৩২. মোহাম্মদ আবদুলকাইউম (সম্পাদিত), (১৯৮৯), †gvnv¤§` eiKZjøvniPbvejx, বাংলাএকাডেমী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা

৩৩. এমআকবরআলি, (১৯৯০), weÁvbxKweIgi ˆLqvg, মালিকলাইব্রেরী, ঢাকা

৩৪. কাজীনজরুলইসলাম, (২০১৭), iæevBqvZ-B-Igi ˆLqvg, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

৩৫. শামসুলআলমসাঈদ, (২০১১), Igi ˆLqvgiæevBqvZ, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা

৩৬. কাজীআকরম হোসেন, (২০১৯), `vDqvb-B-nwdR, তৃতীয় সংস্করণ, স্টুডেন্টওয়েজ, ঢাকা

৩৭. ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুররহমান, (২০১৫), dviwmKve¨mwn‡Z¨ gnvbex (mv.), ইরানমিরর

৩৮. ডক্টরমুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (১৯৫৮), BKevj, রেনেসাসপ্রিন্টার্স, ঢাকা

৩৯. ডঃআবুসাঈদ নূরুদ্দীন, (১৯৯৬), gnvKweBKevj, আল্লামাইকবালসংসদ, ঢাকা

৪০. মোহাম্মদ গোলামরসুল, (১৯৮০), BKevjcwZfv, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

৪১. সৈয়দ আবদুলমান্নান (অনূদিত), (২০১১), Avmiv‡iLw' BKevj, তৃতীয়মুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, ঢাকা

৪২. আবুলফরাহমুহাম্মদ আবদুলহক, (১৯৫৫), iægh-B-†eLw', ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

৪৩. মোস্তাকআহমাদ, (২০১৬), gmwjgRvMi‡YignvKwe I 'vkwbKAvjøvgvBKev‡jiLw'ZË I HkxÁvbinm¨, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

৪৪. ড. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, (২০১৩), BKevjKv‡e¨ gmwjggvbm I gvbeZv, ইসলামিপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

৪৫. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজী, মুহাম্মদ ঈসাশাহেদী (অনূদিত), (২০০৭), dviwmmwn‡Z¨iBwZnvm, আলহুদাআন্তর্জাতিকপ্রকাশনাসংস্থা, ঢাকা

৪৬. কাজী সাজ্জাদ হোসেন, (১৯৬১), e¯Ívb-G-mv'x, সরবরঙ্গ কিতাব ঘর, দিল্লী, ভারত

৪৭. মুবারযউদ্দীনরাফআত (অনূদিত), (১৯৯৩), Zvix‡LAv'weqv‡ZBivb, একাদশসংস্করণ, দিল্লী

৪৮. মীরহাসানআলীঅনুদিত, (২০১০), gvKZev‡Z †'v mv'x, দ্বিতীয় খণ্ড, মীরপাবলিকেশন, ঢাকা

৪৯. এ. কে. এম. ফজলুররহমানমুন্‌শী (অনূদিত), (১৯৮৮), mxivZbbex, ২য় খণ্ড, দি তাজপাবলিকেশনহাউজ, ঢাকা

৫০. গোলাম মোস্তফা, (১৯৮৪), wekbex, আহমদ পাবলিশিংহাউজ, ঢাকা

৫১. মাওঃ সৈয়দ হাবিব রেজা হোসাইনি ও মাওঃ মোঃআবুসাঈদ, (২০০৬), nhiZ †gvnv¤§' (mv:) Gi DËgPwiÎ, দি রিচার্স সেন্টার অব ইসলামিকসায়েন্সেস, ঢাকা

৫২. মোহাম্মদ মুনির হোসেনখান (অনূদিত), (২০০৪), wPifv¯ignvbex (mv:), ইসলামীপ্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা

৫৩. আব্দুল্লাহআলমারুফ, (২০০৬), gnvbex (mv:) Gi ghv'v, ইফাবাপ্রকাশনা, ঢাকা

৫৪. মুস্তফাজামানআব্বাসী, (২০০২), gnv¤§'ibvgwek bexiRxebx, অনন্যাপ্রকাশনী, ঢাকা

৫৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, (২০১১), cvim¨ cwZfv, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা

৫৬. মোঃফজলুররহমানআশরাফি, (১৯৯৯), we‡kigmwjggbxlx‡'iK_v, আর, আই, এস পাবলিকেশন, ঢাকা

৫৭. তারিকজিয়াউররহমানসিরাজি, (২০১৪), dviwmmwn‡Z¨iBwZeË২২৬-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ, বাডপাবলিকেশন, ঢাকা

৫৮. মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন, (১৯৭৮), Biv‡biKwe, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

৫৯. আবদুসসাত্তার, (১৯৮৭), dvimxmwn‡Z¨iKvjµg, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা

৬০. আব্দুলমওদুদ, (১৯৯৪), gmwjggbxlv, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ঢাকা

৬১. সাইদুররহমান, (১৯৮৪), gmwjg 'kb I ms¯wZ, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা

৬২.mswÿßBmjvgwek‡Kvl, (১৯৯৫), প্রথম খণ্ড, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, তৃতীয়মুদ্রণ, ঢাকা

৬৩. মোঃআবদুলহামিদ ও মুহাম্মদ আবদুলহাইঢালী, (২০০১), gmwjg 'kbcwiwPwZ, অনন্যাপ্রকাশনী, ঢাকা

৬৪. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), (২০১৭), gnvKwe †kLmww'iKvjRqxMš †ev¯Ív, রোদেলাপ্রকাশনী, ঢাকা

৬৫. আব্দুল্লাহআল-মামুনআল- সোহরাওয়ার্দি (অনূদিত ও সংকলিত), মুহাম্মদ ওহীদুলআলম (অনূদিত), (২০১৮), gnv¤§' (mv.) AwgqevYx, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, নয়াপল্টন, ঢাকা

৬৬. আহমদুলইসলাম চৌধুরী, (২০১২), cvim¨ †_‡K Bivb, সুচিত্রাকম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, চট্রগ্রাম

৬৭. কে, এম, জি, রহমান, (২০০৮), nhiZ †kLmvß'x (int), ৮ম মুদ্রণ, আনমননিউঅফসেট প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা

৬৮. সুভাষমুখোপাধ্যায়, (২০০৩), nwd‡RiKweZv, ১ম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেটলিমিটেড, কলকাতা

৬৯. হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, (১৩১৬ বাংলা), পারস্য সাহিত্যেরইতিহাস, শ্রীজগদিশ প্রেস, কলকাতা

৭০. মাহমুদুলহাসাননিজামী (অনূদিত), (২০১৭), gnvKwe †kLmww'iKvjRqxMš ¸wj¯Ív, রোদেলাপ্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা

৭১. আশরাফলতিফী ও সাইয়্যেদ খোরশীদ হোসাইনি বোখারী, (১৯৬৬), মোতায়েলেআদাবিয়্যাতেইরান, হিচ্ছায়েনাযম, তাজবুকডিপো, লাহোর

৭২. মির্যামকবুল বেগবাদাখশানী, Av'ebv‡g‡qBivb, ইউনিভার্সিটিবুকএজেন্সি, তা.বি., লাহোর

৭৩. মাওলানাআবদুসসালামনদভি, (১৯৯১), BKev‡jKv‡gj, আযমগড় প্রেস, লাহোর

English Books

74. Muhammad ibn Abd Allah, (1882), *Stanley Lane-Poole (Translated), The Speeches and Table-Talk of the prophet Mohamad*, Macmillian and Co., London

75. Najib Ullah, (1963), *Islamic Literature*, A Washington Square Press Book,

76. Michael H. Hart, (1978), *The 100 : A Ranking of the Most InfluentialPersons in History*, Hart Publishingcompany, New York

77. Reginald Bosworth Smith, (1874), *Mohammed and Mohammedanism Lectures*, Forgotten Books, London

78.Manabendra Nath Roy, (1940), *The Historical Role of Islam*, Renesa Publishers, kalcutta

79. Philip K. Hitti, (1953), *The History of the Arabs*, Macmillan and company limited, London

80. Hadland David, (1976), *The Persian Mystic Jalaluddin Rumi*, S H Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore.

81. JowelWaiz Lal, (1925), *An Introductory History of Persian Literature*, The Imperial Book Depot Press, Delhi.

82. Ahmad Tamimdari, (2002), *A History of Persian Literature*, Translated by Ismail Salami, Alhoda International Publishers, Iran.

83. Swami Govinda Tirtha, (1941), *The Nectar of Grace: Omar Khayyam's Life and Works*, Kitabistan, Allahabad

84. M Akbar Ali, (1990), Scientist Poet Omar Khayyam, Malik Library, 36 Bangla Bazar, Dhaka-1100

85. J. Arberry, (1958), *Classical Persian Literature*, Geprge Allen and Unwin Ltd, London

86. A. C. Bose, (1976), Rubaiyyat-i-Omar Khayyam, Modern Book depot, 78 Chowringhee Centre, Calcutta-13

87.Bruce B. Lawrence, (1989), *Defenders of God*, Harper and Row, New York, USA

88. Hossain Razmdjou, Introduction, *THE BUSTAN OF SHEIKH-E.JALAL SAADI.* Published by the Iranian National Commission for UNESCO.

89. Edward G Browne, (1969), *A Literary History of Persia*, Volume-Two, Cambridge at the University Press.

90. Edward G. Brown, (1902), *A LiteraryHistory of Persia*, Vol. I , Cambridge UniversityPress, London

91. J.I. Haidar, (2015),"*Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran*," Paris School of Economics, university of Paris 1 Pantheon 282orbonne, Mimeo

کتابهای فارسی :

92. لیلا صوفی، (۲۰۰۰)، زندگینامه شاعران ایران-چاپ سوم، انتشارات جاجرمی، کتابخانه ملی، تهران، ایران

93. دکترتوفیق ح. صبحنی،(۱۹۹۶)، تاریخادبیات ۱، انتشارات دانشگاهپیام نور، تهران

94. مهنازبهمن، (۱۳۸۹)، پروبناعتصامیچهرههایدرخشان، انتشارات مدرسه، تهران

95. صادق رضا زاده شفق، (۱۳۵۲م)، تاریخادبیاتایران، انتشارات دانشگاهپهلوی،ایران

96. ابوالقاسم فردوسی، (1993م)، شاهنامهء فردوسی، مهمد علی فروغی (نلشر)، انتشارات فردوس، ایران

Dhaka University Institutional Repository

97. محمد رضا شفیعی کدکنی، (1395م)، تازیانه های سلوک، ناشر آگاه، ایران

98. علی دشتی، (1392م)، خاقانی شاعری دیر آشنا، ناشر زوار، ایران

99. بدیع‌الزمانفروزانفر، (1995م)، شرح احول و نقد و تحلیل آثار شیخفریدالدین محمد عطار نیشابوری، چاپ اول، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران

100. دکترذبیحالله صفا، (1960م)، تاریخادبیات در ایران، جلد دوم، کتابفروشی ابن سینا، تهران، ایران

101. شیخفریدالدین عطار، (1985م)، مصیبت نامه، دکترنورانیبسال(ناشر)، کتابفروشی زوار، تهران، ایران

102. محمد جعفر یاحقی، (1377ه.ش)،تاریخادبیاتایران، جلد اول و دوم، وزارت آموزشایران، تهران ২

103. ذبیح الله صفا، (১৩৯৫ ه.ش)، تاریخادبیات در ایران، چپیازده، انتشارات فردوس، چپخانهٴرامین، ایران

104. سید محمد رضا جلالینائینی (ویرایش شده)، (1375ه.ش)، دیوان حافظ شیرازی، انجمن خوشنویسانایران، تهران

105. ذبیح الله صفا، (1995م)، تاریخادبیات در ایران، جلد دوم، چپ دهم، انتشارات رامین، تهران

106. شیخفریدالدینعطارنیشاپوری، (2004م)، منطقالطیر، دکتررضا شفیعی کدکنی (ویرایش شده)، انتشارات سخن، تهران، ایران

107. شیخفریدالدینعطارنیشاپوری، (1940م)، الهی نامه، هلموت ریتر (ویرایش شده)، انا شرعت الاسلامیه، استمبل

108.شیخفریدالدینعطارنیشاپوری، (1996م)، مختر نامه، دکتررضا شفیعی کدکنی (ویرایش شده)، انتشارات سخن، تهران، ایران

109.شیخفریدالدینعطارنیشاپوری، (1959م)، اسرار نامه، دکترسید صادق گوهرین (ویرایش شده)، صفیعلی شاه، تهران

110. رضا زاده شفق، (1369ه.ش)، تاریخادبیاتایران، چپخانهٴ ارمان، تهران

111. بدیع‌الزمانفروزانفر، (1383ه.ش)، تاریخادبیاتایران، وزارت آموزشایران، تهران

112. شمس الدین محمد حافظ شیرازی، (1379ه.ش)، دیوانغزلیات حافظ شیرازی، خلیلخطیبرهبر(ویرایش شده)، انتشارات صفیعلی شاه، تهران

113.محمد اقبال، (1964م)، کلیات اشعار فارسی اقبال، کتابخانهٴسنایی، ایران

114. عبد الله راضی، (1966م)، تاریخکاملایران، انتشارات اقبال، تهران

115. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، (1379م)، کلیلت سعدی، چاپ هفتم، محمد علی فروغی (تصحیح شده)، کتابخانه ملی ایران.

116. سعدیشیرازی، (۲۰۰۳م)، کلیات سعدی، به تصحیح محمد علی فروغی، نشر پیمان، تهران

117. شیخ سعدی شیرازی، (۱۹۸۴م)، گلستان سعدی، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، داکا

118. غلام حسین یوسفی، (۱۹۹۸م)، گلستان سعدی تصحیح و توضیح، تهران

119. حسن احمدی گیوی، (۲۰۰۷م)، شرح وتعلیقات گلستان سعدی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران

120. غلام حسین یوسفی، (۱۹۹۶م)، بوستان سعدی، تصحیح، چاپ پنجم، تهران

121. شیخ سعدی شیرازی،(۱۹۸۵م)، کریما، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، داکا

122. سعدی شیرازی، (۲۰۰۵م)، قصاید فارسی، به تصحیح محمد علی فروغی، نشر پیمان، تهران

123. غلام حسین یوسفی، (۱۹۹۹م)، رباعیات سعدی تصحیح و توضیح، تهران

124. پرویزاتابکی، (۱۹۹۵م)، رسالا عاشقیانسعدی، نشر پژوهش فرزان، تهران

125. الطاف حسین حالی، (۱۹۶۳م)، رسالا صاحب دیوان سعدی، مجلس ترقی ادب، اپلپریس، لاهوری

agxqMšvewj

১২৬. মাওলানাআশরাফআলী থানভী (রহ.), AvjKiAvbjKvwig, মাওলানা মোঃ মাজহারুলইসলাম (অনূদিত), মীনাবুকহাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১২৭.ইমামআহমদ ইবন হাম্বল (রা.),gmbv‡‘ Avngv‘, (২০০৮), ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

১২৮. আবুআব্দুল্লাহমুহাম্মদ ইবনেইয়াজীদ ইবনেমাজাহআল-কাযবীনী, (২০০৬), mbvbBe‡bgvRvn, ডঃ আ. ফ. ম. আবুবকরসিদ্দীক, মাওলানা এ. কে. এম. আবদুসসালাম (সম্পাদিত), মাওলানামুহাম্মদ সাইদুলহক, মাওলানাহাফেজমুজীবুররহমান, মাওলানামুহাম্মদ আবদুলজলীল, মাওলানামুহাম্মদ মূসা (অনূদিত), ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

১২৯. আল দারিমী, মাওলানামুহাম্মাদ খলিলুররহমানমুমিন (অনূদিত), (২০১৩), mbvb Av‘ ‘v‡igx, মীনাবুকহাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

১৩০. ইমামআবুল হোসাইনমুসলিমইবনুল হাজ্জাজ (র.), (২০০৩), mnxngmwjgkixd, সকল খণ্ড একত্রে, হাফেজমাওলানামুফতীমুহাম্মদ জাকারিয়া (অনূদিত), মীনাবুকহাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩১. ইমামআবুআবদিররহমানআহমদ ইবনে শোয়াইবআন-নাসাঈ (র.), (২০০৮), mnxnmbvbbvmvCkixd, ১ম-৫ম খণ্ড একত্রে, মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুররহমানজাহেরী (অনূদিত ও সম্পাদিত), সোলেমানীয়াবুকহাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩২. ইমামমুহাম্মদ ইবনইসমাঈলবুখারী (র.), (২০০৮), mnxnevLvixkixd, হযরতমাওলানাশামসুলহক, শায়খুলহাদীসমাওলানাআজিজুলহক, মাওলানাআবুলকালামআজাদ (অনূদিত), ১-১০ খণ্ড একত্রে, ২য় প্রকাশ, নয়াদিগন্তপ্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩৩. আবুঈসামুহাম্মদ ইবনেঈসাআততিরমিযী (র.), (২০০৭), mnxnwZiwghxkixd, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে, মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুররহমান(অনূদিত), মোহাম্মদ মিজানুররহমানজাহেরী (সম্পাদিত), সোলেমানিয়াবুকহাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩৪. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মানইবনুলআশয়াছআস-সিজিস্তানী (র.), (২০০৯), mnxn Ave ‘vE‘ kixd, ১ম-৫ম খণ্ড একত্রে, মাওলানামোহাম্মদ মিজানুররহমানজাহেরী (অনূদিত), মাওলানা মোঃ মোস্তাফিজুররহমান (সম্পাদিত), সোলেমানিয়াবুকহাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩৫. ওয়ালিউদ্দিনখতিবআত-তাবরিযি,wgkKvZjgvmwen, মিরাজবুকডিপো, দেওবন্দ,তা.বি.

১৩৬. ধর্মাচর্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশউপধ্যায়, (২০১৪), †e‘ I civ‡YAvjøvn I nhiZ †gvnv¤§‘, ৩১ মুদ্রণ, অধ্যাপকঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অনূদিত), ইসলামীসাহিত্য প্রকাশনালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩৭. শ্রীরাজকৃষ্ণরায় (অনূদিত), (১২৯৮),gnvfviZ,১৯০ অধ্যায়

১৩৮.wmivZwek‡KvI, ৪র্থ খণ্ড, ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ, ঢাকা

১৩৯. স্বামীবিবেকানন্দ, ¯vgxwe‡eKvb‡›‘ievYx I iPbv, ১ম খণ্ড, RM‡ZignËgAvPvhMY

১৪০. জেমসডারমেস্টেটার (অনূদিত), এফ. ম্যাক্স মুলার (সম্পাদিত), (১৮৭৯), †R›‘-Av‡f¯Ív, ভলি নং- ৪, ১ম খণ্ড

mvgwqKx

১৪১. ড. তাহেরাআরজুখান, (২০১১), ivmjjøvn (mv.)-Gi eûweevnm¤ú‡K cvP¨we‘‡‘igšÍe¨ I Reve :GKwUchv‡jvPbv, BmjvwgKdvD‡Ûkbcwî Kv, ৫০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ

১৪২.gwmKg‘xbv-জুন ২০০০

১৪৩. নিউজলেটার, (২০১৬), ইসলামিপ্রজাতন্ত্র ইরানেরসাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ৩৮ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল

১৪৪. সৈয়দ গোলাম মোরশেদ, (২০১২), wewfbagM‡šiAv‡jv‡Kwcqbex (mv)-Gi AvMgbevZv, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা, সদরপ্রকাশনী, ঢাকা

১৪৫. সিরাজুলহক, (১৯৯৭), AvjøvgvBKev‡jiRxeb I Kg©, মাসিকনিউজলেটার, সংখ্যানভেম্বর, ঢাকা

১৪৬.রিজভি, সাজ্জাদ, “The existential Breath of al-rahman and the munificent Grace of al-rahim: The Tafsinsurat al-Fathia of Jami and the school of Ibn Arab।জার্নাল অব কুরআনিক স্টাডিজ।

১৪৭. *The Machmillan Family Encyclopaedia*, (1980), vol. 8, Macmillan Publishing Company, London

১৪৮. Sirajul Haque (Edited), (2007), *News Letter*, Special Issue on the year of Rumi (800th Birth Anniversary, Iranian Cultural Center, Dhaka,

১৪৯."UPDATE 3-BP cuts global gas reserves estimate, mostly for Russia" Reuters.com|২০১৩|

১৫০.CIA World Factbook "Iran"সংগ্রহেরতারিখ ২৪ মে ২০১৮ ।

১৫১. After Tehran, Mashhad, Esfahan, Tabriz and Karaj; in 2006 Shiraz had a total population of 1,227,331

১৫২. Anil Bhatti "Iqbal and Goethe"(PDF) *Yearbook of the Goethe Society of India*| সংগ্রহেরতারিখ ২০১১-০১-০৭।

১৫৩.Allama Muhammad Iqbal philosopher, Poet, and Political leader Aml.Org.pk| ২০১২-০৩-০৫ তারিখেমূল থেকে আর্কাইভকরা। সংগ্রহেরতারিখ ২০১২-০৩-০২।

Web Reference

154. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/মুহাম্মাদের_নেতৃত্বে_যুদ্ধের_তালিকা

155. http://www.skdeendunia.com/?p=2116

156. https://sunniaaqida.wordpress.com/2012/04/02

157. bn.m.wikipedia.org

158. www.masnavi.net

159. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh55/

160. http://www.masnavi.net/2/50/eng/1/3984/

161. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh25/

162. https://ganjoor.net/attar/vaslatname/sh23/

163. https://ganjoor.net/attar/mosibatname/mbkhsh0/sh4/

164. https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-5-yusof-zoleykha/sh8/

165. m.facebook.com>permalink (শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাঈল, আল্লামাইকবালেরকাব্যে ইশকেরাসুল, ৪ আগস্ট, ২০১৫ খ্রি.)

166. http://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh2

167 http://www.sunnatonline.com

168. https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh4/

169. https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh296/

170. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh22/

171. https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh283/

172. https://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache/

173. https://books.google.com.bd/books?

174. https://www.karbobala.com/news/info/1827

175. https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab2/sh2/

176. https://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh3/

177. https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh405/

178. https://ganjoor.net >101 غزلیات حافظ >غزل شماره

179. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/wkivR

180. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

181. http://www.banglanews24.com/fullnews/bn

182. http://bangla.irib.in/2010-04-21

183. http://www.sylhetexpress.com/20 June 2012

184. http://www.mashikdeendunia.com

185. http://www.chandpur-kantho.com

186. http://nafahat.ir/post-78.aspx

187. http://www.iranmirrorbd.com

188. EncyclopaediaBritannicalÒEncyclopaedia Britannica EncyclopeadiaArticle: Media ancientregion, iran" Britannica.com|

189. https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh3/

190. https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh16/

191. https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh1/

192. http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh118/

193. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh59/

194. http://www.masnavi.net/2/10/eng/1/2962/

195. http://alpha.nosokhan.com/Library/Topic/0PZE

196. https://ganjoor.net/attar/asrarname/abkhsh2/sh1/